আহলেহাদীছ আন্দোলন ঃ
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

D-1610

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর, ১৯৯১

আহলেহাদীছ আন্দোলন ঃ
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ

॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ-ডি ডিগ্রীর জন্য পেশ করা হ'ল ॥

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

তারিখ - ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯১

ক - ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা দান করছি যে, 'আহলে হাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটির অংশ বিশেষ কিংবা সম্পূর্ণটা কোন ডিপ্লোমা, ডিগ্রী অথবা বৃত্তির জন্য ইতিপূর্বে কোথাও দাখিল করিনি।

২৬/[illegible]

(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)
সহকারী অধ্যাপক,
আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

খ - প্রত্যয়ন পত্র

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বিমক ফেলো জনাব আসাদুল্লাহ আল-গালিব কর্তৃক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত 'আহলে হাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ' শীর্ষক পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে, এবং এটি কোন যুগ্ম গবেষণা কর্ম নয়। বরং এটি প্রার্থীর স্বকীয় কৃতিত্বে একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, এবং এটি পি-এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার অনুমতি দান করছি।

৩০.১২.৯১

(ডঃ এ.কে. এম. ইয়াকুব আলী)
প্রফেসর,
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্‌ (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ ও সালাম শেষে আমি আন্তরিক শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি অত্র গবেষণা সন্দর্ভের মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ এ,কে,এম,ইয়াকুব আলীর প্রতি, যাঁর যথাযথ নির্দেশনা ও পরিশ্রম ব্যতীত এই সন্দর্ভ রচনা সম্ভব ছিল না। সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় রচনা, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ এবং সার্বিক ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ অত্র সন্দর্ভটিকে বর্তমান মানে উন্নীত হতে সহায়তা করেছে। এজন্য আমি তাঁর নিকট চির ঋণী ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

অতঃপর আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতি, যার প্রদত্ত ফেলোশীপ ও আর্থিক সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। সাথে সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারীর প্রতি, যিনি অফিসিয়াল সহযোগিতা ছাড়াও আমাকে গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি শুক্‌রিয়া আদায় করছি মূল্যায়ন কমিটির সকল মাননীয় সদস্য বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন আহমদ খানের প্রতি, অত্র সন্দর্ভের ব্যাপারে যাঁর আন্তরিক উৎসাহ আমি কখনোই ভুলতে পারব না। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ কুয়েতের আহলেহাদীছ সংস্থা 'জমঈয়াতু এহইয়াইত্‌ তুরাছিল ইসলামী' এবং রিয়াযের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা-এর মাননীয় কর্মকর্তাগণের প্রতি, যাঁরা বহু মূল্যবান কেতাবাদি হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করার ফলেই আমার সন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে বলা চলে। আমি শুক্‌রিয়া জানাচ্ছি করাচীর জামেয়া সাত্তারিয়া ও দারুল হাদীছ রহমানিয়ার বাংগালী ও বিহারী ছাত্রবৃন্দের প্রতি এবং করাচীর কেন্দ্রীয় জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছের আমীর মাওলানা আবদুর রহমান সালাফী, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও জামা'আতে মুজাহেদীনের নায়েবে আমীর মাওলানা যাফরুল্লাহ ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আযীয, সিন্ধু প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাধারণ সম্পাদক ও করাচী দারুল হাদীছ রহমানিয়ার মুদীর

শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের, লাহোরের 'দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিয়া'র পরিচালক হাফেয আহমাদ শাকির, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ শায়খ আলীম নাছেরী, হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, হাফেয নঈমুল হক নঈম, লাহোর প্রবাসী বাগেরহাটের স্নেহাস্পদ কারী মুণীরুয্যামান, রিয়ায প্রবাসী কারী আবদুল মান্নান আরশাদ, মদীনা প্রবাসী ছাত্র স্নেহাস্পদ হাফেয রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও মৌলবী আবদুন্নুর (নীলফামারী) ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত আমার অন্যান্য স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দ, লাহোরের ইদারা ছাকাফাতি ইসলামিয়ার পরিচালক ও মা'আরিফ গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা ইসহাক ভাট্টি, ভারতের খ্যাতনামা আলেম দিল্লীর মারকাযে আবুল কালাম আযাদের পরিচালক মাওলানা আবদুল হামীদ রহমানী, দিল্লীর মাসিক মাজাল্লা আহলেহাদীছের সম্পাদক মাওলানা হাকীম আজমল খাঁ ও পাক্ষিক তরজুমানের সহ-সম্পাদক মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ্, কেরালার আবদুল হক সুল্লামী, বেনারস জামেয়া সালাফিয়ার ছাত্র বেলাল হুসাইন ও মুণীরুদ্দীন, আযমগড় দারুল মুছান্নিফীনের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক কাযী আতহার মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ-এর খ্যাতিমান লেখক ভারতের প্রবীণ মুহাদ্দিছ শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, ইউ,পি-এর জামেয়া ফয়েযে আম, মউ-এর হেড মাওলানা জনাব মাহফুযুর রহমান ফয়যী ও উত্তর শহরের তিনটি আহলেহাদীছ মাদরাসার বাংগালী ছাত্রবৃন্দ, কলিকাতার মাসিক আহলেহাদীস পত্রিকার সম্পাদক ও প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীসের সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা আইনুল বারী, মালদহের মাওলানা মোহাম্মাদ হোসাইন নাদভী, পশ্চিম দিনাজপুরের মাওলানা আহমাদ হুসাইন শ্রীমনুপুরী, নেপালের বর্ষিয়ান আলেম মাওলানা আবদুর রউফ ঝান্ডানগরী ও সেখানকার মাসিক 'নূরে তাওহীদ'-এর সম্পাদক মাওলানা শায়খ আবদুল্লাহ মাদানীসহ অন্যান্য সকলের প্রতি, যাঁরা ৫২ দিনের দক্ষিন এশিয়া সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে কেতাবপত্র দিয়ে ও অন্যান্য উপদেশ ও সহযোগিতা দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি বর্তমানে স্বদেশ ভারতে প্রত্যাগত ভ্রাতৃসম সঊদী মাব'উছ শায়খ আবদুল মতীন সালাফীকে, যার আন্তরিকতা ও সার্বিক উৎসাহ-উদ্দীপনা অত্র সন্দর্ভ রচনার মুহূর্তগুলিতে বারবার ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' তরুণ ভাইদের প্রতি ও দেশী ওলামায়ে কেরাম ও বন্ধুদের প্রতি, যারা বিভিন্নভাবে অত্র রচনায় আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বিভাগীয় সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মচারীগণের প্রতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি ও পাবলিক লাইব্রেরীসমূহের

কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও বন্ধুপ্রতীম টাইপিষ্ট ভাইদের প্রতি, যাদের সার্বিক সহযোগিতা না পেলে অত্র সন্দর্ভ রচনা ও যথাসময়ে পেশ করা সম্ভব হ'ত না।

পরিশেষে আজকের এই মুহূর্তে আমি গভীর কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে স্মরণ করছি আমার মরহুম মাতা-পিতাকে, যাঁদের উৎসাহ ও দিক নির্দেশনায় আমি দীনী ইলমের পথে পা বাড়িয়েছিলাম। আমার প্রতি মুহূর্তের স্মৃতিতে যাঁরা দীপ্তিময় হয়ে আছেন ও থাকবেন, কিন্তু আজকের এ স্মরণীয় মুহূর্তে যাঁরা হারিয়ে গেছেন চর্মচক্ষুর অন্তরালে চিরদিনের মত ···। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লাহুম অরহামহুম ···। ওয়া ছাল্লাল্লাহু 'আলা নবীইয়িনা মুহাম্মাদ অ-আলিহী ওয়া ছাহাবিহী ওয়া সাল্লাম।

·····

প্রতি বর্ণায়ন

(আরবী, উর্দু , ফারসী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

আ	—	ا	য	—	ض
ব	—	ب	ত্ব	—	ط
ত	—	ت	য	—	ظ
ছ	—	ث	ঐ	—	ع
জ	—	ج	গ	—	غ
হ	—	ح	ফ	—	ف
খ	—	خ	ক্ব	—	ق
দ	—	د	ক	—	ك
য	—	ذ	ল	—	ل
র	—	ر	ম	—	م
য	—	ز	ন	—	ن
স	—	س	ভ	—	و
শ	—	ش	ঃ	—	ه
ছ	—	ص	ইয়া, য়	—	ى

ـَ আকার

ـِ হ্রস্ব ইকার

ـِ। — ঈ -কার

ـُ উ-কার

তবে বাংলায় প্রচলিত অনেকগুলি বানান অনেকস্থানে একইভাবে রাখা হয়েছে। যেমন বাজে, বাজার, মজবুত, সুপারিশ ইত্যাদি।

সূচীপত্র

আহলেহাদীছ আন্দোলন :
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ

১ম খন্ড

		পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	ভূমিকা	১০
অধ্যায় ২	হাদীছ, সুন্নাহ, খবর, আছার	১৩
অধ্যায় ৩	নামকরণ ও পরিচিতি	৪৩
অধ্যায় ৪	আকীদা	৭৬
অধ্যায় ৫	মূলনীতি	১২৬

২য় খন্ড

অধ্যায় ৬	দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন	
	০ প্রাথমিক যুগ (২৩-৩৭৫/৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ)	২০২
অধ্যায় ৭	অবক্ষয় যুগ (৩৭৫-১১১৪/৯৮৪-১৭০৩)	২২৪
অধ্যায় ৮	আধুনিক যুগ - ১ম পর্যায় (১১১৪-১১৯৩/১৭০৩-১৭৭৯)	২৫০
	২য় পর্যায় - ক (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)	২৫৭
	২য় পর্যায়- খ (১২৪৬-১৩৭০/১৮৩১-১৯৫১)	২৮৯

পৃষ্ঠা -

আধুনিক যুগ : ৩য় পর্যায় - ক : নযীর হুসাইন (১২২০ - ১৩২০ / ১৮০৫ - ১৯০২) ৩২৪

৩য় পর্যায় - খ : ছিদ্দীক হাসান (১২৪৮-১৩০৭ / ১৮৩২-১৮৯০) ৩৪৫

৪র্থ পর্যায় - (সাংগঠনিক): ১৩১৩/১৮৯৫ খৃঃ হ'তে বর্তমান কাল ৩৬০

অধ্যায় ৯

বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩৯৮

অধ্যায় ১০

উপসংহার ৪৩৬

পরিশিষ্ট ৪৩৭

গ্রন্থপঞ্জী ৪৪৮

১ ম খণ্ড

অধ্যায় - ১

ভূমিকা

মূলতঃ কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উদ্ভব হয়নি। বরং মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার ও শিরক-বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, সেসবের মূলোৎপাটন করে কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসাবে এ আন্দোলনটি যাত্রা শুরু করে ও বিকাশ লাভ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতেই কুরআন ও হাদীছ মুসলিম সমাজের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য দু'টি প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রীক ও অন্যান্য দর্শন মুসলিম মণীষীদের দ্বারা লালিত হ'তে থাকে এবং এর ফলেই যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে ও রায় প্রয়োগ করে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা দানের প্রবণতা দেখা দেয়। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ গড়ে ওঠে এবং তা ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে শী'আ, খারেজী, মুরজিয়া ও মু'তাযিলা মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু রায় ও কিয়াসকে ব্যবহার করে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর সমাধান প্রদান থেকে মযহাবী উছূল বা আইন-সূত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে সমাজে পূর্ববৎ চলমান রাখতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার জন্য হাদীছ পরবর্তীযুগে মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ব্যাপ্তি লাভ করে এবং তার পঠন-পাঠনের জন্য বিভিন্ন দরসগাহ গড়ে ওঠে। মহানবী (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমাজের পরিশীলন করা এসকল মুহাদ্দিছের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। হাদীছের বিপরীতে অন্য কিছু গ্রহণ করা তাঁদের নিকট বিদ'আত বলে গণ্য হয়েছে। তবে ইজতিহাদের দরজা তাঁদের মতে সবসময়ের জন্য উন্মুক্ত থাকার কারণে উদ্ভূত সমস্যাবলীর হাদীছ ভিত্তিক সমাধানে কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়নি।

ইসলাম বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করায় অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। এর ফলে সাধারণ জনগণ কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক ইসলাম হ'তে অনেক দূরে সরে পড়ে। আকীদা ও আমলে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে মুসলিম খেলাফতের পতন ও অবক্ষয়যুগে শাসকগণ বিলাসবহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন

Rajshahi University Library
Collection Section
Document No. D-2510
Date 9.11.92
D-1610

ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে । এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে উলামায়ে সূ' ও সুযোগসন্ধানী আমাত্যগণ এমন সব রেওয়াজ চালু করেন যার সাথে কুরআন ও হাদীছের সঠিক যোগসূত্র ছিল না । মুহাদ্দিছগণ এসবের বিরুদ্ধে তৎপর হন এবং হাদীছ ভিত্তিক জীবন গঠনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান । তাঁদের এই কর্মপন্থা পরবর্তীতে সূচিত আহলেহাদীছ আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে গণ্য করা যায় ।

প্রধানতঃ শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর লেখনীর অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের প্রভাবে ও দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার শায়খুল হাদীছ মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভীর মুখ্য প্রচেষ্টায় খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে । এর পর থেকে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে এ আন্দোলন নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে স্থিতি-লাভ করে এবং সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে ইসলামের সঠিক পথের সন্ধান দানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে ।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, উত্তর ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে এবং পূর্ব ভারতের বাংলা ও বিহারে অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা সর্বাধিক । এই আধিক্যের কারণ হিসাবে বলা যায় যে, সীমান্ত অঞ্চল জিহাদের ঘাঁটি ছিল । পরবর্তীতে পাটনা জিহাদ পরিচালনার কেন্দ্র এবং বাংলা ও বিহার অঞ্চল লোক ও রসদ প্রেরণের উৎসস্থল ছিল । এই সময় আহলেহাদীছগণ 'মুহাম্মাদী' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন । সংস্কার আন্দোলন হিসাবে আহলেহাদীছের বিশেষ গুরুত্ব আছে । কিন্তু এর উপরে গবেষণামূলক উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা এর সঠিক মূল্যায়ণ হলে জ্ঞানকোষে মূল্যবান তথ্যাবলী সংযোজিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস । এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করার প্রয়াস পেয়েছি ও সেগুলোর ভিত্তিতে এ আন্দোলনের প্রকৃতি ও ধারা পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছি । এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি দু'টি খন্ডে বিন্যস্ত হয়েছে ।

১ম খন্ডে আহলুল হাদীছ শব্দের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, আহলেহাদীছ-এর নামকরণ, বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি আলোচনা করা হয়েছে । অতঃপর আহলেহাদীছগণের আকীদা বর্ণিত হয়েছে । এরপর বিগত ও বর্তমান যুগে আহলেহাদীছদের গৃহীত কর্মপন্থার আলোকে

আহলেহাদীছ আন্দোলনের পাঁচদফা মূলনীতি নির্ণীত হয়েছে — যা একটি নতুন সংযোজন ।

২য় খন্ডে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি আলোচিত হয়েছে । উপমহাদেশীয় ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী একে প্রাথমিক যুগ, অবক্ষয় যুগ ও আধুনিক যুগ-এ বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে । একইসাথে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতিধারা ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে ।

এ আন্দোলন দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । এই অভিসন্দর্ভে তত্ত্বীয় ও বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি গভীরভাবে নিরীক্ষা করে যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, তা পরবর্তী গবেষকদের অধিক অভিজ্ঞান লাভে উৎসাহিত করবে বলে আশা রাখি ।

অধ্যায় : ২

হাদীছ , সুন্নাহ , খবর , আছার

ফারসী সম্বন্ধ পদে[১] 'আহ্লেহাদীছ' ও আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহলুল হাদীছ' একই অর্থ বহন করে যার অর্থ হাদীছের অনুসারী ।[২] পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বহুস্থানে 'আল্লাহ্র

---

১. ফারসী সম্বন্ধপদে 'আহ্লে রায়' অর্থ জ্ঞানী , আহ্লে বায়ত' অর্থ ঘরের বাসিন্দা (اهل رائے ، دانشمند ، عقلمند ـ فارسی ترکیب) দ্রষ্টব্য: মুহায্যাবুল লুগাত - উর্দু , ১ম খণ্ড (লাক্ষ্ণৌ - হিন্দ) : মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই) পৃঃ ৪২৯ ।

২. ক. প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে , ইন্জীলের অনুসারীদেরকে কুরআনে 'আহ্লুল ইন্জীল' বলা হয়েছে (মায়েদাহ ৪৭, و ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه الاية)

খ. 'আহলুল ইসলাম' অর্থ ইসলাম কবুলকারী বা অনুসারী , দ্রষ্টব্য: ইবনু মানযুর আফরিকী মিসরী 'লিসানুল আরব' , ১১শ খণ্ড , 'লাম' অধ্যায় (বৈরুত : দারুল ফিক্র , মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই) , পৃঃ ২৮ ।

গ. 'আহ্লুল মায্হাব' একই মাযহাবের অনুসারী , দ্রষ্টব্য: আহমাদ বিন ফারিস বিন যাকারিয়া معجم مقاييس اللغة ১ম খণ্ড তাহকীক : আবদুস সালাম মুহাম্মদ হারুণ (বৈরুত : দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯) পৃঃ ১৫০ ।

ঘ. 'আহ্ল' ও 'আছহাব' একই অর্থে ব্যবহৃত হয় اهل الشئ اى اصحابه ' কোন বস্তুর মালিক বা সাথী । 'আহ্ল' একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। ত: ইব্রাহিম আনীস, মুজামুল ওয়াসীত্ব ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল ফিক্র , মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই) পৃঃ ৩১ , 'লিসানুল আরব' ১১শ খণ্ড , পৃঃ ২৮ ।

কেতাব'-কে 'হাদীছ' নামে অভিহিত করা হয়েছে ।[৩] আহ্‌লেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ

---

৩. ক. কুরআনে কুরআনকে 'হাদীছ' নামে আখ্যায়িত করার উদাহরণ - ১ - নিসা ৭৮ (فما لهولاء القوم لايكادون يفقهون حديثا) ২ - নিসা ৮৭ (و من اصدق من الله حديثا) ৩ - আ'রাফ ১৮৫ (ما كان حديثا) ৪ - ইউসুফ ১১ (فباى حديث بعده يومنون) - يفترى و لكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل كل شئى و هدى و رحمة لقوم يومنون - ৫ - কাহাফ ৬ (فلعلك باخع نفسك على اثارهم) ৬ - তাহা ৯ (وهل اتاك حديث موسى) ان لم يومنوا بهذا الحديث اسفا - ৭ - যুমার ২৩ (الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها) ৮ - জাছিয়াহ ৬ (فباى حديث بعد الله و اياته يومنون) ৯ - তুর ৩৪ (فليا توا بحديث مثله ان كانوا صادقين) ১০ - নাজ্‌ম ৫৯ (افمن هذا الحديث انتم تعجبون) ১১ - ওয়াকি'আহ ৮১ (افبهذا الحديث انتم مدهنون) ১২ - কলম ৪৪ (فذرنى و من يكذب بهذا الحديث) ১৩ - মুরসালাত ৫০ (فباى حديث) ১৪ - গাশিয়াহ ১ (هل اتاك حديث الغاشية) ১৪ - বাকারা (بعده يومنون -)

মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী সংকলিত المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم (বৈরুত : দারুল জীল , ১৪০৭/১৯৮৭) পৃ : ১৯৫ ।

খ. হাদীছে কুরআনকে 'হাদীছ' নামে যেমন জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন — 'اما بعد فان خير الحديث كتاب الله الخ' -

মুসলিম - মিশকাতুল মাছাবীহ ১ম খণ্ড (দিল্লী : মুজতাবায়ী প্রেস , ১৩৪৪ হিঃ) 'ইতিছাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ্' অধ্যায় , পৃ : ২৭ , ঐ বৈরুত : আলমাকতাবুল ইসলামী ১৪০৫ / ১৯৮৫ , তাহকীক : নাছিরুদ্দীন আলবানী ১ম খণ্ড পৃঃ ৫১ ।

গ. হাদীছে হাদীছকে 'হাদীছ' নামে অভিহিত করা হয়েছে : আবু হুরায়রাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত انه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا ابا هريرة ان لا يسالنى عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث، اسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه -

ছহীহ বুখারী ২য় খণ্ড (মীরাট : হাশেমী প্রেস ১৩২৮) কিতাবুর রিকাক 'ছিফাতুল জান্নাত ওয়ান্নার' অধ্যায় , পৃ : ৯৭২ , ছহীহ বুখারী ৭ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ , অফসেট ছাপা) পৃঃ ২০৪ ।

হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার নীতিতে বিশ্বাসী[৪] বিধায় এখানে 'আহলেহাদীছ' - এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী' বা অন্য কথায় 'আহ্‌লে ছহীহ হাদীছ'। সাধারণভাবে 'আহলেহাদীছ' হিসাবেই এইদল পরিচিত। হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হ ও ইতিহাসে আহ্‌লুলহাদীছ, আহলুস্ সুন্নাহ, আহলুল আছার প্রভৃতি নামগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধানের পূর্বে হাদীছ, সুন্নাহ, খবর ও আছার এর উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ উক্ত চারটি শব্দ পারিভাষিকভাবে প্রায় সমার্থবোধক হ'লেও অর্থ ও ভাবগত দিক থেকে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হ'ল।

ক : হাদীছ

হাদীছ 'হাদ্‌ছ' ধাতু হ'তে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ নবোদ্ভূত বস্তু যা পূর্বে ছিল না।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শরীয়ত বিষয়ে নবউদ্ভাবিত মত ও পন্থাকে 'মুহ্‌দাছাহ্' নামে অভিহিত করেছেন।[৬] আর এজন্যেই 'হাদীছ' কথা বা বাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ কথা বা বাণী

---

৪. AHL-I-HADITH : ... They do not hold themselves bound by "Taklid" ... but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practices from the authentic traditions, which together with the Quran are in their view the only worthy guide for true muslims. H.A.R.Gibb & others, Enclopaedia of Islam, (Leiden : E.J.Brill, 1960) Vol.I.,P - 259 .

৫. (حدث.. هو كون الشئ لم يكن) আবুল হাসান আহমাদ বিন ফারিস বিন যাকারিয়া, মু'জামু মিকইয়ামিল লুগাহ, ২য় খণ্ড, তাহকীক : আবদুস সালাম মুহাম্মাদ হারুণ (বৈরুত : দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯ / ১৯৭৯) পৃঃ ৩১।

৬. (وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ..) মিশকাতুল মাছাবীহ, বাবুল ই'তিছাম বিল্ কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ, ৩য় সংস্করণ (বৈরুত ছাপা : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ / ১৯৮৫ খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১।

একটার পর একটা শব্দ আকারে মুখ হ'তে বা লেখনীর মাধ্যমে নতুনভাবে বের হয়ে আসে।[৭] এতদ্ব্যতীত বর্ণনা, সংবাদ, নতুন, অনাদির বিপরীত প্রভৃতি অর্থে ও 'হাদীছ'-এর ব্যবহার হয়ে থাকে।[৮] হাদীছ শব্দের উৎপত্তি 'উহ্দুছাহ' ধাতু হতেও হয়ে থাকে

---

৭. ক. (والحديث من هذا لانه كلام يحدث منه الشئى بعد الشئى) ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

খ. واما الحديث فهو فى اللغة الكلام الذى يتحدث به و ينقل بالصوت و الكتابة — الحديث حجية بنفسه (নাছিরুদ্দীন আলবানী) فى العقائد و الاحكام ১ম সংস্করণ (দারুস সালাফিইয়াহ : কুয়েত, ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ১৫।

৮. ক. (الحديث هو اسم من التحديث وهو الاخبار) ডঃ ছুবহী ছালেহ, علوم الحديث و مصطلحه ২য় সংস্করণ (দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, দামেস্ক, ১৩৮৩ / ১৯৬৩) পৃঃ ৩।

খ. (الحديث الجديد و الخبر) বুতরুস আল-বুস্তানী قطر المحيط ১ম খণ্ড (মাকতাবা লুবনান, বৈরুত, ১৯৬৯ সালের ছাপা হতে ফটোকৃত) পৃঃ ৩৬৮।

গ. HADITH : Narrative , Talk, Enclopaedia of Islam , (Leiden : E.J. Brill, 1971), Vol.III, P- 23 .

ঘ. HADIS : Narratives , Enclopaedia Americana (Newyork, 1949) Vol. XIII, P-609.

ঙ. (الحديث نقيض القديم) লিসানুল আরব ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩১।

যার অর্থ নবজাত বা নব উদ্ভূত, এবং এর বহুবচন 'আহাদীছ'।[৯] স্মর্তব্য যে, বৈয়াকরনিকদের দৃষ্টিতে নিয়মবহির্ভূত ভাবে হ'লেও হাদীছ-এর বহুবচন 'আহাদীছ' হিসাবে প্রচলিত।[১০]

মোটকথা 'হাদীছ' শব্দটির ধাতুগত ব্যবহার যেভাবেই হোক না কেন, সেখানে ইখ্‌বার বা সংবাদ দেওয়ার অর্থ স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে।

'হাদীছ' পারিভাষিক অর্থ

শরীয়তের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌণ সম্মতির বর্ণনাকে 'হাদীছ' বলা হয়।[১১] ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) বলেন, নবী, ছাহাবী,

---

৯. ক. ৮(ক) নং টীকা পৃঃ ৩। খ. ফাদার লুইস মালুফ, 'আলমুনজিদ' আরবী-উর্দ্দু অভিধান (করাচী, দারুল ইশাআত ১৯৬৭) পৃ. ২৩৩।

১০. الحديث لغة الجديد و يجمع على احاديث على خلاف القياس
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'উছূলে হাদীছ'-এর উপর লিখিত পুস্তক من الطيب المنح فى علم المصطلح ৩য় সংস্করণ (মদীনা: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০০ হিজরী), পৃ. ৬।

১১. اعلم ان الحديث فى اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبىؐ و فعله وتقريره
শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী, 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভূমিকা পৃ.১।
• আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ)-এর পিতা সম্রাট আকবরের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) তুরস্ক হ'তে দিল্লীতে এসে বসবাস শুরু করেন। শায়খ আবদুল হক দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মিশকাতের আরবী ভাষ্য 'লাম'আত' ফারসী ভাষ্য 'আশ'আতুললাম'আত' শারহু সিফ্‌রিস সা'আদাত' ও রাসূলের জীবনী 'মাদারিজুন নবুআত' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। মুহাম্মদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, 'তারীখে আহলে হাদীছ' ২য় সংস্করণ (মাকতাবা তাওহীদ, ওখলা, নয়াদিল্লী-২৫) পৃঃ ৩৯৬।

কুরআনের বহুস্থানে আল্লাহ পাক স্বীয় কালামকে 'হাদীছ' বলেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও কুরআনকে 'হাদীছ' বলেছেন, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।[১৬] অথচ কুরআন হ'ল 'কাদীম' বা চিরন্তন বা 'হাদীছ' বা নূতনের বিপরীত। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম মুহাম্মদ বিন ওমর আল-ফাখ্‌র রাযী (৫৪৪-৬০৬) বলেন যে, কুরআনের ভাষা ও বাক্যসমষ্টি মাখলূক বা সৃষ্ট (যদিও তার মূল ভাবটি কাদীম বা চিরন্তন)।[১৭] জাহ্‌মিয়া ও মু'তাযিলাদের মতে মৌলভাব ও ভাষা (لفظ و معنى) উভয় দিক দিয়েই কুরআন সৃষ্ট। এরিষ্টটলের অনুসারী ফারাবী, ইবনে সীনা, তূসী প্রমুখ দার্শনিকদের মতে আল্লাহ্‌র কালামের স্বতন্ত্রভাবে বাহ্যিকরূপ নেই (لا حقيقة له في الخارج -), উচ্চ কল্পনাশক্তির মাধ্যমেই তা উপলব্ধি করা যায় মাত্র (وانما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية -) যার সারকথা দাঁড়ায়,

---

১৬. ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭. রাযী, তাফসীর تفسير الكبير ২৬শ খণ্ড ১ম সংস্করণ (মিসর: বাহিইয়াহ্ প্রেস ১৩৫৩/১৯৩৪) পৃঃ ২৬৭।

• রাযী: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর আল-ফাখ্‌র রাযী (৫৪৪-৬০৬) মূলতঃ তাবারিস্তানের ও পরে 'রায' শহরের অধিবাসী ছিলেন। পিতা যিয়াউদ্দীন ওমর ছিলেন 'রায' শহরের বিচারপতি ও খতীব। অপ্রতিদ্বন্দ্বী কালামশাস্ত্রবিদ, আশ'আরী দার্শনিক ও মুফাস্সির ইমাম রাযী ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত স্বীয় বৃহদায়তন তাফসীর গ্রন্থের (تفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب) জন্য জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। কালাম শাস্ত্রের কূটতর্কে জড়িয়ে পড়ায় শেষজীবনে তিনি দারুনভাবে অনুতপ্ত হন এবং আশ'আরী মতবাদ ত্যাগ করে সালাফী আক্বীদায় ফিরে আসেন। ইরানের হিরাত শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। — দাঊদী 'তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন' ২/২১৩-১৭ পৃঃ মাগরাভী, 'আল-ফুফাস্সিরূন' ২য় খণ্ড (রিয়ায: দার তাইয়েবা, ১ম সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ৪৭-৫২, تفسير الكبير এর ভূমিকা পৃঃ (و)

তাবেঈ — সকলের কথা, কর্ম ও মৌণ সম্মতির বর্ণনাকে 'হাদীছ' বলে।[১২] ইবনু হাজার (৭৭৩ - ৮৫২) বলেন 'যা নবী (ছাঃ) -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তাই-ই হাদীছ।[১৩]

---

১২. قال الطيبى الحديث اعم من ان يكون قول النبى صلعم و الصحابى و والتابعى و فعلهم و تقريرهم -

• ত্বীবী : শারফুদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) তিনি দার্শনিক ও বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। তিনি যামাখ্শারী 'কাশ্শাফ'-এর ভাষ্য লেখেন ও তাঁর ভ্রান্ত আকীদাসমূহ খণ্ডন করেন। তিনি 'মিশকাত'-এরও ভাষ্য লেখেন।

১৩. قال ابن حجر فى شرح البخارى المراد بالحديث فى عرف الشرع "ما يضاف الى النبى صلعم و كانه اريد به مقابلة القران لانه قديم -

• ইবনু হাজার : শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমদ বিন আলী ... ইবনুহাজার আসকালানী শাফেঈ (৭৭৩-৮৫২) মিশরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সাহিত্যে ও কবিতায় বিশেষ পারদর্শিতা থাক্লেও হাদীছশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। 'তাহযীবুত্ তাহযীব' 'তাকরীবুত তাহযীব' 'আল-ইছাবাহ' সহ শতাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাড়াও ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ বিশুদ্ধ ও বিশ্ববিশ্রুত ভাষ্যগ্রন্থ ভূমিকা খণ্ড বাদে বৃহদায়তন তেরটি খণ্ডে সমাপ্ত 'ফাৎহুল বারী' তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি। — সৈয়ুতী, জীবনীগ্রন্থ 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' তাহকীক : আলী মুহাম্মদ ওমর (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহ্বাহ্ ১ম সংস্করণ ১৩৯৩/১৯৭৩) পৃ. ৫৪৭-৪৮।

উল্লেখ্য যে, ১২ ও ১৩ নং টীকা দু'টি সৈয়ুতী, تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى হ'তে গৃহীত তাহ্কীক : আবদুল ওয়াহ্হাব আবদুল লতীফ (মদীনা : আলমাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ ১৩৭৯/১৯৫৯) পৃ. ৬।

• সৈয়ুতী : জালালুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আবুবকর আস-সৈয়ুতী শাফেঈ (৮৪৯ - ৯১১) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। প্রখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্যতম ভাষ্যকার ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ছয় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। — সৈয়ুতী, 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' — এর ভূমিকা পৃ. ১০ - ১৪, লেখক- আলী মুহাম্মাদ ওমর।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে হাদীছ ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতপূর্ব ও নবুঅত-উত্তর সকল আচরণকে বুঝানো হয়।[১৪] শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবুঅত-পূর্ববর্তী যুগে রাসূলের সকল কথা ও কর্ম, আমল ও আচরণ মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য পালনীয় সুন্নাত হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু উম্মতের ঐক্যমত অনুযায়ী নবুঅত-পরবর্তীযুগে রাসূলের কথা, কর্ম ও আচরণসমূহের যথার্থ অনুসরণই মুমিনের কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত। হেরা গুহার 'তাহান্নুছ' বা একান্ত সাধনা যদি সুন্নাত হ'ত, তাহ'লে নবুঅত পরবর্তী জীবনে মৃত্যু অবধি রাসূল (ছাঃ) নিজে বা তাঁর কোন ছাহাবী অবশ্যই উক্ত সুন্নাতের উপরে আমল করতেন। তাঁরা তা করেননি। বরং দেখা যায় যে, তাঁরা নিয়মিত জুম'আ-জামা'আতে যোগদান করেছেন, রামাযানে ছিয়াম পালন করেছেন, ই'তিকাফ করেছেন, জিহাদের ময়দানে জীবনদান করেছেন। তবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, নবুঅত-পূর্ব জীবনে রাসূলের

---

১৪. (ক) الحديث فى الاصطلاح يرادف السنة عند المحدثين و يراد بهما كل ما اثر عن رسول الله صلعم قبل البعثة وبعدها و غالبا يراد به ما يروى عن الرسول صلى الله عليه و سلم بعد النبوة من قول او فعل او تقرير -

والسنة عند علماء الحديث هى كل ما اثر عن الرسول صلعم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء كانت ذلك قبل البعثة كتحنثه فى غار حراء ام بعدها ، والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث -

দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআহ অনুষদের প্রাক্তন অধিকর্তা (ডীন) অধ্যাপক ডক্টর উজাজ আল-খাত্বীব المختصر الوجيز فى علوم الحديث (বৈরুত: মুআ'স্সাসাতুর রিসালাহ ১৪০৫/১৯৮৫) পৃ. ১৯, ১৬।

(খ) ডক্টর মুছতফা সাবাঈ এর ডক্টরেট থিসিস (আযহার ১৯৪৯) السنة و مكانتها فى التشريع الاسلامى ২য় সংস্করণ (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী ১৩৯৬/১৯৭৬) পৃ. ৪৭।

(গ) রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ মুছতফা আল-আ'যমী ডক্টরেট থিসিস (কেমব্রিজ ১৯৬৬) دراسات فى الحديث النبوى و تاريخ تدوينه (রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, মুদ্রণকাল নেই) পৃ. ১।

আচরণসমূহ পরবর্তী জীবনে তাঁর নবী হওয়ার অকাট্য দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে যদিও তা উম্মতের জন্য পালনীয় সুন্নাত বা হাদীছের পর্যাভুক্ত নয়।[১৫]

---

১৫. আলোচনা দ্রষ্টব্য : ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ রচিত مجموع الفتاوى ১৮শ খণ্ড (হাদীছ), সংকলক : আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম নাজদী (মক্কা : মাকতাবা নাহযাতুল হাদীছাহ, মুদ্রণ - কায়রো ১৪০৪), পৃ. ১০-১১।

• ইবনুতায়মিয়াহ : তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আবদুল হালীম বিন আবদুস সালাম বিন আবদুল্লাহ ... ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১ - ৭২৮ হিঃ) মূলতঃ হাররানের এবং পরে দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী ও মুজতাহিদ তাঁদের নিকটেই তাঁর ইলমের হাতে খড়ি হয়। বিশ বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই তিনি ফাতওয়া দেওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন এবং একুশ বছর বয়সে তিনি 'দারুল হাদীছ' শিক্ষায়তনে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ইবনু তায়মিয়াহ তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, উছূলে ফিক্হ, গণিত, এলজাবরা, ফারায়েয, কালামশাস্ত্র সহ সেযুগের সকল বিদ্যায় সমকালীন মুসলিম বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ইবনু তায়মিয়াহ যে হাদীছ জানেন না, সেটি হাদীছ-ই নয়। যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮) বলেন যে, ফাৎওয়া দেওয়ার ব্যাপারে তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করতেন না। বরং সর্বদা অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে ফাৎওয়া দিতেন। একজন মুজতাহিদ হওয়ার যোগ্যতা তাঁরছিল। তাঁকে বিচারপতির পদ দেয়া হয় কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ৭১২ হিজরীতে তিনি তাতারী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সিরীয় সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। বড় বড় তিন শতাধিক (খণ্ডে বিভক্ত) কেতাব ছাড়াও তাঁর রয়েছে অসংখ্য রেসালা ও ফাৎওয়া। মিনহাজুস সুন্নাহ, আর-রাদ্দ আলাল মানতেকিইঈন, ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকীম, আস-সিয়াসাতুশ শার'ইইয়াহ প্রভৃতি গ্রন্থছাড়াও সম্প্রতি সৌদী আরব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর ফাতাওয়া সংকলন ইবনুতায়মিয়াহকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুলেছে।

তাঁর সংস্কারধর্মী তৎপরতায় ক্ষুব্ধ আলেম সমাজের চক্রান্তে ছয়বারে মোট সাত বৎসর ইবনু তায়মিয়াহকে জেলখানায় কাটাতে হয়। সেখানে বসে তিনি ১৯ খণ্ডে বিভক্ত মোট পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। জেলখানায় ছোটভাই যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান তাঁকে দেখাশুনা করতেন এবং শেষবারে তিনি ভাইয়ের সঙ্গে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। হিংসুক আলেমদের চক্রান্তে অবশেষে তাঁকে দোয়াত কলম হ'তেও বঞ্চিত করা হয়। এরপরেই তিনি অসুখে পড়েন এবং বিশদিন পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দু'ভাই ৮০ বার কুরআন খতম করেন। ৮১ বারে ২৭ পারায় সূরায়ে 'কামার' শেষ হ'লে ইমাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইন্না লিল্লাহি ... কুরআন ও সুন্নাহর অকুতোভয় সিপাহসালার, কপর্দকহীন চিরকুমার, যুগস্রষ্টা মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মর্দে মুজাহিদ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহর মৃত্যুতে সারা দেশ শোকে ভেঙে পড়ে। সুদূর ইয়ামণ ও চীনদেশেও তাঁর গায়েবানা জানাযার খবর পাওয়া যায়। দু'লক্ষ শোকাতুর পুরুষ ও পনর হাযার মহিলা ইমামের জানাযায় শরীক হন। দামেস্কের 'সূফীদের গোরস্থানে' স্বীয় ভাই শারফুদ্দীন আবদুল্লাহর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়॥ — ইবনুরাজাব কৃত كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৭২/১৯৪৩), পৃ. ৩৮৭ - ৪০৮, সৈয়ূতীকৃত 'তাবাকাতুল হুফ্ফায পৃ. ৫১৬-১৭, দাউদী (মৃঃ ৯৪৫ হিঃ) কৃত 'তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন' ১ম খণ্ড (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহ্বাহ্ ১৩৯২/১৯৭২, তাহকীক : আলী মুহাম্মদ ওমর) পৃ. ৪৫ - ৪৯।

বর্তমান কুরআন চিরন্তন নয় বরং সৃষ্ট । কেলাবিয়াহ ও আশ'আরীদের মতে কুরআনের ভাব কাদীম, ভাষা সৃষ্ট ।[১৮]

---

১৮. ইবনুল কাইয়িম, مختصر صواعق المرسلة على الجهمية المعطلة ২য় খণ্ড (রিয়ায : মাকতাবা রিয়ায আল-হাদীছাহ্, মুদ্রণকাল উল্লেখ নেই, সংক্ষেপায়ন : মুহাম্মদ বিন মুছেলী) পৃঃ ২৮৬ - ৯৪, ইবনু তায়মিয়াহ, مجموع الفتاوى ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫২৬ ও ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২২ ।

• ইব্নুল কাইয়িম : শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আইয়ুব ... ইবনুল কাইয়িম আল্-জাওযিয়াহ (৬৯১ - ৭৫১) দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন । তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, উছুলে ফিক্হ, আরবী ব্যকরণ ও কালামশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিদ্যায় সমকালীন ইসলামী বিশ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন । ইবনু রাজাব (৭৩৬ - ৭৯৫) বলেন, 'আমি তাঁর চাইতে গভীর বিদ্যার অধিকারী এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক তাৎপর্য্য অনুধাবনকারী আর কাউকে দেখিনি ।' একই মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে স্বীয় উস্তায ইবনু তায়মিয়াহ্র ন্যায় তাঁকেও কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে কয়েকবার জেল খাটতে হয়েছে । প্রাণপ্রিয় উস্তাযের শেষ কারাজীবনের তিনি স্বেচ্ছাসঙ্গী ছিলেন । বুযর্গ উস্তাদের মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন তাঁর ইল্মের যোগ্য উত্তরাধিকারী । বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা অনেক । যাদুল মা'আদ, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন, ইগাছাতুল লাহফান, ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ, ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়াহ প্রভৃতি তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ । ইস্তিবায়ে সুন্নাহ্র উপরে লিখিত তাঁর দীর্ঘ কবিতা কাছীদাতুন নূনিয়াহ' অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও জনপ্রিয় । মৃত্যুর পর দামেস্কের 'বাব ছাগীর' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয় । — ইবনু রাজাব, كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭-৫২ ; দাউদী, 'তাবাকাতুল মুফাস্-সিরীন' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০-৯৩ ।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন 'বরং তা হল সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।[১৯] 'আপনার প্রভুর পক্ষ হ'তে পবিত্র রূহ (জিব্রীল) তা নিয়ে সত্যসহকারে অবতীর্ণ হয়েছেন।[২০] এখানে 'কুরআন' বলতে ভাব ও ভাষায় সমৃদ্ধ পূর্ণ কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে, খণ্ডিত কুরআনকে নয়। অতএব কুরআন যেমন ছিল তেমন অবস্থাতেই অপরিবর্তিতভাবে 'লওহে মাহফুয' থেকে নাযিল হয়েছে। অবশ্যই তা শব্দ, অর্থ ও বাক্য-বিহীন শূণ্যগর্ভ কেতাব ছিলনা। তাই কোন যুক্তিতেই কুরআনকে মাখলুক বা সৃষ্ট বলা চলেনা। বরং আল্লাহ যেমন চিরন্তন তাঁর কালামও তেমনি নিঃসন্দেহে চিরন্তন বা কাদীম। অতএব কুরআনকে 'হাদীছ' (নতুন সৃষ্টি) বলার পক্ষে রাযী ও অন্যান্য পণ্ডিতের প্রদত্ত ব্যাখ্যা যুক্তিসম্মত নয়।

মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হিঃ) বলেন, 'কুরআনকে 'হাদীছ' বলার কারণ হ'তে পারে দু'টি।

১ — কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। এখানে বাণী অর্থেই কুরআনকে 'হাদীছ' বলা হয়েছে।

২ — নাযিল হওয়ার সময়কালের বিচারে অন্যান্য আসমানী কেতাবের তুলনায় কুরআন নূতন।[২১]

---

১৯. সূরায়ে বুরূজ ২১ - ২২ (بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ

২০. নাহ্‌ল ১০২ (بل نزله روح القدس من ربك بالحق

২১. মাওয়ার্দী, তাফসীর تفسير الماوردى ৩য় খণ্ড (তাহকীক : খিযির মুহাম্মদ খিযির সম্পাদনা : ডক্টর আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ, কুয়েত : ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় ১৪০২/১৯৮২) পৃঃ ৪৬৬।
• মাওয়ার্দী : আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাবীব আল-মাওয়ার্দী শাফেঈ (৩৬৪ - ৪৫০) মূলত : বাসরী পরে বাগদাদের অধিবাসী হন। বহুদিন বিভিন্নস্থানে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। ফিক্‌হ, উছূলে ফিক্‌হ, তাফসীর, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর تفسير القران এবং রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ الاحكام السلطانية খুবই প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকে মু'তাযিলা বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। ইবনুছ ছালাহ (৫৭৭ - ৬৪৩) বলেন অধিকাংশ বাসরীদের মত কেবল তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি মু'তাযিলাদের ন্যায় মত পোষণ করতেন, অন্য কোন বিষয়ে নয়। দাউদী, 'তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন' ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২৩ - ২৫।

শাওকানী (১১৭২ - ১২৫০ হিঃ) বলেন ' কুরআনে আল্লাহ পাক তাঁর নবীর মাধ্যমে যেসব বিষয় নাযিল করেছেন, সেসব বিষয়ে তিনি লোকদেরকে খবর দিয়েছেন। অতএব খবর দেওয়া ও বর্ণনা করা অর্থে কুরআন অবশ্যই 'হাদীছ'।[২২]

---

২২. শাওকানী, তাফসীর 'ফাত্হুল কাদীর' — এর সংক্ষিপ্ত রূপ মুহাম্মদ সুলায়মান আবদুল্লাহ আল-আশকার, 'যুব্দাতুত্ তাফসীর' (কুয়েত : ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় ১৪০৬ / ১৯৮৫) পৃঃ ৬০৯।

• শাওকানী : মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ শাওকানী পরে ছান'আনী (১১৭২ - ১২৫০) ইয়ামনের ছান্'আ শহরে জন্ম ও ইয়ামনের বিচারপতি ছিলেন। বাহ্রায়নের 'শাওকান' নামক শহরের দিকে পিতৃপুরুষের সম্বন্ধ থাকায় তিনি 'শাওকানী' নামে পরিচিত। তাকলীদ পন্থী পরিবারে জন্মলাভ করেও তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী সালাফী মুজতাহিদ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ফিক্হ, উছুলে ফিক্হ ছাড়াও সমসাময়িককালে প্রচলিত গর্হিত আকীদাও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে তাঁর বহু গ্রন্থ ও রেসালা রয়েছে। তাঁর প্রণীত তাফসীরগ্রন্থ فتح القدير, উছুলে ফিক্হের গ্রন্থ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول এবং তাকলীদ-এর বিরুদ্ধে লিখিত القول المفيد فى الاجتهاد و التقليد ফিকহুল হাদীছ এর উপরে লিখিত নুবই প্রসিদ্ধ 'নায়লুল আওতার' نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار (মিশর : বাবী হালবী ১৩৮০ / ১৯৬১) — এর ভূমিকায় 'বাদ্রুত্তালে' হ'তে সংকলিত ; মাগরাবী, المفسرون ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৩।

আলূসী (মৃঃ ১২৭০ হিঃ) - এর মতে 'কাদীম' বা চিরন্তন - এর বিপরীত হিসাবে নয় বরং 'বাণী' হিসাবেই কুরআনকে 'হাদীছ' বলা হয়েছে ।[২৩]

উপরের আলোচনাসমূহ হ'তে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কুরআন মূলতঃ ভাব ও ভাষায় (لفظا و معنى) চিরন্তন বা 'কাদীম' । কিন্তু নুযূল বা অবতরণকালের বিচারে তুলনামূলকভাবে তা সাম্প্রতিক বা হাদীছ । কুরআন 'আহসানুল হাদীছ'[২৪] বা সর্বোত্তম বাণী হিসাবে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে । অতএব বাণী হিসাবে আমরা আল্লাহ্‌র বাণী ও রাসূলের বাণীকে একই অর্থে 'হাদীছ' বলতে পারি । তবে বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা এখানে 'হাদীছ' বলতে কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সুন্নাহ্‌র বর্ণনাকেই বুঝাব ।

---

২৩. আবুছ ছানা শিহাবুদ্দীন সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আফেন্দী বাগদাদী ওরফে আলূসী, তাফসীর 'রূহুল মা'আনী' ২৩শ খণ্ড (মিসর : ইদারাহ তাবা'আতুল মুনীরিয়্যাহ) পৃঃ ২৫৮ ।

২৪. যুমার ২৩ (الله نزل احسن الحديث) শানে নুযূল : আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একদা কয়েকজন ছাহাবী আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) কে সর্বোত্তম বাণী সম্পর্কে অবহিত করার অনুরোধ করেন । তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয় । এখানে 'সর্বোত্তম হাদীছ' কথাটিকে সরাসরি আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধ করার অর্থ কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং একথা জগদ্বাসীকে জানিয়ে দেওয়া যে, কুরআনের ন্যায় সর্বোত্তম বাণী প্রদান অন্য কারু পক্ষে সম্ভব নয় ।
— যামাখ্‌শারী, তাফসীর 'আল-কাশ্‌শাফ' ২য় খণ্ড (মিসর : ১৩৪৪) পৃঃ ২৯৭ ।

সুন্নাহ : অভিধানিক অর্থে :

'সুন্নাহ' অর্থ দাগ । ছুরি ধার করার উদ্দেশ্যে পাথরের উপর বারবার ঘর্ষণের ফলে সেখানে যে দাগ পড়ে যায়, সেটাই 'সুন্নাহ' । নিয়মিতভাবে কোন কাজ করলে তাকে 'সুন্নাহ' বলা হয় । যেমন আরবরা বলে থাকে سننت الماء 'আমি অবিরামভাবে পানি প্রবাহিত করেছি ।' এজন্য কিসাঈ (— ১৮৯) • সুন্নাহ অর্থ করেছেন دأب বা নিয়মিত । শাওকানী (১১৭২-১২৫০) অর্থ নিয়েছেন 'প্রচলিত পদ্ধতি (الطريقة المسلوكة) হিসাবে । খাত্তাবী •• (— ৩৮১) বলেন, সুন্নাহ্র মূল অর্থ প্রশংসনীয় রীতি (الطريقة المحمودة) । তবে শব্দটিকে অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় ।[২৫]

---

২৫. আলোচনা দ্রষ্টব্য : শাওকানী, ارشاد الفحول الى تحقيق الحق .. - (মিসর : বাবী হালবী ১৩৫৬ / ১৯৩৭) পৃঃ ৩৩ ।

• কিসাঈ । পারসিক বংশোদ্ভূত আবুল হাসান আলী বিন হাম্যাহ বিন আবদুল্লাহ কুফী আল-কিসা'ঈ (১১৯ - ১৮৯) পবিত্র কুরআনের খ্যাতনামা ক্বারী সপ্তকের অন্যতম । একটি মজলিসে ভাষাগত একটি ভুলের কারণে লজ্জিত হ'য়ে তিনি ব্যাকরণ (نحو) শিখতে বদ্ধপরিকর হন এবং মু'আয আল-হাররা' ও পরে খলীল নাহ্বীর শিষ্যত্ব বরণ করেন । পরবর্তীতে যুগস্রষ্টা ব্যাকরণবিদ হিসাবে আবির্ভূত হন । ইমাম শাফেঈ (১৫০ - ২০৪) বলেন, ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে গেলে তাকে কিসাঈর শিষ্য হ'তে হবে ।' খোরাসানের পথে খলীফা হারূনের (১৭০ - ১৯৩) সফরসঙ্গী থাকা অবস্থায় 'রায়' শহরের নিকটবর্তী 'আরামবুইয়া' গ্রামে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন । — যাহাবী, سير اعلام النبلاء ৯ম খণ্ড (বৈরূত : মুআ'স্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সংস্করণ ১৪০২ / ১৯৮২) পৃঃ ১৩১ ; ডঃ শাওকী যায়েফ, المدارس النحوية — (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ ১৯৭২) পৃঃ ১৭২ - ৭৫ ।

•• খাত্তাবী : আবু হাফ্ছ ফারুক বিন আবদুল কাবীর বিন ওমর আল-বাছারী আল-খাত্তাবী (- ৩৮১)

আলবানী (জন্ম : ১৯১৩ খ্রীঃ)* — এর মতে সমাজ জীবনে প্রচলিত সাধারণরীতিকে (الطريقة المسلوكة والمعتادة في الحياة) সুন্নাহ বলা হয় ।[২৬] এতদ্ব্যতীত আরবদের পরিভাষায় 'সুন্নাহ্' অর্থ এমন রীতি যা ইতিপূর্বে কেউ চালু করেনি ।[২৭] এমনিভাবে 'সুন্নাহ্' অর্থ আকৃতি , রূপরেখা , তরীকা বা পদ্ধতি । সেখান থেকে এসেছে নবী (ছাঃ) — এর কর্মপদ্ধতি — যা হাদীছের মাধ্যমে শাব্দিক রূপ লাভ করেছে ।[২৮]

---

২৬. আলবানী, الحديث حجية بنفسه في العقائد و الاحكام পৃঃ ১৫ ।

* আলবানী (জন্ম : ১৯১৩ খ্রীঃ) মুহাম্মদ নাছিরুদ্দীন আলবানী দামেস্কী সিরিয়ার জামা'আতে আহলেহাদীছের আমীর । ১৯২২ সালে পিতা খ্যাতনামা হানাফী আলেম নূহ বিন আদমের সাথে ইউরোপের আলবেনিয়া হ'তে সিরিয়ায় হিজরত করেন । ৬০ - এর দশকে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খুল হাদীছ ছিলেন। তিনি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও রিজালশাস্ত্রবিদ । ইতিমধ্যেই তাঁর প্রকাশিত ৩৭ খানা বৃহদাকার হাদীছ বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর লেখনী এখনও অব্যাহত রয়েছে ।—সাপ্তাহিক আল-ইতিছাম (লাহোর ১৫শ বর্ষ ২৩ সংখ্যা) ৩রা জানুয়ারী ১৯৬৪ সাল ।

২৭. যেমন — سننت لكم سنة فاتبعوها اذا عملت عملا لم تستبق اليه

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য একটি রীতি চালু করেছি , তোমরা তা অনুসরন কর (একথা ঐসময় বলা হয়) যখন তুমি এমন কোন কাজ কর , যা তোমার পূর্বে কেউ করেনি এবং তুমি আশা কর যে , অন্যেরা তোমার ঐ কাজের অনুসরন করুক ।'
— ডক্টর উজাজ আল-খাত্বীব, 'আল-মুখতাছার' পৃঃ ১৫ ।

২৮. Sunnite : The Sunnite is the follower of the Sunnah (Form, outline, mode, usage), or the view and usage of the Prophet... The Sunnah of the Prophet would be found embodied in a tradition (hadith). Enclopaedia of Religion and Ethics, Vol.12, Page 114. Edited by James Hastings. Printed in Great Britain by MORRISON & GIBB Limited.

সুন্নাহ্ : শার'ঈ অর্থে :

সায়ফুদ্দীন আমেদী (৫৫১ - ৬৩১ হিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) - এর শরী'আত বিষয়ক কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে 'সুন্নাহ্' বলা হয় যা অহিয়ে গাইর মতলু অর্থাৎ অনাবৃত্ত অহী এবং অহিয়ে মা'তূলু অর্থাৎ কুরআন নয়।[২৯] ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৩০] আবু ইসহাক শাত্বেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ) বলেন যে, বিশেষ করে কুরআনে বর্ণিত হয়নি, এমন যেসকল বিষয় রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সুন্নাহ পর্যায়ভুক্ত কুরআনের ব্যাখ্যা আকারে হৌক কিংবা না হৌক।[৩১] আলবানী বলেন

---

২৯. আমেদী বলেন, 'السنة فى الشرع .. تطلق على ما صدر عن الرسول من الادلة الشرعية مما ليس بمتلو ... ويدخل فى ذلك اقوال النبى صلعم وافعاله و تقاريره -

সাইফুদ্দীন আমেদী, 'الاحكام فى اصول الاحكام' ১ম খণ্ড (মুদ্রণস্থান ও প্রেসের নাম বিহীন ১৩৮৭/১৯৬৮) পৃঃ ১৫৬।

আমেদী : সায়ফুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আবী আলী বিন মুহাম্মদ হাম্বলী শাফেঈ (৫৫১ - ৬৩১ হিঃ) সিরিয়ার 'আমিদ' শহরে জন্ম ও দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রণীত সর্বমোট ২০ খানা মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে = 'আল-ইহকাম' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ। — ১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩০. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সুন্নাহর ব্যাখ্যায় বলেন, هى ما صدر منه صلعم من 'الافعال و الاقوال التى ليست بالاعجاز (اى القران) শাত্বেবী, স্বীয় 'মুওয়াফিকাত' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠায়) ইবনুতায়মিয়াহর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

৩১. ইমাম আবু ইসহাক শাত্বেবী সুন্নাহর ব্যাখ্যায় বলেন, يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبى صلعم على الخصوص مما لم ينص عليه فى الكتاب العزيز بل انما نص عليه من جهته عليه السلام، كان بيانا لما فى الكتاب او لا -

শাত্বেবী 'الموافقات فى اصول الشريعة' ৪র্থ খণ্ড (তাহকীক : মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দারায, মিসর : মাকতাবা তিজারিয়াহ কুব্‌রা, ২য় সংস্করণ ১৩৯৫/১৯৭৫) পৃঃ ৩।

'অহির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এরূপ নিজ সত্তাগত ও দুনিয়াবী বিষয়সমূহের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)/এর শরী'আত বিষয়ক সকল কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে 'সুন্নাহ' বলে।[৩২] কারো মতে নবুঅতলাভের পূর্বে কিংবা পরে রাসূলের সকল কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি এবং ত'ার আকৃতি-প্রকৃতি বা চরিত্রগত সকল বিষয়ই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।[৩৩] 'হাদীছ' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'সুন্নাহ' বিভিন্ন পরিভাষায়

পৃথক বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যের কারণে পণ্ডিতগণের নিকট 'সুন্নাহ' বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন —

১. মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায়ঃ দ্বীন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সকল কথা, কর্ম ও মৌণ সম্মতিকে 'সুন্নাহ' বলে। এর প্রয়োগ অতি ব্যাপক।

২. উছূলীদের পরিভাষায়ঃ মৌলিক বিধানগত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- এর কথা, কর্ম ও মৌণ সম্মতিকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। এতদুদ্দেশ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত ও উছূলীদের নিকট 'সুন্নাহ' হিসাবে গৃহীত। যেমন কুরআন সংকলন করা, কুরায়শী কিরাআ'তের উপরে উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করা।

---

৩২. নাছিরুদ্দীন আলবানী সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যায় বলেন, السنة فى الاصطلاح هى ما صدر عن النبى صلعم من قول او فعل او تقرير مما يراد به التشريع للامة، فيخرج بذلك ما صدر عنه صلعم من الامور الدنيوية و الجبلية التى لا دخل لها بالامور الدينية و لا صلة لها بالوحى — আলবানী, الحديث حجية بنفسه পৃঃ ১৫ Tradition is the raw materials. The custom the finished product, the Ideal of the believer." A.S.Tritton, ISLAM BELIEF AND PRACTICES Hutchinson's University Library, 1951), P- 31.

৩৩. ১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩. ফকীহ্দের পরিভাষায় : ফরয-ওয়াজিবের অতিরিক্ত রাসূলের কথা, কর্ম ও মৌণ সম্মতিকে 'সুন্নাত' বলা হয়। এ ছাড়াও বিদ'আতের বিপরীত অর্থে 'সুন্নাত' পরিভাষাটি ফকীহ্দের নিকট প্রচলিত। যেমন বলা হয়ে থাকে সুন্নতী তালাক ও বিদ'আতী তালাক।[৩৪]

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, মুহাদ্দিছগণের পরিভাষা অন্য পরিভাষা সমূহকেও শামিল করে। কারণ উক্ত পরিভাষা অনুযায়ী দ্বীন সংক্রান্ত রাসূলের (ছাঃ) যাবতীয় কথা, কর্ম ও মৌণ সম্মতি 'সুন্নাহ্'র অন্তর্ভুক্ত। তা শার'ঈ বিধান পর্যায়ের হৌক যা উছূলীদের বিষয়বস্তু, কিংবা ব্যবহারিক সুন্নাত মুসতাহাব-মুবাহ পর্যায়ের হৌক — যা ফকীহদের বিষয়বস্তু।

খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক জোসেফ শাখ্ত (Joseph Schacht) 'সুন্নাহ্'র ব্যাখ্যায় বলেন 'মুহাম্মাদী আইনের সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ অনুযায়ী 'সুন্নাহ' হ'ল নবী (ছাঃ)-এর 'দৃষ্টান্তমূলক আচরণসমূহের (Model behaviour) নাম। ... কিন্তু সঠিক অর্থে 'সুন্নাহ' বলতে 'পূর্বদৃষ্টান্ত' (Precedent) ও 'জীবনপদ্ধতি' (way of life)-কে

---

৩৪. যেমন ডক্টর উজাজ আল-খাত্বীব উদ্ধৃত করেন — السنة عند علماء الحديث هي كل ما اثر عن الرسول صلى الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير ... والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث عند المحدثين — ١ـ السنة في اصطلاح علماء اصول الفقه .. هي كل ما صدر عن النبي صلعم غير القران الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي — ٢ـ السنة في اصطلاح الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلعم و لم يكن من باب الفرض و لا الواجب .. كقولهم .. طلاق السنة كذا ..

— ডক্টর উজাজ, 'আল-মুখতাছার' পৃঃ ১৬-১৯।

বুঝায় । গোল্ডযিহের (Goldziher) দেখিয়েছেন যে, 'সুন্নাহ' 'পৌত্তলিকদের পরিভাষা' (Pagan term), যা পরে ইসলামে গ্রহণ করা হয়েছে । মার্গোলিয়থ (Margoliouth) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আইনের উপাদান হিসাবে 'সুন্নাহ্'র প্রকৃত অর্থ হ'ল 'আদর্শ' (Ideal) বা 'একটি সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতি' (Normatiae usage of the community), যা পরবর্তীতে কেবলমাত্র নবী (ছাঃ) কর্তৃক আচরিত দৃষ্টান্ত সমূহের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়েছে । তিনি আরও বলেন যে, উছমানের সময়কাল (২৩ - ৩৫ হিঃ) পর্যন্ত 'সুন্নাহ' কথাটি সুন্নাতে নববী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং কেবলমাত্র 'প্রচলিত রীতি' (merely what was customary) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ।

প্রফেসর শাখ্ত স্বীয় গ্রন্থে মার্গোলিয়থের ব্যাখ্যাকে সঠিক ও শাফে'ঈ (১৫০-২০৪)-এর ব্যাখ্যাকে বেঠিক প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার অবতারনা করেছেন এবং 'সুন্নাহ্'-এর অর্থ 'সর্বস্বীকৃত প্রথা' বা 'সামাজিক প্রথা' (Generally agreed practice or বা al-Amr al-Mujtama alaih) বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ।[৩৫] যার সারকথা দাঁড়ায় এই যে, ছাহাবা, তাবে'ঈ, ফকীহ, মুজতাহিদ এবং পরবর্তী যুগে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে প্রচলিত সকল 'সামাজিক প্রথা'ই 'সুন্নাত' হিসাবে পরিগণিত হবে ।

---

৩৫. Joseph Schacht : ORIGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE. London : Oxform University Press, 1959. P --58.
(লণ্ডণ : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ১৯৫৯) পৃঃ ৫৮ ,
(খ) ডক্টর মুছতফা আল-আ'যমী, 'দিরাসাত' পৃঃ ৬-৯, গৃহীত : Margoliouth : THE EARLY DEVELOPMENT OF MUHAMMADANISM, PP. 69-70 .

মিসরের বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদের আর এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি ইমাম শাফে'ঈকেই দায়ী করে বলেন যে, 'সুন্নাহ' কথাটি 'সামাজিক প্রথা' অর্থে ইসলামী যুগে হিজায, ইরাক সর্বত্র চালুছিল। কিন্তু শাফে'ঈর কারণে দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষদিকে এসে এই রীতির ব্যত্যয় ঘটে এবং তা কেবলমাত্র সুন্নাতে নববী অর্থেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[৩৬]

এক্ষণে আমরা দেখাতে চাইব যে, 'সুন্নাহ' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে জাহেলী ও ইসলামীযুগে সমভাবে প্রচলিত ছিল।

১. জাহেলী যুগের কবিতায় 'সুন্নাহ' তার আভিধানিক অর্থে : যেমন (ক) খালিদ বিন উৎবা আল-হুযালী নিজের বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে সাফাই পেশ করে বলেন [৩৭]

لا تجزعنّ عن سنة انت سنّرتها و اول راضٍ سنة من يَسيرها

অর্থ : (হে আবু যুওয়াইব! প্রেমিকার নিকট প্রেরিত দূত হিসাবে বিশ্বাসঘাতকতার) যে রীতি তুমি চালু করেছিলে, সেই রীতি অনুযায়ী (আজ আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য) তুমি পেরেশান হয়োনা। কারণ যে ব্যক্তি এই রীতি চালু করেছে, সে প্রথমেই এতে রাযী ছিল।

---

৩৬. ডক্টর মুস্তফা আল-আ'যমী, 'দিরাসাত' পৃঃ ৬; গৃহীত : ডক্টর আলী হাসান আবদুল কাদের প্রণীত نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى পৃঃ ১২২ - ২৩।

৩৭. দিরাসাত ফিল হাদীছ পৃঃ ২ গৃহীতঃ'দীওয়ানুল হুযালিইঈন' পৃঃ ১৫৭।

(খ) মু'আল্লাকা খ্যাত কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ আল-'আমেরী বলেন [৩৮],

من معشر سنت لهم اباءهم و لكل قوم سنة و امامها

অর্থ : (আমার প্রশংসিত গোত্রনেতার এটা কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয় বরং তিনি এমন এক বংশধারা থেকে এসেছেন, যাদের বাপ-দাদারা এই (সুন্দর) রীতি চালু করেছিলেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক গোত্রেরই নিজস্ব রীতি ও তার প্রচলনকারী রয়েছে।

১— (গ) ইসলামী যুগে 'সুন্নাহ্'র ব্যবহার আভিধানিক অর্থে যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) - এর কবি হাস্সান বিন ছাবিত আনছারী (মৃঃ ৫৪ হিঃ) বানু তামীমের জওয়াবে নবী বংশের

---

৩৮. মাওলানা মুহিউদ্দীন (শিক্ষক আশরাফুল উলুম) ঢাকা কর্তৃক উর্দু অনুবাদসহ سبع معلقات এর ৪র্থ মু'আল্লাকা পংক্তিসংখ্যা ৮১ (ঢাকা : ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার ১৯৭৫) পৃঃ ১৭৩।

• লাবীদ বিন রাবী'আহ আমেরী (মৃঃ ৪১ হিঃ / ৬৬১ খৃঃ) : দানশীলতা কবিত্ব ও বীরত্বে বিখ্যাত আরব হাওয়াযেন গোত্রে তা'র জন্ম হয়। জাহেলী আরবের শ্রেষ্ঠ কবি সপ্তকের তিনি অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর একটি কবিতা খুবই পসন্দ করতেন। যেখানে তিনি বলেছেন — 'আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুই বাতিল, সকল নে'মত অবশ্যই ধ্বংসশীল' (الا كل شئ ما خلا الله باطل ، و كل نعيم لا محالة زائل —)। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আর কবিতা লেখেননি। ওমর ফারুকের এক আবেদনের জওয়াবে তিনি সূরায়ে বাকারার কয়েকটি আয়াত লিখে বলেন — এইগুলি আমার কবিতার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে, ১৫৭ বছর বয়সে কুফায় মারা যান। — ঐ পৃঃ ১৩৬, গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৭) পৃঃ ২৯ - ৩০।

প্রশংসায় বলেন,[৩৯]

ان الذوائب من فهر و اخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع

অর্থ : নিশ্চয়ই (আরব) নেতৃবৃন্দ ফিহ্‌র ও তার ভাইদের (অর্থাৎ কুরাইশদের) বংশধর। তারা লোকদের জন্য নীতি-নিয়ম চালু করেছেন, যা অনুসৃত হয়ে থাকে।

(ঘ) — উমাইয়াযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফারাযদাক বলেন,[৪০]

فجاء بسنة العمرين فيها شفاء للصدور من السقام

অর্থ : তিনি এলেন দুই ওমরের রীতির অনুসরণে। যাছিল সকল রোগ হ'তে হৃদয়ের আরোগ্য স্বরূপ।

---

৩৯. কবি হাস্‌সানের উক্ত ২২ লাইনের কবিতা শোনার পরপরই বানুতামীমের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করে। — ديوان حسان رض (দার বৈরুত ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ১৪৫।

* হাস্‌সান বিন ছাবিত খাযরাজী আনছারী (মৃঃ ৫৪ হিঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ও সভাকবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) - কে ব্যঙ্গ করে মুশরিকদের পক্ষ হ'তে যত কবিতা ছড়ানো হ'ত, তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার জওয়াব দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন — আপনি ওদের ব্যঙ্গ করুন। আল্লাহ জিব্রীলের মাধ্যমে আপনাকে সাহায্য করবেন। জীবনের ষাট বছর তিনি জাহেলী জীবন ও বাকী ষাট বছর ইসলামী জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর কাব্যসংকলন 'দীওয়ানু হাস্‌সান' খুবই প্রসিদ্ধ। — যাহাবী, সিয়ার : ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯২-২৩।

৪০. দিরাসাত পৃঃ ৩, গৃহীত : নাকাইয নং ১০১৩।

*ফারাযদাক : (২১ - ১১৫ হিঃ / ৬৪১ - ৭৩৩ খৃঃ) উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হাম্মাম বিন গালিব দারেমী তামীমী ওরফে ফারাযদাক ইরাকের বছরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক কবি জারীর-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর কাব্য সংকলন 'দীওয়ান' ও 'নাকাইয' খুবই প্রসিদ্ধ। আল-মুনজিদ (আরবী) বৈরুত : দারুল মাশরিক, ২৮শ তম সংস্করণ, ১৯৮৬) পৃঃ ৪১০।

২ — কুরআনে 'সুন্নাহ' শব্দের ব্যবহার আভিধানিক অর্থে :

سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا و لا تجد لسنتنا تحويلا —

অর্থ : আমাদের রাসুলগণের মধ্যে আপনার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। এবং আপনি আমাদের নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।[৪১]

৩ — হাদীছে 'সুন্নাহ' শব্দের ব্যবহার আভিধানিক অর্থে :

عن ابن عباس ان النبى صلعم قال ابغض الناس الى الله ثلثة ملحد فى الحرم و مبتغ فى الاسلام سنة الجاهلية و مطلب دم امرء بغير حق ليهريق دمه ، رواه البخارى فى كتاب الديات —

অর্থ : আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা ক্রোধের শিকার হ'ল তিনধরনের লোক। ১- হারাম শরীফের মধ্যে সীমালংঘনকারী ২— ইসলামের মধ্যে জাহেলিয়াতের রীতি প্রবর্তনকারী ৩— হক ব্যতিরেকে মানুষের রক্ত প্রবাহিতকারী।[৪২]

---

৪১. সুরায়ে বানী ইস্রাঈল ৭৭, কুরআনে 'সুন্নাহ' শব্দের ব্যবহার আভিধানিক অর্থে মোট ১৫ জায়গায় এসেছে। যেমন ১— আনফাল ৩৮, ২— হিজ্‌র ১৩, ৩— বানী ইস্রাঈল ৭৭, ৪— কাহাফ ৫৫, ৫,৬,৭— আহযাব ৩৮,৬২, ৬২, ৮,৯,১০— ফাতির ৪৩,৪৩,৪৩, ১১— মু'মিন ৮৫, ১২,১৩— ফাত্‌হ ২৩,২৩, ১৪— (সুনান) আলে ইমরাণ ১৩৭, ১৫— (সুনান) নিসা ২৬। — মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী সংকলিত المعجم المفهرس لالفاظ القران (বৈরূত : দারুল জীল ১৪০৭/১৯৮৭) পৃঃ ৩৬৭।

৪২. <u>ছহীহ বুখারী</u>, দিয়াত (রক্তমূল্য) অধ্যায়, ২য় খণ্ড (মীরাট : হাশেমী প্রেস ১৩২৮ হিঃ) পৃঃ ১০১৬; ঐ ৮ম খণ্ড (বৈরূত দারুল কিতাবিল ইল্‌মিয়াহ, মুদ্রণকালবিহীন) পৃঃ ৩৯।

আরও দেখা যায় যে, ইসলামী পরিভাষায় 'সুন্নাহ' বলতে সাধারণতঃ 'সুন্নাতে নববী' বুঝানো হয় — যখন শরীয়ত বিষয়ক কোন কাজ রাসুলের দিকে সম্পর্কিত করা হয়। এটি শাফেঈর বহু পূর্বে নবীযুগ হ'তেই প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

(১) 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবেনা যতদিন ঐ দুটি বস্তুকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকবে। — (ক) আল্লাহ্‌র কিতাব ও (খ) তাঁর রাসুলের সুন্নাত।'[৪৩]

(২) '... দ্বীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিল। পুনরায় সে তার শুরুর অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ সেই নিঃসঙ্গ লোকগুলির জন্য যারা আমার মৃত্যুর পরে লোকদের দ্বারা বিনষ্ট সুন্নাতগুলিকে পুনঃসংস্কারের ব্রতী হবে।'[৪৪]

---

৪৩. মুওয়াত্তা, মিশকাত (দিল্লী : মুজতাবায়ী প্রেস ১৩৪৪ হিঃ) পৃঃ ৩১ ; মিশকাত (বৈরুত : মাকতাব ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৪০৫ / ১৯৮৫ তাহকীক : আলবানী) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৬। ইমাম মালিক বিন আনাস কর্তৃক বর্ণিত ওতদীয় 'মুওয়াত্তা' নামক হাদীছ সংকলন হ'তে গৃহীত অত্র হাদীছটি মু'যাল (যেখানে পরপর দু'জন রাভীর নাম উহ্য থাকে) পর্যায়ের। তবে হাকেম কর্তৃক 'হাসান' সনদে ইবনে আব্বাস হ'তে বর্ণিত একই মর্মের আরেকটি হাদীস অত্র হাদীছকে শক্তিশালী করে।

৪৪. তিরমিযী, মিশকাত (দিল্লী) পৃঃ ৩০ ; মিশকাত (বৈরুত) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬০। হাদীছে উল্লেখিত প্রথম অংশটি ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রাহ কর্তৃক এবং শেষ অংশটি (যারা আমার মৃত্যুর পরে ...) মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সনদে ইব্‌নে মাসঊদ কর্তৃক বর্ণিত। শেষ অংশটি সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (আহমাদ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮৪) এবং আবদুল্লাহ বিন আমর হ'তেও ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে আমর বিন আওফ হ'তে বর্ণিত তিরমিযীর অত্র হাদীছটির সনদ খুবই বাজে (واه جدا)। যদিও তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান ছহীহ' (২য় খণ্ড পৃঃ ১০৫) বলেছেন '— আলবানী।

(৩) '... যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৪৫]

(৪) সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বলেন যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ও রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাত অনুযায়ী আবদুল্লাহ বিন উমর (হিঃ পূর্ব ১০ — হিঃ ৭৪) তামাত্তু হজের অনুমতি দিতেন। কিন্তু উমর ফারূক (হিঃ পূঃ ৪০ — হিঃ ২৩) এটা নিষেধ করতেন। লোকেরা ইবনে উমরকে বল্‌ল 'আপনি কিভাবে আপনার পিতার বিরোধিতা করেন?' ইবনে উমর বললেন 'তোমাদের ধ্বংস হৌক, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় পাও না? যদি উমর এটা বলে থাকেন— তবে তা ভাল উদ্দেশ্যেই বলেছেন। এরদ্বারা তিনি উমরাহ পূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তোমরা কেন সেজন্য তামাত্তু হজকে হারাম করে দিচ্ছ? অথচ আল্লাহ সেটাকে হালাল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর আমল করেছেন। তাহ'লে রাসূলের সুন্নাত তোমাদের নিকট অধিক অনুসরণযোগ্য না উমরের সুন্নাত?'[৪৬] এখানে 'রাসূলের সুন্নাত' কথাটি পারিভাষিক অর্থে এবং উমরের সুন্নাত কথাটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে 'সুন্নাহ' কথাটি তার আভিধানিক অর্থে প্রাচীন ও ইসলামী যুগে সমভাবে প্রচলিত থাকলেও ইসলামী পরিভাষায় 'সুন্নাহ' বল্‌তে সাধারণতঃ সুন্নাতে নববীকে বুঝানো হ'য়ে থাকে। এটি শাফেঈর সৃষ্টি নয় কিংবা শাখ্‌তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'পূর্বদৃষ্টান্ত' ও মার্গোলিয়থের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সামাজিক প্রথা' নয়।

---

৪৫. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত (দিল্লী) পৃঃ ২৭; মিশকাত (বৈরুত) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫২।

৪৬. মুসনাদে আহমদ ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৫

! فرسول الله صلى الله عليه و سلم احق ان يتبع سنته

ام سنة عمر ،

খবরঃ

'খবর' অর্থ সংবাদ ।[৪৭] মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় হাদীছ ও খবর একই অর্থে প্রচলিত ।[৪৮] হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'হাদ্দাছানা' ও 'আখবারানা' দু'টি পরিভাষা সমভাবে চালু আছে ।[৪৯] অনেকে 'হাদীছ'-কে খাছ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম

---

৪৭. Khabar : News information দ্রষ্টব্যঃ Encyclopaedia of Islam, (Leiden, Brill, 1971), Vol.III, P- 23.

৪৮. و الخبر و الحديث في المشهور بمعنى واحد আবদুল হক দেহলভী (৯৫৮ - ১০৫২) -, ভূমিকা, মিশকাত (দিল্লী ১৩৪৪) পৃঃ ১ ।

৪৯. হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১ - ৭৭৪), اختصار علوم الحديث । আহমাদ মুহাম্মদ শাকির এর ভাষ্য الباعث الحثيث (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র ১৪০৩ / ১৯৮৩) পৃঃ ১০৪ ।

• ইবনু কাছীর : হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমর ইবনে কাছীর (৭০১ - ৭৭৪) দামেস্ক নগরীতে লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন । অন্যান্য উস্তাদ ছাড়াও প্রসিদ্ধ মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ্‌র (৬৬১ - ৭২৮) নিকট তিনি অধিক শিক্ষালাভ করেন । অল্প বয়সেই তিনি যুগান্তকারী ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ' এবং 'তাফসীর' গ্রন্থ রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন । এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মোট ষোলখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন । শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন । স্বীয় উস্তাদ ইবনু তায়মিয়াহ্‌র ন্যায় তিনিও কুচক্রীমহলের নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হন । ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২) তাঁকে মুহাদ্দিছ ফকীহ গণের মধ্যে গণ্য করেন । যাহাবী (৬৭৩ - ৭৪৮) তাঁকে বিশ্বস্ত, মুহাদ্দিছ ও মুফতী বলে অভিহিত করেছেন । সৈয়ুতী (৮৪৯ - ৯১১) তাঁকে হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে সিদ্ধহস্ত বলেছেন । মৃত্যুর পরে দামেস্কে সুফীদের গোরস্থানে স্বীয় উস্তায ইবনু তায়মিয়াহ্‌র পাশে তাঁকে দাফন করা হয় । — আলবাইছুল হাছীছ (ইখতিছারসহ) পৃঃ ১২-১৬, দাউদী, (-৯৪৫), 'তাবাকাতুল মুফাস্সেরীন' প্রথম খণ্ড পৃঃ ১১০, সৈয়ুতী, 'তাবাকাতুল হুফ্‌ফায' পৃঃ ৫২৯-৩০ ।

ও তাবে'ঈনে এযামের (কথা, কর্ম ও সম্মতির) সঙ্গে এবং 'খবর'-কে খাছ করেছেন ঐতিহাসিক বিষয়সমূহের সঙ্গে। সেকারণে হাদীছ ও সুন্নাহ বিষয়ে অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে 'মুহাদ্দিছ' এবং ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে 'আখবারী' বলা হয়।[৫০] ইবনু হাজার (৭৭৩ - ৮৫২) বলেন যে, বিশেষজ্ঞদের নিকট খবর হাদীছেরই প্রতিশব্দ।[৫১]

আছার :

'আছার' অর্থ চিহ্ন, ঐতিহ্য,[৫২] যা বিগতদের নিকট হ'তে বর্ণিত।[৫৩] ইবনু হাজার 'মাওকুফ' ও মাক্বতু (যে সকল হাদীছ যথাক্রমে ছাহাবী ও তাবে'ঈ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ) হাদীছকে 'আছার' বলেন।[৫৪] অনেকে 'আছার'-কে ছাহাবী, তাবে'ঈ ও তাবে তাবে'ঈদের উক্তি ও আচরণের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আলবানী এটাকে উত্তম বলেছেন।[৫৫]

---

৫০. সৈয়ুতী, تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ২য় সংস্করণ (মদীনা ১৩৭৯ / ১৯৫৯) পৃঃ ৬।

৫১. ইবনু হাজার, شرح نخبة الفكر (দেওবন্দ - ভারত : মাকতাবা থানবী, তারিখ বিহীন) পৃঃ ৫।

৫২. Athar : Trace, vestige. Encyclopaedia of Islam. (Leiden, Brill, 1971) P-23.

৫৩. (والاثر هو الشئ المنقول عن السابقين) আলবানী, পৃঃ ১৫।

৫৪. ইবনুহাজার, شرح نخبة الفكر পৃঃ ৮৬।

৫৫. আলবানী, الحديث حجية بنفسه পৃঃ ১৬

ইবনুছ ছালাহ (৫৭৭ - ৬৪৩) বলেন যে, খোরাসানী পণ্ডিতগণ 'মাওকুফ' হাদীছকে 'আছার' ও মারফু' (যে সকল কথা ও কাজ সরাসরি রাসূলের সঙ্গে সম্পর্কিত) হাদীছকে 'খবর' বলে থাকেন।[৫৬] নববী (৬৩১ - ৬৭৬) - এর মতে (মারফু মাওকুফ, মাকতু') সকল প্রকারের হাদীছই মুহাদ্দিছ গণের নিকট 'আছার' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।[৫৭]

---

৫৬. মুকাদ্দামা ইবনুছছালাহ (মিসর : সা'আদাহ প্রেস ১৩২৬ হিঃ) পৃঃ ১৮-১৯।

• ইবনুছছালাহ : হাফেয তাকিউদ্দীন আবু আমর ওছমান বিন ছালাহুদ্দীন আবদুর রহমান বিন ওছমান বিন মূসা কুর্দী শাহারযুরী শাফেঈ (৫৭৭-৬৪৩) হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ ও উছূলে ফিক্‌হে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সৈয়ূতী বলেন যে, 'তিনি প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, দুনিয়াত্যাগী ও বিশুদ্ধ সালাফী আকীদার অধিকারী ছিলেন।' ইবনু খাল্লেকান (-৬৮১) বলেন যে, তিনি স্বীয় যুগের অন্যতম সেরা মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুফতী ছিলেন। উছূলে হাদীছ এর উপরে লিখিত 'মুকাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ' নামে খ্যাত তাঁর রচিত ছোটগ্রন্থ كتاب علوم الحديث তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করেছে। — দাঊদী, 'তাবাকাত' ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭৭; সৈয়ূতী, 'তাবাকাতুল হুফ্‌ফায' পৃঃ ৪৯৯; সাব্‌কী, তাবকাতুশ শাফেঈয়াহ (বৈরূত : অফসেট ছাপা, সাল বিহীন) ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৩৭।

৫৭. সৈয়ূতী, 'তাদরীব' পৃঃ ১০৯।

যেমন اثرت الحديث অর্থ আমি হাদীছ বর্ণনা করেছি। এজন্য মুহাদ্দিছগণকে 'আছারী' (أثرى) বলা হয়।[৫৮]

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

* নবভীঃ মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া বিন শারফ হুরানী শাফেঈ (৬৩১ - ৬৭৬) স্বীয়যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। দুনিয়াত্যাগী এই চিরকুমার বিদ্বান দামেস্কের দারুল হাদীছ আশরাফিয়ার শায়খুল হাদীছ ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে একটি দিরহামও কখনও গ্রহণ করেননি। ছহীহ মুসলিম-এর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'শরহে নবভী' এবং ছহীহ হাদীছ-এর সংকলন 'রিয়াযুছ ছালেহীন' ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আরও অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। দামেস্কে জীবন কাটালেও মৃত্যুর পূর্বে নিকটবর্তী স্বীয় গ্রাম 'নাওয়া'-তে নীত হন এবং সেখানেই মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। — সৈয়ুতী, 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' পৃঃ ৫১০, ইন্দোনেশিয়া ছাপা رياض الصالحين للنووى এর ভূমিকা।

হাদীছ, সুন্নাহ, খবর ও আছার —— হাদীছ শাস্ত্রে বহুল প্রচলিত এই চারটি পরিভাষা আলোচনা শেষে একথা বলা চলে যে, এগুলির মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও সকল পরিভাষাকেই হাদীছ বিশারদগণ 'ইখ্‌বার' ও 'তাহ্‌দীছ' তথা খবর দেওয়া ও বর্ণনা করা অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন নাসাঈ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থকে 'সুনান' বলা হয়েছে। অমনিভাবে তাহাভী (২৩৭-৩২১)-এর 'মুশকিলুল আছার' 'শারহু মা'আনিল-আছার' সাখাভীর (৮৩১-৯০২হিঃ) (تهذيب الآثار) 'তাহযীবুল আছার' প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থকে 'আছার' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে খবরে ওয়াহিদ, খবরে মুতাওয়াতির প্রভৃতি হাদীছের শ্রেণী বিভাগ সমূহ।

তবুও অনেক পণ্ডিত হাদীছ ও সুন্নাহ্‌র ব্যবহারগত পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন। যেমন আবদুর রহমান বিন মাহদী (১৩৫-১৯৮) বলেন 'সুফিয়ান ছওরী (৯৭-১২৬) হাদীছের ইমাম, আওযা'ঈ (৮৮-১৫৭) সুন্নাহ্‌র ইমাম এবং মালেক (৯৩-১৭৯) হাদীছ ও সুন্নাহ উভয়ের ইমাম।[৫৯]

আসলে এগুলি শাব্দিক পার্থক্য বৈ কিছুই নয়। কেননা হাদীছ ও সুন্নাহ্‌র বিষয়বস্তু এক এবং সবকিছুই হাদীছ-এর মাধ্যমে শাব্দিক রূপ লাভ করেছে। সেকারণে আমরা জমহুর মুহাদ্দেছীনে কেরামের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে বলতে পারি যে, হাদীছ, সুন্নাহ, খবর ও আছার —— এ চারটি শব্দের মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। বরং সবগুলিই হাদীছের অর্থ প্রকাশ করে থাকে। তবে একথা প্রনিধানযোগ্য যে, হাদীছ কথাটি পারিভাষিক দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সুন্নাতকে নির্দেশ করার জন্য মুসলিম মনীষীদের দ্বারা নির্দিষ্ট হ'লেও হাদীছ যখন কর্মে বাস্তবায়িত হয়, তখন তা সুন্নাত-এর আকার ধারণ করে। সেকারণ আহলুল হাদীছ ও আহ্‌লুস্ সুন্নাহ বাস্তবে একই অর্থ প্রকাশ করে। পরবর্তী অধ্যায়ে আহলুর রায়-এর বিপরীতে আহলুল হাদীছের নামকরণ ও পরিচিতিসম্পর্কে আমরা আলোকপাত করব।

---

৫৯. ডক্টর ছুবহী ছালেহ, علوم الحديث و مصطلحه ২য় সংস্করণ (দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ১৩৮৩/১৯৬৩) পৃঃ ৬।

অধ্যায় : ৩

আহলেহাদীছ : নামকরণ ও পরিচিতি

কোন দল বা আন্দোলনের নামকরণের মূলে সাধারণতঃ দু'টি কারণ লক্ষ্য করা যায় : ১- স্বতন্ত্র পরিচিতি ও ২- বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা। আহলেহাদীছ নামকরণের মূলেও উক্ত দু'টি কারণ বর্তমান রয়েছে।

(ক) স্বতন্ত্র পরিচিতি :

৩৭ হিজরীর পরে আলী-মু'আবিয়া রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রেশ ধরে যখন খারিজী, শী'আ, মুরজিয়া এবং তারও পরে উমাইয়া যুগে কাদ্‌রিয়া, জাব্‌রিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তখন মুসলিম সমাজে 'আহলুস্ সুন্নাহ" ও 'আহ্‌লুল বিদ্‌আ' নামে সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দু'টি দলের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মদ ইব্‌নু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগ্‌ল আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলেসুন্নাত' দলভুক্ত তাহ'লে তাঁদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' দলভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'তনা।[১]

বিদ'আতীদের উত্থান বুঝতে পেরে দূরদর্শী খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১হিঃ) ব্যাপকভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এজন্য তিনি মদীনার গভর্ণর ও প্রধান কাযী প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবু বকর ইবনে হযম আনছারীকে হাদীছ সংগ্রহের নির্দেশ দেন। তারীখে ইস্পাহানে বলা হয়েছে যে, খলীফা এই নির্দেশ সকল ওয়ালীর (গভর্ণরের) নামে জারি করেছিলেন। আবু বকর ইবনে হযমের নিকট লিখিত রাষ্ট্রীয় ফরমানে তিনি বলেছিলেন

---

১. عن محمد بن سيرين قال.. لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيوخذ حديثهم و ينظر الى اهل البدع فلا يوخذ حديثهم ،

মুকাদ্দামা মুসলিম : (বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ১৫।

"রাসূলের হাদীছ যেখানে যা পাওয়া যায় তা লিখে ফেলুন । কেননা আমি ইল্‌মের বিলুপ্তি ও আলেমদের গত হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি । রাসূলের হাদীছ ব্যতীত অন্যকিছুই গ্রহণ করা হবেনা । আলেমগণ যেন ইল্‌ম ছড়িয়ে দেন । তাঁরা যেন মজলিসে বসে পড়েন যাতে অজ্ঞরা হাদীছ জানতে পারে । কেননা ইল্‌ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না যতক্ষণ না তা গুপ্ত হয়ে যায় ।" বুখারীর ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩ - ৮৫২ হিঃ) বলেন এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীছ সংকলনের এটাই ছিল সূচনা ।"[২] বরং এটা ছিল হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সূচনা। কেননা ব্যক্তিগতভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের কার্য্য রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) এর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল ।[৩] এখানে 'ইল্‌ম ও উলামা' বলতে 'হাদীছ ও হাদীছবিদগণকে' বুঝানো হয়েছে । সালাফে ছালেহীন ইল্‌ম বলতে "সুন্নাহ' বুঝতেন । এর বাইরে সবকিছুকে 'রায়' মনে করতেন ।[৪] এইভাবে প্রথম শতাব্দী হিজরীর প্রথমার্ধের শেষ দিক হ'তে মুসলিম সমাজে 'আহলুস্ সুন্নাহ' নামক দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় ।

---

২. باب كيف يقبض العلم .. كتب عمر بن عبد العزيز الى ابى بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فاكتبه فانى خفت دروس العلم و ذهاب العلماء و لا يقبل الا حديث النبى صلى الله عليه و سلم و ليفشوا العلم و ليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا .= قال ابن حجر يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث الخ
ছহীহ বুখারী : (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়াহ, অফসেট ছাপা, তারিখ বিহীন) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩ । ফাতহুল বারী (কায়রো : খায়রিয়াহ প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩১৯/১৯০১ খৃষ্টাব্দ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০ ।

৩. ডঃ মুছতফা সাবাঈ, ... السنة و مكانتها (বৈরূত : ২য় সংস্করণ ১৩৯৬/১৯৭৬) পৃঃ ৫৮ - ৬১ , ডঃ মুছতফা আযমী, دراسات فى الحديث النبوى (রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ১৩৯৬/১৯৭৬) পৃঃ ৭১ - ৮৩ ।

৪. 'ফাতহুল বারী' , ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২২৭ ।

৩৭ হিজরীর পূর্বে মুসলিম উম্মাহ্‌র আকীদায় তেমন কোন ভিন্নতা ছিলনা। তাদের সমস্যার সমাধান পদ্ধতি প্রায় একইরূপ ছিল। কুরআন ও হাদীছ হ'তে সরাসরি তাঁ'রা সমাধান গ্রহণ করতেন। কারও কোন বিষয়ে জানা না থাকলে আলেমদের নিকট থেকে হাদীছ জেনে নিতেন। কুরআন ও হাদীছে সমস্যার স্পষ্ট কোন সমাধান না পাওয়া গেলে সেখানে দেওয়া মূলনীতির আলোকে ছাহাবায়ে কেরাম পরামর্শের ভিত্তিতে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, যাকে 'ইজমায়ে ছাহাবা' বলা হয়। সকলে একত্রিত হওয়ার সুযোগ না থাকলে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এককভাবেও তাঁরা সমাধান দিতেন। তবে সে বিষয়ে পরে কোন দলীল অবগত হ'লে এবং তা ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাগ করে দলীল অনুযায়ী আমল করতেন। মোটকথা নিজের বা অপরের সকল প্রকারের রায় ও কিয়াস হ'তে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার রীতিই ছিল ৩৭ হিজরীর পূর্বেকার আমলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর তাই তাঁরা এসময় 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহ্‌লুল হাদীছ' উভয় নামে অভিহিত হয়েছেন। বিখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (মৃঃ৭৪হিঃ) মুসলিম তরুনদের দেখলে খুশী হ'য়ে বলতেন[৫] — "রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে মারহাবা জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলুল হাদীছ।' অনুরূপভাবে প্রখ্যাত তাবিঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪হিঃ) ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন।[৬] তিনি নিজেও আহলুলহাদীছ হিসাবে

---

৫. عن ابى سعيد الخدرى انه كان اذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه و سلم امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نوسع لكم فى المجلس و ان نفهمكم الحديث فانكم خلوفنا و اهل الحديث بعدنا ,

= ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন আলী আল-খতীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) আহলে হাদীছদের মর্যাদা শীর্ষক পুস্তক 'শারফু আছহাবিল হাদীছ' (লাহোর, রিপন প্রেস, তারিখবিহীন) পৃঃ ১২।

৬. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উছমান যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ/ ১৩৭৪ খৃঃ), হাফেজুল হাদীছদের জীবনী তাযকেরাতুল হুফফায (হায়দারাবাদ, দাক্কিনাত্য, দায়েরাতুল মা'আরেফ প্রেস, ১৩৩৩/১৯১৫) ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৭।

প্রসিদ্ধ ছিলেন ।[৭] ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১ - ৭২৮ হিঃ) বলেন[৮], আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের জন্মের বহু পূর্ব হ'তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রাচীন একটি মাযহাব পরিচিত ছিল । সেটি হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব যাঁরা তাঁদের নবীর কাছ থেকে সরাসরি ইল্‌ম হাছিল করেছিলেন । ইমাম আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ বিনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ) স্বীয় গ্রন্থের শুরুতে 'উম্মতের উপর আছহাবে হাদীছদের শ্রেষ্ঠত্ব' (فضل اصحاب الحديث على الامة) এবং 'রাসূলুল্লাহ্‌র দিকে আহলে হাদীছগণের সম্পর্কিতকরণ' (انتساب اهل الحديث الى رسول الله) নামক দু'টি অধ্যায় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মৃত্যুর পর হ'তে ছাহাবা, তাবিঈন ও তৎপরবর্তী যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও স্থানে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নামসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন ।[৯] ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবুনী (৩৭২ - ৪৪৯ হিঃ), ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমদ হ'তে তা'র যুগ পর্যন্ত ৪৭ জন সেরা আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নামোল্লেখ করেছেন ।[১০] অনুরূপভাবে ইবনু নাদীম (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) 'মুহাদ্দিছ ও আছহাবে হাদীছ ফকীহগণ'

---

৭. হাফেয খতীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ), 'তারীখু বাগদাদ' (কায়রো : ১৩৪৯/১৯৩১ খ্রীঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭ ।

৮. و من اهل السنة و الجماعة مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة و مالكا و الشافعي و احمد فانه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم...

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ প্রণীত 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৬ ; ইব্‌রাহীম মীর শিয়ালকোটী প্রণীত 'তারীখে আহলেহাদীছ' (মাকতাবা তাওহীদ, ওখলা, নয়াদিল্লী-২৫, ১৯৮৩ খ্রীঃ) ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৯০ ।

৯. ইমাম লালকাঈ প্রণীত আহলেহাদীছের আকীদার উপরে লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة من الكتاب و السنة و اجماع الصحابة و التابعين من بعدهم ,

তাহকীক : ডঃ আহমাদ সাআদ-হামাদান (দার তাইয়েবা, রিয়ায, সম্ভবতঃ ১৪০২ / ১৯৮২ খ্রীঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯ - ৪৯ ।

১০. ইমাম ছাবুনী, 'আহলেহাদীছের আকীদা' বিষয়ক পুস্তক عقيدة السلف اصحاب الحديث
তাহকীক : বদর-আল-বদর (কুয়েত, ছাফাত, দার সালাফিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ / ১৯৮৪ খ্রীঃ) পৃঃ ১১০ - ১১১ ।

(فقهاء المحدثين و اصحاب الحديث) শিরোনামে ৬৪ জন নেতৃবৃন্দের পরিচয় তুলে ধরেছেন ।[১১] আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (৮৯৮ - ৯৭৩ হিঃ) স্বীয় ইয়াকূত ওয়াল জাওয়াহের কিভাবে অনুসরনীয় ইমামদের যুগ হতে তাঁর যুগ পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক বিদ্বানমণ্ডলীর একটি জামা'আতের তালিকা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা নির্দিষ্ট কোন একটি মাযহাবের তাকলীদ করতেন না ।[১২] অবশ্য সেখানে তিনি ইমাম মালেক (৯৩ - ১৭৯) ও তাঁর অনুসারী ১৮ জন মালেকী আলিম, ইমাম শাফেঈ (১৫০ - ২০৪) ও তাঁর অনুসারী ৩৬ জন শাফেঈ পণ্ডিত, ইমাম দাউদবিন আলী যাহেরী (২০০ - ২৭০ হিঃ) ও তাঁর অনুসারী ১০ জন বিশেষজ্ঞ এবং ইবনে জারীর তাবারী (২২৪ - ৩১০ হিঃ) ও তাঁর অনুসারী ২ জন পণ্ডিতের নাম পৃথক শিরোনামে বিবৃত করেছেন ।[১৩] ইমাম খতীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) ও কয়েকজন আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'তারীখু বাগদাদ' নামক ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে ।[১৪] এতদ্ব্যতীত شرف اصحاب الحديث ('আহলেহাদীছগণের মর্যাদা') নামে তাঁর একটি স্বতন্ত্র সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক রয়েছে — যেখানে তিনি এতদসম্পর্কিত বহু হাদীছ ও আছার সনদসহকারে সংকলিত করেছেন ।

---

১১. ইবনু নাদীম বাগদাদী, কিতাবুল ফিহ্রিস্ত (বৈরূত : মাকতাবা খাইয়াত, তারিখ বিহীন) পৃঃ ২২৫ - ২৩৪ ।

১২. অলিউল্লাহ দেহলভী, ইকদুলজীদ (লাহোর : উর্দ্দু অনুবাদ সহ, হিন্দীকী প্রেস, তারিখবিহীন) পৃঃ ৯৮ ।

১৩. কিতাবুল ফিহ্রিস্ত পৃঃ ২০১ - ২১৬ এবং ২৩৪ ।

১৪. ইমাম খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (কায়রো : ১৩৪৯, ১৯৩১ খ্রীঃ) ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০, ১২ শ খণ্ড পৃঃ ২৪৫, ১৪ শ খণ্ড পৃঃ ১০৯, কূফা ও মদীনার বিদ্বানগণের মধ্যে আবদুল মালিক বিন আবী সুলাইমান ( ), আছেম বিন সুলাইমান আল-আহওয়াল বছরী ( ), ওবায়দুল্লাহ বিন ওমর বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর বিনুল খাত্তাব ( ), ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আনছারী ( ) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

উপরের আলোচনা থেকে অনুমিত হয় যে নামবাচ্য হিসাবে আহলে হাদীছ ছাহাবা যুগ হ'তেই পরিচিত ছিল। অবশ্য ছাহাবা ও তাবেঈদের 'আহলুল হাদীছ' নামকরণ ছিল কেবল বৈশিষ্ট্যগত কারণে, পৃথক পরিচিতির জন্য নয়। কারণ অন্য পরিচয়ে তখন কোন দলই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিদ্যমান ছিলনা। কিন্তু ৩৭ হিজরীর পরবর্তীযুগে একে একে বিভিন্ন নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটতে থাকলে তাদের বিপরীতে যাঁরা মহানবী (সাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ ও পন্থা অনুসরণ করেন, তাঁরা 'আহলুল হাদীছ' বা 'আহ্লুস সুন্নাহ' নামে পরিচিত হন যা আমরা ইতিপূর্বে দুইজন শ্রেষ্ঠ তাবেঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হিঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ)- এর বক্তব্য হ'তে অনুমান করতে পারি।

(খ) বৈশিষ্ট্য:

আহলেহাদীছের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বিনাশর্তে ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়া। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪ - ১১৭৬ / ১৭০৩ - ১৭৬২ খৃঃ) বলেন "ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকট কোন হাদীছ পৌঁছে গেলে বিনা শর্তে তাঁরা তার উপরে আমল করতেন।"[১৫] অন্যত্র তিনি স্পেনের বিখ্যাত ইমাম আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে হযম আন্দালুসী যাহেরী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ)- এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন এভাবে —

"ছহীহ শুদ্ধভাবে ইজমা প্রমাণিত হয়েছে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম তাবে তাবেঈন-এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের পক্ষ হ'তে এই মর্মে যে, তাঁদের কোন একজনের সকল কথা মেনে নেওয়া নিষেধ। অতএব ঐ ব্যক্তি জেনে রাখুক যে ব্যক্তি আবু হানীফার সকল কথা গ্রহণ করেছে কিংবা মালেক, শাফেঈ বা আহমাদের সকল কথাকে গ্রহণ করেছে, তা'দের কোন কথা ছাড়েনি বা অন্যের কথার প্রতিও দৃকপাত করেনি এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরে ভিত্তি রাখেনি, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইজমায়ে উম্মাতের বিরোধিতা করেছে।

---

১৫. و قد تواتر عن الصحابة و التابعين انهم كانوا اذا بلغهم الحديث يعملون به من غير ان يلاحظوا شرطا ،

শাহ অলিউল্লাহ প্রণীত 'আল-ইনছাফ ফী বায়ানে আসবাবিল ইখ্তিলাফ' তাহকীক: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (বৈরূত দারুন নাফাইস, ১ম সংস্করণ ১৩৯৭/১৯৭৭) পৃঃ ৭০।

ঐ নীতি ও বৈশিষ্টের অধিকারী কোন লোক ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈদের তিনটি প্রশংসিত যুগে ছিলনা। ঐ ব্যক্তি মুমিনদের গৃহীত পথের বাইরে গিয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঐ অবস্থা হ'তে পানাহ দিন।[১৬] ছাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদেরকে লক্ষ্য করেই হয়ত ইবনে হযম একথা বলে থাকবেন। কেননা তাদের যুগের মুনাফিক, ফাসিক ও অন্যান্য গুমরাহ মুসলমানদের মধ্যে যে উক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, একথা সর্বজনবিদিত।

হাদীছ পাওয়ার পরে ইজতিহাদী ফাতওয়া পরিত্যাগ করে হাদীছ অনুযায়ী আমল করার বহু দৃষ্টান্ত ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে সংকলন করেছেন দ্বাদশ শতকের ইমাম ছালেহ বিন মুহাম্মদ ফুল্লানী (১১৬৬ - ১২১৮ হিঃ / ১৭৫২ - ১৮০৩ খৃঃ) স্বীয় যুগানুকারী গ্রন্থে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওমর ফারুক, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, ওমর বিন আবদুল আযীয, সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর সহ উম্মতের সেরা ব্যক্তিবর্গ যাঁরা সর্বাবস্থায় নিজেদের রায়ের উর্ধে হাদীছকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার উপরে আমল করে গিয়েছেন। কোন অবস্থায়ই নিজেদের রায়কে হাদীছের উর্ধে স্থান দেওয়ার জন্য কোনরূপ কৌশল বা বাহানার আশ্রয় নেননি। উমর বিন আবদুল আযীয (৯৯ - ১০১ হিঃ) তো খলীফার ফায়সালা জারি করার পর তা বাতিল করেন হাদীছ জানতে পারার কারণে।[১৭]

---

১৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (মিসরী ছাপা ১৩২২ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৩ - ২৪, ঐ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৫।

১৭. খলীফা প্রদত্ত ফরমান ছিল নিম্নরূপ:

عن مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه الى عمر بن عبد العزيز فقضى لى برده و قضى على برد غلته فاتيت عروة فاخبرته فقال اروح اليه العشية فاخبره ان عائشة اخبرتنى ان رسول الله صلعم قضى فى مثل هذا ان الخراج بالضمان فعجلت الى عمر فاخبرته مما اخبرنى به عروة عن عائشة عن رسول الله صلعم فقال عمر بن عبد العزيز فما ايسر على من قضاء قضيته و الله يعلم ان لم ارد فيه الا الحق فبلغتنى فيه سنة عن رسول الله صلعم فارد قضاء عمر و انفذ سنة رسول الله صلعم فراح اليه عروة فقضى لى ان اخذ الخراج من الذى قضى به على له ،

ইমাম ফুল্লানী (১১৬৬ - ১২১৮ / ১৭৫৩ - ১৮০৩), ঈকায হিমাম (বৈরূত: দারুল মারিফাহ ১৩৯৮/১৯৭৮ পৃঃ ৬-৯।

অন্যান্য সকল দল ও মাযহাব হ'তে আহলেহাদীছদের পৃথক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরে হিজরী তৃতীয় শতকের ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবাহ দীনাওয়ারী (২১৩ - ২৭৬ হিঃ) বলেন 'যদি একথা বলা হয় যে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ আকীদা ও আমলকে সঠিক দাবী করে এবং অন্য দলকে বেঠিক বা ভ্রান্ত মনে করে থাকে এমতাবস্থায় আহলেহাদীছগণ সম্পর্কে একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে তারাই মাত্র হক-এর উপরে আছেন ? তবে তার জওয়াবে একথা বলা হবে যে, সমস্ত দল বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হ'লেও একটি বিষয়ে তারা সকলে একমত যে, যে ব্যক্তি যেকোন মূল্যের বিনিময়ে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই আলোকপ্রাপ্ত হবে এবং তার জন্য হেদায়েতের রাস্তা খুলে যাবে, তবে উক্ত বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছদের জন্য কেউই অস্বীকার করবেনা নিতান্ত হঠকারী (ظالم) কোন ব্যক্তি ছাড়া। কারণ আহলেহাদীছগণ দীনী কোন বিষয়কে কারও ব্যক্তিগত রায়, কেয়াস ও ইস্তিহসানের উপরে ছেড়ে দেয়না। একইভাবে তাঁরা বিগত যুগের কোন দার্শনিক বা বর্তমান যুগের কোন কালামশাস্ত্রবিদেরও মুখাপেক্ষী থাকেননা।'[১৮]

---

১৮. فان قالوا فان اهل المقالات المختلفة يرى كل فريق منهم ان الحق فيما اعتقده و ان مخالفه على ضلال و هوى و كذلك اصحاب الحديث فيما انتحلوا فمن اين علموا علما يقينا انهم على الحق - قيل لهم ان اهل المقالات و ان اختلفوا و رأى كل صنف منهم ان الحق فيما دعا اليه فانهم مجمعون لا يختلفون على ان من اعتصم بكتاب الله عز و جل و تمسك بسنة رسول الله صلعم فقد استضاء بالنور و استفتح باب الرشد و طلب الحق من مظانه، وليس بدفع اصحاب الحديث عن ذلك الا ظالم لانهم لا يردون شيئا من امر الدين الى استحسان و لا الى قياس و نظر و لا الى اصحاب الكلام المتاخرين -

ইমাম ইবনে কুতাইবা রচিত বাহ্যতঃ পরস্পরবিরোধী হাদীছ সমূহের সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ (মোট ৪৬৪ পৃষ্ঠা) তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ (মিসর : কুর্দিস্তান প্রেস ১৩২৬ হিঃ / ১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ১০৩।

মোট কথা নিজের বা অপরের সকল প্রকার রায় ও কেয়াস হ'তে কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া ছিল ইসলামের সোনালী যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ সময় সৃষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বে ও অন্যান্য কারণে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যাগত মতভেদ মাথাচাড়া দেয়। ইতিমধ্যে গ্রীক দর্শনের আমদানীর ফলে মুসলিম বিদ্বানগণ ক্রমেই গ্রীক যুক্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন যা প্রথম যুগের সহজ সরল হাদীছ ভিত্তিক জীবন পরিচালনার রীতিতে ব্যত্যয় ঘটায়। ইমাম ইবনে কুতায়বা (২১৩ - ২৭৬ হিঃ) এই যুক্তিবাদকে حجة العقل বা 'যুক্তির দলীল' বলে অভিহিত করেছেন।[১৯] আহলেসুন্নাত বিদ্বানদের মধ্যেও এর ঢেউ লাগে। ফলে ফিক্হ শাস্ত্র এই সময় 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়' নামে দু'টি প্রধান ধারায় বিভক্ত হ'য়ে যায়। অষ্টম শতকের খ্যাতনামা মনীষী ও সমাজবিজ্ঞানী আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন আল-মাগরেবী (৭৩২ - ৮০২ হিঃ) এ বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন, বিদ্বানগণের মধ্যে ফিক্হ (ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্র) দু'টি তরীকায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হ'ল রায় ও কেয়াসপন্থীদের তরীকা। তারা হলেন ইরাকের অধিবাসী। দ্বিতীয়টি হ'ল হাদীছপন্থী বা আহলুল হাদীছদের তরীকা। তারা হলেন হেজাযের অধিবাসী। ইরাকীদের মধ্যে হাদীছ খুবই কম ছিল ... ফলে তারা কেয়াস বেশী করেন ও এতে দক্ষতা অর্জন করেন। আর একারনেই তারা 'আহলুর রায়' বা রায়পন্থী নামে অভিহিত হয়েছেন।[২০]

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

২০. وانقسم الفقه فيهم الى طريقتين طريقة اهل الراى والقياس وهم اهل العراق وطريقة اهل الحديث وهم اهل الحجاز وكان الحديث قليلا فى اهل العراق لما قدمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل اهل الراى ومقدم جماعتهم الذى استقر المذهب فيه وفى اصحابه ابو حنيفة وامام اهل الحجاز مالك بن انس والشافعى من بعده ثم انكر القياس طائفة من العلماء وابطلوا العمل به وهم الظاهرية .. وكانت هذه المذاهب الثلاثة هى مذاهب الجمهور المشتهرة بين الامة،

তারীখু ইবনে খালদুন (বৈরূত, মুওয়াস্সাসাতুল আ'লামী, তারিখ বিহীন) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬।

এক্ষণে উভয়দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ষষ্ঠ শতকের খ্যাতনামা বিদ্বান আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯ - ৫৪৮ হিঃ) বলেন যে, 'উম্মতের মুজতাহিদ ইমামগণ দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোন ভাগে নয়, আছহাবুল হাদীছ ও আছহাবুর রায়। আছহাবুল হাদীছগণ হেজাযের অধিবাসী। তাদেরকে আছহাবুল হাদীছ এজন্য বলা হয় যে, তাঁ'দের সার্বিক লক্ষ্য নিয়োজিত থাকে হাদীছ সংগ্রহের প্রতি এবং তাঁরা সমস্ত আহকাম বা আদেশ-নিষেধের ভিত্তি রাখেন দলীল সমূহের উপরে। হাদীছ বা আছার পেলে তাঁরা কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কেয়াসের দিকে ফিরে তাকান না। ... পক্ষান্তরে আহ্লুর রায়গণ হ'লেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁরা আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত (৮০ - ১৫০ হিঃ) - এর অনুসারী। ... তাঁদেরকে আহ্লুর রায় এজন্য বলা হয় যে, তাদের অধিক লক্ষ্য থাকে কেয়াসের কারণ সন্ধানের প্রতি এবং কুরআন-হাদীছের আহকাম হ'তে সূক্ষ্ম মর্মার্থের প্রতি এবং তার উপরেই তাঁরা উদ্ভূত ঘটনাসমূহের ভিত্তিস্থাপন করেন। কখনও তাঁরা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছের ওপরে প্রকাশ্য কেয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।[২১] শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪ - ১১৭৬ হিঃ) উভয়দলের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আরও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে বলেন 'কেয়াস করলেই তাকে 'আহলুর রায়' বলা হয়না। ... কেননা আহমাদ, ইসহাক এমনকি শাফেঈ ও 'আহলুর রায়' নন যদিও তাঁরা কেয়াস করেছেন এবং কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলার সমাধান বের করেছেন। বরং 'আহলুর রায়'

---

২১. اصناف المجتهدين.. ثم المجتهدون من ائمة الامة محصورون فى صنفين لا يعدوان الى ثالث اصحاب الحديث و اصحاب الراى - اصحاب الحديث و هم اهل الحجاز... وانما سموا اصحاب الحديث لان عنايتهم بتحصيل الاحاديث و نقل الاخبار و بناء الاحكام على النصوص و لايرجعون الى القياس الجلى و الخفى ما وجدوا خبرا او اثرا ... و اصحاب الراى وهم اهل العراق هم اصحاب ابى حنيفة النعمان بن ثابت..... وانما سموا اصحاب الراى لان اكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الاحكام و بناء الحوادث عليها و ربما يقدمون القياس الجلى على احاد الاخبار، শাহরস্তানী, 'আল-মিলাল' (বৈরূত, দারুল মা'রিফাহ, তাহকীক : সাইয়িদ গীলানী, তারিখ বিহীন) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬-৭। ইবনে হযম, 'আল-ফিছাল ফিল মিলাল' (বৈরূত, মাকতাবা খাইয়াত ১৩২১ হিঃ) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

বলতে তাঁদেরকে বুঝানো হয় যারা (কোন বিষয়ে) মুসলিম উম্মাহ্‌র সম্মিলিত অথবা অধিকাংশের ঐক্যমত থাকা সত্ত্বেও বিগত কোন বিদ্বানের প্রবর্তিত উছূল বা ফেক্‌হী মূলনীতির ভিত্তিতে সমাধান বের করে থাকেন। হাদীছ ও আছার সমূহ সন্ধানের চাইতে বিগত কোন ঘটনার ওপরে বর্তমান ঘটনার সদৃশ বিধান এবং বিগত কোন বিদ্বানের উদ্ভাবিত উছূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের দিকেই তাদের অধিকাংশ প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে।[২২]

(উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় অনুমিত হয় যেমন (১) আহলুল হাদীছগণের ইস্তিদলালী পদ্ধতি প্রধানতঃ কুরআন, হাদীস ও আছারে ছাহাবার উপরে ভিত্তিশীল। পক্ষান্তরে আহলুর রায়গণের ইস্তিদলালী পদ্ধতি প্রধানতঃ নিজেদের ইমাম বা মাযহাবী পণ্ডিতগণের রচিত উছূল বা ফেক্‌হী মূলনীতি সমূহের উপরে ভিত্তিশীল, (২) আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায় উভয়ে কেয়াস ও ইজতিহাদে বিশ্বাসী। কিন্তু উভয়ের দলীল গ্রহণের ভিত্তি ও পদ্ধতি ভিন্ন, (৩) আহলুর রায়গণ নির্দিষ্ট ইমামের বা তাঁর মাযহাবের বিদ্বানদের গৃহীত উছূলের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার কারণে এক একজন ইমামের অনুসারী মুক্বাল্লিদ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ সমূহের নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত অনুসরণ ব্যাহত হয়েছে।[২৩]

---

২২. كل من قاس و استنبط فهو من اهل الراى كلا و الله ... فان احمد و اسحاق بل الشافعى ايضا ليسوا من اهل الراى بالاتفاق و هم يستنبطون و يقيسون، بل المراد من اهل الراى قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين او بين جمهورهم الى التخريج على اصل رجل من المتقدمين فكان اكثر امرهم حمل النظير على النظير و الفرد الى اصل من الاصول دون تتبع الاحاديث و الاثار -
হুজ্জাতুল্লাহ (মিসরী ছাপা ১৩২২ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯, ঐ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১।

২৩. অপর পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এ ব্যাপারে শাহ ছাহেব আহলুর রায় বিদ্বানদের রচিত কয়েকটি উছুল উল্লেখ করে তার দ্বারা কিভাবে ছহীহ হাদীছের উপরে আমল ব্যাহত হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন 'আহলুর রায়গণ উছুল রচনা করেছেন যে, 'নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশক হওয়ার কারণে খাছ (অর্থাৎ কুরআনের আয়াত) কোনরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা।' এই ফেকহী মূলনীতির অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সুস্থিরভাবে ছালাত আদায় বা তা'দীলে আরকানকে ছালাতের আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে 'হে মুমিনগণ তোমরা রুকু কর ও সিজদা কর এবং তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর' (হজ ৭৭)। এখানে রুকু অর্থ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাথা ঝুঁকানো এবং সিজদা অর্থ মাটির উপরে কপাল ঠেকানো। এমতাবস্থায় উপরোক্ত হাদীছ এবং হাদীছে আ'রাবী যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্রুত ছালাত আদায়কারী জনৈক বেদুঈনআ'রাবীকে ধীরে সুস্থে ছালাত আদায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য একই সময়ে তাকে তিনবার ছালাত আদায় করিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন— 'ওঠ পুনরায় ছালাত আদায় কর কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি'। এই সব ছহীহ হাদীছকে আহলুর রায়গণ কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা তাহলে সেটা (তাদের ভাষায়) খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআন কে মানসুখ করার শামিল হবে যেটা জায়েয নয়।[২৪]

(২) অমনিভাবে উছুল রচনা করা হয়েছে 'আম' (সাধারণ হুকুম) 'খাছ'-এর ন্যায় অকাট্য'। এই মূলনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা 'সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত ছালাত নেই' এই মর্মের ছহীহ হাদীছ গুলিকে কুরআনের সাধারণ হুকুমকে নির্দিষ্টকারী হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। কেননা কুরআনে 'আম' বা সাধারণ হুকুম হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর পাঠ কর' (মুয্যাম্মিল ২০)।[২৫]

২৪. হাফেজ আহমাদ ওরফে মোল্লা জীওন (মৃঃ ১১৩০/১৭১৭) রচিত উছুলে ফিক্বহের বিখ্যাত কেতাব 'নূরুল আনওয়ার' (কামারুল আকমার সহ) করাচী ছাপা (কালাম কোম্পানী, তীর্থদাস রোড, মৌলবীমুসাফির খানার বিপরীতে, মুদ্রণকাল বিহীন) পৃঃ ১৯-২০।

২৫. হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো ছাপা) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

(৩) আরেকটি উছুল তৈরী করা হয়েছে যে, 'ফকীহ নন এমন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উপরে আমল করা ওয়াজিব নয় যখন তা যুক্তির বিরোধী হবে।[২৬] যেমন আনাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) যদি তাঁদের বর্ণিত হাদীছ কিয়াসের অনুকূলে হয় তবে তা আমল যোগ্য হবে। কিন্তু যদি কেয়াসের বরখেলাফ প্রতীয়মান হয়, তবে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেয়াস বর্জন করা যাবেনা।[২৭] শাহ ছাহেব এগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি উছুলের উদাহরণ পেশ করে এগুলিকে পরবর্তী পণ্ডিতদের রচিত বলে মন্তব্য করেছেন।[২৮] উপরের আলোচনা থেকে আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায় এর ইস্তিদলালী পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য অনুমান করা চলে।

২৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১।

২৭. (والراوى ان عرف بالفقه و التقدم فى الاجتهاد كالخلفاء الراشدين و العبادلة كان حديثه حجة يترك به القياس ... وان عرف بالعدالة و الضبط دون الفقه كانس و ابى هريرة ان وافق حديثه القياس عملنا به وان خالفه لم يترك الا بالضرورة —

= নুরুল আনওয়ার (কামারুল আকমার সহ) করাচী ছাপা, মুদ্রণকাল বিহীন) পৃঃ ১৮২। باب اقسام السنة — بيان احوال الراوى،

২৮. (و انما الحق ان اكثرها اصول مخرجة على قولهم و عندى ان المسألة القائلة بان الخاص مبين ولايلحقه البيان وان الزيادة نسخ وان العام قطعى كالخاص وان لا ترجيح بكثرة الرواة وانه لايجب العمل بحديث غير الفقيه اذا انسد باب الرائى وان لا عبرة بمفهوم الشرط و الوصف اصلا وان موجب الامر هو الوجوب البتة وامثال ذلك اصول مخرجة على كلام الائمة وانه لاتصح بها رواية عن ابى حنيفة وصاحبيه —

= হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ছাপা: দারুত তুরাছ, ১৩৫৫ হিঃ/ ১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০। باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة،

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম মালেক (৯৩ - ১৭৯ হিঃ), শাফেঈ (১৫০ - ২০৪ হিঃ), আহমাদ (১৬৪ - ২৪১), ইসহাক (১৬৬ - ২৩৮), বুখারী (১৯৪ - ২৫৬), আবু দাউদ (২০২ - ২৭৫), তিরমিযী (২০৯ - ২৭৯) প্রমুখ উম্মতের সেরা মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুজতাহিদগণকে আহ্লুর রায় না বলে আবদুল কাহির বাগদাদী, শাহ অলিউল্লাহ প্রমুখ বিদ্বানগণ 'আহলুল হাদীছ' বলেছেন।[২৯] পক্ষান্তরে হাদীছের সংগ্রহ কম থাকার কারণে বাধ্য হয়ে কেয়াসের উপরে অধিক নির্ভরশীল হওয়ার ফলে শহরস্তানী, ইবনু খালদুন প্রমুখ বিদ্বানদের ভাষায় ইমাম আবু হানীফা (৮০ - ১৫০ হিঃ) - কে 'আহলুর রায়দের ইমাম' বলা হয়েছে।[৩০] কিন্তু সাথে সাথে এটাও বিচারযোগ্য যে তিনি তাঁর রায় - এর তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করার বিরুদ্ধে সকলকে তীব্রভাবে নিষেধ করে গিয়েছেন এবং "যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে তখন সেটাই আমার মাযহাব" বলে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে গেছেন।[৩১] আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী হানাফী (৮৯৮ - ৯৭৩ হিঃ) বলেন, 'যদি (তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগে আবু হানীফা বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং যত কেয়াস করেছেন, সবই বাদ দিতেন। তাঁর মাযহাবেও কেয়াস কম হ'ত, যেমন অন্য মাযহাবগুলিতে হয়েছে। আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাবে কেয়াস বেশী হওয়ার কারণ এই যে, তাঁর সময়ে হাদীছের হাফেযগণ শহরে

---

২৯. হুজ্জাতুল্লাহ (মিসরী ছাপা), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯। আবদুল কাহির বাগদাদী, الفرق بين الفرق। (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তারিখবিহীন) তাহকীক : মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, পৃঃ ২৬।

৩০. শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়াল নিহাল ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, ইবনু খালদুন, তারীখ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬।

৩১. اذا صح الحديث (اى بعدى) فهو مذهبى। শামী রাদ্দুল মুহতার (দিল্লী ১২৭২ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬, শা'রানী, কিতাবল মীযান (দিল্লী ছাপা, ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩।

গ্রামে হাদীছ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত ছিলেন - যা পরে সংকলিত হয় (কিন্তু তিনি সে যুগ পাননি) । ফলে দলীল না পাওয়ার কারণে তিনি কেয়াস করতে বাধ্য হয়েছেন ; যা অন্য ইমামদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলনা । ... যারা ইমাম আবু হানীফাকে হাদীছের উর্ধে কেয়াসকে অগ্রাধিকার দানের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন , তাঁরা সম্ভবতঃ তাঁর মুকাল্লিদ অনুসারীদের কথাবার্তা থেকেই সেটা অনুমান করেন । যারা তাদের ইমামের নিকট হ'তে প্রাপ্ত কেয়াসের উপরে আমল করাকে অপরিহার্য্য গণ্য করে নিয়েছেন এবং ইমামের মৃত্যুর পরে (ক্ষেত্র বিশেষে) প্রাপ্ত ছহীহ হাদীছের উপরে নির্ভর করেননি । একলে ইমাম এ ব্যাপারে ওযরযোগ্য বিবেচিত হলেও অনুসারীগণ ওযরযোগ্য নন । ... কেননা প্রত্যেক ইমামই একথা বলে গিয়েছেন যে , ছহীহ হাদীছই আমাদের মাযহাব ।'[৩২]

---

৩২. .... انه لو عاش حتى دونت احاديث الشريعة ... لاخذ بها و ترك كل قياس كان قاسه وكان القياس قل فى مذهبه كما قل فى مذهب غيره بالنسبة اليه لكن لما كانت ادلة الشريعة مفرقة فى عصره من التابعين و تابع التابعين فى المدائن و القرى و الثغور كثر القياس فى مذهبه بالنسبة الى غيره من الائمة ضرورة لعدم وجود النص فى تلك المسائل التى قاس فيها بخلاف غيره من الائمة فان الحفاظ كانوا قد رحلوا فى طلب الاحاديث و جمعها فى عصرهم من المدائن والقرى و دونوها ... فكان هذا سبب كثرة القياس فى مذهبه و قلته فى مذهب غيره و يحتمل ان الذى اضاف الى الامام ابى حنيفة انه يقدم القياس على النص ظفر بذلك فى كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن امامهم من القياس و يتركون الحديث الذى صح بعد موت الامام ، فالامام معذور و اتباعه غير معذورين ... و قد تقدم قول الائمة كلهم " اذا صح الحديث فهو مذهبنا -

ইমাম শা'রানী, 'কিতাবুল মীযান' (দিল্লী : আকমালুল মাতাবে ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড , পৃঃ ৭২ - ৭৩ ।

শা'রাণীর আলোচনা থেকে একটি বিষয় ফুটে উঠেছে যে, আহলেসুন্নাতের সকল ইমাম ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে একবাক্যে স্বীকার করেছেন ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাদের অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সে কারণে আমরা তাদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলতে পারি। তাঁদের মুকাল্লিদ অনুসারীগণ পরবর্তীকালে ইমামদের নামে মাযহাব রচনা করেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছের উর্ধে ইমামের বা পরবর্তী কোন মাযহাবী বিদ্বানের ফাতওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ফলে মালেক, শাফেঈ অবশ্যই আহলেহাদীছ হ'লেও তাঁদের অনুসারী মালেকী বা শাফেঈগণ তাকলীদের কারণে অনেক সময় আহলেহাদীছ থাকেন না। কারন নিরপেক্ষভাবে হাদীছ গ্রহণ ও সর্বাবস্থায় ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দান করার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছদের রয়েছে, তাকলীদের কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

মাযহাবী গোঁড়ামী ও অধঃপতনের যুগেও কুরআন হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যে বিশ্বাসী, ছাহাবাযুগের মহান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুসলমানগণ সর্বদা হাদীছ অনুযায়ী জীবন গঠনে ব্রতী ছিলেন। তাঁরা আহলে সুন্নাতের মুজতাহিদ ইমাম-গণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁদের প্রদত্ত যেসকল সিদ্ধান্ত ছহীহ হাদীছের অনুকূলে ছিল, তা মেনে চলতেন। কিন্তু যা বিরোধী প্রমাণিত হয় তা পরিত্যাগ করে হাদীছের অনুসারী হতেন। এইভাবে আহলে সুন্নাতের সকল বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং নিরপেক্ষ ও নিঃশর্তভাবে ছহীহ হাদীছ অনুসরণের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁরা সকল যুগে 'আহলুল হাদীছ' নামে পরিচিত হন। যেমন হিজরী পঞ্চম শতকের ইমাম ইবনে হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধীপক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) অতঃপর আহলুল হাদীছগণ এবং (ঘ) ফকীহদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং

(৬) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুবর্তী হয়েছেন।'[৩৩]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফকীহ বিদ্বানগনই কেবল আহলেহাদীছ ছিলেন না বরং তাঁদের নীতির অনুসারী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 'আম জনসাধারণও সকল যুগে 'আহলুল হাদীছ' নামে কথিত হতেন এবং আজও হয়ে থাকেন। যেমন 'আহলুর রায়'-এর পণ্ডিতগণ ছাড়াও তাঁদের সাধারণ অনুসারীগণ বিভিন্ন মাযহাবী নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন।

আহলেহাদীছ নামকরণের তাৎপর্য্য (وجه تسميتهم باهل الحديث) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম আবুল কাসেম হেবাতুল্লাহ বিনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ) বলেন 'তাদের এই নামটি কেতাব ও সুন্নাতের সমষ্টি হ'তে গৃহীত। কারণ 'আহলুল হাদীছ' নামটি কুরআন ও হাদীছ উভয়কে শামিল করে এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত রয়েছে। এক কুরআন ও হাদীছের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাদের যুক্ত থাকা এবং দুই, ঐ দুই বস্তুকে যাছ করে গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া।' অতঃপর তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছগণই উম্মতের হেদায়েতপ্রাপ্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ দল। তারা কঠোরভাবে সুন্নাতের ধারণকারী, তারা রাসূলের বদলে অন্য কাউকে কামনা করেননা। তাঁর সুন্নত হতে ফিরে আসেননা। যুগের উত্থান পতন তাদেরকে সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। কোন ঘটনা দুর্ঘটনা তাদেরকে দিক পরিবর্তন করাতে পারেনা। নতুন কোন বিদ'আতী পন্থা-পদ্ধতি তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু হ'তে এক বিন্দু হটাতে পারেনা। মিথ্যাবাদী ও ঝগড়াটে ব্যক্তিদের ঝগড়া ও কুটতর্ক তাঁদেরকে পথচ্যুত করতে পারেনা।" আল্লাহ তাঁর নূরকে

---

৩৩ قال ابو محمد واهل السنة الذين نذكرهم اهل الحق و من عداهم فاهل الباطل فانهم الصحابة رضى الله عنهم و كل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم اهل الحديث و من تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا *

= ইবনু হযম, মানবজাতির ইতিহাস সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরুত: মাকতাবা খাইয়াত ১৩২১/১৯০৩, ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৩।

* الى يومنا هذا و من اقتدى بهم من العوام فى شرق الارض و غربها رحمة الله عليهم-

পরিপূর্ণতা দানকারী যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করেনা।[৩৪] অনুরূপভাবে হিজরী পঞ্চম শতকের ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবুনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) আহলেহাদীছদের আটটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের কথা (اداب اهل الحديث) শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।[৩৫]

হিন্দুস্থানে পরিচালিত আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী, ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার আবুল হাসান আলী নাদভী (জন্ম: ১৯১৪ খৃঃ) বলেন 'হিন্দুস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন চারটি বুনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ১- খালেছ তাওহীদ বিশ্বাস ২- ইত্তিবায়ে সুন্নাত ৩- জিহাদী জায্বা এবং ৪- আল্লাহ্র নিকটে বিনীত হওয়া। ... অন্য দলগুলিকে দেখ, সেখানে তাওহীদ আছে তো ইত্তিবায়ে সুন্নাতে অলসতা আছে। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের জায্বা আছে তো জেহাদের জায্বা নেই। কোথাও যিক্র ফিক্র আছে তো ইত্তিবায়ে সুন্নাত নেই। লোকেরা বিশেষ বিশেষ বিষয় গুলিকে নিয়ে সেগুলিকে আমলের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি

---

৩৪. ইমাম লালকাঈ, شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة .. ১ম খণ্ড তাহকীক: ডঃ আহমাদ সা'আদ হামদান (রিয়াদ: দার তাইয়্যিবা, সম্ভবতঃ ১৪০২/১৯৮২ খৃঃ) পৃঃ ২২-২৫।

৩৫. ইমাম ছাবুনী, عقيدة السلف اصحاب الحديث তাহকীক: বদর আল-বদর (কুয়েত: ছাফাত, দারুস্ সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৯৭-১০১।

বৈশিষ্ট্য একত্রিত হ'য়ে শহীদায়েনের (সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ) ছুরতে আত্মপ্রকাশ করেছে....।'[৩৬]

---

৩৬. ہندوستان مین تحریک اہل حدیث جن بنیادون پر قائم ہوئی وہ چار تہین - عقیدہ توحید، اتباع سنت، جذبۂ جہاد، اور انابت الی اللہ ... دوسرے لوگون مین دیکھیئے کہ اگر توحید ہے تو اتباع سنت مین کوتاہی ہے اگر اتباع سنت کا جذبہ ہے تو جذبۂ جہاد مفقود ہے اگر کہین ذکر و فکر ہے تو اتباع سنت نہین ہے- غرضیکہ لوگون نے خاص خاص چیزون کو لیکر انہین کو عمل کا دار و مدار بنا لیا ہے بخلاف اسکے جماعت اہل حدیث مین چارون خصوصیتون کا اجتماع ہوکر شہیدین کی صورت مین نمودار ہوا - اور جس جماعت نے ان چارون کا مظاہرہ بیک وقت کیا وہ جماعت صادقپور ہے- جن کا خلوص اور تعلق مع اللہ پر شک و شبہہ سے بالاتر ہے- واقعہ یہ ہے کہ ان چارون خصوصیتون کی جامعیت کے بغیر کوئی بڑا کام نہین ہو سکتا اور بڑی سے بڑی تحریکین ان کے بغیر کسی طرح کے ٹھوس نتائج پیدا نہین کرسکتین - طبیعتون کو بدلنا رسمون کو پھیر دینا اور قلوب کو حرارت ایمانی سے بھر دینا نہ تو اعلانات سے ہوتا ہے اور نہ کسی دوسری چیز سے- یہ اسی جامعیت سے ہوتا ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے " ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان "

... سید صاحب کی جماعت کے اندر دعوت و عزیمت کا خاص وہی اہتمام تہا جو ✱

= ভারতের বিহার প্রদেশের দারভাঙ্গা হ'তে প্রকাশিত মাসিক "আল-হুদা' ১৬ই জুলাই ১৯৬১ সংখ্যার বরাতে তাহরীকে জেহাদ (গুজরানওয়ালা ১৯৮৬খৃঃ ৪৯-৫০, বিগত ১৯৮৪ সালের মার্চে দারভাঙ্গার মাদরাসা আহমাদিয়া সালাফিয়ার দিস্তারবন্দী অনুষ্ঠানেও তিনি আহলেহাদীছদের একই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন যা নাদওয়ার মুখপাত্র লাক্ষ্ণৌ-এর পাক্ষিক তাঈরে মিল্লাত ১৫/৫/১৯৮৪-তে প্রকাশিত হয়।

✱ کئی سو سال پہلے کے مسلمانون کا امتیاز تہا ...."

আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আহলেহাদীছ এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন — 'আহলেহাদীছ বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর হাদীছের অনুসারীদেরকে বুঝায় ··· যারা প্রাথমিক যুগের আছহাবুল হাদীছ বা আহলুল হাদীছদের ন্যায় মতপোষণ করেন (আহলুর রায়দের বিপরীতে), যারা 'তাকলীদ' এর বন্ধনকে স্বীকার করেন না ··· বরং ধর্মীয় বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ সমূহ হ'তে হেদায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করেন। যাঁরা কুরআন ও হাদীছকে একজন খাঁটি মুসলমানের জন্য যথার্থ পথপ্রদর্শক বলে মনে করেন। ··· আহলেহাদীছ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মূলনীতি সমূহের দিকে ফিরে যেতে সচেষ্ট এবং আকীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করতে চান। বিশেষ করে তাওহীদের প্রকৃত ভাবমূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা জোর দেন। সৃষ্টিজগতের কাউকে অলৌকিক শক্তি এবং অদৃশ্যজ্ঞান ইলমুলগায়েবের অধিকারী হওয়ার বিষয়টিকে তাঁরা অস্বীকার করেন। সে কারণে তাঁরা কোন ওলি বা সাধু ব্যক্তির অলৌকিক শক্তিকে অগ্রহ্য করেন এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অতিভক্তি প্রদর্শন করেন না। * তারা মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে সৃষ্ট কোন বিদ'আত কিংবা হিন্দুয়ানী প্রথা বা অন্য যেকোন অনৈসলামী রীতি-নীতিকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। তাঁদের এই সংস্কারমূলক কার্যক্রম আরবের ওয়াহ্হাবীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের বিরোধীরা এই কারণেই তাঁদেরকে কখনও কখনও 'ওয়াহ্হাবী' বলে দুর্নাম দিয়ে থাকে।** ৩৭

---

৩৭. AHL-I-HADITH: The followers of prophetic tradition " ... who profess to hold thesame views as the early ashab al-hadith or Ahl-al-hadith (as opposed to Ahl al-ray). They do not hold themselves bound by 'Taklid'... but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practice from the authentic tradition, which together with the Kuran are in their view the only worthy guide for true muslims.,... The Ahl-i-Hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity of faith and practices. Emphasis is accordingly, laid in particular on the reassertion of 'Tawhid' ... and the denial of occult powers and knowledge of hidden things (ilm al-ghayb) to any of his creatures.This involves a rejection of the miraculous powers of saints and of the exaggerated veneration paid to them. They also make every effort to eradicate customs that may be traced either to innovation (bid'a) or to Hindu or other Non-islamic systems.In all these, their reformist programme bears a striking resemblance to that of the Wahhabis of Arabia; and as a mater of fact their adverseries of ten nickname them Wahhabis ... ". H.A.R. GIBB & OTHERS. Encyclopadia of Islam.(Leiden : Brill.1960) P.259

* তবে আহলেহাদীছগণ অবশ্যই 'কারামাতে আউলিয়া'-তে বিশ্বাসী যা 'আকীদা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

** যদিও ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছ এক নয়।

৭৩ পৃষ্ঠার পরে দ্রষ্টব্য।

তাঁর Islam in India to-day নামক প্রবন্ধে বলেন 'আহলেহাদীছ-এর প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রচলিত চার মাযহাবের বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ করা, যাতে করে ইসলামকে আধুনিক যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়। তাঁরা কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে যেতে চান কেবল অতীতের প্রতি অন্ধ আবেগবশে নয় বরং আধুনিক পৃথিবীর প্রয়োজন পূরণে (ইজতিহাদের) অধিকতর স্বাধীনতা লাভের জন্য।[৪০]

টাইটাস মার্রে তাঁর প্রবন্ধে আহলেহাদীছের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুললেও তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নাজ্‌দের 'ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনে'র দ্বারা প্রভাবিত একটি আন্দোলন বলতে চেয়েছেন। অনুরূপভাবে এস.এম.যুইমার আহলেহাদীছ, হাম্বলী মুকাল্লিদ ও ওয়াহ্‌হাবীকে একাকার করে ফেলেছেন।[৪১] এইচ.ক্রেমার আর এক অনৈতিহাসিক দাবী

---

৪০. ' Their main object is to get rid of the authority of the four schools, in order to adjust Islam to modern conditions. They go back to the Koran, and the traditions, not out of blind veneration for the past, but in order to vindicate a greater freedom over against the requirements of the modern world.' H.CRAEMER, the article ISLAM IN INDIA TODAY published in research Journal THE MOSLEM WORLD edited by S.M.Zwemer (New York . Vol. XXI, No. II, April 1931,) P. 166.

৪১. ৩৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

করেছেন। তিনি আহলেহাদীছকে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর (১৭৮৬ - ১৮৩১ খৃঃ) যুগের ওয়াহ্হাবীদের আধুনিক প্রতিনিধি, গায়ের মুকাল্লিদ এবং মিসরীয় ও আরবীয় সালাফীদের ভারতীয় প্রতিরূপ (Indian duplicate) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪২] অথচ এসবের মধ্যে একমাত্র 'আহলুল হাদীছ' নামটিই ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে প্রচলিত আছে। বস্তুতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য কোনকিছুই অন্য কোন মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত নয়। বরং কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে উৎসারিত ইসলামের সোনালীযুগ হ'তে বহমান এই নির্ভেজাল স্রোতস্বিনী হ'তে উৎসারিত হ'য়ে যুগে যুগে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন সমূহ পরিচালিত হয়েছে। নাজদের ওয়াহ্হাবী আন্দোলন, তিউনিসিয়ার সনৌসী আন্দোলন,[৪৩] সুদান ও মিসরের 'আন্ছারুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়াহ্' কুয়েতের সালাফী আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার 'জামাআতে মুহাম্মাদিয়াহ' ভারতের 'জেহাদ আন্দোলন' বাংলাদেশের 'মুহাম্মাদী আন্দোলন' এসবগুলিকে আমরা এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে পারি। তবে যেখানে যেনামেই পরিচিত হৌক না কেন ছহীহ হাদীছকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন বাহানার আশ্রয় না নিয়ে সকল সমস্যায় সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে নিঃশর্তভাবে ফিরে যাওয়া এবং তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি, দল বা আন্দোলনকেই মাত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন বলা যেতে পারে।

---

৪২. The Ahl-i-Hadith are a curious mixture. one can hear about them the statement that they are conservative and also that they are liberal minded. Both statements are true. Another name of the Ahl-i-Hadith is ghair Muqallid " ... They are the modern representatives of the Wahhabis of the time of Sayyid Ahmed of Ray Bareli. ... They are the Indian duplicate of the Egyptian and Arabian Salafi. H.Craemer, THE MOSLEM WORLD P.166.

৪৩. সনৌসী আন্দোলন লিবিয়াতে শুরু হয় ১৮৪২ সালে, মাহদী আন্দোলন সুদানে ১৮৮১ সালে ও মোহাম্মাদিয়া আন্দোলন ইন্দোনেশিয়াতে ১৯১১ সালে। Wilfred Cantwell Smith, ISLAM IN MODERN HISTORY (Princeton University Press 1957) P.52.

হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের দুজন খ্যাতনামা মুসলিম ভূ-পর্যটক ও ঐতিহাসিকের ভ্রমণ প্রতিবেদন থেকেও তৎকালীন সময়ে 'আহলেহাদীছ' নামে জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া চলে। চতুর্থ শতকের ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বেশারী মাকদেসী হানাফী (মৃঃ ৩৭৫ হিঃ)[৪৪] আরব উপদ্বীপ হ'তে শুরু করে তৎকালীন পৃথিবীর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ভ্রমণ সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে (مذاهبهم) শীর্ষক বিশেষ শিরোনামে সেখানকার মাযহাবী চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি প্রচলিত মাযহাব চতুষ্টয় ও অন্যান্য মাযহাবসহ 'আহলেহাদীছ'কে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে তিনি ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চলে আসেন। সে এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের মাযহাব বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন[৪৫] 'সেখানকার অধিকাংশ

---

৪৪. যেরুযালেমের অধিবাসী মাকদেসী ৩৭৫ হিজরীর শেষে তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণগ্রন্থ احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم রচনা সমাপ্ত করেন ও তার পরে একসময় মৃত্যুবরণ করেন। এটাই ছিল সেযুগের সেরা ভূগোলগ্রন্থ।— জুরজী যায়দান تاريخ آداب اللغة العربية (দারুল হিলাল ১৯৫৭ খৃঃ) পৃঃ ৩৭৯-৮০। মাকদেসী নিজেকে 'হানাফী' বলেছেন।— আহসানুত্ তাকাসীম, ২য় সংস্করণ (লণ্ডন: ই,জে,ব্রীল ১৯০৬ খৃঃ) পৃঃ ৩৯।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮১; আরবী মূল এবারত নিম্নরূপ:

جمل شئون هذا الاقليم (السند) .. مذاهبهم، اكثرهم اصحاب حديث و رأيت القاضى ابا محمد المنصورى داوديا اماما فى مذهبه و له تدريس و تصنيف قد صنف كتبا عدة حسنة واهل الملتان شيعة يهوعلون فى الاذان و يثنون فى الاقامة و لاتخلو القصبات من فقهاء على مذهب ابى حنيفة و ليس به مالكية و لا معتزلة و لا عمل للحنابلة ـ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক তাঁর পি-এইচ.ডি থিসিসে উক্ত উদ্ধৃতির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন এভাবে— " The majority of the Muslims were Ashab Hadith, adherents of Apostolic traditions, who were the followers of Imam Dawud al-Isbahani(d.270), the Zahirite Literalist". - INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE. 2nd ED. 1976. P.37 অনুবাদের এই মারাত্মক ভ্রান্তি আহলেহাদীছের মূল আদর্শকেই বাদ দিয়েছে। কারণ আহলেহাদীছগণ ইমাম দাউদ যাহেরী সহ নির্দিষ্ট কোন একজন ইমামের অনুসারী নহেন।

মুসলিম আছহাবে হাদীছ (عشرهم اصحاب حديث)। আমি সেখানে কাযী আবু মুহাম্মদ মানছুরী নামে দাউদী (যাহেরী) মাযহাবের একজন নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতকে দেখলাম। তিনি সেখানে দারস দিয়ে থাকেন। তিনি অনেক সুন্দর গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। মুলতানের অধিবাসীরা শী'আ মতাবলম্বী ...। সকল শহরেই কিছু কিছু হানাফী ফকীহ রয়েছেন। এখানে মালেকী বা মু'তাযিলা কেউ নেই, হাম্বলী মাযহাবের উপরেও কোন আমল নেই।'

আল্লামা আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম বিন আহমদ শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) 'আছহাবুল হাদীছ' বলতে হেজাযবাসী এবং ইমাম মালেক বিন আনাস (৯৩ - ১৭৯ হিঃ), মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈ (১৫০-২০৪), সুফিয়ান ছওরী (৯৭ - ১৬১ হিঃ), আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪ - ২৪১) ও দাউদ বিন আলী ইছফাহানী (২০০ - ২৭০ হিঃ)-এর মাযহাবের অনুসারীদেরকে বুঝিয়েছেন।[৪৬] মাকদেসী বর্ণিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে অনুরূপ ব্যাখ্যাই ফুটে উঠেছে। তবে ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনার ভূমিকাতে তিনি তাঁর যুগে বিশ্বমুসলিমের সর্বত্র চারটি মাযহাবের অবলুপ্তিসহ মোট যে আঠাশটি মাযহাবের বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে ফিকহের বিষয়ে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও দাউদী (যাহেরী) এবং আছহাবুল হাদীছের হাম্বলিয়াহ, রাহ্‌ভিয়াহ্‌, আওযাইয়াহ ও মানযারিয়াহ মোট চারটি মাযহাবের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪৭] তাছাড়া ফেকহী মাযহাবসমূহের মধ্যে মালেকী, শাফেঈ ও দাউদীগণকেও তিনি তাঁর বর্ণনায় 'আহলেহাদীছ' হিসাবে গণ্য করেছেন যদিও সবকিছু

---

৪৬. اصحاب الحديث و هم اهل الحجاز، هم اصحاب مالك بن انس و اصحاب محمد بن ادريس الشافعي و اصحاب سفيان الثوري و اصحاب احمد بن حنبل و اصحاب داود بن علي الاصفهاني -

আল-মিলাল ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬।

৪৭. ক. হাম্বলিয়াহ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (১৬৪ - ২৪১ হিঃ) - এর
খ. রাহ্‌ভিয়াহ ইমাম ইসহাক বিন রাহ্‌ওয়ে (১৬৬ - ২৩৮ হিঃ) - এর
গ. আওযাইয়াহ ইমাম আওযাঈ (৮৮ - ১৫৭ হিঃ) - এর
ঘ. মান্‌যারিয়াহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল মানযার নিশাপুরী (মৃঃ ৩১৮ হিঃ) - এর অনুসারী। — মাকদেসী, 'আহসানুত্ তাকাসীম' পৃঃ ৩৭।

তিনি পৃথক নামেই পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষণে তাঁর সম্পূর্ণ আলোচনা একত্রিত করলে দেখা যাবে যে ৩৭৫ হিজরীর পূর্বে একমাত্র ইরাক ছাড়া তৎকালীন ইসলামীজগতের সকল অনঞ্চলে আহলেহাদীছদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। যেমন তিনি ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনার শুরুতে সামগ্রিক আলোচনায় বলেন " ওছমানের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রথমে যে শী'আ, খারেজী, মুরজিয়া ও মু'তাযিলা নামে চারটি মাযহাবের জন্ম হয়, তারই রেশ ধরে বাকী সকল ফিরক জন্ম হয়েছে এবং আজও জন্ম হচ্ছে যা মাহদীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে। ... এদের মধ্যে 'সাওয়াদুল আযম'-ই মাত্র মুক্তি পাবে। আমি তো কেবল চারটি মাযহাবের মধ্যেই 'সাওয়াদুল আযম' দেখতে পাচ্ছি। এক- আবু হানীফার অনুসারীগণ প্রাচ্যে, দুই মালেক-এর অনুসারীগণ মাগরিবে (মরক্কোতে), তিন — শাফেঈ-এর অনুসারীগণ বাগদাদ ও নিশাপুরে এবং চার — আছহাবুল হাদীছগণ শাম (সিরিয়া), আকুর ও রিহাব অনঞ্চলে। বাকী সমস্ত এলাকা বিভিন্ন মাযহাবের লোক দ্বারা মিশ্রিত।[৪৮]

মাকদেসীর প্রায় পৌনে এক শতাব্দী কাল পরে অন্যতম ঐতিহাসিক ও উছুলী পণ্ডিত আবদুল কাহির বিন তাহির বিন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ / ১০৩৭ খৃঃ) তৎকালীন পৃথিবীতে আহলেহাদীছদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখেন[৪৯] 'রুম সীমান্ত,

---

৪৮. তাকাসীম ৩৮ - ৩৯।

৪৯. ثغور الروم والجزيرة و ثغور الشام و ثغور اذربيجان و باب الابواب كلهم على مذهب اهل الحديث من اهل السنة و كذلك ثغور افريقية و اندلس و كل ثغر وراء بحر المغرب اهله من اصحاب الحديث و كذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج و اما ثغور اهل ماوراء النهر فى وجوه الترك والصين فهم فريقان اما شافعية و اما من اصحاب ابى حنيفة ـ
আব্দুল কাহির বাগদাদী, কিতাবু উছুলিদ দীন (ইস্তাম্বুল, দাওলাহ প্রেস, ১৩৪৬/১৯২৮) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩১৭।

আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান (রাশিয়া), বাবুল আবওয়াব (রায়) প্রভৃতি এলাকার সকলেই আহলেহাদীছ মযহাবের উপরে ছিলেন। এমনিভাবে আফ্রিকা সীমান্ত, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী সীমান্ত এলাকার সকল অধিবাসী আহলেহাদীছ ছিলেন। একই ভাবে আবিসিনিয়ার তীরবর্তী ইয়ামান সীমান্তের সকল অধিবাসী (আহলেহাদীছ ছিলেন)। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্যতুর্কিস্তান (ما وراء النهر) সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে দু'টি দল ছিল। একদল শাফেঈ ও একদল আবুহানীফার অনুসারী।'

মাকদেসী ও আবদুল কাহির বাগদাদী বর্ণিত তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের সার্বিক মাযহাবী চিত্র সামনে রাখলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম এলাকাসমূহে আহলেহাদীছগণ নিজস্ব নাম, আক্বীদা ও আমলগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই বসবাস করতেন। এটি এমন এক সময়ের বিবরণ, যখন আহলুর রায়, মু'তাযিলা, তুর্কী ও বুয়াইয়াগণ আব্বাসীয় খেলাফতের সহায়তায় তাদের মতবাদ সর্বত্র ছড়িয়েদিতে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। মামূন (১৯৮ - ২১৮ হিঃ / ৮১৩-৮৩৩ খৃঃ), মু'তাছিম (২১৮ - ২২৭ হিঃ) ও ওয়াছিক বিল্লাহ (২২৭ - ২৩২ / ৮৪২-৮৪৭ খৃঃ) কর্তৃক মু'তাযিলা মতবাদ গ্রহণ করার ফলে তাঁদের সময়ে ইমাম আহমদ সহ (১৬৪ - ২৪১ হিঃ) আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপরে যে অমানুষিক অত্যাচার ও লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয়, তা ভাবতেও গা শিউরে উঠে।[৫০] এই ধরণের সার্বিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চাপের মুখেও খোদ মক্কা, মদীনা ও সিরিয়াসহ ইউরোপ, আফ্রিকা, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, নিকট প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর ও মুসলিম এলাকাসমূহে এমনকি সুদূর ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু দেশে পর্যন্ত আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যাধিক্য বিরাজ করা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার বৈ-কি। সুলায়মান নাদভী (১৩০২-১৩৭২ / ১৮৮৪-১৯৫৩) এজন্যই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'সেই প্রাচীন যুগেও এখানে (সিন্ধুর রাজধানী মান্‌ছুরাতে) আহলেহাদীছের অবস্থান তাজ্জবের কথাই বটে।'[৫১]

---

৫০. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর উপরে অত্যাচারের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য— আবু ইয়ালা, তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (বৈরুত ছাপা, সালবিহীন) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩ - ১৬৭।

৫১. مسلمانوں میں اکثر اہل حدیث ہیں ... اس قدیم عہد میں سندھ اہل حدیث کا ہونا بڑی حیرت انگیز بات ہے۔"

= সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী, عرب و ہند کے تعلقات (এলাহাবাদ: হিন্দুস্তান প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৯৩০) পৃঃ ৩৪৭ - ৪৮।

আহ্‌লেহাদীছ বিভিন্ন নামে

'আহলেহাদীছ' বিভিন্ন হাদীছের কেতাব ও বিশ্বস্ত ফিকহ গ্রন্থসমূহে 'আছহাবুল হাদীছ' আহ্‌লুসসুন্নাহ, আহ্‌লুস সুন্নাতে ওয়াল জামা'আত, আহলুল হক, আহলুল আছার, মুহাদ্দেছীন, মুহাম্মাদী, আছারী প্রভৃতি নামে কথিত হয়েছেন। সালাফে ছালেহীনের অনুসারী হওয়ার কারণে তারা 'সালাফী' হিসাবেও পরিচিত।[৫২] আহলেহাদীছগণ মিসর, সুদান প্রভৃতি দেশে 'আনছারুস্ সুন্নাহ', সউদী আরব ও কুয়েত প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে 'সালাফী', ইন্দোনেশিয়াতে 'জামা'আতে মুহাম্মাদিয়াহ' এবং ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতি এলাকায় 'আহলেহাদীছ' ও 'মুহাম্মাদী' নামে পরিচিত।[৫৩] বাংলাদেশে বহু আহলেহাদীছের নামের শেষে 'ফারাযী' লকব দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এ'দের পূর্বপুরুষের অনেকেই ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ (১১৯৫-১২৫৫ হিঃ / ১৭৮১ - ১৮৪০ খৃঃ) - এর 'ফারায়েযী' আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন অথবা ফারায়েযীগণের অনেকে পরবর্তীতে 'আহলেহাদীছ' হয়েছেন কিন্তু পূর্বের লকব বজায় রেখেছেন।

উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণের মধ্যে 'গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' ও 'মুজাহেদীন' নামে দু'টি দল আছে। যা'রা অন্যান্য আহলেহাদীছের সঙ্গে মূলতঃ 'ইমারত' (امارت) এর প্রশ্নে বিভক্ত হয়েছেন। এঁরা 'ইমারত' ও 'বায়'আত' (بيعت) সম্পর্কিত ছহীহ হাদীছগুলিকে আক্ষরিক অর্থে পালন করতে চান। পক্ষান্তরে অন্যান্য আহলেহাদীছগণ উক্ত মর্মের হাদীছগুলিকে উদারভাবে গ্রহণ করেন ও নেতৃত্বের পদ্ধতিগত পরিবর্তন সঙ্গত মনে করেন।

---

৫২. ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, اهل حديث ريخ ২য় সংস্করণ (মাকতাবা তাওহীদ, ওখলা, জামেয়ানগর, নয়াদিল্লী - ২৫, ১৯৮৩ খৃঃ) পৃঃ ১২৮, ১৩০, উর্দু دائرة معارف اسلامیه ১ম সংস্করণ (লাহোর ১৩৮৮/১৯৬৮ খৃঃ) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫৭৯।

৫৩. উর্দু সাপ্তাহিক الاعتصام (লাহোর : শীশ মহল রোড) ৪০ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, তাং ১৭-৬-১৯৮৮।

'মুজাহেদীন' জামা'আত আমীর সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (১২০১ - ১২৪৬ হিঃ / ১৭৮৬ - ১৮৩১ খৃঃ) ও আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩ - ১২৪৬ হিঃ / ১৭৭৯ - ১৮৩১ খৃঃ) - এর রেখে যাওয়া জেহাদ আন্দোলনের উত্তরসূরী হিসাবে নিজেদেরকে মনে করেন ও সর্বদা 'জিহাদ' জারি রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন ।

হিজরী প্রথম শতাব্দী হ'তেই মুসলিম উম্মাহ 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহ্লুল বিদ'আ' দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায় । শেষোক্ত দলের পণ্ডিতগণ সেই হ'তেই আহলুল হাদীছ' বিদ্বানগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এসেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন বাজে নামে অভিহিত করেছেন । অথচ ঐসব বাজে নামের কোনটাই তাদের প্রাপ্য নয় । ইমাম আবু উছমান ছাবুনী (৩৭২ - ৪৪৯ হিঃ) বলেন যে,[৫৪] বিদ'আতীদের দেওয়া বাজে নামসমূহ স্রেফ দলীয় জিদ ব্যতীত কিছুই নয় । অথচ আহলেসুন্নাতের অন্য কোন নামই হ'তে পারেনা ' আহলেহাদীছ' ব্যতীত ।' শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (৪৯১ - ৫৬১ হিঃ) বলেন,[৫৫] 'বিদ'আতীদের নিদর্শন হ'ল আহলেহাদীছদের নিন্দা করা ... এসবই কেবল দলীয় জিদ ও স্রেফধাগ্নি ব্যতীত কিছুই নয় । অথচ আহলেসুন্নাতের জন্য 'আহলেহাদীছ' ছাড়া অন্য কোন নাম নেই ।'

---

৫৪. و كل ذلك عصبية ولا يلتحق اهل السنة الا اسم واحد وهو اهل الحديث،
و قال احمد بن سنان القطان ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث
فاذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه "(نقله الصابوني)
ইমাম আবু উছমান আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ (কুয়েত : দারুস সালাফিইয়াহ , ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪ , তাহকীক : বদর আল-বদর) পৃঃ ১০৫ - ১০৬ ।

৫৫. (فصل) اعلم ان لاهل البدع علامات يعرفون بها فعلامة اهل البدعة الوقيعة
في اهل الاثر ... وكل ذلك عصبية و غياظ لاهل السنة و لا اسم لهم الا اسم
واحد و هو اصحاب الحديث ولا يلتصق بهم ما لقبهم به اهل البدع كما
لم يلتصق بالنبيّ تسمية كفار مكة ساحرا و شاعرا و مجنونا .. و لم يكن
اسمه عند الله ... و عند سائر خلقه الا رسولا نبيا بريا من العاهات كلها "
শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ, (মিসরী ছাপা ১৩৪৬ হিঃ) ১ম খণ্ড , পৃঃ ৯০ - ৯১ ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪ - ২৪১ হিঃ) আহলুর রায়গণকে আহলেসুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি। বরং তাদেরকে অন্যান্য ভ্রান্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫৬] ইমাম আবু ওছমান ছাবুনী[৫৭] (৩৭২ - ৪৪৯ হিঃ), ইমাম ইবনু কুতাইবা দীনাওয়ারী[৫৮] (২১৩-২৭৬), ইমাম হেবাতুল্লাহ লালকাঈ[৫৯] (মৃঃ ৪৪৮ হিঃ) প্রমুখ পণ্ডিতগণ আহলেহাদীছকেই মাত্র আহলেসুন্নাত গণ্য করেছেন। আল্লামা আবদুল কাহির বিন তাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুর রায়'-কে যুক্তভাবে 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' দলভুক্ত গণ্য করেছেন।[৬০] মুহাম্মদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯ - ৫৪৮ হিঃ) ও তাই বলেন।[৬১]

---

৫৬. (قال (حمد) واما اصحاب الراى فانهم يسمون اصحاب السنة ثابتة و حشوية و كذب اصحاب الراى اعداء الله بل هم الثابتة و الحشوية تركوا اثار الرسول صلعم و حديثه و قالوا بالراى و قاسوا الدين بالاستحسان و حكموا بخلاف الكتاب والسنة و هم اصحاب بدعة جهلة ضلال و طلاب دنيا بالكذب و البهتان -
কাযী আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়ালা (মৃঃ ৫২৭ হিঃ), طبقات الحنابلة (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, সালবিহীন। ১৩৪২ হিজরীতে দামেস্ক-এর মাকতাবা উমুমিয়া যাহেরিয়া হ'তে গৃহীত মূল কপির পুনঃমুদ্রণ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫ - ৩৬।

৫৭. ইমাম ছাবুনী, عقيدة السلف اصحاب الحديث পৃঃ ১০৫ - ৬।

৫৮. ইমাম ইবনে কুতাইবা, تاويل مختلف الحديث (মিসর : কুর্দিস্তান প্রেস ১৩২৬/১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ১০৩।

৫৯. ইমাম লালকাঈ, شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الكتاب و ..., ১ম খণ্ড (রিয়ায : দার তাইয়েবা, সম্ভবতঃ ১৪০২/১৯৮২ খৃঃ) তাহকীক : ডঃ আহমদ সা'আদ হামাদান) পৃঃ ২২-২৪।

৬০. আবদুল কাহির বাগদাদী, الفرق بين الفرق (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, সাল বিহীন, তাহকীক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ) পৃঃ ২৬।

৬১. শহরস্তানী, كتاب الملل و النحل (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, সালবিহীন, তাহকীক : সাইয়িদ গীলানী) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪১, ১৪৬, ২০৬।

শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (৪৯১ - ৫৬১ হিঃ) আহলে হাদীছকেই মাত্র আহলেসুন্নাত বলেছেন ।[৬২] তিনি 'আহলুর রায়' বলে পৃথক কোন দলের উল্লেখ না করে নু'মান বিন ছাবিত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)- এর অনুসারী কিছু লোক যারা ধারনা করেন যে, ঈমান কেবল আল্লাহ ও রাসূলকে জানা ও স্বীকৃতি দানের নাম, তাদেরকে তিনি মুর্জিয়াদের ১২টি উপদলের অন্যতম উপদল হিসাবে উল্লেখ করেছেন ।[৬৩] তবে এ দুনিয়াতে যিনি যেনামেই পরিচিত বা অভিহিত হোন না কেন, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মানুষ নয়, এমন কোন স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে নিজের ইমাম বা মাযহাবের বিপরীত হ'লেও তাকে নিঃশর্তে গ্রহণ ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া নিরপেক্ষ মুসলিম হিসাবে সকলের জন্য কর্তব্য বলে ধারণা করা চলে ।

বিগতযুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও আহলেহাদীছদেরকে বিভিন্ন দুর্নামের ভাগী হ'তে হয় । ভারতবর্ষে আহলেহাদীছগণকে ওয়াহ্হাবী, লা-মাযহাবী, রাফাদানী, গায়ের মুক্বাল্লিদ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে । অনেকে বে দীন অর্থেই তাদেরকে লা মাযহাবী বলে থাকেন ।[৬৪]

---

৬২. আবদুল কাদের জীলানী, كتاب الغنية ১ম খণ্ড পৃঃ ৯০ ।

৬৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৩ ।

৬৪. The word La-Madhabi means a man who does not follow any particular School of Law. In this sense application of the Ghyr Muqallid is appropriate. But it was applied to them by way of reproach to suggest that they were La-Dini.
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ড: সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী পি-এইচ.ডি গবেষণাগ্রন্থ Moulana Karamat Ali and his Projects of reforms টাইপ কপি পৃঃ ১৬৫, পাঞ্জাবের গবর্ণরের নামে ১৮৮৬ সালের ৩রা ডিসেম্বরে প্রেরিত ১৭৫৮ নং নির্দেশে ভারত সরকার 'আহলেহাদীছ'কে 'ওয়াহ্হাবী' বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ।-ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, اهل حديث كا مذهب (লাহোর : দার সালাফিয়া, শীশ মহল রোড১৪০৫ / ১৯৮৫) পৃঃ ১১৩ ।

অপর একজন পণ্ডিত টাইটাস মারের (Titus Murray) বলেন "কুরআন" ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, একমাত্র তাকেই ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, তারা ই হলেন আহলেহাদীছ। ইসলামের প্রথম যুগের মূলনীতির দিকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে এবং তার মৌলিক সরলতা ও আকীদা ও আমলের স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে তা রা যোর দিয়ে থাকেন। যথাঃ- (১) আল্লাহ্‌র একত্ব বা তাওহীদ (২) ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে প্রচলিত চার মাযহাবের বন্ধনকে অস্বীকার ··· এবং (৩) চার ইমাম পর্যন্ত ইজতিহাদ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে প্রচলিত ধারণা প্রত্যাখান। তারা বলেন যে ইসলামী শরীয়তে যথাযোগ্য জ্ঞানের অধিকারী যে কোন মুসলিম পণ্ডিত যে কোন সময়ে স্বাধীনভাবে কুরআন ও হাদীছ ব্যাখা করতে পারেন। [৩৮] এস,এম,যুইমার (S.M.Zwemer) তাঁর Islam in India প্রবন্ধে বলেন " আহলেহাদীছগণ কঠোর স্বচ্ছতাবাদী "। [৩৯] অনুরূপভাবে এইচ.ক্রেমার (H.Craemer)

---

৩৮. 'Whatever the Prophet Muhammad taught in the Quran and the authoritative Traditions (Ahadith Sahih) , that alone is the basis of the religion known as the Ahl-i-hadith'. The tenets of the sect give clear expression to the zeal which seeks to go back to first principles and to restore the original simplicity and sincerity of faith and practice. Emphasis is put upon the following (1) Unity of Allah (2) The rejection of the four recognised school of canon law and ... They reject the common notion that the idjtihad of the founders of these four schools are of final authority, and rather contend that every believer is free to follow his own interpretations of the Quran and the traditions, provided he has sufficient learning to enable him to give a valid interpretation. =TITUS MURRAY, INDIAN ISLAM (New Delhi: Oriented books reprint corporation, 2nd edition, 1979) P.189.

৩৯. ' The Ahl-al-Hadith (Wahhabis) are rigid purists ... ' The actual followers of the teachings of Ibn Hambal - calling themselves Ahl-ul-Hadith in Bengal, the united provinces and the North West Provinces - number over nine millions. =S.M.Zwemer, His article ISLAM IN INDIA compiled in his book ACROSS THE WORLD OF ISLAM. (New York: Fleming H.Revel Co. N.D.) P.322 .

বরং প্রচলিত চার মাযহাব বহির্ভূত মুসলমানদেরকে এক কথায় 'বিদ'আতী' জাহান্নামী ও প্রথম পথভ্রষ্ট' অভিহিত করে দায়িত্বশীল সরকারী প্রতিষ্ঠান হ'তে বই লিখে জনসাধারণ্যে প্রচার করা হয়ে থাকে ।[৬৫] দায়িত্বশীল মহলের অবস্থা যখন এই, তখন অন্যেরা আহলে-হাদীছ সম্পর্কে কি ধারনা পোষণ করে থাকেন সহজেই অনুমেয় ।

উপরের আলোচনায় এটুক অন্ততঃ প্রতীয়মান হয় যে, স্বনামে, অন্যনামে বা বিকৃত নামে যেভাবেই হৌক না কেন, ছাহাবাযুগ থেকে এযাবত মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে আহলে হাদীছ হিসাবে একটি দল বিরাজমান ছিল, আজও আছে । যাদের আকীদা ও আমলগত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায় হ'তে স্বতন্ত্র , যা ইতিপূর্বেকার আলোচনায় প্রতীয়মান হয় ।

---

৬৫. মোহাম্মদ ওসমান গণী প্রণীত আনোয়ারুল মকাল্লেদীন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন , ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৫) ই,ফা,বা প্রকাশনা ১২১৪, ই,ফা,বা গ্রন্থাগার ২৯৭.৮ পৃঃ ১৫, ১৬ ।

আহলে হাদীছ এর সংজ্ঞা

পূর্বে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ দাঁড়াতে পারে। যেমন (১) আহলেহাদীছগণ সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই তাদের যথার্থ পথ প্রদর্শক হিসাবে গণ্য করেন, (২) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁরা বিগত কোন একজন মুজতাহিদের রচিত নির্দিষ্ট উছুলের দিকে ফিরে যান না বরং সর্বাবস্থায় প্রথমে কুরআন, অতঃপর হাদীছ, অতঃপর ছাহাবায়ে কেরামের আছার, অতঃপর আহলে সুন্নাতের অনুসরণীয় প্রথম যুগের মুজতাহিদ গণের রায় সমূহ নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে তার আলোকে সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন, (৩) তাঁরা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের ছহীহ হাদীছকে কিয়াসের উপরে স্থান দিয়ে থাকেন, (৪) তাঁরা সকল যুগের সকল আহলে সুন্নাত বিদ্বানকে শ্রদ্ধা করে থাকেন, কিন্তু কোন একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাব (School of thought) - এর তাকলীদ করেন না, (৫) তাঁরা যুগ সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দুয়ার সকল যুগের সকল শরীয়ত অভিজ্ঞ যোগ্য আলেমের জন্য উন্মুক্ত বলে মনে করেন।

এক্ষণে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির আলোকে আমরা আহলে হাদীছ এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি যেমন "যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হতে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্তভাবে তা গ্রহণ করেন,' তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়।

অধ্যায় - ৪ : আকীদা

আকীদা ও বিশ্বাস

১— আহলেহাদীছগণ (১) আল্লাহ্‌র উপরে (২) তাঁর ফিরিশতাগণের উপরে (৩) আল্লাহ প্রেরিত কেতাবসমূহ (৪) রাসূলগণ (৫) বিচার দিবস এবং (৬) তাকদীরের ভালমন্দের উপরে ঈমান পোষণ করেন।[১]

(১) আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান : পারিভাষিক অর্থে আহলেহাদীছের নিকটে 'ঈমান' হ'ল 'মূল ও শাখাসহ হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম।[২]

---

১. (ক) (جملة ما عليه اهل الحديث و السنة ... الاقرار بالله و ملائكته وكتبه ورسله و ما جاء من عند الله الخ –
ইমাম আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরী (২৬০-৩২৪ হিঃ)
مقالات الاسلاميين و اختلاف المصليين তাহকীক : মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ (
باب هذه حكاية جملة قول) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩২০ - ৩২৫।
اصحاب الحديث و اهل السنة

(খ) (وعن عمر بن الخطاب رض قال ... قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره و شره الخ
মুসলিম, মিশকাতুল মাছাবীহ ২ নং হাদীছ।

২. (ক) (قال اهل الجماعة الايمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان و سائر الجوارح غير ان له اصلا و فرعا)
ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক ... ইবনু মানদাহ (৩১০-৩৯৫ হিঃ), কিতাবুল ঈমান তাহকীক : ডঃ আলী বিন মুহাম্মদ আল-ফাকীহী (মদীনা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০১ / ১৯৮১ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩১।

(খ) (اما اهل السنة و الجماعة و ان جعلوا الايمان مولفا من الاركان الثلاثة القول باللسان والاعتقاد بالجنان و العمل بالجوارح الا انهم يجعلون له اصلا و هو التصديق بالقلب و اللسان و فرعا و هو العمل)
মুহাম্মদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ), আল-মিলাল ওয়ান নিহাল তাহকীক : মুহাম্মদ সাইয়্যিদ কীলানী (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, মুদ্রণকাল বিহীন) ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৫।

প্রথম দু'টি মূল ও শেষেরটি হ'ল শাখা যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। খারেজীগণ তিনটি বিষয়কেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। সেকারণ কবীরা গোনাহ্-গার ব্যক্তি তাঁদের মতে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। মুরজিয়াদের বারোটি উপদলের মধ্যে কাররামিয়াগণ বিশ্বাস ও আমল ছাড়াই কেবল মুখের 'স্বীকৃতি' ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। সাধারণ মুরজিয়াগণ 'বিশ্বাস ও স্বীকৃতি'কে ঈমান বলে থাকেন।[৩] ইমাম আবু হানীফা ও কিছুসংখ্যক ফকীহ 'আমল'কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি বরং ঈমানের বাস্তব পদ্ধতি (شرائع الايمان) বলে মনে করেন।

আহলে হাদীছগণ আল্লাহ্র উপরে ঈমান রাখেন 'রব' হিসাবে, একক 'ইলাহ' হিসাবে, তাঁর অনন্য নাম ও গুনাবলী সহকারে যা মাখলূকের নাম ও গুনাবলীর সাথে তুলনীয় নহে।[৪] এই নির্ভেজাল একত্ববাদকেই বলা হয় 'তাওহীদ', যাকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা

---

৩. ইবনু মানদাহ, কিতাবুল ঈমান ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯।

৪. (ক) আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবুনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ), আক্বীদাতুস সালাফ তাহকীক : বদর আল-বদর (কুয়েত : দারু সালাফিইয়াহ ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৩-৫ (খ) আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হিঃ), তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ (মিসর : মাতবা'আ কুর্দিস্তান আল-ইল্মিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৩২৬/১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ২৮০ (গ) আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ), মাজমূউল ফাতাওয়া সংকলন : আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসেম নাজদী (কায়রো : মাকতাবা নাহযাহ হাদীছাহ ১৪০৪/১৯৮৪) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩০, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৫ (ঘ) খলীল হারাস : শারহ আক্বীদা ওয়াসিতিয়াহ। মূল : ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ। (রিয়ায : দারুল ইফতা ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ২১ (ঙ) আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ), আল-মিলাল তাহকীক : মুহাম্মদ সাইয়িদ কীলানী (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, মুদ্রণকাল নেই) ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪ (চ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ), কাৎফুছ ছামার তাহকীক : ডঃ আহেম বিন আবদুল্লাহ কারিমুডী (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৩১-৩২।

চলে। যথা ১— তাওহীদে রুবুবিয়্যাত (توحيد الربوبية): সৃষ্টি ও পালনে আল্লাহ্‌র একত্ব ২— তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (توحيد الاسماء و الصفات) নাম ও গুণাবলীর একত্ব ৩— তাওহীদে ইবাদাত বা উলুহিয়্যাত (توحيد العبادة او الالوهية): ইবাদাত বা উপাসনায় একত্ব।

(১) তাওহীদে রুবুবিয়্যাত : এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি কর্তা, পালনকর্তা, রুযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা প্রভৃতি হিসাবে বিশ্বাস করে।[৫] কিছুসংখ্যক নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছাড়া দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষ সকলযুগে আল্লাহকে 'রব' হিসাবে বিশ্বাস করে এসেছে। মুশরিক আরবরাও এ বিশ্বাস রাখত। যেমন আল্লাহপাক নিজেই কালামেপাকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৬] এমনকি তারা তাদের

---

৫. কাতারের শরয়ী আদালতের বিচারপতি শায়খ আহমদ বিন হাজার আলে বিতামী, تطهير الجنان و الاركان عن درن الشرك و الكفران (কুয়েত : জামঈয়াতু এহ্‌ইয়াইত্ তুরাছিল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৩৯৪ / ১৯৭৩ খৃঃ) পৃঃ ১২-১৩ (খ) আল্লাহ পাক যে একক সৃষ্টিকর্তা বা 'খালেক' ও 'রব' এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যথাক্রমে কমবেশী ২৩২ টি ও ৯০৮ টি আয়াত আলোচিত হয়েছে — ফুয়াদ আবদুল বাকী المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم (বৈরুত : দারুল জীল ১৪০৭ / ১৯৮৭) পৃঃ ২৪১ - ২৪৪, ২৮৫ - ২৯৯।

৬. যেমন (ক) সুরায়ে জাছিয়াহ ২৩ - ২৪ আয়াত (افرايت من اتخذ الهه هويه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصيرة غشوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون - وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون -

(খ) সুরায়ে লুকমান ২৫ আয়াত (ولئن سالتهم من خلق السموت و الارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون -

একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে সুরায়ে আন'আম ২৬, ইউনুস ৩১, বনি ইসরাঈল ৯৮, মুমিনুন ৮৪ - ৮৯, ৯১, আনকাবুত ৬১, ৬৩, যুমার ৩৮, যুখরুফ ৯, ৮২ প্রভৃতি আয়াত সমূহে।

সন্তানদের নাম আব্দুল্লাহ, আবদুল মুত্তালিব ইত্যাদি রাখত। তাই শুধুমাত্র তাওহীদে রুবুবিয়াতের উপরে ঈমান আনলেই কেউ মুমিন হতে পারেনা এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে পারেনা, যতক্ষণ না তাওহীদে ইবাদাতের উপরে খালেছ ঈমান পোষণ করে।[৭]

(২) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত : এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্বের উপরে যেমন বর্ণিত আছে তেমনভাবেই বিশ্বাস করা। কোন রূপক অর্থ ও কল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সত্ত্বা ও আকারের কোন রূপ কল্পনা করেন না। তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীকে বান্দার সত্ত্বা ও গুণাবলীর সদৃশ মনে করেন না কিংবা মূল অর্থ পরিত্যাগ করে কোন গৌণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁরা আল্লাহকে নিরাকার ও নির্গুণ সত্ত্বা ও মনে করেন না।[৮] তারা আল্লাহ্‌র নাম ও

---

৭. আহমাদ ইবনু হাজার, تطهير الجنان والاركان عن درن الشرك والكفران পৃঃ ১৬ (খ) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মজমূউল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃ. ২৩।

৮. (ক) আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ), আকীদাতুস সালাফ তাহকীক : বদর আল-বদর (কুয়েত : দারু সালাফিইয়াহ ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৩-৫ (খ) আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হিঃ), তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ (মিসর : মাতবা'আ কুর্দিস্তান আল-ইল্‌মিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৩২৬/১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ২৮০। (গ) আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ), মাজমূউল ফাতাওয়া সংকলন : আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন কাসেম নাজদী (কায়রো : মাকতাবা নাহযাহ হাদীছাহ ১৪০৪/১৯৮৪) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩০, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৫ (ঘ) শারহু আকীদা ওয়াসিত্বিয়াহ ব্যাখ্যা সংযোজনে : শায়খ ইসমাঈল আনছারী (রিয়ায : দারুল ইফতা ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ২১। (ঙ) আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী

নামীয় সত্তাকে (الاسم و المسمى) একক ও অবিভাজ্য মনে করেন[৯] এবং আল্লাহর সত্তাগত ও কর্মগত গুনাবলীকে আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্ন ও কাদীম (সনাতন) বলে বিশ্বাস করেন।[১০] তাঁরা একথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর অস্থির

(৪৭৯ - ৫৪৮ হিঃ) আল - মিলাল, তাহকীক : মুহাম্মদ সাইয়্যিদ কীলানী (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, মুদ্রণকাল নেই) ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪ (চ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভুপালী (১২৪৮ - ১৩০৭ / ১৮৩২ - ১৮৯০ খৃঃ), কাৎহুছ ছামার তাহকীক : ডঃ আছেম বিন আবদুল্লাহ কারিয়ুতী (মদীনা ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ / ১৯৮৪) পৃঃ ৩১ - ৩২। এবং মাজমুউল ফাতাওয়া ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬৭ (وهو اجراء ايات و احاديث الصفات على ظاهرها مع نفى الكيفية و التشبيه عنها)

৯. ইমাম আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ বিনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ), شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة من الكتاب و السنة و اجماع الصحابة الخ তাহকীক : ডঃ আহমাদ সা'আদ হামাদান (রিয়াদ : দার তাইয়েবা, মুদ্রণকাল বিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৪ (খ) ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১৮৬ (গ) ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন বায়হাকী (৩৮৪ - ৪৫৮ হিঃ), الاعتقاد على مذهب السلف اهل السنة والجماعة সম্পাদনায় : শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ মুরসী (পাকিস্তান, ফায়ছালাবাদ, হাদীছ একাডেমী, মুদ্রণকাল বিহীন) পৃঃ ২২ (ঘ) কাযী আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়ালা, তাবাকাতুল হানাবিলাহ (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, মুদ্রণকাল বিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯৯।

১০. ইমাম বায়হাকী, আল - ইতিকাদ পৃঃ ২২, ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, শারহু আকীদাতিল ওয়াসিতিয়াহ পৃঃ ১০৬।

মাধ্যমেই কেবল ঈমান ও আকীদা বিষয়ে এবং বস্তুর ভাল-মন্দ বিষয়ে সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।[১১] মুহাম্মাদ (ছাঃ) সহ দুনিয়ার সকল নবীই এ বিষয়ে কেবল অহির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করেছেন।[১২] এমনকি 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই' এই মৌলিক বিষয়ে নিশ্চিত

---

১১. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪ - ১১৭৬ / ১৭০৩ - ১৭৬২ খৃঃ), আল - আকীদাতুল হাসানাহ (আকবরাবাদ — দিল্লী : মুফীদে আম প্রেস ১৩০৪ / ১৮৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৫ (فليس للعقل حكم فى حسن الاشياء و قبحها الخ —) (খ) ইমাম লালকাঈ, شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة ; ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৩ - ১১৬ (গ) মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়ালা, তাবাকাতুল হানাবিলাহ ২য় খণ্ড পৃঃ ৩০০ - ৩০১। (ঘ) মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২।

১২. যেমন মুহাম্মদ (ছাঃ) — কে বলা হচ্ছে وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان শূরা ৫২, ইবরাহীম (আঃ) স্বীকার করছেন لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين — আন'আম ৭৭, এমনিভাবে নবীকেই অহির মাধ্যমে 'তাওহীদ' শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون — আম্বিয়া ২৫।

ঈমান আনয়নের জন্য কেবল মানবীয় জ্ঞান যথেষ্ট নয়, বরং অহি প্রয়োজন[১৩] এবং উম্মতের জন্য প্রয়োজন অহির নিকটে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। নইলে ঈমান আনার পরেও মুশরিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[১৪]

ইসলামে উছূলী ফের্কাবন্দীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল কারণ হ'ল 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত' সম্পর্কে আকীদাগত বিভ্রান্তি। উক্ত বিষয়ে মুসলিম বিদ্বানগণ মূলতঃ দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে গেছেন। একদল আল্লাহ্‌র নিরেট একত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করেছেন। এঁরা প্রধান তিনদলে বিভক্ত। ১- জাহমিয়া যারা আল্লাহকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করেন। এঁরা জাহম বিন ছাফওয়ান কূফীর (মৃঃ ১২৯ হিঃ) অনুসারী, যিনি ইসলামে সর্বপ্রথম সর্বেশ্বরবাদ (الحلول المطلق) বা অদ্বৈতবাদী দর্শনের (الوحدة الوجود) আমদানীকারী জা'আদ বিন দিরহামের (মিহতঃ ১২৪ হিঃ) শিষ্য ছিলেন। এই ব্যক্তি ও তার অনুসারীরাই সর্বপ্রথম

---

১৩. যেমন আমাদের নবীকে শেখানো হচ্ছে (فاعلم انه لا اله الا الله) মুহাম্মাদ ১৯।

১৪. যেমন মোহাম্মদ (ছাঃ)-কে বলা হচ্ছে (قل انى امرت ان اكون اول من اسلم و لا تكونن من المشركين — আন'আম ১৪ قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا و من اتبعنى و سبحان الله الخ — ইউসুফ ১০৮, اتبع ما اوحى اليك من ربك لا اله الا هو و اعرض عن المشركين — = আন'আম, ১০৬।

আরশে আল্লাহ্‌র অবস্থান, কুরআন আল্লাহ্‌র সনাতন কালাম হওয়া, আল্লাহ্‌র গুণযুক্ত সত্তা হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এরপর থেকেই আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর একত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করা হ'তে থাকে যা ইতিপূর্বে ছিলনা।[১৫] জাহমিয়াগণ এমন একটি শূণ্যসত্তার ইবাদত করেন যাঁর শ্রবণ, দর্শন ও দয়াগুণ কিছুই নেই। এঁরা জাহমিয়া, নাজ্জারিয়া, যাররারিয়া প্রভৃতি উপদলে বিভক্ত।[১৬]

২— মু'তাযিলা : এঁরা আল্লাহকে গুণহীন নামীয় সত্তা মনে করেন। তাঁদের মতে আল্লাহর সত্তা যেমন সনাতন (قديم) তাঁর গুণাবলীকেও তেমনি সনাতন মনে করলে শিরক করা হবে। সে কারণ তাঁরা বলেন, আল্লাহ ইল্‌মে জ্ঞান) ছাড়াই 'আলীম' (সর্বজ্ঞ), কুদরত (শক্তি) ছাড়াই 'কাদীর' (সর্বশক্তিমান), হায়াত (জীবন) ছাড়াই 'হাই' (চিরঞ্জীব) ইত্যাদি।[১৭] তাঁরা আল্লাহ্‌র নাম ও নামীয় সত্তায় (الاسم و المسمى) পার্থক্য করে থাকেন। তাদের কথিত কলেমায়ে শাহাদাতের অর্থ হ'ল :- 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সেই সত্তার যার নাম আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সেই ব্যক্তির যার নাম মুহাম্মাদ তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল।'[১৮] মু'তাযিলাগণ ওয়াছিল বিন আতা (৮০ - ১৩১ হিঃ)-এর অনুযায়ী। এরা ওয়াছিলিয়াহ, হুযাইলিয়াহ, নিযামিয়াহ প্রভৃতি ১২ টি উপদলে বিভক্ত।[১৯] জাহমিয়া ও মু'তাযিলা সকলে এক কথায় মু'আত্তিলাহ'

---

১৫. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৬৬ (খ) ঐ فتوى الحموية الكبرى في الايمان بصفات الله على ظاهر معناه (লাহোর : মাকতাবা সালাফিইয়াহ, শীশমহল রোড, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ / ১৯৮৪) পৃঃ ১৩
(গ) ইমাম লালকাঈ, উছুল ইতিকাদ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৭ টীকা - ২
(ঘ) শহরস্তানী, আল- মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৬ টীকা-১ (ঙ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, কাতফুছ ছামার পৃঃ ৩১ টীকা - ২।

১৬. শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৫ - ৯১।

১৭. শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৩ - ৪৬।

১৮. ইমাম লালকাঈ, উছুল ইতিকাদ ২য় খণ্ড পৃঃ ২০৭।

১৯. শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬ - ৮৫।

(নির্গুণবাদী) বলে অভিহিত ।[২০]

৩— আশ'আরিয়া : এরা আল্লাহর 'আলীম' (সর্বজ্ঞ), কাদীর (সর্বশক্তিমান), 'হাই' (চিরঞ্জীব), 'মুরীদ' (ইচ্ছাকারী), 'মুতাকাল্লিম' (কথক), 'সামী' (শ্রোতা), 'বাছীর' (দ্রষ্টা) - সহ মোট সাতটি গুণকে স্বীকার করেন ও বাকী সকল গুণকে অস্বীকার করেন ।[২১] এরা আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরীর (২৬০ - ৩২৪ হিঃ) অনুসারী । ৩০০ হিজরীতে তিনি এই মত পরিত্যাগ করে আহলে সুন্নাতের অনুসারী হন ।[২২] তবে তাঁর অনুসারী দল রয়ে গেছে ।

বিদ্বানদের দ্বিতীয় দলটি আল্লাহকে নাম ও গুণযুক্ত সত্ত্বা মনে করেন । কিন্তু এই দলের কিছু বিদ্বান বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে মানব দেহের আকৃতি কল্পনা করে নিয়েছেন , যারা 'মুজাস্সিমাহ' (কায়াবাদী) নামে পরিচিত হয়েছেন । কিছু বিদ্বান আল্লাহ্র গুণাবলীকে বান্দার গুণাবলীর সদৃশ মনে করে 'মুশাব্বিহাহ' (সাদৃশ্যবাদী) নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার কল্পনা করে সর্বেশ্বরবাদী (حلوليه) হয়ে গেছেন । এঁরা বেশ কয়েকটি উপদলে বিভক্ত ।[২৩] উপরোক্ত দুই মতের মধ্যবর্তী পথ হ'ল

---

২০. প্রাগুক্ত ,১ম খণ্ড পৃঃ ৮৬ , ৯২ ।

২১. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী লিখিত জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থ আল-ইবানাহ আন উছুলিদ দিয়ানাহ ভূমিকা , শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আনছারী হাফেজ ইবনু কাছীর (৭০১ - ৭৭৪ হিঃ) প্রমুখাৎ উল্লেখিত ।(মদীনা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০৭ / ১৯৮৭ খৃঃ) পৃঃ ১০ , (খ) শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৫ ।

২২. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, আল- ইবানাহ ভূমিকা - আবু বকর বিন ফাওরাক প্রমুখাত বর্ণিত । পৃঃ ৭ - ১১ ।

২৩. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৬ (খ) শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড ৯৩ , ১০৫ , ১০৭ - ১০৮ ।

এই যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই নাম ও গুনযুক্ত সত্তা। তবে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই তার উপরে ঈমান আনতে হবে। এই মধ্যবর্তী পথই হ'ল আহলেসুন্নাত, আহলেহাদীছের পথ ও গৃহীত আক্বীদা যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের গৃহীত আক্বীদার অনুরূপ।[২৪]

লোকেরা আল্লাহর নামকে ও বিকৃত করেছে। জাহেলী যুগের আরবরা তাদের কিছু কিছু দেবীর নাম আল্লাহর পরিবর্তে 'লাত', আযীযের বদলে 'উযযা',[২৫] মান্নানের বদলে 'মানাত'[২৬] রেখেছিল। বর্তমানে হিন্দুরা ঈশ্বর, খৃষ্টানরা 'গড', মুসলমানদের কেউ কেউ মৃত বুযর্গকে 'গাউছুল আযম' 'মুশকিল কুশা' 'দস্তগীর' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে ও

---

২৪. ইমাম আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ, পৃঃ ৬ (খ) শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৯২ (গ) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৬ (ঘ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, قطف الثمر في بيان عقيدة اهل الاثر, পৃঃ ৩১ - ৩২।

২৫. হাফেয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু কাছীর (৭০১ - ৭৭৪ হিঃ), তাফসীরুল কুরআন (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৮ /১৯৮৮ খৃঃ) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৭১ (ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (২২৪ - ৩১০ হিঃ) প্রমুখাত সূরায়ে নাজম ১৯ আয়তের ব্যাখ্যায় বর্ণিত —
افرايتم اللات و العزى - و منوة الثالثة الاخرى - الكم الذكر و له الانثى
تلك اذا قسمة ضيزى - ان هى الا اسماء سميتموها انتم و اباؤكم الخ -)

২৬. মাওলানা আবদুল সাত্তার, তাফসীর সূরায়ে ফাতিহা (উর্দু) তাফসীরে সাত্তারী (করাচী : মাকতাবা আইউবিয়াহ, বাস রোড, ১৯৬৫ সাল) পৃঃ ২৭২।

প্রার্থনা নিবেদন করে।[২৭] অথচ এসব কোন নামই আল্লাহর মনঃপুত নয়। বরং তাঁর উত্তম নাম সমূহ রয়েছে যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।[২৮] সেখানে আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, আরশে অবস্থান, তাঁর কথা বলা, নিম্ন আকাশে অবতরণ, কেয়ামতের দিন মুমিন বান্দাদের দর্শনদান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, আহলেহাদীছগণ এই সকল বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সকল প্রকার ব্যাখ্যা-

---

২৭. মাওলানা আবদুস সাত্তার, (উর্দু অনুবাদ) قران مجيد بدو ترجمه টীকা: মাওলানা আবদুল কাহহার, সূরায়ে নাজম ২২ নং আয়াতের টীকা- ১ (করাচী: দারুস সালাম, বন্দর রোড, ১৯৮২ সাল) পৃঃ ৭৪২ (খ) শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, 'তাফহীমাতে ইলাহিয়্যার" মধ্যে বলেন — 'আজমীরের পুজারী এবং লাত ও উয্যার পুজারী দুজনই সমান।' — তাফসীরে সাত্তারী (উর্দু) সূরায়ে ফাতিহা পৃঃ ২৭৩।

২৮. আল্লাহ বলেন, (الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى) তা-হা ৮ (খ) ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و اباكم ما انزل الله ইউসুফ ৪০। এতদ্ব্যতীত আরাফ ৭১, ১৮০, বনিইসরাইল ১১০, নাজম ২৩, হাশর, ২৪।

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন — আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি উহা (সঠিক উপলব্ধির সাথে) গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বুখারী ও মুসলিম قال صلعم ... ان لله تعالى تسعة و تسعين اسما ... دخل الجنة

মিশকাত, তাহকীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৪০৫ / ১৯৮৫) كتاب الدعوات باب اسماء الله ২য় খণ্ড পৃঃ ৭০৭, মিশকাত (দিল্লী: মুজতাবায়ী প্রেস ১৩৪৪ / ১৯২৫ খৃঃ) পৃঃ ১৯৯।

বিশ্লেষণ ও মনুষ্য হ'তে বিরত থাকেন।[২৯] আল্লাহ বলেন তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই, তাঁর

---

২৯. (ক) আবু ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবুনী (৩৭২ - ৪৪৯ হিঃ), عقيدة السلف اصحاب الحديث তাহকীক: বদর আল-বদর (কুয়েত: দারুসালাফিইয়াহ ১ম সংস্করণ ১৪০৪ / ১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৩-৫ (খ) আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩ - ২৭৬ হিঃ), تاويل مختلف الحديث (মিসর: মাতবা'আ কুর্দিস্তান আল-ইল্‌মিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৩২৬ / ১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ২৮০ (গ) আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১ - ৭২৮ হিঃ), مجموع فتاوى شيخ الاسلام সংকলন: আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসেম নাজদী (কায়রো: মাকতাবা নাহযাহ হাদীছাহ ১৪০৪ / ১৯৮৪) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩০, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৯৫ (ঘ) ঐ شرح عقيدة الواسطية ব্যাখ্যা সংযোজনে: শায়খ ইসমাঈল আনছারী (রিয়ায: দারুল ইফতা ১৪০৬ / ১৯৮৩) পৃঃ ২১ (ঙ) আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯ - ৫৪৮ হিঃ), الملل و النحل তাহকীক: মুহাম্মদ সাইয়িদ কীলানী (বৈরুত: দারুল মারিফাহ, মুদ্রণকাল নেই) ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪ (চ) নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ / ১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) قطف الثمر فى بيان عقيدة اهل الاثر তাহকীক: ডঃ আছেম বিন আবদুল্লাহ কারিয়ুতী (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ / ১৯৮৪) পৃঃ ৩১ - ৩২। হাফেজ শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন বকর ... ইবনুল কাইয়িম আলজাওযিয়া দামেস্কী (৬৯১ - ৭৫১ হিঃ) বিরচিত গ্রন্থ مختصر صواعق المرسلة على الجهمية المعطلة, সংক্ষেপায়ন: শায়খ মুহাম্মদ বিসুল মুছেলী (মক্কা: মাকতাবা সালাফিইয়াহ, মুদ্রণকাল বিহীন) ১ম ও ২য় খণ্ড (ঝ) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, فتوى الحموية الكبرى فى الايمان بصفات الله على ظاهر معناها, (লাহোর: মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৪০৪ / ১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ ৪ - ৬৯।

সমকক্ষ কেউ নেই' 'লোকেদের প্রদত্ত বিশেষণসমূহ হ'তে তোমার প্রভু মুক্ত।'[৩০]

---

৩০. (ليس كمثله شئى و هو السميع البصير) শূরা ১১
(ولم يكن له كفوا احد) ইখলাছ ৪
(سبحان رباك رب العزة عما يصفون) ছাফফাত ১৮০

উদাহরণ স্বরূপ (১) আল্লাহ্‌র হাত (قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى ـ ছোয়াদ ৭৫ ২, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء মায়েদাহ ৬৪; এতদ্ব্যতীত আলে ইমরান ২৬, ৭৩, ফাত্‌হ ১০, হাদীছ ২৯, মুমিনুন ৮৮, ইয়াসীন ৮৩, মুলক ১, যুমার ৬৭। (২) আল্লাহর চেহারা و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ـ রহমান ২৭; এতদ্ব্যতীত বাকারাহ ১১৫, ২৭২, রূম ৩৮, ৩৯, দাহর ৯, লায়ল ২০। (৩) আল্লাহর পা يوم يكشف عن ساق و يدعون الى السجود فلا يستطيعون ـ কলম ৪২। (৪) আল্লাহর কথা বলা (و كلم الله موسى تكليما) নিসা ১৬৪; এতদ্ব্যতীত বাকারাহ ১৭৪, ২৫৩, আরাফ ১৪৩, ১৪৪, ইয়াসীন ৬৫, শূরা ৫১। (৫) আরশে সমাসীন হওয়া (الرحمن على العرش استوى) তাহা ৫; এতদ্ব্যতীত আরাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রাআদ ২, ফুরকান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীদ ৪। (৬) নিম্ন আকাশে অবতরণ করা (و جاء ربك و الملك صفا صفا) ফজর ২২; এতদ্ব্যতীত আনআম ১৫৮, বাকারাহ ২১০।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عن ابى هريرة قال قال صلعم ينزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعونى فاستجيب له من يسالنى فاعطيه من يستغفرنى فاغفرله ـ

অর্থ:- প্রতিরাতের তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও দুনিয়া বাসিকে উদ্দেশ্য করে বলেন — 'কে আছ আমাকে আহবানকারী আমি তার ডাকে সাড়া দেব, কে আছ আমার নিকটে প্রার্থনাকারী আমি তার প্রার্থনা মনমুর করব, কে আছ আমার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব'। — বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (বৈরূত ছাপা ১৪০৫ / ১৯৮৫) হাদীছ সংখ্যা ১২২৩ كتاب الصلوة باب التحريض على قيام الليل, ১ম খণ্ড পৃ. ৩৮৬।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে মু'আত্তিলাগণ 'আল্লাহ্‌র হাত' অর্থ করেছেন 'কুদরত ও নে'মত, আল্লাহ্‌র চেহারা' অর্থ কেউ করেছেন 'আল্লাহর সত্ত্বা', কেউ করেছেন 'কিব্‌লা', কেউ করেছেন 'ছওয়াব ও বদলা' কেউ বলেছেন এটি 'অতিরিক্ত'। হাফেয ইবনুল

৩— তাওহীদে ইবাদত (توحيد العبادة او الالوهية)
এর অর্থ হ'ল 'সর্বপ্রকার ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা।' আল্লাহর জন্য সর্বাধিক

কাইয়্যিম (৬৯১ - ৭৫১ হিঃ) আল্লাহর হাত ও চেহারার এসব গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। — ইবনুল কাইয়্যিম, مختصر صواعق المرسلة على الجهمية المعطلة ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫৩ - ১৭৪ ও ১৭৪ - ১৮৮।

আরশে অবস্থান সম্পর্কিত সর্বমোট সাতটি আয়াতের অর্থ মু'আত্তিলাগণের কেউ করেছেন মালিক হওয়া, কেউ করেছেন আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা করা ইত্যাদি। এইভাবে এ'রা ২৫ প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এসবের প্রতিবাদে ৪২ টি যুক্তি পেশ করেছেন। — ইবনুল কাইয়্যিম, প্রাগুক্ত। ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৬ - ১৫২। ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমদ যাহাবী (৬৭৩ - ৭৪৮ হিঃ) উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬ টি হাদীছ, ২০ টি আছার ও আহলেসুন্নাত পণ্ডিতগণের ১৬৮ টি বক্তব্য সংকলন করেছেন। — যাহাবী, مختصر العلو للعلي الغفار টীকা সংযোজন : নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী ১ম সংস্করণ ১৪০১ / ১৯৮১)।
এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম মালিক বিন আনাস (৯৩ - ১৭৯ হিঃ) বলেছিলেন (الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة) অর্থ : 'সমাসীন' শব্দের অর্থ সুবিদিত, কিভাবে সেটা অবিদিত, এর উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত।' — ইমাম লালকাঈ, উছূলু ইতিকাদ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৭ টীকা - ২, শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৩।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র নিম্ন আকাশে অবতরণ সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছ সহ হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) মোট ৩০ জন রাবী ছাহাবীর নাম ও তাঁদের রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। — ইবনুল কাইয়্যিম, مختصر صواعق المرسلة على الجهمية المعطلة ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩০ - ২৫০।

খ্যাতনামা তাবেঈ আবদুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮ - ১৮১) - কে মধ্য শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহর অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি ধমক দিয়ে বলেন —

ভালোবাসাসহ চরম প্রণতি পেশ করাকে 'ইবাদত' বলা হয়। সামগ্রিক অর্থে 'ইবাদত' ঐ সকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজের নাম যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যাতে তিনি খুশী হন।[৩১] 'ইলাহ' সেই সত্তা যাঁর নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয় ও যাঁকে ইবাদত করতে হয় মহব্বতের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে ভীতিপূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে।[৩২]

রে যঈফ। তিনি প্রতি রাতেই অবতরণ করে থাকেন। তখন লোকটি বলল, হে আবু আবদুর রহমান! অবতরণের ফলে কি আরশ খালি হয়ে যায় না? জওয়াবে ইবনুল মুবারক (রহঃ) বললেন — তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন (ينزل كيف يشاء)। — ইমাম আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবুনী (৩৭২ - ৪৪৯ হিঃ), আকীদাতুস সালাফ ১ম সংস্করণ (কুয়েত: দার সালাফিইয়াহ ১৪০৪ / ১৯৮৪) পৃঃ ২৯।

৩১. (العبادة تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له ؛ (العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الاقوال و الاعمال الباطنة و الظاهرة ـ
ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ), আল-উবুদিয়াহ টীকা সংযোজন: মুহাম্মদ মুনীর দামেস্কী (রিয়ায: দারুল ইফতা, ১৪০৪ / ১৯৮৪) পৃঃ ১২, ৮।

৩২. (الاله هو الذى يوله فيعبد محبة و انابة و اجلالا و اكراما)
ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ), মাজমূউল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ২২।

মানুষের জীবনে আকীদা ও আমলের দু'টি প্রধানদিক আছে। এর মধ্যে আকীদাগত দিক বা রূহানী জগতই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ কাজ করে এবং স্ব স্ব আকীদামতে তার সার্বিক বৈষয়িক জীবন পরিচালিত হয়। একজন পূর্ণ মুমিন তার আধ্যাত্মিক জীবনে ছালাত - ছওম, যবহ - মান্নত, হজ্ব-তাওয়াফ, প্রার্থনা-তাওয়াক্কুল ইত্যাদি ইবাদতের সকল পদ্ধতিতে যেমন ইলাহী বিধান মেনে চলবেন, বৈষয়িক জীবনেও তেমনি আল্লাহ্র কেতাব, রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাত এবং যুগের শরীয়ত অভিজ্ঞ মুসলিম পণ্ডিতগণের ইজতিহাদ অনুযায়ী স্বীয় কর্ম পরিচালনা করবেন। যে ইজতিহাদ হবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ও যুগের উদ্ভূত সমস্যাবলীর শরীয়ত অনুযায়ী সমাধান দেওয়ার জন্য।[৩৩] আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) - কে বাদ দিয়ে অন্য যার কাছ থেকেই ফায়ছালা নেওয়া হবে অথবা অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা হবে — সেই-ই হবে 'তাগূত',[৩৪] যা থেকে দূরে থাকার জন্য এবং মানুষের সার্বিক জীবনের সর্বপ্রকার আনুগত্যকে তাগূতমুক্ত করে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে খালেছ

---

৩৩. আবদুর রহমান আবদুল খালেক, الاصول العلمية للدعوة السلفية (কুয়েত : দার সালাফিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮২) পৃঃ ২৯, ঐ বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি' ১ম সংস্করণ (ঢাকা, পাইলোয়ান প্রেস ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ২০, হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), اعلام الموقعين عن رب العالمين সম্পাদনা ও টীকা সংযোজন : তা-হা আবদুর রউফ সা'আদ (বৈরূত : দারুল জীল) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭২ - ৩৭৭।

৩৪. (قال العلامة الحافظ ابن القيم رح الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله و رسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيرة من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله)

আহমাদ ইবনু হাজার, তাৎহীরুল জানান ওয়াল আরকান মিন দারানিশ শিরকি ওয়াল কুফরান টীকা - ১, পৃঃ ১৯।

(খ) হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) 'তাগূত' - এর ব্যাখ্যায় বলেন —

المراد بالطاغوت ان يتحاكم الرجل الى ما سوى الكتاب و السنة من الباطل —

ও নিরংকুশ করার জন্য যুগে যুগে নবীগণ মানবজাতিকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন ।[৩৫] বলাবাহুল্য তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত হাছিল হওয়া সম্ভব নয় ।[৩৬] মূলতঃ এটাই হ'ল তাওহীদে ইবাদত বা উলুহিয়াতের মূল কথা । যার উপরে দৃঢ় ঈমান পোষণ ব্যতীত কারু পক্ষে পূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয় । আল্লাহ পাক জিন ও ইনসানকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন ।[৩৭]

আহলেহাদীছগণ উপরোক্ত তিনপ্রকার তাওহীদকেই গ্রহণ করেন ও সেভাবেই আল্লাহ্র উপরে ঈমান পোষণ করে থাকেন ।[৩৮]

ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআন নিসা ৬০ আয়াতের তাফসীর, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৩১ ।

(গ) মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (১১১৫ - ১২০৬ / ১৭০৩ - ১৭৯২ খৃঃ) বলেন, —(ان الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله) ঐ কিতাবুত তাওহীদ সম্পাদনায় । আহমদ মুহাম্মদ শাকির (বৈরূত : আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ / ১৯৮৬) পৃঃ ৬ ।

৩৫. (ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) নাহল ৩৬ ।

৩৬. (ان عبادة الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت) মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, কিতাবুত তাওহীদ পৃঃ ৬ ।

৩৭. (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) যারিয়াত ৫৬ ।

৩৮. আবদুর রহমান আবদুল খালেক, উছূলুল ইলমিয়্যাহ (কুয়েত : ২য় সংস্করণ ১৪০৩ / ১৯৮২) পৃঃ ২৯ , ঐ বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি' ১ম সংস্করণ (ঢাকা : পাহলোয়ান প্রেস ১৪০৫ / ১৯৮৫) পৃঃ ২০ , হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ), ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন সম্পাদনা ও টীকা সংযোজন : তা-হা আবদুর রউফ সা'আদ (বৈরূত : দারুল জীল) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭২ - ৩৭৭ ।

(২) ফিরিশ্‌তাগণের উপরে ঈমান : আহলেহাদীছের আকীদা হিসাবে বর্ণিত এক নম্বর ক্রমিকের ছয়টি বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি হ'ল ফিরিশতাগণের উপরে ঈমান আনা। ফিরিশ্‌তাগণ নূরের তৈরী[৩৯] আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি : যারা অদৃশ্যভাবে সৃষ্টিকুলের সেবায় সর্বদা আল্লাহ্‌র হুকুমে তৎপর থাকেন।[৪০] ফিরিশতাগণের সর্দার জিব্রীল আমীন আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে নবীদের নিকটে অহিবহনের মহান দায়িত্ব পালন করে থাকেন।[৪১] কুরআন ও হাদীছে ফিরিশতা সম্পর্কে যা কিছু এরশাদ হয়েছে, সবকিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এগুলি অদৃশ্যবিষয়ক জ্ঞান। এখানে অহি ব্যতীত কল্পনার কোন স্থান নেই।

(৩) রাসূলদের প্রতি ঈমান : 'রাসূল' বলতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বান্দার মধ্য থেকে নির্বাচিত আল্লাহর বাণীবাহকগণকে বুঝায়। কুরআনে বর্ণিত পঁচিশজন নবী ও রাসূল ছাড়াও হাদীছে যে সর্বমোট ৩১৫ জন রাসূল ও এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গাম্বরের কথা বর্ণিত হয়েছে[৪২], তাঁদের সকলেই এতে শামিল হবেন। নবী ও রাসূলগণ সম্পর্কে

---

৩৯. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ - মিশকাতুল্‌মাসাবীহ (বৈরূত ছাপা) باب بدء الخلق و ذكر الانبيا হাদীছ সংখ্যা ৫৭০১, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৮৯।

৪০. (... لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون) তাহরীম ৬।

৪১. (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ...) নাহ্‌ল ১০২।

৪২. (و رسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك) নিসা ১৬৪, ইবনুকাছীর, তাফসীরুল কুরআন (বৈরূত ছাপা) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৯৯, আহমাদ - মিশকাত (বৈরূত ছাপা) باب بدء الخلق و ذكر الانبيا ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৯৯ (আলবানী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন)।

এই বিশ্বাস পোষণ করা ওয়াজিব যে, নবুঅত প্রাপ্তির আগে ও পরে স্বেচ্ছাকৃত যাবতীয় ছগীরা ও কবীরা গুনাহ হ'তে তাঁরা মাছুম ছিলেন।[৪৩] আল্লাহ্‌র যে সমস্ত বাণী তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সবই নির্ভুল ও যথাযথভাবে স্ব স্ব উম্মতের নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন। উম্মতের কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকটে বিশেষ কোন ইল্‌ম লুকিয়ে রেখে যাননি। তাবলীগে দীনের ব্যাপারে কোনরূপ খেয়ানত, অলসতা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ইত্যাদি যাবতীয় রকমের ত্রুটি হ'তে তাঁরা মুক্ত ছিলেন।[৪৪] চারজন শ্রেষ্ঠ রাসুলের মধ্যে মুহাম্মদ (ছাঃ) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।[৪৫] সকল নবীই ছিলেন স্ব স্ব গোত্রের জন্য, কিন্তু শেষনবী মুহাম্মদ (ছাঃ) ছিলেন জিন ও ইনসান সহ সকল মাখলুকাতের জন্য প্রেরিত বিশ্বনবী।[৪৬]

---

৪৩. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল-ওয়াযীরুল ইয়ামানী (৮৪০ হিঃ), الروض الباسم فى الذب عن سنة ابى القاسم (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৯ / ১৯৭৯ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৮ - ১১৯।

৪৪. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ সম্পাদনায় : ইসমাঈল আনছারী (রিয়ায : দারুল ইফতা ১৪০৩ / ১৯৮৩ খৃঃ) পৃঃ ১৯।

৪৫. মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত (বৈরূত ছাপা) باب فضائل سيد المرسلين ص ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬০১।

৪৬. (ارسلت الى الخلق كافة) মুসলিম মিশকাত (বৈরূত ছাপা) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬০১, (كان النبى يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس كافة) মুত্তাফাক আলাইহ, ঐ ঐ ; (فارسله الى الجن و الانس) দারেমী, ঐ পৃঃ ১৬০৮।

(৪) আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপরে ঈমান : শ্রেষ্ঠ চারখানা কিতাব তাওরাত, যবুর, ইনজীল ও কুরআন ছাড়াও ইবরাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নবী ও রাসূলের নিকট প্রেরিত সকল গ্রন্থ ও পুস্তিকাকে আল্লাহ-প্রেরিত কিতাব ও ছহীফা হিসাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।[৪৭] পবিত্র কুরআন তার পূর্বেকার সকল কিতাব ও ছহীফাসমূহের সত্যায়নকারী ও সর্বশেষ এলাহী কিতাব।[৪৮]

(৫) কেয়ামতে বিশ্বাস : কেয়ামতের দিন সকল মৃতব্যক্তি স্ব স্ব দেহে পুনর্জীবন লাভ করবে।[৪৯] অতঃপর আল্লাহ্‌র দরবারে সারা জীবনের আমলের জন্য বিচারের সম্মুখীন হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার ডান অথবা বাম হাতে দেওয়া হবে। অতঃপর সে অনুযায়ী জান্নাত বা জাহান্নাম প্রাপ্ত হবে।[৫০]

---

৪৭. শহরস্তানী, আল-মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ২১০ - ২১২, ইবনু তায়মিয়াহ, مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رح ৭ম খণ্ড পৃঃ ৩১২ - ৩১৩,

৪৮. সাইয়্যিদ সাবিক্ব, আল-আক্বাইদুল ইসলামিয়াহ, বৈরুত : দারুল ফিক্বর, ২য় সংস্করণ ১৪০২/ ১৯৮২ খৃঃ) পৃঃ ১৬৩, আলে ইমরান ২ - ৪।

৪৯. ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ পৃঃ ১৯।

৫০. আল-হা-ক্বক্বাহ ১৯ - ৩২, ইন্‌শিক্বাক্ব ৭ - ১০।

(৬) তাকদীরে বিশ্বাস : হায়াত, মউত, রিযিক, কে জান্নাতী বা জাহান্নামী[৫১] এই প্রধান চারটি বিষয়সহ বান্দার সমগ্র জীবনের ভালমন্দ সকল কাজকর্ম আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ্‌র ইল্‌মে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।[৫২] তাছাড়া একদল মানুষকে আল্লাহ পাক জান্নাতের জন্য ও একদলকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন[৫৩], যার খবর তিনি ব্যতীত কোন সৃষ্টির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। জানা না থাকার কারণেই জান্নাত পাওয়ার আশায় মুমিন বান্দা তার তাকদীরের উপরে আস্থা রেখে পূর্ণ উদ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বিপদে সে ধৈর্য্য হারায় না, আনন্দে সে আত্মহারা হয়না। ইহকালে সে সুষ্ঠু (balanced) নিশ্চিন্ত ও শান্তিময় জীবন যাপন করে।[৫৪] কারণ সে জানে যে তাকদীরের লিখনের বাইরে সে কিছুই প্রাপ্ত হবে না।[৫৫] জাবরিয়াগণ অদৃষ্টবাদী হয়ে নিজেদেরকে ইচ্ছাশক্তিহীন জড়পদার্থ ভেবেছেন।[৫৬] কাদরিয়াগণ তাকদীরকে অস্বীকার করে নিজেদেরকে স্ব স্ব ভাগ্য বিধায়ক মনে করেছেন।[৫৭] প্রকৃত পথ এ দুইয়ের মাঝখানে। যা আহলেসুন্নাত আহলেহাদীছের পথ ও গৃহীত আকীদা।

---

৫১. মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত باب الايمان بالقدر (বৈরুত ছাপা) হাদীছ সংখ্যা ৮২, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩১।

৫২. মুসলিম — মিশকাত (ঐ) হাদীছ সংখ্যা ৭৯, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০।

৫৩. মুসলিম — মিশকাত (ঐ) হাদীছ সংখ্যা ৮৪, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩১।

৫৪. (قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون —) তাওবাহ ৫১।

৫৫. عن صهيب قال قال رسول الله صلعم عجبا لامر المومن إنّ امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمومن ان اصابته سراءُ شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراءُ صبر فكان خيرا له —
মুসলিম — মিশকাত (ঐ) باب التوكل والصبر ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৪৫৭।

৫৬. শহরস্তানী, আল-মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৫।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

২ — আহলেহাদীছের অন্যতম আকীদা এই যে, ইবাদতের জন্য যেমন আল্লাহকে একক গণ্য করতে হবে, অনুসরণের জন্য তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একক গণ্য করতে হবে।[৫৮]

কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথম অংশের দাবী হ'ল গায়রুল্লাহকে অস্বীকার করে ইবাদতকে স্রেফ আল্লাহর জন্য খালেছ করা। দ্বিতীয় অংশের দাবী হ'ল আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তাঁর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অনুসরণের ক্ষেত্রে একক গণ্য করা। যারা মানুষের বৈষয়িক ব্যাপারসমূহ পরিচালনার জন্য ইসলামী শরীয়ত যথেষ্ট নয় মনে করেন, তারা প্রকারান্তরে মানবজাতির জন্য আরেকজন রাসূল কামনা করেন।[৫৯] আহলেহাদীছগণ শেষনবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ইলাহী বিধান ও তাঁর প্রদর্শিত ইসলামী শরীয়তের যথাযথ অনুসরনকে মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির আবশ্যিক পূর্বশর্ত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ইবাদতের বিষয়টি হ'ল তাওক্বীফী (توقيفى)।[৬০] অতএব শরীয়ত পরিমণ্ডলে অন্যকারু প্রবেশাধিকার চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ। সেমতে 'ইস্তিহসান' অনুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত নিলে সেটা শরীয়ত রচনার শামিল হবে।[৬১] আহলেহাদীছগণ আকীদা ও আহকাম বিষয়ে

---

৫৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৮০, ৩৩৩, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১০৮, একে 'তাওহীদ ফিল ইত্তেবা" (توحيد فى الاتباع) বা 'অনুসরণে একত্ব' বলা যেতে পারে।

৫৯. হাফেয ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কেঈন ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭৫।

৬০. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৪।

৬১. (حرام على احد ان يقول بالاستحسان اذا خالف الاستحسان الخبر) ইমাম শাফেঈ (১৫০ - ২০৪ হিঃ), আর-রিসালাহ তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মদ শাকির (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, মুদ্রণকাল বিহীন 'ইসতিহসান' অধ্যায়) পৃঃ ৫০৪, (قال الشافعى: من استحسن فقد شرّع) সায়ফুদ্দীন আলী বিন আবী আলী বিন মুহাম্মাদ আমেদী

'যঈফ' হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেন না।[৬২] তবে কোন বিষয়ে কাসিদ কেয়াসের বদলে যঈফ হাদীছকে অগ্রগণ্য মনে করেন।[৬৩] তারা সর্বদা ছহীহ হাদীছ অনুসরণে সচেষ্ট

(৫৫১ - ৬৩১ হিঃ), الاحكام فى اصول الاحكام (মুদ্রণকাল ১৩৮৭ / ১৯৬৮ খৃঃ প্রেসের নাম নাই), একইরূপ উদ্ধৃতি পেশ করেছেন মুহাম্মদ মুঈন বিন মুহাম্মদ আমীন সিন্ধী, دراسات اللبيب فى الاسوة الحسنة بالحبيب (লাহোর : বায়তুস সালতানাহ ১২৮৪ / ১৮৬৮ খৃঃ), পৃঃ ২১১।

৬২. হাফেয তাক্বিউদ্দীন উছমান বিন ছালাহুদ্দীন আবদুর রহমান ওরফে ইবনুছ ছালাহ (৫৭৭ - ৬৪৩ হিঃ), مقدمة ابن الصلاح (মিসর : সা'আদাহ প্রেস ১৩২৬ / ১৯০৮ খৃঃ) পৃঃ ৩১ (তারগীব ও তারহীব ইত্যাদি বিষয়ে 'যঈফ' হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হিঃ) ও ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী (১৩৫ - ১৯৮ হিঃ) যে অনুমতি দিয়েছেন এবং ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) যার ব্যাখ্যায় সবিস্তার আলোচনা রেখেছেন (ফাতাওয়া, ১৮শ খণ্ড পৃঃ ৬৫-৬৮) ও তার ভিত্তিতে আহলেহাদীছ গণ প্রশাখাগত বিষয়ে ও ফযীলত সংক্রান্ত বিষয়ে যঈফ হাদীছ গ্রহণ করেন বলে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন (ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৫), তার জওয়াবে ভাষ্যকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেন যে, এর দ্বারা ইমাম আহমাদ (রহঃ) 'হাসান' পর্যায়ের হাদীছ বুঝাতে চেয়েছেন, যা সকল পণ্ডিতের নিকটে গ্রহণযোগ্য। তাঁদের সময়ে হাদীছ কেবল ছহীহ ও যঈফ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। — আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১ম সংস্করণ ১৪০৩ / ১৯৮৩) পৃঃ ৮৭, ইমাম আহমদের সময়ে 'হাসান' পর্যায়ের হাদীছকে 'যঈফ' গণ্য করা হ'ত। — হাফেয ইবনুল কাইয়িম, اعلام الموقعين عن رب العالمين ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৭, ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৯৭ হিঃ) প্রথম 'হাসান' থেকে 'যঈফ' হাদীছকে পৃথক করেন। — আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث পৃঃ ৩৬।

৬৩. ইবনুল কাইয়িম, اعلام الموقعين عن رب العالمين ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৬।

থাকেন [৬৪] এবং মুতাওয়াতির ও আহাদ পর্যায়ের ছহীহ হাদীছকে ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করেন। [৬৫]

৩— আহলেহাদীছগণ ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধিতে বিশ্বাসী। তাঁদের বিশ্বাস মতে নেক আমলের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের দ্বারা ঈমানের ঘাটতি হয়। [৬৬] তাদের প্রধান দলীল সমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ :—

(১) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন যে, 'মুমিন কেবল তারাই যাদের নিকটে আল্লাহর কথা বলা হলে ভয়ে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। যখন তাদের নিকটে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রভুর উপরে তারা একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়।' [৬৭]

---

৬৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮০।

৬৫. ইবনুল কাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৭১-৩৭২, 'খবরে ওয়াহিদ' শরীয়তের দলীল হওয়ার পক্ষে হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) ২১ টি ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ৩৪ টি দলীল পেশ করেছেন। — মুখতাছার ছাওয়াইক ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৯৪ - ৪০৫, আর-রিসালাহ পৃঃ ৪০১ - ৪৭১।

৬৬. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, কাৎফুছ ছামার পৃঃ ৮৫।
(খ) ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ৬৭ - ৭১।
(গ) ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিঈন পৃঃ ৩২২।
(ঘ) ইমাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃ ৪৫৬ হিঃ), ফিতাবুল ফিছাল শহরস্তানী, 'মিলাল' — সহ (বৈরূত : মাকতাবা খাইয়াত ১৩২১ / ১৯০৩ খৃঃ) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৮৮ প্রভৃতি।

৬৭. انما المومنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت الخ

আনফাল ২, এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ১০, আলে ইমরান ৯০, ১৭৩, ১৭৮, নিসা ১৩৭, তাওবাহ ১২৪, কাহাফ ১৩, আহযাব ২২, ফাতির ১০, মুহাম্মদ ১৭, ফাত্হ ৪, মুদ্দাছ্ছির ৩১ প্রভৃতি।

(২) রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন - 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। যার মধ্যে সর্বোত্তম (افضلها) হ'ল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বনিম্ন (ادناها) হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্ট (বাধা) দুর করা।[৬৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে 'সত্তরের অধিক দর্জা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ (اعلاها) হ'ল ...।'[৬৯]

(৩) ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, 'পৃথিবীর সকল মুমিনের ঈমান আবুবকর (রাঃ) - এর ঈমানের সাথে ওযন করা হ'লে আবুবকর (রাঃ) - এর ঈমানের ওযন বেশী হবে।'[৭০]

---

৬৮. عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم الايمان بضع و سبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان ،
মুত্তাফাক আলাইহ- মিশকাত (বৈরুত ছাপা) হাদীছ সংখ্যা ৫, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০।

৬৯. ইমাম বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ তাহকীক: শু'আইব আরনাউত ও মুহাম্মাদ যুবাইর শাবিশ (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫

৭০. عن عمر رض قال لو وزن ايمان ابى بكر بايمان اهل الارض لرجح به ،
ইমাম আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (২১৩ - ২৯০ হিঃ), কিতাবুস সুন্নাহ তাহকীক: ডঃ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-কাহতানী (দাম্মাম - সঊদী আরব: দার ইবনুল কাইয়্যিম, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) হাদীছ সংখ্যা ৮২১, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭৮। (খ) ইমাম ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ পৃঃ ৭০-৭১, সনদ ছহীহ।

(৪) ইমাম হুসাইন বিন মাসউদ বাগাভী (৪৩৬ - ৫১৬ হিঃ) বলেন, 'সকল ছাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তীকালে সুন্নাহর পণ্ডিতগণ এব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, আমল ঈমানের অঙ্গ। ... তাঁরা সকলেই বলেন যে, ঈমান আনুগত্যের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গুনাহের দ্বারা হ্রাস পায়।[৭১]

খারেজী ও মু'তাযিলাগণ আমলকে ঈমানের অঙ্গ মনে করলেও তারা ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধিতে বিশ্বাসী নয়। খারেজীদের মতে কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফির এবং মু'তাযিলাদের নিকটে সে মুমিন ও নয় কাফিরও নয় বরং ফাসিক। মুর্জিয়াদের নিকটে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে মুত্তাকী ও ফাসিক সকলের ঈমান সমান।[৭২]

৪ — আহলেহাদীছের আকীদামতে কবীরা গোনাহগার মুমিন ঈমান হ'তে খারিজ নয়। সে তওবা না করে মারা গেলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী নয়।[৭৩] আল্লাহ পাক শিরক ব্যতীত বান্দার যেকোন গুনাহ মাফ করে থাকেন।[৭৪] গুনাহের কারণে তাকে 'গুনাহগার (عاصى) 'দোষযুক্ত' (ناقص), 'ফাসিক' ইত্যাদি বলা যাবে কিন্তু পূর্ণ মুমিন (مومن حق)

---

৭১. ইমাম বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৮ - ৩৯।

৭২. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, কাতফুছ ছামার পৃঃ ৬২, টীকা - ১০০।

৭৩. ইমাম ছাবূনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ৭১, ৮২-৮৩।
(খ) ইমাম বায়হাকী, আল-ইতিকাদ আলা মাযহাবিস সালাফ পৃঃ ৮৮। (গ) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৮।

৭৪. (ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)
নিসা ৪৮, ১১৬, এতদ্ব্যতীত যুমার ৩৯, আহকাফ ৪৬, ফাতহ ১৪ প্রভৃতি।

কিংবা 'কাফির' বলা যাবে না।[৭৫] একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃতের ন্যায় হ'লেও তাকে যেমন প্রাণহীন মৃত বলা যায় না, তেমনি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমানের দীপ্তি স্তিমিত হ'য়ে গেলেও কোন মুমিনকে ইমানশূণ্য কাফির বলা যায় না। তাছাড়া কেয়ামতের দিনে নবীর শাফা'আত তো মূলতঃ কবীরা গুনাহগারদের জন্যই হবে।

কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি খারেজীদের নিকটে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী,[৭৬] মু'তাযিলাদের নিকটে ফাসিক এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অবশ্য কাফিরদের তুলনায় তাদের আযাব কিছু হালকা হবে।[৭৭] মুরজিয়াদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়, সেহেতু কবীরাগোনাহ তার ঈমানের কোন ক্ষতি করবে না। অতএব এব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য তারা কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান।[৭৮]

৫ – আহলেহাদীছের আক্বীদামতে আল্লাহ হলেন বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্মের মূল স্রষ্টা।[৭৯]

যেমন এরশাদ হয়েছে – 'আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমরা যা কর, সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন।'[৮০] বান্দা হ'ল আল্লাহপ্রদত্ত কর্মশক্তি প্রয়োগে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।

---

৭৫. ইবনু তায়মিয়াহর মতে তাকে 'দোষযুক্ত মুমিন' مؤمن ناقص, 'গুনাহগার মুমিন (مؤمن عاصى) অথবা 'ঈমানের কারণে মুমিন এবং কবীরা গোনাহের কারণে ফাসিক' (مؤمن بايمانه و فاسق بكبيرته) বলা যাবে। ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৭ম খণ্ড পৃঃ ৬৭৩।

৭৬. শহরস্তানী, (আল-মিলাল) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯, আলোচনা : কাৎফুছ ছামার পৃঃ ৬২, টীকা-১০০।

৭৯. ইমাম লালকাঈ, উছূলু ই'তিক্বাদ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫৩৪ প্রভৃতি।

৮০. (والله خلقكم وما تعملون) ছাফফাত ৯৬।

যেমন এরশাদ হয়েছে "আমরা রাস্তা বাৎলে দিয়েছি। এক্ষণে তোমরা তা অনুসরণ করে 'কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ বান্দা হও।'[৮১] বলাবাহুল্য এই কর্মশক্তির ভাল-মন্দ প্রয়োগের উপরে নির্ভর করছে বান্দার পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ। এরশাদ হচ্ছে 'স্ব স্ব আমলের বাইরে আজকের দিনে কাউকে কোন বদ্‌লা দেওয়া হবেনা বা সামান্যতম যুলম করা হবে না।'[৮২] মোটকথা আল্লাহ হলেন কর্মের স্রষ্টা (خالق الافعال) এবং বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নকারী (فاعل الافعال)। অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াগণ বান্দাকে 'ইচ্ছা ও কর্মশক্তিহীন বাধ্যগত প্রাণী' বলে (مجبور فى افعاله لا قدرة له ولا ارادة و لا اختيار) মনে করেন।[৮৩]

৬— আহলেহাদীছের অন্যতম আকীদা হ'ল 'আল্লাহ্‌র কালাম সৃষ্ট নহে' একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা।[৮৪]

অন্যান্য সকল গুণের ন্যায় আল্লাহর কথা বলার গুণ ও 'কাদীম বা সনাতন যা আল্লাহর নিজ সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে কুরআন আমরা পড়ি বা শুনি, যা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করি বা লিখি, তা সবই নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। কুরআনের প্রতিটি বর্ণ,

---

৮১. (انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا) দাহর ৩।

৮২. (فاليوم لا تظلم نفس شيئا و لا تجزون الا ما ...) ইয়াসীন ৫৪।

৮৩. শহরস্তানী, আল-মিলাল ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭।

৮৪. ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুছ ছালাফ পৃঃ ৭, শহরস্তানী, আল-মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৬, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান, কাৎফুছ ছামার পৃঃ ৭১-৮০ ইত্যাদি।

শব্দ, অর্থ, আওয়ায সবই আল্লাহর যা কাদীম ও গায়র মাখলুক।[৮৫] কুরআন 'লওহে মাহফুযে' সুরক্ষিত ছিল।[৮৬] সেখান থেকে জিব্রীল মারফত ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে শেষনবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল হয়েছে।[৮৭] অতঃপর যে ভাষায় কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে, আল্লাহর নবী (ছাঃ) সে ভাষাতেই যথাযথভাবে তা বিশ্ববাসীর নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন।[৮৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কেতাব হ'তে একটি বর্ণ পাঠ করল, সে নেকী পেল। প্রত্যেক নেকী তার দশগুণ হয়। আমি বলিনা যে, (الم) একটি হরফ। বরং, 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ ও 'মীম' একটি হরফ।[৮৯] তিনি বলেন 'তোমরা কি আমাকে আমার প্রভুর কালাম প্রচার করতে বাধা দিবে'[৯০] এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআনের প্রতিটি বর্ণ আল্লাহর।

---

৮৫. প্রাগুক্ত, টীকা সমূহ।

৮৬. সূরায়ে বুরূজ ২১-২২, তূর ২-৩।

৮৭. শু'আরা ১৯২-১৯৫।

৮৮. (يا ايها النبى بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته) মায়েদাহ ৬৭।

৮৯. তিরমিযী- মিশকাত (বৈরূত ছাপা) হাদীছ সংখ্যা ২১৩৭, সনদ ছহীহ- আলবানী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯।

৯০. তিরমিযী, ইবনুমাজাহ ইমাম ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ সনদ ছহীহ, পৃঃ ৮।

এক্ষণে যদি কেউ বলেন যে, কুরআন মাখলুক কিংবা কুরআনের শব্দ মাখলুক ও মূল ভাবটি (معنى) কাদীম, কিংবা বর্তমান কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত নই কিংবা যদি কেউ কুরআনের কোন একটি হরফকেও অবিশ্বাস বা অস্বীকার করে, সে মুমিন নয়। [৯১]

৭ — গায়েবে বিশ্বাস : আহলেহাদীছ ঐসব গায়েবী ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেন, যে সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে খবর দিয়েছেন [৯২] যেমন মি'রাজের ঘটনাবলী, কবরের সওয়াল-জওয়াব, আযাব-শাস্তি, কেয়ামত পূর্বকালে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন ও সমগ্র পৃথিবীতে সাত বছর যাবত ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা [৯৩], মানুষের সঙ্গে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা এবং জীবজন্তুর কথোপকথন [৯৪] প্রভৃতি ছাড়াও কিয়ামত-প্রাক্‌কালের দশটি নিদর্শন যেমন (১) পশ্চিম দিক হ'তে সূর্যের উদয় (২) 'দাব্বাতুল আরয' — এর আগমন (৩) দাজ্জালের আবির্ভাব (৪) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ (৫) ইয়াজুজ-মাজুজ-এর আগমন (৬) প্রাচ্যে (৭) পাশ্চাত্যে ও (৮) আরব উপদ্বীপে মাটিতে ধস নামা (৯) ধোঁয়া উদগীরণ ও সবশেষে (১০) ইয়ামন অথবা অন্য বর্ণনামতে এডেন-এর গর্তসমূহ (قعر عدن) হ'তে

---

৯১. ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ৯, ১৪, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ... কাৎফুছ ছামার পৃঃ ৭৩-৭৪।

৯২. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৩-১৩৭।

৯৩. আবু দাউদ- মিশকাত (বৈরুত ছাপা) باب اشراط الساعة হাদীছ সংখ্যা ৫৪৫৩ ও ৫৪৫৪, সনদ যথাক্রমে জাইয়িদ ও হাসান — আলবানী, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫০১, বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আবদুল মুহসিন বিন হামাদ, عقيدة اهل السنة والاثر في المهدي المنتظر (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২/১৯৮২)।

৯৪. তিরমিযী — মিশকাত, হাদীস সংখ্যা ৫৪৫৯, সনদ ছহীহ — আলবানী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫০৩।

প্রচণ্ডবেগে অগ্নি নির্গত হওয়া, যা লোকেদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। অন্য বর্ণনামতে 'প্রচণ্ড ঝড়' যা লোকেদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।[৯৫] অতঃপর সিংগায় ফুঁকদান, কেয়ামত অনুষ্ঠান, মৃতদের পুনর্জীবন লাভ, হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়া, বিচারের সম্মুখীন হওয়া, দাড়িপাল্লায় আমলের ওযন হওয়া, হাওয কাওছার, পুলছিরাত সবকিছুকেই নির্দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস করা।[৯৬]

৮ — জান্নাত ও জাহান্নাম ও তার ভিতরকার সবকিছু বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে।[৯৭] যার প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। মি'রাজের সময়ে আল্লাহর নবী (ছাঃ) স্বচক্ষে এগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। কবরবাসীগণ জান্নাতের সুগন্ধি বা জাহান্নামের উত্তাপ কবরেই প্রাপ্ত হবে। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে স্ব স্ব ঠিকানা দেখানো হবে।[৯৮] কেয়ামতের দিন সকল মাখলুকাত ধ্বংস হবে। কিন্তু জান্নাত জাহান্নাম ও তার ভিতরকার আখেরাতের বস্তুসমূহ অক্ষত থাকবে।[৯৯]

---

৯৫. মুসলিম — মিশকাত, হাদীস সংখ্যা ৫৪৬৪, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫০৫।

৯৬. মিশকাত, باب احوال القيامة و بدء الخلق (বৈরুত ছাপা) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৩০ - ১৫৪৫।

৯৭. ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ৬৬, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ১৩৮, বুখারী, তিরমিযী, আবুদাউদ — মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা ৫৬৯৬ - ৯৭, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৮৭।

৯৮. মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ১২৭, আহমাদ, আবুদাউদ — ঐ, হাদীছ সংখ্যা ১৩১, সনদ ছহীহ — আলবানী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৫, ৪৭-৪৮।

৯৯. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ... ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ১৩৮, ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ৬৬, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ... মাজমুউল ফাতাওয়া ২য় খণ্ড পৃঃ ৪২৮।

৯ — আহলেহাদীছগণ কেয়ামতের দিন আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন। ১০০

পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে স্পষ্টভাবে চাঁদ দেখার ন্যায় কেয়ামতের দিন মুমিনগণ স্পষ্টভাবে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করবে।[১০১] দুনিয়াতে এই দর্শন সম্ভব নয়। ১০২ মুমিনদের জন্য কেয়ামতের দিনে তাদের ঈমানের সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক পুরস্কার হবে এটাই।[১০৩] কাফির মুশরিকগণ এই মহা সৌভাগ্য হ'তে চিরবঞ্চিত হবে তাদের অবিশ্বাসের মর্মান্তিক প্রতিফল হিসাবে। ১০৪

---

১০০. ইমাম ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ পৃঃ ৬৫ প্রভৃতি।

১০১. মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত (বৈরুত ছাপা), হাদীছসংখ্যা — ৫৬৫৫, باب رؤية الله تعالى ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৭৪।

১০২. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান,... কাৎফুছ ছামার পৃঃ ১৩১, (لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار — আন'আম ১০৩), মূসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহর নূর দেখেছিলেন — আ'রাফ ১৪৩ ও হাদীছসংখ্যা ৫৬৫৯ ও ৫৬৬০ (عن ابى ذر..قال نور انى اراه، و عن ابن عباس رآه بفؤاده مرتين) মুসলিম — মিশকাত ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৭৫।

১০৩. মুসলিম — মিশকাত (فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم ...) হাদীছ সংখ্যা ৫৬৫৬, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৭৪, وجوه يومئذ ناضرة .. الى ربها ناظرة — কিয়ামাহ ২২, ২৩।

১০৪. ... (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم، ثم يقال ...) মুতাফফেফীন ১৫ — ১৭।
কেয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করার হাদীছসমূহ মুতাওয়াতির। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহমিয়া, মু'তাযিলা, খারেজী প্রভৃতিদের ন্যায় শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) এখানে দৃশ্যকে দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন (و هو مرئى للمومنين يوم القيامة —) — শাহ অলিউল্লাহ, আল-আক্বীদাতুল হাসানাহ পৃঃ ৪, নওয়াব ছাহেব কোন মন্তব্য ছাড়াই সেটা নিজ কেতাবে উদ্ধৃত করেছেন — কাৎফুছ ছামার পৃঃ ১৪০ — ১৪১, অথচ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী এখানে আল্লাহ দর্শনকে পূর্ণিমার চাঁদ দর্শনের স্পষ্টতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে — আল্লাহকে চাঁদের দৃশ্যের সাথে নয় (وهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئى بالمرئى — টীকা সংখ্যা ২৮৫ (*) ইমাম ছাবুনী, আক্বীদাতুস ছালাফ কাতফুছ ছামার পৃঃ ৬৬।

১০ — আহলেহাদীছগণ শাফা'আতে রাসুল (ছাঃ)-এবিশ্বাস পোষণ করেন ।১০৫ শাফা'আত হবে তিন ধরণের ।১০৬১- হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলের জন্য । ২- জান্নাতীদেরকে জান্নাতে পাঠানোর জন্য । ৩- কবীরা গোনাহগার মুমিনদের জন্য ।১০৭খারেজী ও মু'তাযেলীগণ এই শাফা'আতকে অস্বীকার করে । কারণ তাদের মতে কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী ।১০৮

১ম ও ২য় শাফা'আত মুহাম্মদ (ছাঃ) - এর জন্য নির্দিষ্ট । তন্মধ্যে প্রথম শাফা'আতটিই অধিক মর্যাদামণ্ডিত । ৩য় শাফা'আত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও অন্যান্য সকল নবী, ফিরিশ্‌তা, উলামা, শুহাদা, ছিদ্দীকীন ও সকল নেককার মুমিন বান্দার জন্য উন্মুক্ত১০৯ 'যাদেরকে আল্লাহপাক সুপারিশের জন্য বিশেষ অনুমতি দিবেন ।১১০এতে বান্দার নিজস্ব কোন গৌরব নেই বা দুনিয়ায় থাকতে আগেভাগে কাউকে আল্লাহর নিকটে

---

১০৫. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, আল- ইবানাহ পৃঃ ২১২, ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস ছালাফা পৃঃ ৬১ ইত্যাদি ।

১০৬. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, কাতফুছ ছামার পৃঃ ৯৫ - ৯৬ ইত্যাদি ।

১০৭. ইমাম বায়হাকী, আল - ই'তিকাদ পৃঃ ৯৬ ইত্যাদি ((عن انس قال صلعم " شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، و عن عوف بن مالك قال قال صلعم ... وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا.) তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনুমাজাহ, তিরমিযী, ইবনুমাজাহ , উভয় হাদীছ ছহীহ — আলবানী- মিশকাত (বৈরুত ছাপা) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫৫৮ ।

১০৮. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শারহু আকীদা ওয়াসিত্তিয়াহ সম্পাদনায়, ইসমাঈল আনছারী পৃঃ ১৫০ ।

১০৯. প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৪৯ ইত্যাদি ।

১১০. (من ذا الذي يشفع عنده الا ...) বাকারাহ ২৫৫, আম্বিয়া ২৮, তাহা ১০৯ ।

সুপারিশকারী সাব্যস্ত করার ও কোন উপায় নেই । এই মাধ্যম বেছে নেওয়ার ফলেই ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকগণ দুনিয়াতে একদল মানুষকে রব-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে । ১১১

শাফা'আতের ফলে কারু শাস্তি মওকুফ হয়না । বরং শাফা'আতের দ্বারা দয়া-পরবশ হ'য়ে আল্লাহপাক কারো শাস্তি মওকুফ করে থাকেন । যেমন পানিপ্রার্থনার ফলে বৃষ্টি হয়না বরং দো'আ কবুল হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক রহমত বর্ষণ করে থাকেন ।১১২ সকলে সকল অবস্থায় আল্লাহর রহমতের ভিখারী । তিনি কারো নিকটে বাধ্য নন ।

১১ — আহলেহাদীছগণ 'খত্‌মে নবুওতে' দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন১১৩এবং এই বিশ্বাসকে মুমিন হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত মনে করেন ।

---

১১১. (.. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا) = তাওবাহ ৩১ ।

১১২. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬৭ ,
ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, আল - ইবানাহ পৃঃ ২১১ - ২১২
(يوفيهم اجورهم و يزيدهم من فضله) নিসা ১৭৩ ।

১১৩. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ফাৎহুল বার লি-আকাইদি উলিল আমবার - উর্দু (বেনারাস : মাজিদুল মাত্‌বে প্রেস ১৩০৫ / ১৮৮৭ খৃঃ) পৃঃ ৫৮ - ৫৯ ,

মুহাম্মাদ (ছাঃ) - কে শেষনবী মানতে অস্বীকারকারী কিংবা সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি আহলেহাদীছের আকীদামতে নিঃসন্দেহে কাফির।[১১৪] তাঁকে শেষনবী হিসাবে স্বীকার করার পর তাঁর আনীত শরীয়তকে সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ হিসাবে মানতে অস্বীকারকারী ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়।[১১৫]

মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে বিশ্বাস করার উপরেই নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও অগ্রগতি, নির্ভর করে ইসলামের পূর্ণাংগ দ্বীন হওয়া, নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া এবং কুরআনের সর্বশেষ আসমানী কেতাব হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নবীদের তুলনা একটি পাকা ভবনের ন্যায় — যাতে একটি ইটের জায়গা মাত্র খালি ছিল। আমিই সেই ইট এবং আমার মাধ্যমেই নবীদের সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে।[১১৬]

---

১১৪. খালেদ আল-আরাবী, دعوت توحيد و عقائد اهلحديث -উর্দু (উড়িষ্যা : আনজুমানে দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, জেলা বালেশ্বর পোঃ বুতাত, সাঈদ মনযিল, ১৩৭৭ / ১৯৫৮ খৃঃ) পৃঃ ১১।

১১৫. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া
فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمدٌ بما شرعه الله من واجب و مستحب فليس بمسلم،
১ম খণ্ড পৃঃ ১৯০; হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন
لا يتم الايمان به الا باثبات عموم رسالته فى هذا و هذا اى فى علوم العباد و اعمالهم،
৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭৫।

১১৬. মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা - ৫৭৪৫ باب فضائل سيد المرسلين
৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬০১, ইমাম লালকাঈ, .. شرح اصول اعتقاد اهل السنة ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৭৮৩।

'আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা প্রত্যেকেই নিজেকে 'আল্লাহর নবী' ধারণা করবে। অথচ আমিই শেষনবী। আমার পরে নবী নেই (لا نبی بعدی) ।১১৭

১২— আহলেহাদীছের অন্যতম আকীদা হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং তাঁদের সমালোচনা হ'তে বিরত থাকা।১১৮

---

১১৭. আবুদাউদ — মিশকাত كتاب الفتن হাদীছসংখ্যা - ৫৪০৬, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৪৮৮, মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত باب مناقب علی بن ابی طالب رض হাদীসসংখ্যা - ৬০৭৮, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭১১, মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত كتاب الامارة و القضاء হাদীছ সংখ্যা - ৩৬৭৫, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৮ ... শেষনবী (ছাঃ) - এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইয়ামনে জনৈক আসওয়াদ আনাসী, ইয়ামামাতে মুসায়লামাহ এবং মৃত্যুর পরপরই নাজদে তুলায়হা আসাদী ও ইরাকে সাজা নাম্নী জনৈকা মহিলা নবী হবার দাবী করে। বর্তমানকালে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার বাটালা মহকুমাধীন 'কাদিয়ান' উপশহরের মির্যা গোলাম আহমদ (১৮৩৫ - ১৯০৮ খৃঃ) ১৮৯১ সালে প্রথমে নিজেকে 'মসীহ ঈসা' ও ১৮৯৪ সালে 'মাহদী' এবং ১৯০৮ সালে মৃত্যুর দু'মাস আগে নিজেকে 'রাসূল ও নবী' দাবী করেন।— শেখ আইনুল বারী, 'কাদিয়ানী কাহিনী' (কওমী প্রেস, ১ নং মারকুইস লেন, কলিকাতা-১৬, ১ম সংস্করণ মার্চ-১৯৮৬) পৃঃ ১।

১১৮. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, قطف الثمر فی بیان عقیدة اهل الاثر পৃঃ ১০৩, ইমাম ছাবুনী, عقیدة السلف اصحاب الحدیث পৃঃ ৯৩, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة পৃঃ ১৭৩ - ১৭৬।

ছাহাবায়ে কেরাম হলেন উম্মতের সেরা ব্যক্তিত্ব।[১১৯] আল্লাহ পাক তাঁদেরকে তাঁর হাবীব, সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠতম রাসুলের সাথী হিসাবে নির্বাচন করে ছিলেন। কেয়ামতে তাঁরাই হবেন রাসুলের শাফা'আত লাভের প্রথম হকদার।[১২০]

আহলেহাদীছের আকীদা মতে কোন ছাহাবীকে গালি দেওয়া বা সমালোচনা করা কবীরা গুনাহ। তাঁদের মধ্যে কোন পাপচিন্তা বা দুনিয়াবী উচ্চাভিলাষ ছিলনা। তবে তারা নবীদের ন্যায় মাছুম ছিলেন না। অতএব ইজতিহাদী ভুলের কারণেই তাদের মধ্যে কতকটির সংঘাত হয়েছে। আহলেহাদীছগণ এই ব্যাপারে ছাহাবীদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন ও সকল মুমিনের ব্যাপারে হৃদয়কে খোলাছা রাখাকে ঈমানী কর্তব্য মনে করেন। ছাহেবী ও

---

১১৯. সুরায়ে তাওবাহ ১০০ ও ১১৭ আয়াত এবং হাদীছ —
(عن عمران بن حصين قال قال صلعم خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)
মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত باب مناقب الصحابة হাদীছসংখ্যা - ৬০০১, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬৯৫; و عن عمر قال قال صلعم اكرموا اصحابى فانهم
خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - - - - - -
নাসাঈ, আহমাদ, হাকেম (সনদসমূহ ছহীহ — আলবানী) — মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা - ৬০০৩, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬৯৫।

১২০. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শারহু আকীদা ওয়াসিতিয়াহ পৃঃ ১৭৫, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, কাৎফুছ ছামার পৃঃ ১০৪।

শী'আদের ন্যায় ছাহাবীদের গালি দেন না।[১২১] খারেজীরা ওছমান ও আলীকে কাফের ও অবৈধ খলীফা মনে করে।[১২২] শী'আরা প্রথম তিন খলীফাকে কাফের ও আলীকেই একমাত্র বৈধ খলীফা মনে করে এবং পরবর্তীতে তাঁর পরিবারেই মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব বা ইমামতকে সীমায়িত করে থাকে।[১২৩]

---

১২১. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ***কাৎফুছ ছামার পৃঃ ৯৭, ১০৩, আলোচনা দ্রষ্টব্য : ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ওয়াযীরুল ইয়ামানী (মৃঃ ৮৪০ হিঃ), الروض الباسم فى الذب عن سنة ابى القاسم ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩ - ৫৭।
*** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন —
(عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلعم لا تسبوا اصحابى فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم و لانصيفه —
মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাত باب مناقب الصحابة হাদীছসংখ্যা - ৫৯৯৮, অন্যত্র তিনি বলেন (عن عبد الله بن مغفل قال قال صلعم الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى ***)
তিরমিযী - মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা - ৬০০৫, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬৯৬, ইমাম বাগাভী, شرح السنة ১৪শ খণ্ড পৃঃ ৭০-৭১ (তিরমিযী (হা-৩৮৬১) হাদীছটিকে 'হাসান' এবং ইবনুহিব্বান (হা- ২২৮৪) 'ছহীহ' বলেছেন। — শারহুস সুন্নাহ ঐ টীকা পৃঃ ৭১)।

১২২. শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৫, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ** কাৎফুছ ছামার পৃঃ ৬৩ টীকা সংখ্যা - ১০১।

১২৩. শহরস্তানী, আল - মিলাল ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, *** কাৎফুছ ছামার পৃঃ ৬৩ টীকাসংখ্যা - ১০১।

১৩ — আহলেহাদীছগণ এ আকীদা পোষণ করেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলীফা হ'লেন উম্মতের চারজন সেরা ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবুবকর (রাঃ) অতঃপর ওমর বিনুল খাত্তাব (রাঃ) অতঃপর ওছমান গণী (রাঃ) অতঃপর আলী (রাঃ)।[১২৪] রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ত্রিশ বৎসর যাবত এঁদের হাতে খিলাফতে রাশিদাহ পরিচালিত হয়েছিল।[১২৫]

---

১২৪. ইমাম ছাবুনী, عقيدة السلف اصحاب الحديث পৃঃ ৮৬, আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, কিতাবুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৭৩ - ৫৭৪, ইবনুতায়মিয়াহ, শারহু আকীদা ওয়াসিত্তিয়াহ পৃঃ ১৭০।

১২৫. ইমাম বায়হাকী, الاعتقاد على مذهب السلف পৃঃ ১৬৭, ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ৮৬ - ৮৭, আবদুল্লাহ বিন আহমদ, كتاب السنة ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৭৩ ইত্যাদি

(عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلعم مرفوعا قال قال رسول الله صلعم الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم قال سفينة امسك خلافة ابى بكر سنتين و عمر عشرا و عثمان ثنتى عشرة و على ستا و بعد انقضاء ايامهم عاد الامر الى الملك العضوض على ما اخبر عنه الرسول صلى الله عليه و سلم رواه النسائى و ابو داود والترمذى و احمد والبيهقى والحاكم و البغوى فى شرح السنة (١٤ج ص٧٤) و ابن احمد فى كتاب السنة - (السلسلة الصحيحة للالبانى رقم ٤٥٩)

১৪— আহলেহাদীছগণ এ আক্বীদা পোষণ করেন যে, আল্লাহর নবী (ছাঃ) যে দশজন ছাহাবীকে তাঁদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, তাঁরা জান্নাতবাসী হবেন।[১২৬] এতদ্ব্যতীত ছাহাবী ছাবিত বিন কায়েস, উকাশা বিন মুহসিন ও আবদুল্লাহ

---

১২৬. ইমাম ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ পৃঃ ৮৩, ইমাম বায়হাক্বী, আল-ইতিক্বাদ পৃঃ ১৬৬ - ১৬৭। তিরমিযী, ইবনুমাজাহ — মিশকাত باب مناقب العشرة হাদীছসংখ্যা - ৬১০৯, সনদ ছহীহ — আলবানী 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ' দশজন ছাহাবী হলেন —

১— আবূ বকর : আবদুল্লাহ বিন ওছমান (মৃঃ ১৩ হিঃ বয়স ৬৩ বৎসর)
২— ওমর বিনুল খাত্তাব (মৃঃ ২৩ হিঃ বয়স ৬০)
৩— ওছমান বিন আফফান (মৃঃ ৩৫ হিঃ বয়স অন্যূন ৮৩)
৪— আলী ইবনে আবী তালেব (মৃঃ ৪০ হিঃ বয়স ৬০)
৫— আবূ ওবায়দাহ আমের বিন আবদুল্লাহ বিনুল জাররাহ (মৃঃ ১৮ হিঃ বয়স ৫৮)
৬— আবদুর রহমান বিন আওফ (মৃঃ ৩২ হিঃ বয়স ৭৫)
৭— তাল্হা বিন ওবায়দুল্লাহ (মৃঃ ৩৬ হিঃ বয়স ৬২)
৮— যোবায়ের বিনুল 'আওয়াম (মৃঃ ৩৬ হিঃ বয়স ৭৫)
৯— সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর (মৃঃ ৫১ হিঃ বয়স ৭১)
১০— সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাছ (মৃঃ ৫৫ হিঃ বয়স ৮২)

রাযিয়াল্লাহু আনহুম। — নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ৯৮, টীকাসংখ্যা - ২০৭।

বিন সালাম সম্পর্কেও আল্লাহর নবী (ছাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।[১২৭] এছাড়াও ৩১৩ জন বদরী ছাহাবী এবং হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে 'বায়'আতুর রিয্ওয়ানে' উপস্থিত ১৪০০ শত ছাহাবীর সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জাহান্নাম হ'তে মুক্ত।[১২৮]

১৫ — আহলেহাদীছের অন্যতম আক্বীদা হ'ল রাসূল-পরিবারকে মহব্বত করা ও তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা।[১২৯]

---

১২৭. মুসলিম - মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা - ৬২০২, মুত্তাফাক আলাইহ - মিশকাত, হাদীছসংখ্যা - ৫২৯৬, মুত্তাফাক আলাইহ - মিশকাত, হাদীছসংখ্যা - ৬২০০, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭৫০, ১৪৫৭, ১৭৪৯।

১২৮. মুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী, মুসলিম, মুত্তাফাক আলাইহ - মিশকাত, باب جامع المناقب হাদীছসংখ্যা - ৬২১৬ - ২০, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭৫৩-৫৪, বদরী ছাহাবার সংখ্যা ইবনে হিশামের বর্ণনায় এসেছে ৩১৪, বায়হাক্বীর বর্ণনায় এসেছে ৩১৩, ১৪ ও ১৫। — আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক বিন হিশাম বিন আইউব বাছারী মিসরী (মৃঃ ২১৮ হিঃ), سيرة ابن هشام পরিমার্জন: আবদুস সালাম হারুন, ১০ম সংস্করণ (কুয়েত: দারুল বুহুছিল ইলমিয়াহ ১৪০৫ / ১৯৮৪) পৃঃ ১৫৩, ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪ - ৪৫৮ হিঃ), دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشريعة সম্পাদনা: ডঃ আবদুল মু'তী কাল'আজী, ১ম সংস্করণ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০৫/ ১৯৮৫) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৬-৪০, এতদ্ব্যতীত সূরায়ে মারিয়াম ৭১-৭২ ও সূরায়ে ক্বাহ্ফ-১৮ আয়াত।

১২৯. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ক্বাৎফুছ ছামার পৃঃ ১০১ ইত্যাদি। এখানে রাসূল-পরিবার বলতে ইমাম তাহাবী (২৩৭-৩২১ হিঃ) বলেন 'উক্ত পরিবারের যাঁরা কেতাব ও সুন্নাতের কঠোর অনুসারী তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে।' — ঐ টীকা সংখ্যা - ২১৫।

রাসুল পরিবার বলতে চাচা আবু তালিবের তিন ছেলে আলী, জা'ফর ও আকীল এবং চাচা আব্বাস (মৃঃ ৩৩ হিঃ) - এর পরিবারবর্গকে বুঝায় যাঁরা বনু হাশিমের অনুর্ভুক্ত এবং য'দের জন্য ছাদ্‌কা খাওয়া হারাম। এ'দের সঙ্গে বনু আবদুল মুত্তালিবের অনেকে যুক্ত আছেন। এরা জাহেলী ও ইসলামী উভয়যুগেই নবীর নিরাপত্তার জন্য জানমাল নিয়ে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরাই প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম্ম কূয়া'র নিকটে একদিন সকল ছাহাবীকে জমা করে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁ'র পরিবারের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য উম্মতকে বিশেষ তাকিদ দিয়ে গেছেন।[১৩০]

রাসুল - পরিবার বলতে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সম্মানিতা স্ত্রীগণকেও বুঝানো হয়।[১৩১] উম্মাহাতুল মুমেনীন বা উম্মতে মুসলিমার মাতা হিসাবে তাঁ'রা চিরকাল বিশেষ

---

১৩০. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শারহু আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ পৃঃ ১৭১ - ৭২, মুসলিম - মিশকাত باب مناقب اهل بيت النبيؐ হাদীছ সংখ্যা ৬১৩১, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭৩২।

১৩১ উম্মাহাতুল মুমেনীনের সংখ্যা ১১ জন। তন্মধ্যে মা খাদীজা ও যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) রাসুলের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। তালাকপ্রাপ্তা বাঁদী মারিয়া ক্বিব্‌তিয়ার গর্ভের সন্তান ইবরাহীম (রাঃ) ব্যতীত রাসুলের বাকী দুই ছেলে কাসেম ও আবদুল্লাহ (লকব তাইয়্যিব ও তাহির) এবং চার মেয়ে যায়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলছুম ও ফাতিমা — সকলেই ছিলেন মা খাদীজার গর্ভজাত। ইমাম বায়হাক্বী, دلائل النبوة ৭ম খণ্ড পৃঃ ২৮৯, কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মানছুরপুরী, رحمة للعالمين (দিল্লীঃ ইত্তিকাদ পাবলিশিং হাউস নং ১৪৯১, সুঁইওয়ালা, ১ম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৮০) ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৫ - ১১৩।

মর্যাদার অধিকারিণী।১৩২জান্নাতে ও তাঁরা রাসুলের (ছাঃ) স্ত্রী হয়ে থাকবেন।

একনজরে উম্মাহাতুল মুমিনীন

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	বিয়ের বছর	তাঁর বয়স	নবীর বয়স	তাঁর মৃত্যু সন	নবীর সান্নিধ্য কাল	মৃত্যু কালে তাঁর বয়স	মন্তব্য
১	খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ	-	৪০	২৫	১০ম নবুওয়ী সন	প্রায় ২৫ বছর	৬৫	ইনি জীবিত থাকা পর্যন্ত নবী (ছাঃ) অন্য বিবাহ করেন-নি। দুই স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ২য় স্বামীর তিন-ছেলে সহ নবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পূর্ব স্বামীর উক্ত তিন ছেলে নবীছাহাবী ছিলেন।
২	সাওদা বিনতে যাম'আহ	১০ম নবুওয়ী সন	৫০	৫০	১৯ হিঃ	১৪ বছর	৭২	
৩	আয়েশা বিনতে আবুবকর	১০ম নবুওয়ী সন	৬					
		বাসর ১ম হিঃ	৯	৫৩	৫৭ হিঃ	৯ বছর	৬৩	ইনিই একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। বাকী সকলেই ছিলেন বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা।
৪	হাফছাহ বিনতে ওমর	৩ হিঃ	২২	৫৫	৪১ হিঃ	৮ বছর	৫৯	
৫	যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ	৩ হিঃ	৩০	৫৫	৩ হিঃ	৩ মাস	৩০	
৬	উম্মে সালমাহ বিনতে আবী উমাইয়্যাহ	৪ হিঃ	২৬	৫৬	৬০ হিঃ	৭ বছর	৮০	
৭	যায়নাব বিনতে জাহশ (ফুফাতো বোন ও পালিতপুত্রের তালাকদেওয়া স্ত্রী)	৫ হিঃ	৩৬	৫৭	২০ হিঃ	৬ বছর	৫১	
৮	জুওয়াইরাহ বিনতে হারিছ	৫ হিঃ	২০	৫৭	৫৬ হিঃ	৬ বছর	৭১	
৯	উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (আমীর মু'আবিয়ার বিমাতা বোন)	৬ হিঃ	৩৬	৫৮	৪৪ হিঃ	৬ বছর	৭২	

এঁদের মধ্যে মা খাদীজা ও মা আয়েশা হ'লেন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারিনী।১৩৩

১০	ছাফিইয়্যাহ বিনতে হুয়াই বিন আখতাব (খায়বরের ইহুদী বনী নযীর গোত্রের সর্দারকন্যা ও হযরত হারুণ (আঃ) এর বংশধর)	৭ হিঃ	১৭	৫৯	৫০ হিঃ	পৌনে চার বছর	৬০
১১	মায়মুনা বিনতুল হারিছ	৭ হিঃ	৩৬	৫৯	৫১ হিঃ	সোয়া তিন বছর	৮০

এঁদের মধ্যে প্রথম চারজন এবং ৬ ও ৯ নং স্ত্রী কুরাইশী ছিলেন। ৫, ৭, ৮ ও ১১ স্ত্রী ছিলেন অন্যান্য আরব গোত্রের এবং ১০ নং স্ত্রী ছিলেন অনারব ইহুদী গোত্রের। সুলায়মান মানছুরপুরী, রাহমাতুল লিল আলামিন২য় খণ্ড পৃঃ ১৮২, ইবনে হিশাম সীরাত পৃঃ ৩৩৪ - ৩৫, ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওত ৭ম খণ্ড পৃঃ ২১৯, বায়হাকী আরও কিছু ভিন্ন বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

১৩২. আহযাব - ৬। ازواجه امهاتهم / (النبي اولى بالمومنين من انفسهم و)

১৩৩. ইবনু তায়মিয়্যাহ, শারহু আকীদা ওয়াসিত্বিয়্যাহ পৃঃ ১৭২।

আহলে বায়তের প্রতি মর্যাদার ব্যাপারে আহলেহাদীছগণ খারেজী ও শী'আদের বাড়াবাড়ি হ'তে মুক্ত। ১৩৪

১৬ — আহলেহাদীছগণ 'কারামাতে আউলিয়ায়' বিশ্বাস পোষণ করেন।১৩৫

তাঁদের মতে এটা আল্লাহর পক্ষ হ'তে তাঁর কোন নেক বান্দার প্রতি কারামত বা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে এই মর্যাদা প্রদর্শন করবেন এটা একমাত্র তিনিই জানেন। এতে বান্দার কোন নিজস্ব গৌরব নেই।

পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে 'আছহাবে কাহাফ'-এর মহানিদ্রা ও পুনর্জাগরণের ঘটনা, মসজিদের মেহরাবের মধ্যে বিবি মরিয়ামের জন্য জান্নাত হ'তে খাদ্য প্রেরণ, তাঁকে স্বামী ছাড়াই সন্তান প্রদান, মাতৃক্রোড়ে শিশু ঈসা (আঃ)-এর বাক্যালাপ প্রভৃতি কারামাতের প্রমাণ বহন করে।

---

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান, কাৎফুছ ছামার পৃঃ ১০৩।

১৩৫. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫, ইবনু তায়মিয়াহ, শারহু আক্বীদা ওয়াসিত্বিয়াহ পৃঃ ১৭৬ - ১৭৮, ইমাম বায়হাক্বী, আল - ইতিক্বাদ পৃঃ ১৫৩ - ৫৯, চার খলীফার কারামত দ্রষ্টব্যঃ আবদুল ওয়াহ্হাব বিন তাক্বিউদ্দীন সাবকী (الشافعية الكبرى طبقات), সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আফেন্দী হুসাইনিয়্যা প্রেস থেকে ১৩২৪/১৯০৬ সালের মুদ্রণ হ'তে পুনরায় অফসেট মুদ্রণ — বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ সাল বিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৪ - ৬৯।

আমাদের নবী (ছাঃ) - এর জীবদ্দশায় আবু বকর (রাঃ), আছিম বিন ছাবিত, যুবাইর প্রমুখ ছাহাবার কারামত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবার কারামত প্রমাণিত হয়েছে। ... ছাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের পরেও কেয়ামত পর্যন্ত কারামতে আউলিয়া জারি থাকবে।[১৩৬] আহলেহাদীছের আকীদামতে কারামতের কারণে কেউ উম্মতের 'বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত' ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্যকারী, প্রয়োজন পূরণকারী বা ইল্মে গায়েবের অধিকারী হ'তে পারেন না। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁর প্রতি তাযীমী সিজ্দা করা, নযর-নেয়ায পেশ করা, মৃত্যুর পরে তাঁর অসীলায় প্রার্থনা নিবেদন করা স্পষ্ট শিরক হবে।[১৩৭]

মু'তাযিলা ও কিছু কিছু আশ'আরী কারামাতে আউলিয়াকে অস্বীকার করে থাকেন।[১৩৮]

১৭ — যা স্বপ্নঘোর (اضغاث احلام) নয় মুমিনের সেই সকল নেক স্বপ্নে (الرؤيا الصالحة) আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।[১৩৯] নবীদের স্বপ্ন 'অহি' ছিল।[১৪০] বর্তমানে নবুওত নেই কিন্তু সুসংবাদ বা সত্যস্বপ্ন বাকী আছে। নেক

---

১৩৬. প্রাগুক্ত, টীকা।

১৩৭. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, কাৎফুছ ছামার পৃঃ ১০৫, ১১৫-১৭।

১৩৮. ইবনু তায়মিয়াহ, শারহু আকীদা ওয়াসিত্বিয়াহ পৃঃ ১৭৯।

১৩৯. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিঈন পৃঃ ৩২৩, ঐ আল-ইবানাহ পৃঃ ৬২, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, কাৎফুছ ছামার পৃঃ ১১৯, সূরায়ে ইউসুফ ৪৪।

১৪০. সূরায়ে শূরা ৫১, ছাফ্ফাত ১০২, ইউসুফ ৪, ১০০, উক্ত মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ), ওবায়েদ বিন উমায়ের প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈ হতে ছহীহ সনদে আছার বর্ণিত হয়েছে। — নওয়াব ছিদ্দীক হাসান, কাৎফুছ ছামার পৃঃ ১১৯, টীকা সংখ্যা -২৪৪।

স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং স্বপ্নঘোর বা দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয় ।৪১ আহলেহাদীছের আকীদামতে কারামাতে আউলিয়ার ন্যায় সত্যস্বপ্ন ও শরীয়তের কোন দলীল নয় ।১৪২

১৮— আহলেহাদীছের আকীদামতে ভাল-মন্দ সকল ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয ।১৪৩

আল্লাহ বলেন— 'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর ।[১৪৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন— 'ভাল-মন্দ প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে তোমাদের জন্য ছালাত আদায় করা ওয়াজিব যদি তিনি কবীরা গোনাহগারও হন ।১৪৫ বিদ্রোহী ফাসেকদল কর্তৃক মদীনা অবরোধের সময়

---

১৪১. বুখারী, মুত্তাফাক আলাইহ— মিশকাত كتاب الرؤيا হাদীছ সংখ্যা ৪৬০৬, ৪৬১২ ইত্যাদি । ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৯৭ ।

১৪২. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, কাৎফুছ ছামার পৃঃ ১০৫ - ১০৭ ।

১৪৩. ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ৯২, আবুল হাসান আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিঈন حكاية جملة قول اصحاب الحديث..) অধ্যায়) পৃঃ ৩২৩ ।

১৪৪. বাক্বারাহ - ৪৩ ।

১৪৫. (عن ابى هريرة قال قال صلعم ... والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر رواه ابوداود - رجاله ثقات لكن العلاء بن الحارث كان اختلط و مكحول لم يلق ابا هريرة كما قال الدارقطنى، ثقله الالبانى)
আবুদাউদ - মিশকাত, باب الامامة হাদীছ সংখ্যা ১১২৫, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫১ ।

তাদের পিছনে ছালাত আদায়ে অনিচ্ছুক মুমিনদেরকে নিয়মিত জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে খলীফা ওছমান গনী (রাঃ) বলেছিলেন — 'মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে ছালাতই সর্বোত্তম । অতএব যখন কেউ এই উত্তম কাজটি করে , তখন তোমরা তাদের অনুগামী হও এবং তাদের মন্দ কার্যসমূহ হ'তে বিরত থাক ।[১৪৬] উমাইয়া সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক মক্কা নগরী অবরোধকালে ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কখনও হাজ্জাজের সৈন্যদের পিছনে কখনও আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর সৈন্যদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন ।১৪৭

১৯ — আহলেহাদীছের আক্বীদা হ'ল ভাল-মন্দ সবধরণের মুসলিম আমীরের আনুগত্য করা । ১৪৮

অবশ্য শরীয়ত বিরোধী কোন হুকুম মানতে মুসলিম প্রজাসাধারণ বাধ্য নহেন । ১৪৯

---

১৪৬. বুখারী الفتن و الامامة باب (মীরাট । হাশেমী প্রেস ১৩২৮/১৯১০ খৃঃ) ১ম খণ্ড , পৃঃ ৯৬ ।

১৪৭. ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বাহ কুফী (মৃঃ ২৩৫ হিঃ), الكتاب المصنف في الاحاديث و الاثار তাহকীক ঃ আবদুল খালেক আফগানী, كتاب الصلوة (باب) في الصلوة خلف الامراء (বোম্বাই - ভারত ঃ দার সালাফিইয়াহ , মোমেনপুরা , হামেদ বিল্ডিং , বোম্বে ৪০০০১১ , ২য় সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৭৮ ।

১৪৮. ইমাম ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ পৃঃ ৯২ - ৯৩ , ইমাম আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরী, الابانة عن اصول الديانة পৃঃ ৬১ ।

১৪৯. মুত্তাফাক আলাইহ , শারহুস সুন্নাহ (সনদ ছহীহ — আলবানী) - মিশকাত , كتاب الامارة و القضاء হাদীছ সংখ্যা - ৩৬৬৫ , ৩৬৯৬ , ২য় খণ্ড , পৃঃ ১০৮৬ , ১০৯২ ।

শাসক অপসন্দনীয় হলে ছবর করতে হবে।[১৫০] তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দু'আ করতে হবে।[১৫১] ইছলাহের উদ্দেশ্যে তার সম্মুখে হক কথা বলতে হবে।[১৫২] সংশোধনের অযোগ্য বিবেচিত হ'লে কোন কোন আহলেহাদীছ বিদ্বানের মতে তাকে পদচ্যুত করতে হবে।[১৫৩] শত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হ'লে ভাল-মন্দ সব আমীরের অধীনে

---

১৫০. (من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر) মুত্তাফাক আলাইহ, (قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة وفى رواية افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا — رواهما مسلم) মুসলিম, (انكم سترون بعدى اثرة ... ادوا اليهم حقهم و / سلوا الله حقكم) মুত্তাফাক আলাইহ, (فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما / حملتم) মুসলিম, (اعطوا حقهم — মুত্তাফাক আলাইহ মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা - ৩৬৬৮, ৩৬৭০ - ৭১, ৩৬৭২, ৩৬৭৩, ৩৬৭৫, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৬ - ৮৮।

১৫১. ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ৯২ - ৯৩, আবুল হাসান আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়ীন পৃঃ ৩২৩।

১৫২. মুত্তাফাক আলাইহ, আহমাদ ও সুনানে আরবা'আহ (হাদীছ ছহীহ-আলবানী) — মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা — ৩৬৬৬, ৩৭০৫।

১৫৩. ফাসেক শাসককে পদচ্যুত করতে হবে বলে ইমাম শাফেঈ (১৫০ - ২০৪ হিঃ) মত প্রকাশ করেছেন। তবে এর বিপক্ষ মতই অধিক শক্তিশালী (ও দলীল-ভিত্তিক) বলে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮ - ১৩০৭ / ১৮৩২ - ১৮৯০ খৃঃ) মন্তব্য করেছেন। — ছিদ্দীক হাসান খান, فتح الباب لعقائد اولى الالباب (উর্দু) পৃঃ ৯৯।

জেহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে।[১৫৪] প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা চলবেনা।[১৫৫] কোন নারীকে মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্বে বসানো যাবে না।[১৫৬]

---

১৫৪. ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ১২, আবু দাউদ — মিশকাত, كتاب الصلوة باب الامامة হাদীছ সংখ্যা - ১১২৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১।

১৫৫. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিঈন পৃঃ ৩২৩, আল - ইবানাহ পৃঃ ৬১, ইমাম ছাবুনী, আকীদাতুস সালাফ পৃঃ ১৩, মুত্তাফাক আলাইহ (لاننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا), মুসলিম — মিশকাত, হাদীছ সংখ্যা — ৩৬৬৬, ৩৬৭১, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৬, ১০৮৭।

১৫৬. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, فتح الباب لعقائد اولى الالباب (উর্দু) পৃঃ ১০১, সুরায়ে নিসা ৩৪, বুখারী — মিশকাত كتاب الامارة و القضاء হাদীছ সংখ্যা - ৩৬৯৩, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৯১।

অধ্যায় - ৫ : মূলনীতি

১. কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা ।

২. তাকলীদে শাখছীর অপনোদন ।

৩. ইজতিহাদের দুয়ার উন্মুক্তকরণ ।

৪. সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ ।

৫. মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ ।[১]

মূলনীতি আকারে এখানে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হ'লেও শেষের চারটি মূলতঃ প্রথম দফা মূলনীতিরই ব্যাখ্যা বলা চলে ।

১ম দফা মূলনীতি : কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা ।

আল্লাহ বলেন— 'তোমাদের নিকটে রাসুল যা নিয়ে আসেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক ।'[২] ... 'যখন আল্লাহ বা তাঁর রাসুল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর জন্য সেখানে তাদের নিজস্ব কোন ফায়ছালা পেশ করার অধিকার নেই । যে ব্যক্তি আল্লাহ বা তার রাসুলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হ'ল ।'[৩] ...'তিনি নিজের খেয়াল-খুশীমত বলেন না, বরং যা বলেন তা অহি ব্যতীত কিছু নয় ।'[৪] ... 'নিশ্চয়ই কুরআন এক মর্যাদাশীল

---

১. পরিচিতি-ক লিফলেট । প্রচারে : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কেন্দ্রীয় কমিটি (প্রতিষ্ঠাকাল : ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং), কেন্দ্রীয় কার্যালয় : মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা), রাণীবাজার পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী ।

২. (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ...) হাশর ৭ ।

৩. (وما كان لمومن ولامومنة اذا قضى الله و رسوله امرا) আহযাব ৩৬ ।

৪. (وماينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) নাজ্ম ৩-৪ ।

গ্রন্থ। সম্মুখ বা পশ্চাত কোন দিক দিয়েই এতে বাতিল কিছুরই প্রবেশাধিকার নেই। এটি মহাজ্ঞানী ও চিরপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ।'[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন - 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন ও তারই মত আরেকটি বস্তু (সুন্নাহ্) প্রাপ্ত হয়েছি।'[৬] ... বিদায় হজের ভাষণে তিনি মুসলিম উম্মাহকে অছিয়ত করে যান এই মর্মে যে, 'আমি তোমাদের নিকটে দুটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে মজবুতভাবে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, সে দু'টি বস্তু হ'ল ... আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত।'[৭]

---

৫. (وانه لكتاب عزيز - لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد - হামীম সাজদাহ ৪১ - ৪২।

৬. (وعن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله صلعم الا انى اوتيت القران و مثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه و ان ما حرم رسول الله صلعم كما حرم الله الخ - رواه ابوداود و ابن ماجة (الدارمى) আবুদাউদ, মিশকাত, باب الاعتصام بالكتاب ... সনদ ছহীহ, তাহকীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত: আল্‌মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৭।

৭. (عن مالك بن انس مرسلا قال قال رسول الله صلعم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسوله رواه فى الموطا - قال الالبانى هذا حديث معضل لكن له شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن اخرجه الحاكم و رواه البيهقى فى السنن الكبرى عن ابن عباس و قال هذا كان فى خطبة حجة الوداع - ج ١٠ ص ١١٤ - প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৬, বায়হাকী, সুনানুল কুবরা ১০ম খণ্ড পৃঃ ১১৪।

'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি আমার থেকে হক ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না।'[৮]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছগুলি দ্বারা কুরআন ও হাদীছের শাশ্বত সত্য হওয়া এবং মুসলিম জীবনে এ দুইয়ের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। একণে প্রথম দফা মূলনীতির সপক্ষে বিদ্বানগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হ'ল। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ ইমাম আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, ইসলাম প্রত্যেক মুমিনের জন্য একথা অপরিহার্য্য করে দিয়েছে যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করা হবে না (পৃঃ ৫০)। ... 'ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে দু'টি আয়াত বা দু'টি ছহীহ হাদীছ কিংবা একটি ছহীহ হাদীছ ও একটি আয়াত, যদি পরস্পর বিরোধী মনে হয়, তাহ'লে দু'টির উপরেই আমল করা ওয়াজিব হবে (পৃঃ ৫১)। ... 'সংক্ষিপ্ত হাদীছের বদলে বিস্তারিত হাদীছ গৃহীত হবে। দ্বীনের কোনকিছুই অস্পষ্ট নেই, আল্লাহ সবকিছুই বর্ণনা করেদিয়েছেন। ... 'মওকূফ বা মুরসাল হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হবেনা।' ... 'ছহীহ প্রমাণিত খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীছসমূহ অবশ্যই দলীল হিসাবে গৃহীত হবে (পৃঃ ৫২)। ... 'বিনা দলীলে কোন আয়াত বা হাদীছকে মান্সূখ অথবা নির্দিষ্ট গণ্য করা যাবে না, কিংবা প্রকাশ্য অর্থ হ'তে গৌণ কিংবা রূপক অর্থে তাবীল করা যাবে না বা এই নির্দেশটি ওয়াজিব পর্যায়ের নয় একথাও বলা যাবেনা (পৃঃ ৫৩)।' ... কুরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করা ওয়াজিব (পৃঃ ৫৫-৫৬)।' ... 'কোন বিষয়ে ইখতিলাফ দেখা দিলে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে - কারু

---

৮. عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شئى اسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم و اريد حفظه فنهتنى قريش و قالوا اتكتب كل شئى تسمعه من رسول الله صلعم ورسول الله صلعم بشر يتكلم فى الرضا و الغضب قال فامسكت فذكرت لرسول الله صلعم فقال والذى نفسى بيده ما خرج منه الا حق و اشار بيده الى فيه رواه الحاكم وقال صحيح على شرط المسلم قال الذهبى ان كان الوليد هو ابن ابى الوليد الشامى - وذكر الذهبى.. قال نعم فانى لا اقول الا حقا، سير اعلام ٣/ ٨٨

হাকেম (৩২১-৪০৫), আল-মুস্তাদরাক (তালখীছসহ) বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, তাঃ বিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৫-১০৬, যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮), সিয়ার (বৈরূতঃ আল-মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২/১৯৮২) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৮৮।

রায় বা কেয়াসের দিকে নয় কিংবা বিশেষ কিছু লোক সমষ্টির দিকে নয়।" ....'কোন স্থানে হাদীছপন্থী ও রায়পন্থী দুজন আলেম থাকলে হাদীছপন্থী আলেমের নিকটে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হবে — রায়পন্থী আলেমের নিকটে নয় (পৃঃ ৬৭ - ৬৮)।'[৯]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪ - ১১৭৬ / ১৭০৩ - ১৭৬২ খৃঃ) বলেন, — 'আহলেহাদীছদের নিকটে কোন সমস্যার সমাধান কুরআনে স্পষ্ট পাওয়া গেলে অন্যত্র তা সন্ধান করা বৈধ নয়। কুরআনের হুকুম দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট হ'লে হাদীছ তার ফায়ছালাকারী হবে। যখন কুরআনে কোন হুকুম না পাওয়া যাবে, তখন হাদীছ থেকে গ্রহণ করতে হবে সে হাদীছ বিদ্বানগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত থাকুক বা না থাকুক ... 'কেউ তার উপরে আমল করুক বা না করুক। অতঃপর কোন মাসআলায় হাদীছ পাওয়া গেলে তার বিপরীতে কোন ছাহাবীর কথা বা মুজতাহিদের ইজতিহাদ গ্রহণীয় হবেনা। সার্বিক প্রচেষ্টার পরও যখন কোন সমস্যার সমাধানে হাদীছ না পাওয়া যাবে, তখন কওম ও এলাকা নির্বিশেষে ছাহাবা ও তাবেঈদের কোন একটি জামা'আতের ফৎওয়া গ্রহণ করা হবে। যদি খোলাফায়ে রাশেদীন ও ফকীহগণ কোন বিষয়ে একমত হন তবে সেটাই হবে যথেষ্ট। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে ইখতিলাফ থাকে, তাহলে আহলেহাদীছগণ ঐ বিদ্বানের বক্তব্য (আছার) গ্রহণ করে থাকেন, যিনি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বিদ্বান, সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ও সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ও সর্বাপেক্ষা স্মৃতিধর। অথবা যে কথাটি তাদের থেকে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, সেটিকে গ্রহণ করেন। যদি কোন ব্যাপারে ছাহাবা ও তাবেঈদের থেকে দ্বিবিধ উক্তি (আছার) পাওয়া যায়, তবে

---

৯. আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে হযম (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ), আল মুহাল্লা তাহকীক : কাযী আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (দামেস্ক : ইদারাতু তাবা-'আতিল মুনীরিয়াহ ১ম সংস্করণ, ১৩৪৭/১৯২৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০ - ৬৮।

সেখানে দ্বিবিধ হুকুম পালনীয় হবে। অতঃপর যখন কোন বিষয়ে (হাদীছ বা ছাহাবাদের আছার) কিছুই না পাওয়া যায়, তখন আহলেহাদীছগণ কেতাব ও সুন্নাতের সাধারণ নির্দেশ, ইশারা ও উদ্দেশ্য সমূহ অনুধাবন করেন এবং উদ্ভূত সমস্যাটির কোন বিগত নযীর তালাশ করতে থাকেন - যা আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রায় অভিন্ন বিবেচিত হয়। এব্যাপারে আহলেহাদীছগণ উছুলের কোন বাঁধাধরা নিয়মের অনুসরণ করেন না। বরং যা তাঁদের নিরপেক্ষজ্ঞান সঠিক মনে করে ও হৃদয় শীতল করে, তার উপরেই নির্ভর করেন, যেমন মুতাওয়াতির হাদীছের জন্য রাবীদের অবস্থা ও সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই বরং যা লোকেদের অন্তরে পরম্পরাগতভাবে একীন সৃষ্টি করে থাকে (তার উপরেই ভিত্তি করা হয়ে থাকে)।'[১০]

আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য গৃহীত উপরোক্ত ১ম দফা মূলনীতির সপক্ষে খুলাফায়েরাশেদীন এবং ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত কতগুলি দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। যেমন —

১ম খলীফা আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগে (১১-১৩ হিঃ/৬৩২-৩৪ খৃঃ জীবনকাল : ৬৩ বছর)

কাবীছাহ বিন যুওয়াইব (রাঃ) বলেন যে, একদা জনৈকা দাদী বা নানী তার পোতা বা নাতির সম্পত্তিতে তার অংশ কত জানার জন্য আবুবকর ছিদ্দীক - এর

১০। শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ 'আহলুল হাদীছ ও আহ্লুর রায়- এর পার্থক্য' অধ্যায় (কায়রো ছাপা, ১৩৫৫ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, ঐ আল-ইনছাফ (বৈরুত : দারুন নাফাইস, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৭ / ১৯৭৭) পৃঃ ৫০।

দরবারে এলেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁকে বললেন 'আল্লাহর কেতাবে তোমার জন্য কিছুই দেখছিনা, রাসূলের (ছাঃ) কাছ থেকেও এসম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তুমি এখন ফিরে যাও, আমি লোকেদের নিকট জিজ্ঞেস করে দেখি। অতঃপর সকলকে জিজ্ঞেস করা হলে ছাহাবী মুগীরাহ বিন শু'বা (মৃঃ ৫০ হিঃ বয়স ৭০) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসব ক্ষেত্রে $\frac{১}{৬}$ অংশ দিয়েছেন। আবু বকর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার সাথে (সাক্ষী হিসাবে) আর কেউ আছেন কি? তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (মৃঃ ৪৩ হিঃ) দাঁড়িয়ে মুগীরাহর ন্যায় বললেন এবং আবু বকর (রাঃ) উক্ত হাদীছ অনুযায়ী রায় প্রদান করলেন।'[১১]

(খ) আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দেননি। কন্যা ফাতিমা ও চাচা আব্বাস (রাঃ) খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফাদাক-এর খেজুর বাগান ও খায়বারের সম্পত্তির অংশ দাবী করলেন। তখন খলীফা তাঁদেরকে নিম্নোক্ত হাদীছ শুনিয়ে নিবৃত্ত করেন— سمعت رسول الله صلعم يقول لا نورث ما تركنا صدقة الحديث رواه البخاري

"আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে আমাদের (সম্পত্তির) কেউ উত্তরাধিকারী হয়না। আমরা যা রেখে যাই সবই ছাদকাহ' অর্থাৎ সর্বসাধারণের। প্রকাশ থাকে যে,

---

১১. (باب ميراث الجدة) عن قبيصة بن ذويب قال جاءت الجدة (في رواية ام الام او ام الاب) الى ابى بكر فسأله ميراثها قال لها مالك في كتاب الله شئ. مالك في سنة رسول الله صلعم شئ فارجعى حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلعم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه لها ابوبكر الخ

জামি' তিরমিযী (দিল্লী মুজতাবায়ী প্রেস, ১৩০৮/১৮৯০ খৃঃ), ২য় খণ্ড পৃঃ ৩১ মিশকাত (বৈরুত ছাপা) 'ফারাইয' অধ্যায়, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯২১। হাকেম তালখীছ সহ (বৈরুত ছাপা) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৩৮।

নবী পরিবারের জন্য সর্বপ্রকার ছাদকা খাওয়া হারাম। তাই আবু বকর (রাঃ) বললেন 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ পরিবার এই মাল খেতে পারেনা।'[১২] একই মর্মের হাদীছ ওমর ও আয়েশা (রাঃ) হ'তেও বর্ণিত হয়েছে।[১৩] ওমরের খেলাফত-কালে (১৩-২৩ হিঃ) তিনি আলী ও আব্বাস (রাঃ)-কে পৃথক পৃথকভাবে উক্ত হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরাও এ বিষয়ে জানেন বলে বলেন (قد قال صلعم)।[১৪] সেকারণ ওছমান ও আলী খলীফা থাকাকালেও তাঁরা কখনো তাঁদের শ্বশুরের সম্পত্তির অংশ দাবী বা ভোগ করেননি। অতএব এব্যাপারে শায়খায়নের বিরুদ্ধে শী'আদের অভিযোগ নিছক কল্পনাপ্রসূত বৈ কিছুই নয়। এই ঘটনা দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের বহু সাধারণ হুকুম হাদীছ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। যেমন এখানে ইসলামের সাধারণ উত্তরাধিকার আইনকে নবী পরিবারের ক্ষেত্রে হাদীছের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২য় খলীফা ওমর ফারূক-এর যুগে (১৩-২৩ / ৬৩৪-৪৪ খৃঃ জীবনকাল ৬০ বছর)

কূফার কাযী শুরাইহ[১৫] বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চেয়ে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকটে লিখলে খলীফা তাঁকে জওয়াবে যে ফরমান লিখে পাঠান, তা ইসলামী আইন -

---

১২. ছহীহ বুখারী, 'কিতাবুল ফারাইয' (মীরাট; হাশেমী প্রেস ১৩২৮/১৯১০ খৃঃ), ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৯৫ঐ (বৈরূত ছাপা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন), ৮ম খণ্ড পৃঃ ৩।

১৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৯৬ ও ৮ম খণ্ড পৃঃ ৪-৫।

১৪. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৯৬ ও ৮ম খণ্ড পৃঃ ৪।

১৫. খ্যাতনামা বিচারপতি শুরাইহ বিনুল হারিছ বিন কায়েস কূফী রাসূলের যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু দেখেননি। তিনি ওমর, ওছমান, আলী, মু'আবিয়া সহ হাজ্জাজের যুগ (৭৬-৯৬ হিঃ) পর্যন্ত একটানা ষাট বৎসর যাবত বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যুর একবছর পূর্বে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন। তাঁর মৃত্যুর সাল সম্পর্কে ৭৮ হিঃ, ৮০, ৮২, ৮৭, ৯৩, ৯৬, ৯৭ ও ৯৯ বিভিন্ন মতভেদ আছে। — তাবাকাতুল ফুক্বাহা (কায়রো ১৯৭৩), পৃঃ ২০।

বিদদের জন্য দিকনির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে। ফরমানে ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন – 'তোমার নিকটে কোন সমস্যা উপস্থিত হলে (ক) তুমি কেতাবুল্লাহ দ্বারা ফায়ছালা কর। খবরদার কুরআনের নির্দেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে কোন ব্যক্তির দিকে দৃকপাত করবেনা। (খ) যদি এমন কোন বিষয় আসে যা কেতাবুল্লাহর মধ্যে নেই, তাহ'লে রাসুলের সুন্নাতের মধ্যে তালাশ কর এবং তা দ্বারা ফায়ছালা দাও। (গ) যদি এমন কোন বিষয় আসে যা কেতাব ও সুন্নাহর মধ্যে পাওয়া যায়না তাহ'লে বিদ্বানগণের ঐক্যমত বা ইজমা-এর দিকে মনোনিবেশ কর এবং সেখান থেকে ফায়ছালা গ্রহণ কর। (ঘ) অতঃপর যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যে বিষয়ে কেতাব ও সুন্নাহতে কিছু বলা হয়নি, পুর্ববর্তী বিদ্বানগণও কিছু বলেননি, তখন তুমি দু'টির একটি পথ এখতিয়ার কর। তুমি চাইলে নিজের রায় মোতাবেক ইজতিহাদ কর ও আগে বেড়ে যাও, আর যদি চাও অপেক্ষা করতে থাক। তবে অপেক্ষা করার মধ্যেই আমি তোমার জন্য মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি।'[১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে "তুমি ইজতিহাদ কর এবং নেককার বিদ্বানগণের সঙ্গে পরামর্শ কর।[১৭] ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, কোন সমস্যায় ওমরের (রাঃ) নিকটে কুরআন বা হাদীছের কোন দলীল না থাকলে ছাহাবাদের ডেকে নিয়ে পরামর্শ করতেন ও সিদ্ধান্ত নিতেন।[১৮]

---

১৬. (عن الشعبى عن شريح (قاضى الكوفة، اعلام الموقعين ٦٣/١) ان عمر بن الخطاب كتب اليه اذا جاءك امر فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلعم فاقض بها فان جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلعم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذبه فان جاءك ما ليس فى كتاب الله و لم يكن فيه سنة من رسول الله صلعم و لم يتكلم فيه احد قبلك فاختر اى الامرين شئت..تجتهد برائك ...ولا ارى التاخير الا خيرا لك

ইমাম বায়হাকী, সুনানুল কুবরা (হায়দারাবাদ, দাক্ষিনাত্য, ১৩৫৫ হিঃ, বৈরুত ফটো অফসেট ছাপা জাওহারুন নকী সহ) 'আদাবুল কাযী' অধ্যায় ১০ম খণ্ড পৃঃ ১১৫। ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১, ৬৩, ৮৪, ২০৪।

১৭. (و فى رواية عن عامر عن شريح القاضى فاجتهد رائك و استشر اهل العلم والصلاح

ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কেঈন তাহকীক: তাহা আবদুর রউফ সা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪, ১০৪।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪।

(খ) দুই সতীনের ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজনের বেলুনের আঘাতে অন্যজন মারা যায় ও তার গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় পতিত হয়। বিষয়টি রাসুলের দরবারে পেশ করা হলে তিনি হুযাইল গোত্রের উক্ত নিহত মহিলার রক্তমূল্য তার জীবিত সন্তানদের ও স্বামীকে দেওয়ার জন্য এবং মৃত সন্তানের বিনিময়ে একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্তির নির্দেশ প্রদান করেন। বিষয়টি ওমর ফারুক (রাঃ) - এর জানা ছিল না। ফলে তাঁর আমলে একই ধরনের একটি মামলা দায়ের করা হ'লে তিনি এ বিষয়ে কারু কোন হাদীছ জানা আছে কি-না ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তেহামার অধিবাসী হামাল বিন মালিক বিন নাবিগাহর নিকটে উপরোক্ত হাদীছ শ্রবণ করার পর ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন 'যদি আমি আজ এ হাদীছ না শুনতাম, তাহ'লে এর বাইরে ফায়ছালা দিতাম।' অন্য বর্ণনায় এসেছে 'আমরা আমাদের রায় অনুযায়ী ফায়ছালা দেবার নিকটবর্তী হয়েছিলাম।'[১৯] অর্থাৎ সাধারণ শরয়ী বিধান অনুযায়ী একটি জীবন হত্যার রক্তমূল্য হিসাবে উক্ত মৃত বাচ্চার বিনিময়ে একশত উট আদায় করার হুকুম জারি করলাম।[20]

---

১৯. শাফেঈ, আর রিসালাহ তাহকীক : আহমদ মুহাম্মাদ শাকির (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, মুদ্রণকাল বিহীন) পৃঃ ৪২৭ - ২৮, শাফেঈ (রহঃ) এখানে হাদীছটিকে 'মুরসাল'রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনুমাজাহ মুত্তাছিল ও ছহীহ সনদে রেওয়ায়েত করেছেন। — ঐ পাদটীকা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির।
ভাষ্যকার মুহাম্মাদ শাকির বলেন — ইমাম শাফেঈ (১৫০ - ২০৪ হিঃ) এখানে ইংগিত দেন যে, উক্ত হাদীছে সত্যবাদী ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছ গ্রহণযোগ্য হওয়ার স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান রয়েছে। এখানে ওমর ফারুক (রাঃ) যদি এক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ (খবরে ওয়াহেদ) গ্রহণযোগ্য বিবেচনা না করতেন, তাহলে হামাল বিন মালিককে তিনি বলতেন যে, 'তুমি তেহামা হ'তে আগত একজন নতুন ব্যক্তি। তুমি মাত্র অল্পকালের জন্য রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) - কে দেখেছ বা সাহচর্য্য লাভ করেছ। কিন্তু আমরা দীর্ঘ সাহচর্য্য লাভ করা সত্ত্বেও উক্ত হাদীছ শুনিনি। তাহ'লে তুমি কিভাবে জানলে? এমতাবস্থায় তুমি ভুলও বলতে পার ভুলেও যেতে পার।" কিন্তু দেখা গেল যে একক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ওমর ফারুক (রাঃ) তার বক্তব্য শুনলেন ও সেমতে হাদীছ অনুযায়ী ফরমান জারি করলেন।' — আর-রিসালাহ, পাদটীকা পৃঃ ৪২৮।

২০. ইয়ামনবাসীর নিকটে প্রেরিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) - এর লিখিত পত্র। যাতে বিভিন্ন অপরাধে জরিমানার পরিমান উল্লেখিত হয়েছে। — নাসাঈ, দারেমী - মিশকাত باب الديات (বৈরুত ছাপা) হাদীছ সংখ্যা ৩৪৯২, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৩৭।

এখানে লক্ষনীয় বিষয় যে, ওমরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ছাহাবী যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) বলেন 'আমার পরে কেউ নবী হ'লে ওমর নবী হ'ত।'[২১] অন্যতম ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন 'যদি ওমরের ইল্ম এক পাল্লায় রাখা হয়, এবং জগদ্বাসীর সকলের ইল্ম অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহ'লে ওমরের ইলমের পাল্লা ভারী হবে'[২২] তিনি পর্যন্ত নিজের রায়কে বাদ দিয়ে রাসূলের হাদীছকে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করছেন ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। হাফেয ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ওমর (রাঃ) থেকে এধরণের ১৫ টি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। যেসব ব্যাপারে পূর্বে তাঁর হাদীছ জানা ছিলনা। পরে জানতে পেরে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন।[২৩]

(গ) মারামারি করার সময় আংগুল কেটে ফেলার এক আসামীকে ওমরের দরবারে হাযির করা হলে তিনি আংগুলের গুরুত্ব হিসাবে রক্তমূল্য নির্ধারণের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ইয়ামনবাসী আমর বিন হযম পরিবারের নিকট হ'তে রাসূলের লিখিত ফরমান অবগত হলেন এই মর্মে যে, "রক্তমূল্যের ক্ষেত্রে সকল আংগুলের গুরুত্ব সমান।

---

২১. (لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب) তিরমিযী- মিশকাত, সনদ 'হাসান'- আলবানী كتاب المناقب হাদীছ সংখ্যা- ৬০৩৮, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭০৪-০৫।

২২. (قال ابن مسعود رض.. لو وضع علم عمر فى كفة ميزان و جعل علم اهل الارض فى كفة لرجح علم عمر، قال الاعمش ذكرت ذلك لابراهيم النخعى فقال والله انى لاحسب عمر ذهب بتسعة اعشار العلم،) ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরুত ছাপা) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০ - ৭২।

হাত বা পায়ের প্রত্যেকটি আংগুলের বিনিময়ে রক্তমূল্য হ'ল দশ দশটি উট ।' সাঈদ বিন্ল মুসাইয়্যিব (মৃঃ ৯৪ হিঃ) বলেন এই হাদীছ শোনার পর ওমর (রাঃ) স্বীয় সিদ্ধান্ত হ'তে প্রত্যাবর্তন করলেন । কাযী শুরাইহ ( ) - এর নিকটে একদা একজন এসে বলল 'বুড়ো আংগুল ও কড়ে আংগুলের মূল্য কি সমান হ'তে পারে ? কাযী শুরাইহ তখন কঠোর ভাষায় বললেন — 'তোমার ধ্বংস হৌক ! হাদীছ যাবতীয় কেয়াসকে প্রতিরোধ করে । তুমি কেবল অনুসরণ করে যাও, বিদআতী হয়োনা ।'[২৪] ওমর ফারূক (রাঃ) - এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা এখানে স্মরণ যোগ্য । তিনি বলেন 'যার হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম খেয়ে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর রূহ কবয করেননি বা অহি উঠিয়ে নেননি, যতক্ষণ না তার উম্মত সকল প্রকার রায় হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে ।[২৫]

৩- খলীফা ওছমান গণী (রাঃ) - এর যুগে (২৩-৩৫/৬৪৪-৬৫৬ খৃঃ)
জীবনকাল : ৮৩ বছর)

যায়নাব বিনতে কা'আব (রাঃ) বলেন যে, আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) - এর বোন ফোরায়'আ বিনতে মালিক বিন সিনান আনছারী স্বীয় নিহত স্বামীর ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্যে নিজ পিতার গোত্র বনু খুদ্‌রায় গমন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে স্বামীগৃহে চারমাস দশদিন ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন ।'

---

২৪. (عن ابن عباس عن النبى صلعم قال هذه و هذه سواء يعنى الخنصر و الابهام)
(وقال شريح ويحك ان السنة منعت القياس اتبع ولا تبتدع)
বুখারী- ফাত্‌হুলবারী সহ, باب دية (কায়রো : মায়রিয়া প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩১৯ হিঃ / ১৯০১ খৃঃ) ১২শ খণ্ড পৃঃ ১৮২ - ৮৩, শাফেঈ, আর রিসালাহ (বৈরূত ছাপা) পৃঃ ৪২২ ।

২৫. (والذى نفس عمر بيده ما قبض الله روح نبيه صلعم و لا رفع الوحى عنه حتى اغنى امته كلهم عن الرائى /
আবদুল ওয়াহ্‌হাব শা'রানী (৮৯৮ - ৯৭৩ হিঃ), কিতাবুল মীযান (দিল্লী, আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬২ ।

ওছমানের খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) একই ধরণের একটি সমস্যা উপস্থিত হ'লে বিষয়টি সম্পর্কে খলীফা ওছমান (রাঃ) ক্বোরায়'আর নিকটে জানতে পাঠান, অতঃপর রাসুলের উপরোক্ত ফায়ছালা অনুযায়ী ফরমান জারি করেন।[২৬]

৪- আলী (কঃ আঃ)- এর খেলাফতকালে (৩৫-৪০ / ৬৫৬-৬৬১ খৃঃ জীবনকাল ঃ ৬০ বছর)

তাঁর খেলাফতকালের আপোষহীন নীতি ফুটে ওঠে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে। সর্বাবস্থায় কেতাব ও সুন্নাতের নিঃশর্ত ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন-

'যদি দীন ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী হ'ত, তাহ'লে মোযার নীচের অংশ মাসাহ করা অবশ্যই উত্তম ছিল উপরের অংশের চেয়ে। আমি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)- কে মোযার উপরাংশ মাসাহ করতে দেখেছি।'[২৭]

---

২৬. মালেক, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনুমাজাহ, দারেমী— মিশকাত, باب العدة হাদীছ সংখ্যা ৩৩৩২ (বৈরুত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৯৫, তিরমিযী (দিল্লী ঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ)(باب اين يعتد المتوفى عنها زوجها) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৪ - ৪৫।

২৭. (عن على رض قال لو كان الدين بالرائى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رايت رسول الله صلعم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داود - আবুদাউদ, তাহকীক ঃ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আবদুল হামীদ হাদীছ সংখ্যা ১৬২ (বৈরুত ছাপা, মুদ্রণকাল বিহীন) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২, ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ইবনুল কাইয়িম (৬৯১ - ৭৫১ হিঃ), ইলামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরুত ঃ দারুল জীল, ১৯৭৩) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮, শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪ - ১১৭৬ হিঃ), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ঃ ১৩৫৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৭।

খুলাফায়ে রাশেদীনের উপরোক্ত উক্তি ও আমলসমূহ সকল ছাহাবায়ে কেরামের আমলেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তবুও আমরা এখানে আরও কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ছাহাবী ও তাবেঈ-এর আমল উদ্ধৃত করব।

৫- আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (মৃঃ ৩২ হিঃ জীবনকাল ৬০ বছর):

ওমর ফারূক (রাঃ)- এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হিঃ) ইরাকের কূফায় খেলাফতের পক্ষ হতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষক ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল থাকা অবস্থায় দু'টি বিষয়ে তিনি স্বীয় রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দেন। একটি হ'ল (ক): জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পরে তার শ্বাশুড়ীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার জন্য (মিলনের পূর্বেই) স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই বিয়ে সিদ্ধ হবে কিনা জিজ্ঞেস করা হ'লে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন 'এতে আর দোষ কি (ما بأس)। একথা শোনার পর লোকটি উক্ত মহিলাকে (পূর্বতন শ্বাশুড়ীকে) বিয়ে করে এবং কয়েকটি সন্তান লাভ করে।'

(খ) ২য় ফৎওয়া: (কূফাতে) আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের রৌপ্য স্থানীয় মুদ্রাব্যবসায়ীদের নিকটে বিক্রি করতেন। তিনি বেশী দিয়ে বিনিময়ে কম নিতেন।

অতঃপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মদীনায় এলে তিনি উক্ত বিষয় দু'টি সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। প্রথমটির ব্যাপারে তাঁরা বিয়ে সিদ্ধ না হওয়ার কথা বললেন। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে বললেন 'সমান সমান ওযনে ব্যতীত রৌপ্যের বিনিময় সিদ্ধ নয়।'

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং (কূফায়) ফিরে এসে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে খোঁজ করলেন। কিন্তু না পেয়ে অবশেষে তার গোত্রের নিকটে গেলেন ও তাদেরকে ডেকে বললেন 'আমি যে ব্যক্তিকে তার পূর্বতন শ্বাশুড়ী বিয়ে করার ফৎওয়া দিয়েছিলাম ঐ বিয়ে সিদ্ধ হয়নি।' অতঃপর মুদ্রাবাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ডেকে বললেন 'ওহে মুদ্রাব্যবসায়ীগণ! তোমাদের সঙ্গে ইতিপূর্বে যে কারবার আমি করেছি তা সিদ্ধ হয়নি। সমান সমান ওযন ব্যতীত রৌপ্য বিনিময় সিদ্ধ নয়।[২৮]

৬- আবু সাঈদ খুদরী (মৃঃ ৭৪ হিঃ)

ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এক ছা'করে খাদ্যবস্তু, খেজুর, যব, কিসমিস বা পনির যাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে বের করতাম। এই অবস্থা চালু ছিল। এমনসময় খলীফা হিসাবে মু'আবিয়া (ইমারত ৪১ - ৬০) হজ বা ওমরাহ উপলক্ষ্যে মদীনায় এলেন। তাঁর সঙ্গে সিরিয়ার গমও এল। তিনি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'আমি মনে করি সিরিয়ার দুই মুদ (অর্ধ ছা') গম (মূল্যের দিক দিয়ে) মদীনার এক ছা' খেজুরের সমতুল্য। ছহীহ 'মুসলিম'- এর বর্ণনায় এসেছে যে, ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী মু'আবিয়ার উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন 'আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকব ততদিন

---

২৮. ইমাম ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী (১১৬৬ - ১২১৮ / ১৭৫২ - ১৮০৩ খৃঃ), ঈকাযু হিমাম (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৮ / ১৯৭৮ খৃঃ) পৃঃ ৮, ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বা (মৃঃ ২৩৫ হিঃ), কিতাবুল মুছান্নাফ তাহকীক : আবদুল খালেক আফগানী (বোম্বাই — ভারত : দারুস সালাফিইয়াহ, মোমেনপুরা ৪০০০১১, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯ / ১৯৭৯ খৃঃ) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৭২, ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮২ - ৮৩, এতদসংক্রান্ত রাসূলের হাদীস ও ইমামদের বক্তব্য দ্রষ্টব্য : তিরমিযী 'নিকাহ' অধ্যায় (দিল্লী : মুজতারায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩৩।

অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা কখনোই আদায় করব না। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আমি যা দিতাম তাই-ই দিয়ে যাব।' দারাকুতনী, ইবনু খুযায়মা ও হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে অর্ধ ছা' গমের ফিৎরার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াবদেন· 'না- ওটা হ'ল মু'আবিয়ার মূল্যের হিসাব। আমি ওটা কবুল করিনা, আমলও করিনা।' ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, তখন থেকেই সর্বপ্রথম অর্ধ ছা'— এর আলোচনা দেখা দেয়।' মুসলিম-এর ভাষ্যকার মুহিউদ্দীন নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন 'যারা অর্ধ ছা'গমের কথা বলেন তাঁরা মু'আবিয়ার কথা অনুযায়ী সেটা বলেন।' বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন উক্ত আমল ঠিক নয়। কারণ এটি একজন ছাহাবীর আমল — যার বিরোধিতা করেছেন আবু সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ বিন ওমর সহ বহু নেতৃস্থানীয় ছাহাবা, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দীর্ঘ সাহচর্য্যে কাটিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁর হাল অবস্থা সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাছাড়া মু'আবিয়া(রাঃ) স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন যে, এটি তাঁর নিজস্ব রায় মাত্র, রাসূলের উক্তি, নয়। রাসূলের (ছাঃ) উক্তিও আমল হ'ল এক ছা' খাদ্যবস্তুর পক্ষে। অতএব দলীল মওজুদ থাকতে ইজতিহাদ বাতিল হবে। তাছাড়া হাদীছে যেসব বস্তুর নাম এসেছে সেগুলির মূল্যমানে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সবগুলি এক ছা' পরিমান হিসাবে ছাদকায়ে ফিতর আদায় করতে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্তুর মূলকে প্রতিপাদ্য বিষয় মনে করেননি বরং তার পরিমান বা ওযনকেই প্রধান বিষয় গণ্য করেছিলেন। কিন্তু মু'আবিয়া (রাঃ) ইজতিহাদ করে সিরিয়ার চড়ামূল্যের অর্ধ ছা' গমের সঙ্গে মদীনার সস্তা মূল্যের এক ছা' খেজুরের তুলনা করেছিলেন।"[২৯] এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান আমীরের হুকুম পর্যন্ত

---

২৯. বুখারী— ফাতহুলবারীসহ باب صدقة الفطر (মিসর: খায়রিয়া প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩১৯/১৯০১ খৃঃ) ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৩৯-৪১, ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী ইয়ামানী শাওকানী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫ খৃঃ) নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকাল আখবার (মিসর: মুছতফা বাবী হালবী প্রেস, মুদ্রণকাল-বিহীন) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৪।

ছাহাবায়ে কেরাম রাসুলের হাদীছের বিনিময়ে অগ্রাহ্য করেছেন শুধুমাত্র হাদীছের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য।

৭ — আবদুল্লাহ বিন ওমর বিনুল খাত্তাব (মৃঃ ৭৪ হিঃ)

ওমরপুত্র আব্দুল্লাহ একজন জালীলুল কদর ছাহাবী ছিলেন। তিনি ওমরাহ ও হজের মধ্যবর্তী সময়ে ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হওয়া অর্থাৎ তামাত্তু হজ জায়েয বলতেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) এটা পসন্দ করতেন না। একদা কিছু লোক ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল 'আপনি কিভাবে আপনার পিতার বিরোধিতা করেন ?' তখন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) জওয়াবে বললেন 'তোমাদের ধ্বংস হৌক তোমরা কি আল্লাহকে ভয় পাওনা ? যদি ওমর (রাঃ) এটাকে নিষেধ করে থাকেন, তবে সেটা ভাল উদ্দেশ্যেই করেছেন। তিনি এর দ্বারা ওমরাহ পূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তোমরা তামাত্তু-কে হারাম করছ কেন ? অথচ আল্লাহ সেটা হালাল করেছেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ও সেটার উপরে আমল করেছেন তাহ'লে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য না ওমরের সুন্নাত ?"[৩০]

৩০। (عن سالم قال كان ابن عمر .. قال افرسول الله صلعم احق ان تتبعوا سنته ام سنة عمر – মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড ৯৫ পৃষ্ঠার বরাতে ডঃ মুহাম্মাদ মুছতফা আযমী, পি.এইচ-ডি থিসিস দিরাসাত ফিল হাদীছিন নববী ওয়া তারীখু তাদভীনিহি (রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, আরবী সংস্করণ, সম্ভবতঃ ১৩৯৬ হিঃ / ১৯৭৬ খৃঃ, মূল ইংরেজী থিসিস ১৯৬৬ সাল, কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন) পৃঃ ৫ ; তিরমিযীর রেওয়ায়েতে এসেছে أأمر ابى نتبع ام امر رسول الله ص জামি' তিরমিযী তাহকীকঃ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, হাদীছ সংখ্যা ৮২৪, 'হজ' অধ্যায়, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪০৮ / ১৯৮৭) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৮৫ – ১৮৬।

৮— সালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর (মৃঃ ১০৬ হিঃ)

খ্যাতনামা তাবেঈ সালেম বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় দাদা ওমর বিনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর ফৎওয়া অনুযায়ী হজের সময়ে পাথর নিক্ষেপের পরে ও বিদায়ী তাওয়াফের আগে সুগন্ধি মাখা নাজায়েয মনে করতেন। পরে একদা আয়েশা (রাঃ) বলেন 'আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে সুগন্ধি মাখিয়েছি। ইহরাম বাঁধার পূর্বে ও বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে।' শাফেঈ (রহঃ) বলেন এ হাদীছ জানতে পেরে সালেম (রাঃ) তাঁর দাদাজীর কথা পরিত্যাগ করেন।

আল্লামা ইউসুফ ইবনু আবদিল বর আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ হাররানী দামেস্কী (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন— 'এটাই হ'ল প্রকৃত মুসলিমের কর্তব্য। এর অন্যথাচরণ মোটেই কাম্য নয়, যেমন তাকলীদপন্থী ফের্কাগুলি করে থাকে।' ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৩১]

৯— ওমর বিন আবদুল আযীয (মৃঃ ১০১ হিঃ)

দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর মুজাদ্দিদ বলে খ্যাত, প্রসিদ্ধ তাবেঈ উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয-এর খিলাফতকালে (৯৯-১০১ হিঃ) বিশ্বস্ত তাবেঈ মাখলাদ

৩১। / (قال الشافعي فترك سالم قول جده لروايتها، قال ابن عبد البر وابن تيمية هذا شان كل مسلم لا كما يصنع فرقة التقليد-
ছালেহ ফুল্লানী, ঈকাযুহিমাম (বৈরূত: দারুল মারিফাহ ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ৯, ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত দারুল জীল., ১৯৭৩) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪-৮৫।

বিন খুফাফ গিফারী একটি গোলাম খরীদ করেন ও তার জন্য খাদ্যব্রয় করেন। তিনি বলেন যে, (কিছু দিনের মধ্যেই) তার কিছু (গোপন ও পুরাতন) দোষ আমার নিকটে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে (যা বিক্রেতা আমাকে বলেনি)। আমি তখন খলীফার দরবারে অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি আমাকে খাদ্যসহ উক্ত গোলাম ফেরতদানের ফায়ছালা দেন। অতঃপর আমি ওরওয়া বিন যুবায়ের (২৩ - ৯৩ হিঃ) - এর নিকটে এলাম ও তাঁকে সবখুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি সন্ধ্যায় খলিফার নিকটে যাব ও তাঁকে আয়েশা (মৃঃ ৫৭ হিঃ) বর্ণিত রাসূলের হাদীছ শুনাব যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরণের একটি ব্যাপারে যামানতের বিনিময়ে জরিমানা (الخراج بالضمان) আদায়ের নির্দেশ দান করেছিলেন। একথা শুনে আমি ওমর বিন আবদুল আযীযের নিকটে এলাম ও ওরওয়া বর্ণিত নবীর হাদীছ শুনালাম। ওমর (রাঃ) তখন বললেন, আমি যে ফায়ছালা দিয়েছিলাম তার চেয়ে এখন আমার জন্য ফয়ছালা কতই না সহজ হয়ে গেল। আল্লাহ জানেন আমি আমার ফায়ছালার মধ্যে হক্ব ব্যতীত কিছুই আশা করিনি। এক্ষণে এ ব্যাপারে আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে সুন্নাহ পৌঁছে গিয়েছে। অতএব আমি আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত রদ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) - এর ফায়ছালা জারি করলাম। এরপর ওরওয়া (রাঃ) খলীফার নিকটে গেলেন এবং খলীফা আমাকে (ব্রয়মূল্য ফেরত নেওয়া ছাড়াও) খাদ্যদানের বিনিময়মূল্য গ্রহণের ফায়ছালা দান করলেন - যা ইতিপূর্বে বিক্রেতাকে প্রদানের জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[৩২] তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে লিখিত

৩২। ইমাম ছালেহ ফুল্লানী, ইকাযুহিমাম পৃঃ ৬-৭, ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কেঈন ২য় পৃঃ ২৮১, ইমাম শাফেঈ (১৫০ - ২০৪ হিঃ), আর-রিসালাহ পৃঃ ৪৪৮ - ৪৯, ইমাম আবু বকর আহমদ বিনুল হুসাইন বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ), - বিস্তারিত ভাবে সুনানুল কুব্রা (বৈরূত: দারুল মারিফাহ, হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩৪৪ হিজরীর ছাপা হতে অফসেটকৃত) ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১-২২, তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন (দিল্লী: মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৪, হাফেয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (৩২১ - ৪০৫ হিঃ) হাদীছটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী 'ছহীহ' বলেছেন এবং হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ যাহাবী (৬৭৩ - ৭৪৮ হিঃ) তা সমর্থন করেছেন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, মুদ্রণকাল বিহীন) ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫।

অন্য এক ফরমানে বলেন 'রাসূলের সুন্নাতের বিপরীতে কারু কোন রায় গৃহীত হবেনা'।[৩৩]

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামকোন সমস্যা এলেই পরস্পরের নিকট প্রথমে হাদীছ অনুসন্ধান করতেন। হাদীছ পেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের রায় এমনকি রাষ্ট্রীয় ফরমান পর্যন্ত বাতিল করে রাসূলের (ছাঃ) হাদীছকে অগ্রাধিকার দিতেন ও সেই অনুযায়ী ফায়ছালা দিতেন। এ ব্যাপারে কেবল বর্ণনাকারীর (সনদের) বিশ্বস্ততা যাচাই করা ছাড়া তাঁরা কোনরূপ শর্তারোপ করতেন না। যেমন শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪ - ১১৭৬ হিঃ) বলেন 'ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে একথা অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকটে হাদীছ পৌঁছে গেলে বিনা শর্তে তার উপরে আমল করতেন।'[৩৪] উল্লেখ্য যে এটা ছিল আল্লাহর হুকুমেরই

---

৩৩. (لا راى لاحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم)
ইমাম দারেমী, 'আস-সুন্নাহ', ২৬ পৃষ্ঠার বরাতে ডঃ মুহাম্মাদ মুছতফা আযমী, দিরাসাত ফিল হাদীছিন নববী ওয়া তারীখু তাদভীনিহি পৃঃ ১৯; ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কেঈন ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮২।

৩৪. (قد تواتر عن الصحابة و التابعين انهم كانوا اذا بلغهم الحديث يعملون به من غير ان يلاحظوا شرطا)
শাহ অলিউল্লাহ, আল ইনছাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ সম্পাদনা : আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' অধ্যায়, (বৈরূত : দারুন নাফাইস ১৩৯৭ / ১৯৭৭) পৃঃ ৭০; ইমাম ছালেহ ফুল্লানী (১১৬৬ - ১২১৮ / ১৭৫২ - ১৮০৩), এর সপক্ষে ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে ১২টি ঘটনা (ইকাযু হিমাম পৃঃ ৬-৯) এবং মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (১৯০০-১৯৬৩), ১৭ টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।- ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি (ঢাকাঃ ১৯৬৩) পৃঃ ৩৯-৫৯।

নিঃশর্ত তাবেদারী মাত্র। আল্লাহ বলেন – 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্যকর রাসূলের ও হুকুমদানের অধিকারীদের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই হ'ল উত্তম ও সর্বাংগসুন্দর পথ।'[৩৫] ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন সর্বাবস্থায় এই দুই উৎসের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। শাফেঈ (১৫০ – ২০৪ হিঃ) একথাটিই বলেছেন এভাবে –

لايحل القياس و الخبر موجود – হাদীছ মওজুদ থাকা অবস্থায় কেয়াস বৈধ নয়।' উছূলী বিদ্বানগণের নিকটে একথাটি খুবই প্রসিদ্ধ যে, –

النظر – اذا ورد الاثر بطل 'যখনই হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই রায় বাতিল হবে।'[৩৬]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অনেক যরূরী বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছাহাবীদের হাদীছ জানা ছিলনা। অথচ তাঁদের তুলনায় কনিষ্ঠ ছাহাবীগণ সে সকল বিষয়ে হাদীছ জানতেন। তাঁদের নিকট থেকে হাদীছ জেনে নিয়ে খলীফাগণ ও শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণ সেমতে ফায়ছালা দিতেন। এ প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪ – ১১৭৬ / ১৭০৩ – ১৭৬২ খৃঃ) বলেন 'কিছু কিছু ছহীহ হাদীছ তাবেঈ বিদ্বানগণের নিকটে

---

৩৫. (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئى فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله و اليوم الاخر ذالك خير و احسن تاويلا –(سورة النساء ٥٩)–
নিসা ৫৯ আয়াত।

৩৬. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (জন্ম : আলবেনিয়া ১৯১৩ সাল, বর্তমানে বসবাস দামেস্কে), আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন বি-নাফ্সিহী ফিল আকাইদি ওয়াল আহকাম (কুয়েত : দারুস সালাফিইয়াহ ১ম সংস্করণ ১৪০৬ / ১৯৮৬ ইং) পৃঃ ২৭, ইমাম শাফেঈ, 'আর-রিসালাহ' পৃঃ ৫৯৯।

পৌঁছেনি — যারা ফাৎওয়া প্রদানের অধিকারী ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের রায় অনুযায়ী ইজতিহাদ করেছেন অথবা সাধারণ নির্দেশ সমূহের আলোকে ফায়ছালা দিয়েছেন অথবা বিগত কোন ছাহাবীর অনুসরণ করেছেন। দেখা গেল তৃতীয় যুগে (হাদীছ সংকলনের যুগে) মুহাদ্দেছীনের নিকটে উক্ত হাদীছগুলি প্রকাশিত হ'ল। কিন্তু দেশে প্রচলিত আমলের বিরোধী দেখে অনেকে তার উপরে আমল করল না। এমনিভাবে ফকীহদের নিকটে বহু হাদীছ অজানা ছিল — যা পরবর্তীতে হাদীছের সংকলক ও হাফেযগণের নিকটে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৭] অতএব বলা চলে যে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সকলের নিকট সমভাবে ছহীহ হাদীছ না পৌঁছানো। তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে হাদীছ সংকলনের পরবর্তীযুগে এখন আর সে সমস্যা নেই। মুহাদ্দেছীনে কেরাম হাদীছ ছহীহ যঈফ মওযূ যাচাই-বাছাই করে সুন্দরভাবে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় রচনার মাধ্যমে হাদীছ শাস্ত্রকে ফিক্বহশাস্ত্রের চাইতে সহজ করে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর প্রেরিত অহি (যিকর)-কে হেফাযত করেছেন।[৩৮]

আহলেহাদীছগণ সর্বাবস্থায় কেতাব ও সুন্নাতের নিঃশর্ত ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন এবং মুসলিম উম্মাহকে সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎসের দিকে ফিরে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে থাকেন।

৩৭। (ان بعض الاحاديث الصحيحة لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد اليهم الفتوى فاجتهدوا بارائهم واتبعوا العمومات واقتدوا لمن من مضى من الصحابة —

শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ 'ফকীহদের মধ্যকার মতভেদ সমূহের কারণ' শীর্ষক অধ্যায় (কায়রো: দারুত্ তুরাছ, ১ম সংস্করণ ১৩৫৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৭।

৩৮। (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) হিজর ৯ আয়াত। (لاتحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه —) কিয়ামাহ ১৬ - ১৯ আয়াত।

আহলেহাদীছ বা সালাফীদের এই বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিসরীয় পণ্ডিত আবু যুহ্‌রা বলেন 'সালাফীগণ যুক্তির উপরে নির্ভর করেন না। কেননা যুক্তি অনেকসময় বিভ্রান্ত হয়। বরং তারা সর্বদা নির্ভর করেন নছ ও দলীলের উপরে অথবা ঐসবের উপরে যেদিকে দলীল ইংগিত প্রদান করে। কারণ দীন হ'ল অহি— যা আল্লাহর নবী প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তিনি বলেন, সালাফীদের মতে কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত 'আকীদা ও আহকাম' ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার কোন পথ নেই। অতএব কেতাব ও সুন্নাহ দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তা কবুল করতে হবে। তাকে প্রত্যাখ্যান করা সঠিক হবেনা। বরং তা দায়িত্বমুক্ত হবার শামিল হবে। কুরআনের মূল মতন (Text) বা সেই মর্মের হাদীছসমূহ দ্বারা যতটুকু ব্যাখ্যা সাব্যস্ত হয়, তার বেশী কিছু তাফসীর, তাবীল বা তাখরীজ করার অধিকার জ্ঞানের নেই। এরপরেও যদি জ্ঞানের কিছু করার থাকে, তবে তা হ'ল অহিকে যুক্তি সিদ্ধ প্রমাণ করা এবং অহি ও জ্ঞানের মধ্যকার বৈষম্য যদি কিছু আছে বলে মনে করা হয় তবে তা দূর করা। জ্ঞান অহি-র সাক্ষ্যদাতা হবে হুকুমদাতা নয়, অহিকে প্রতিষ্ঠাকারী ও সাহায্যকারী হবে, ভঙ্গকারী বা প্রত্যাখ্যানকারী নয়। জ্ঞান হবে অহির দলীল সমূহকে স্পষ্টকারী। সালাফীদের গৃহীত মূলনীতি অনুযায়ী জ্ঞান হবে সর্বদা অহির পৃষ্ঠপোষক, যা তাকে সর্বদা সহায়তা করবে ও শক্তিশালী করবে।'[৩৯]

---

৩৯. মুহাম্মাদ আহমাদ আবু যুহরা, আল-মাযাহিবুল ইসলামিয়াহ (মিসর : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মুদ্রাকাল নেই) অধ্যায় : السلفيون। শিরোনাম : منهاج هؤلاء السلفيين। পৃঃ ৩১৫ - ১৬ ; আলোচনা দ্রষ্টব্য :
John P.Macgregor MUSLIM INSTITUTIONS (Trans.from the French) London : George Allien and Unwin Ltd.3rd Ed.1961. P.211.

২য় দফা মূলনীতি : তাকলীদে শাখছীর অপনোদন

তাকলীদ 'ক্বালাদাহ' শব্দ হ'তে বুৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ রশি বা গলাবন্ধ। 'কাল্লাদাল বাঈরা'— সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে।[১] সেখান থেকে মুকাল্লিদ যিনি কারো আনুগত্যের রশি নিজের গলায় বেঁধে নিয়েছেন। পারিভাষিক অর্থে 'নবী ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তির প্রদত্ত শরয়ী সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়ার নাম 'তাকলীদ' বা 'তাকলীদে শাখছী।' পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে বলা হয় 'ইত্তেবা'।[২] ইসলামী শরীয়ত মুসলিম উম্মাহ্‌কে ইত্তেবায়ে রাসূলের নির্দেশ দিয়েছে — তাকলীদে শাখছীর নয়। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধে নয়, তাই মানবরচিত কোন মতবাদই সে মতবাদ ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই-ই হৌক না কেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারেনা। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারেনা। এজন্যই নবী ব্যতীত অন্যের তাকলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য হ'ল এই যে, তাকলীদ হচ্ছে দলীল ছাড়াই রায়- এর অনুসরণ। পক্ষান্তরে ইত্তেবা হ'ল দলীল বা রেওয়ায়েতের অনুসরণ।

---

১. আল-মুনজিদ প্রভৃতি।

২. মোল্লা আলী কারী (মৃঃ১০১৪ হিঃ) বলেন,

(التقليد هو قبول قول الغير بلا دليل فكانه لقبوله جعله قلادة فى عنقه ،
و فى تعريف" مسلم الثبوت" مع فواتح الرحموت (ص ٦٢٤) هو العمل بقول الغير
من غير حجة " و فى القول المفيد للشوكانى التقليد هو الرجوع الى قول لا حجة لقائله
عليه و الاتباع ما ثبت عليه الحجة " و الاتباع فى الدين مسوغ و التقليد ممنوع(ص١٤)
و كذا فى جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر ج ٢ ص ١١٧)

ইমাম শাওকানী (১১৭২ - ১২৫০ /১৭৫৮ - ১৮৩৫ খৃঃ), 'আল-কাওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিত তাক্বলীদ' (মিসরী ছাপা ১৩৪০ হিঃ) পৃঃ ১৪; 'রাহমত শরই মুসাল্লামুছ ছুবুত" (লাক্ষ্ণৌ, নওলকিশোর ১২৯৫/১৮৭৮ খৃঃ।) পৃঃ ৬২৪।

قال الشوكانى.. اما التقليد فاصله فى اللغة ماخوذ من القلادة التى يقلد غيره بها و
منه تقليد الهدى فكان المقلد جعل ذلك الحكم الذى قلد فيه المجتهد كالقلادة فى عنق
من قلده و فى الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول الاجماع و
رجوع العامى الى المفتى ..

শাওকানী, 'ইরশাদুল ফুহুল' (মিশর, মুছতফা বাবী হালবী প্রেস ১৩৫৬/১৯৩৭ খৃঃ) তাকলীদ অধ্যায় পৃঃ২৬৪।

'তাকলীদ' একটি বহু প্রাচীন জাহেলী প্রথা। বিগত উম্মতগুলির অধঃপতনের মূলে তাকলীদ একটি সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল উপাদান ছিল। তারা তাদের নবীদের গত হওয়ার পরে উম্মতের বিদ্বান ও সাধুব্যক্তিদের অন্ধঅনুসরণ করে এবং ভক্তির আতিশয্যে তাদেরকে রব্-এর আসন দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন 'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করে ...।'[৩]

ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন যে, অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'আরবাব' অর্থ এটা নয় যে, ইহুদী-নাছারাগণ তাদেরকে বিশ্বচরাচরের 'রব' মনে করত, বরং এর অর্থ হল এই যে, তারা তাদের আদেশ ও নিষেধসমূহের আনুগত্য করত। যেমন নাছারা থাকা অবস্থায় আদী বিন হাতিম একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) — এর দরবারে হাযির হ'লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে তাওবাহ্ পড়ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উপরোক্ত আয়াতে পৌঁছে গেলেন। আ'দী বললেন 'আমরা তাদের ইবাদত করিনা।' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন জওয়াবে বললেন 'আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু হালাল করেছেন তা কি তারা হারাম করত না, অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম গণ্য করতে। এমনিভাবে আল্লাহ যে বস্তু হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করত না, অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল গণ্য করতে। আ'দী বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটাইতো ওদের

---

৩. সূরায়ে তাওবাহ ৩১ (اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها احدا لا اله الا هو — سبحانه عما يشركون — عن عدى بن حاتم قال اتيت النبى صلى الله عليه و سلم و فى عنقى صليب من ذهب فقال يا عدى اطرح عنك هذا الوثن و سمعته يقرء فى سورة براءة اتخذوا احبارهم .... قال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم و لكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه و اذا حرموا عليهم شيئا حرموه — قال الترمذى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبد السلام بن حرب و غطيف بن اعين ليس بمعروف فى الحديث —)

তাফসীর ইবনে কাছীর (বৈরূত ছাপা) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৬২, জামি' তিরমিযী (দিল্লী: মুজতাবায়ী ১৩০৮ হিঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৬ 'তাফসীর' অধ্যায়।

ইবাদত হ'ল ।'[৪] রবী' বলেন, "আমি আবুল আলিয়াহ্‌কে জিজ্ঞেস করলাম 'বণী ইস্রাঈলের মধ্যে 'রবুবিয়াত' সৃষ্টির ব্যাপারটা কি ধরণের ? তিনি বললেন যে, তারা কেতাবুল্লাহ্‌র মধ্যে তাদের আলেম ও সাধুব্যক্তিদের কথার বিরোধী কিছু পেলে তা গ্রহণ করত না বরং আলেম ও দরবেশদের কথাই গ্রহণ করত । ইমাম রাযী বলেন যে, আমার উস্তাদ বলেন 'আমি মুকাল্লিদ ফকীহদের একটি দলকে দেখেছি, যখন আমি তাদের সম্মুখে কোন বিষয়ে অনেকগুলি আয়াত পড়ি, যা তাদের মাযহাবের বিরোধী, তখন তারা তা কবুল করেনা এমনকি সেদিকে দৃকপাতও করেনা । তারা আমার দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে এই সব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের উপরে কিভাবে আমল করা যেতে পারে অথচ আমাদের পূর্বসূরী বিদ্বানেদের পক্ষ হ'তে এর বিরোধী বক্তব্য প্রচলিত আছে । যদি তুমি বিষয়টিকে যথার্থ ভাবে অনুধাবন কর, তবে দেখবে যে, এই রোগ দুনিয়াবাসীর শিরায়- উপ শিরায় প্রবাহিত আছে ।

এই রবুবিয়াতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কথা হ'ল জাহিল ও বিদ'আতীরা যখন তাদের গুরু ও মুরশিদের সম্মানে বাড়াবাড়ি করে এবং পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অনুপ্রবেশ ও একাকার হয়ে যাওয়ার মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাদের গুরু দুনিয়াদার হলে তাদের মধ্যে এমন ধারনা সৃষ্টি করে দেয় যে, গুরু যা বলেন ও বিশ্বাস করেন, তাই-ই সঠিক

---

৪. (الاكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الارباب انهم اعتقدوا فيهم انهم الهة العالم بل المراد انهم اطاعوهم فى اوامرهم و نواهيهم- نقل عن عدى بن حاتم كان نصرانيا فانتهى الى رسول الله ص وهو يقرا سورة براءة فوصل الى هذه الاية فقلت لسنا نعبدهم فقال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه و يحلون ما حرم الله فتستحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم) -

=ইমাম মুহাম্মাদ বিন ওমর আল-ফখর বিনুল খতীব রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ), 'তাফসীরুল কাবীর (মিসর, বাহিয়া প্রেস, ১৩৫৭/১৯৩৮, ১ম সংস্করণ) ১৬শ খণ্ড পৃঃ ২৭ । ইমাম আবু ওমর ইউসুফ ইবনু আবদিল বর মাগরেবী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ), 'জামেউ বায়ানিল ইলম' (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন) ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৯ ।

ও যথার্থ। কখনো কখনো তারা তাদের মুরীদানকে তাদের উদ্দেশ্যে সিজদাও করতে বলে এবং এও বলে যে তোমরা সকলে আমার গোলাম। মুসলিম উম্মাহ্‌র অবস্থা যখন এই তখন বিগত উম্মতগুলির অবস্থা এমন হ'বে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে ?

মোটকথা তাদের মধ্যে যে 'রবুবিয়াত' সৃষ্টির কথা কুরআনে বলা হয়েছে, তার অর্থ এক হ'তে পারে এই যে, তারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে আলেম ও দরবেশদের হুকুমের তাবেদারী করত। অথবা তারা বিভিন্ন কুফরী প্রথা কবুল করেছিল যাতে তারা খোদ আল্লাহর সঙ্গেই কুফরী করে। ফলে তা আল্লাহকে ছেড়ে অনকে 'রব' গণ্য করার শামিল হয়ে যায়। অথবা তারা 'হুলুল ও ইত্তিহাদ' বা পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অনুপ্রবেশও এক হয়ে যাওয়ার ধারনায় দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ...বলা বাহুল্য এই চারটি বিষয়ের সবগুলিই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিরাজমান"।[৫]

অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন, 'লোকেদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অনকে তাঁর সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায়। অথচ যারা মুমিন তাদের ভালবাসা আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক দৃঢ়তর ...।'[৬]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (৫৪৪ - ৬০৬ হিঃ) বলেন বিদ্বানগণের অধিকাংশ এখানে 'সমকক্ষ' (আন্‌দাদ) বলতে 'মূর্তি' (আওছান) বুঝিয়েছেন। অন্যমতে এখানে 'সমকক্ষ' অর্থ নেতৃবৃন্দ তারা যাদের আনুগত্য করত। ফলে তারা নেতৃত্বের জোরে

---

৫. ইমাম রাযী, 'তাফসীরুল কাবীর' ১৬শ খণ্ড পৃঃ ৩৭-৩৮।

৬. সূরায়ে বাকারাহ ১৬৫,

হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত। সুদ্দী বলেন যে, দ্বিতীয় মতের লোকেরা প্রথম মতের লোকেদের উপরে কয়েকটি কারণে জয়ী। প্রথমতঃ 'ইয়ুহিব্বুনাহুম' ক্রিয়ার মধ্যে 'হুম' (তাহাদের) সর্বনামটি বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর দিকে সম্পর্কিত' (অতএব তা মূর্তি হ'তে পারেনা)। দ্বিতীয়তঃ— এটি যুক্তি বহির্ভূত বিষয় যে, তারা মূর্তিগুলিকে আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে। অথচ তারা ভাল করেই জানে যে, মূর্তিগুলো কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারেনা। তৃতীয়তঃ এই আয়াতের পরেই আল্লাহপাক কেয়ামতের দিনের বর্ণনা দিয়ে বলেন 'যেদিন অনুসরণীয়গণ (গুরু বা ইমাম গণ) তাদের অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে—'[৭] এটা কেবলমাত্র এ ক্ষেত্রে সম্ভব যখন কোন মানুষকে আল্লাহর সমকক্ষ গণ্য করা হয়। তাদের প্রতি ঐ সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় যে সম্মান ও আনুগত্য আল্লাহকে প্রদর্শন করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য্য।'[৮]

অন্যত্র আল্লাহপাক বিগত উম্মতগণের আচরণ বর্ণনা করে বলেন— 'যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার অনুসরণ কর, তারা বলে যে বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার অনুসরণ করব।'[৯]

---

৭. প্রাগুক্ত, ১৬৬।

৮. ইমাম রাযী, তাফসীরুল কাবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩০।

৯. বাকারাহ, ১৬৮ - ১৭০।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (৫৪৪ - ৬০৬ হিঃ) বলেন যে, আল্লাহপাক তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাঁর নাযিলকৃত প্রকাশ্য দলীল সমূহের অনুসরণ করে। কিন্তু তারা বলে যে, 'আমরা ওসবের অনুসরণ করব না বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করব।' তারা যেন তাকলীদের মাধ্যমে দলীলকে প্রতিরোধ করছে।

ইমাম রাযী বলেন — 'যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তিটিকে বলা হয় যে, কোন মানুষের প্রতি তাকলীদ সিদ্ধ হবার শর্ত হ'ল একথা জ্ঞাত হওয়া যে, ঐ ব্যক্তি হক-এর উপরে আছেন একথা তুমি স্বীকার কর কি-না ? যদি স্বীকার কর তাহ'লে জিজ্ঞেস করব তুমি কিভাবে জানলে যে লোকটি হক-এর উপরে আছেন ? যদি তুমি অন্যের তাকলীদ করা দেখে তাকলীদ করে থাক তাহ'লে তো গতানুগতিক ব্যাপার হ'য়ে গেল। আর যদি তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে থাক, তাহ'লে তো আর তাকলীদের দরকার নেই তোমার জ্ঞানই যথেষ্ট। যদি তুমি বল যে, ঐব্যক্তি হকপন্থী কি-না তা জানা বা না জানার উপরে তাকলীদ নির্ভর করেনা, তাহলে তো বলা হবে যে, ঐ ব্যক্তি বাতিলপন্থী হলেও তুমি তার তাকলীদকে সিদ্ধ করে নিলে। এমতাবস্থায় তুমি জানতে পারনা তুমি হক পন্থী না বাতিল পন্থী। জেনে রাখা ভাল যে, পূর্বের আয়াতে[১০] শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার' জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করার পরেই এই আয়াত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে ইংগিত দিয়েছেন যে, শয়তানী ধোকার অনুসরণ করা ও তাকলীদ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব এই আয়াতের মধ্যে মযবুত প্রমাণ নিহিত রয়েছে 'দলীলের অনুসরণের' এবং চিন্তা-গবেষণা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলীলবিহীন কোন বিষয়ের দিকে নিজেকে সমর্পণ না করার ব্যাপারে।'[১১]

---

১০. প্রাগুক্ত, ১৬৮ - ১৭০

১১. তাফসীরুল কাবীর, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৭।

সুরায়ে বারাআ'তের পূর্ববর্তী আয়াত-[১২] এর ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ) বলেন যে, 'ইহুদী ও নাছারাগণ তাদের আলেমদের আদেশ ও নিষেধাবলীর প্রতি এ'রূপ আনুগত্য প্রদর্শন করত যেন তাদেরকে তারা 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেননা তারা তাদের প্রতি এমন আনুগত্য দেখাত যেমন আনুগত্য রব্ -এর প্রতি দেখানো কর্তব্য ছিল।' তিনি বলেন যে, এই আয়াতে জ্ঞানীদেরকে দীনের ব্যাপারে কেতাব ও সুন্নাহর বাইরে কোন ব্যক্তির তাকলীদ ও বিগত কোন মনীষীর বক্তব্যে প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছে। কেননা এই উম্মতের মযহাবধারী কোন ব্যক্তি তার অনুসরণীয় বিদ্বানের প্রতি — তার কথা আল্লাহ ও রাসূলের প্রদত্ত দলীল সমূহের বিরোধী হলেও - এমন অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে 'রব' - এর আসনে বসিয়েছিল। তারা তাদের ইবাদত করতনা ঠিকই কিন্তু তাদের বর্ণিত হালাল বা হারামকে তারা হালাল বা হারাম গণ্য করত। মুসলিম উম্মাহর মুকাল্লিদগণের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। ইহুদী-নাছারা মুকাল্লিদ ও মুসলিম মুকাল্লিদগণের পরস্পরিক সামঞ্জস্য ঠিক যেমন ডিমের সঙ্গে ডিমের, খেজুরের সঙ্গে খেজুরের ও পানির সঙ্গে পানির। হে আল্লাহ্র বান্দারা হে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসারীরা! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কেতাব ও সুন্নাহকে একপাশে রেখে দিলে, আর নিজেদেরকে সমর্পণ করলে তোমাদেরই মত মানুষের নিকটে ? ... অথচ তোমাদের ও তাদের সর্বাগ্রগণ্য ইমাম হ'লেন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (ছাঃ)। ছেড়ে দাও মুহাম্মাদের কথার সম্মুখে অন্যের সকল কথা। তা'র দীনের মধ্যে ত্রুটি সন্ধান করে সেই-ই, যে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে।'[১৩]

---

১২. তাওবাহ ৩১ আয়াত (اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون'

১৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী ইয়ামানী ছান'আনী (১১৭২ - ১২৫০ হিঃ/ ১৭৫৮-১৮৩৪), তাফসীর 'ফাত্হুল কাদীর' (মিসরী ছাপা, মুছতফা বাবী হালবী প্রেস, ১৩৫০ হিঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৩৭।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮ - ১৩০৭ / ১৮৩২ - ১৮৯০ খৃঃ) রাযী ও শাওকানীর ন্যায় মন্তব্য করেছেন ।[১৪] আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা (১২৮২ - ১৩৫৪/ ১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীরে ছাহাবী আদী বিন হাতিম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন যে, এর মধ্যে বর্তমানযুগের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে । এমনিভাবে সূরায়ে বাকারাহর ১৭০ আয়াতের তাফসীরে তিনি ইমাম আবদুল্লাহ বিন ওমর বায়যাভী (মৃঃ ৬৮৫ হিঃ / ১২৭৮ খৃঃ) - এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন এভাবে — 'এই আয়াতে তাকলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল নিহিত রয়েছে ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা জ্ঞান ও ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখেন । এক্ষণে দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে দলীল অবহিত হয়ে নবী ও মুজতাহিদগণের অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে তাকলীদ নয় বরং তা হ'ল ইত্তেবা ঐ বিষয় সমূহের যা আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন ।' অতঃপর সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন 'আমি বলি যে, বিশ্বস্ত আলেমকে অনুসরণ করা হবে কেবলমাত্র ঐ বিষয়ে যা তাঁর নিকটে পৌঁছে গেছে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হ'তে । কিন্তু তার ইজতিহাদের অনুসরণ প্রকৃত অর্থে সেটা হল তাঁর ধারণার অনুসরণ আল্লাহর নাযিলকৃত সত্যের অনুসরণ নয় ।'[১৫]

---

১৪. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান ভূপালী (১২৪৮ - ১৩০৭ / ১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ), তাফসীর 'ফাতহুল বায়ান ফী মাক্বাছিদিল কুরআন' (ভূপাল- ভারত: ছিদ্দীকী প্রেস, ১২৯১ হিঃ) ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৪১ - ২৪২ ।

১৫. বাকারাহ, ১৭০ (واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا اولو كان ابائهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون- قال البيضاوى اى لو كان ابائهم جهلة لا يفكرون فى امر الدين و لا يهتدون الى الحق لاتبعوهم و هو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر او الاجتهاد و اما اتباع الغير فى الدين لا لما انزل الله - اقول(رشيد رضا) انما يتبع العالم.. باجتهاده فهو اتباع له فى ظنه

= সৈয়দ মুহাম্মাদ রশীদ রিযা (১২৮২ - ১৩৫৪ / ১৮৬৫ - ১৯৩৫ খৃঃ), মুখতাছার তাফসীরুল মানার" (বৈরূত, মাকতাব ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ / ১৯৮৪ খৃঃ) ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১২৭ ।

সুরায়ে মায়েদাহ্‌র ৩ নং আয়াতে দীনের পূর্ণতা সম্পর্কীয় আলোচনায় তিনি তাকলীদ কিভাবে ইলমকে ধ্বংস করেছে এবং তাকলীদপন্থী আলেমগণ কিভাবে কেতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছে, তা অত্যন্ত আকর্ষনীয় ভাষায় ব্যক্ত করে বলেন— '(দীনের পথে মানুষকে আহ্বান ও সেজন্য তাদেরপক্ষ থেকে প্রাপ্ত দুঃখ ও নির্যাতনে ছবর করার ব্যাপারে বিগত পথ অনুসরণের ব্যাপারটি (فبهداهم اقتده —) দ্বারা তাকলীদ প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই) কেননা এর প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বচ্ছ সকালের চাইতেও স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। কিন্তু মুকাল্লিদ গ্রন্থকারদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে মন্দরীতির উপরে চলেছেন। তাঁরা তাঁদের অনুসরণীয় পূর্বসূরী বিদ্বানদের বক্তব্যগুলিকে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত ভেবে নিয়েছেন। অতঃপর সেগুলিকে প্রমাণ করা ও তার বিরোধী বক্তব্যগুলিকে বাতিল করার জন্য দলীলের সন্ধানে রত রয়েছেন— চাই তা বিভিন্ন হীলাবাযীর মাধ্যমে হৌক কিংবা তাবীল ও সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে হৌক। ফলে বাস্তবে দলীল হয় তাদের অনুসারী কিন্তু তাঁরা দলীলের অনুসারী হননা। অতঃপর যেসব দলীল (কুরআন ও হাদীছ) তাদের রচিত বা গৃহীত উছুল-এর অন্ততঃবাহ্যিকভাবেও অনুকূলে হয়, তারা তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যা তার বিরোধী হয় ও তাকে বাতিল প্রতিপন্ন করে, সেদিক থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেন ও পরিত্যাগ করেন অথবা ঐ দলীলের তাহরীফ বা শাব্দিক পরিবর্তন করেন কিংবা তাবীল বা দূরতম ব্যাখ্যা করেন। অথচ এটা জানা কথা যে, আল্লাহ পাক আমাদের দীনের মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন ও আমাদের নবীর মাধ্যমে তাঁর নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করেছেন এবং তাঁকে প্রেরণ করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য, যেখানে অন্য নবীগণ ছিলেন স্ব স্ব কওমের নিকটে প্রেরিত। অন্য সকল শরীয়ত ছিল সাময়িক কিন্তু আমাদের রাসূলের শরীয়ত হল চিরস্থায়ী। এর তাৎপর্য্য বিদ্বানগণের নিকট খুবই স্পষ্ট। এখানে মাযহাবসমূহের মধ্যে ও ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদের কোন স্থান নেই।'[১৬]

---

১৬. (واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباءهم لا يعقلون شيئا و لايهتدون — قال البيضاوى اى لو كان اباؤهم جهلة لا يفكرون فى امر الدين و لا يهتدون الى الحق لاتبعوهم و هو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر او الاجتهاد واما اتباع الغير فى الدين اذا علم ما انه محق كالانبياء والمجتهدين فى الاحكام فهو فى الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع

মোটকথা বিগত উম্মতগুলির বিভ্রান্ত লোকেরা এবং প্রাক-ইসলামী জাহেলী যুগের লোকেরা বাপ-দাদা ও দেশাচারের তাকলীদ করত। ইসলাম আসার পরে জগদ্বাসীকে নতুন সমাজব্যবস্থার রূপরেখা দেওয়া হ'ল এবং ইতিপূর্বে প্রচলিত সকল ধর্ম মানসূখ ও যাবতীয় অনৈসলামী রীতিনীতি ও দেশাচার বাতিল ঘোষণা করা হল। বিগতযুগের লোকদের আচরিত তাকলীদী প্রথার বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য সাবধানবানী উচ্চারিত হ'ল। একইসাথে ইসলাম তার অনুসারীদের নিয়ে তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক একটি সম্পূর্ণ নূতন সমাজ গঠনে ব্রতী হ'ল। খেলাফতে রাশিদাহ্র ত্রিশ বছরে নির্ভেজাল ইসলামী সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় রূপ জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করল। কিন্তু ছাহাবা ও তাবেঈযুগের শেষে রাসূলের ভাষায় নিন্দিত ও বিভ্রান্তিরযুগে প্রাক-ইসলামী যুগের ফেলে আসা তাকলীদী জাহেলিয়াত পুনরায় মুসলিম সমাজে ইমাম ও গুরুভক্তির নামে অনুপ্রবেশ করল, যা ক্রমে উৎকটরূপ ধারণ করে কেতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করল।

দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাকলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামের নামে তাকলীদভিত্তিক বিভিন্ন মাযহাবী দলের প্রচলন ঘটে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে।[১৭] কিন্তু এসব তাকলীদী মাযহাব সমূহ উদ্ভবের পূর্বে মুসলিম উম্মাহ তাদের

لما انزل الله - واقول (اى السيد رشيد رضا) انما يتبع العالم الثقة فيما يبلغه عن الله او رسوله و اما الاخذ باجتهاده فهو اتباع له فى ظنه لا لما انزل الله

=সাইয়্যিদ রশীদ রিযা, 'তাফসীরুল কুরআন' (মিসর, দারুল মানার ২য় সংস্করণ, ১৩৬৭ / ১৯৪৮ খৃঃ) তাফসীর সূরায়ে মায়েদাহ ৩ আয়াত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৬।

১৭. (.. لم يكن فى عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده فى جميع اقواله ... و لم يكن فى عصر التابعين و لاتابعى التابعين فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة فى القرون الفضيلة .. و انما حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلعم -)

=হাফেয শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১ হিঃ), 'ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন' (বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৩ খৃঃ) ২য় খণ্ড ২০৮ পৃঃ, মাননীয় লেখক এখানে তাকলীদের বিরুদ্ধে মোট ৮১ টি দলীল পেশ করেছেন (১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮ - ২৭৫)।

ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়সমূহ কিভাবে সমাধান করতেন এ প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ / ১৭০৩ - ১৭৬২ খৃঃ) ও ইমাম গাযযালীর (৪৫০ - ৫০৫ হিঃ) বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল

'তৎকালীন সময়ে কোন মুসলমান কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের তাকলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিলনা। সে সময়ে আলেমও ছিলেন সাধারণ লোকও ছিলেন। সাধারণ লোকেরা তাদের পিতামাতা বা স্থানীয় আলেমের নিকট হ'তে ধর্মীয় বিষয়াদি জেনে নিতেন। যেকোন আলেম হৌক তাঁর কাছ থেকে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করতেন। এব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হতনা। ... আলেমদের অবস্থা ছিল এই যে, যদি তিনি আহলেহাদীছ হ'তেন, তাহ'লে কোন মাসআলা এলে তিনি হাদীছ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতেন। যখন কোন ছহীহ হাদীছ বা আছারে ছাহাবা পেয়ে যেতেন তারা তার উপরে আমল করতেন- দেখতেন না কতজন বিদ্বান ঐ হাদীছের উপরে আমল করেছেন বা ছেড়েছেন। যখন কোন ব্যাপারে তাদের নিকটে দলীল স্পষ্ট হ'তনা, তখন বিগত কোন বিদ্বানের ফৎওয়া তালাশ করা হ'ত। যদি সেখানে দুই ধরণের উক্তি পাওয়া যেত, তাহ'লে অধিকতর নির্ভরযোগ্য উক্তিটি গ্রহণ করা হ'ত, চাই উক্তিটি মদীনাবাসী বিদ্বানের হৌক বা কূফাবাসীর।

আর যদি উক্ত আলেম 'আহলুত্তাখরীজ' (আহলুর রায়) হ'তেন, তাহলে তিনি স্বীয় মাযহাবের (উছূলের) মধ্যে ইজতিহাদ করতেন। ... এরপর থেকে ফিক্বহ বিষয়ে লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। লোকেরা ডাইনে-বামে চলে যায়।' এই

(وبعد القرنين حدث فيهم شيئى من التخريج غير ان اهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد اعلم ان الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجتمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه = حُجَّاتُ اللهِ (কায়রো ১৩৫৫ হিঃ / ১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫২।

وهو انما احدث بعد مائتى سنة من الهجرة) = ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮ / ১৭৫২ - ১৮০৩ খৃঃ), 'ঈকাযুহিমাম উলিল আবছার'' (বৈরূতঃ ১৩৯৮ / ১৯৭৮) পৃঃ ৭৫।

সময়কার অবস্থা সম্পর্কে গায্যালী বলেন — 'খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার পরে ইসলামী খেলাফত এমন লোকদের কুক্ষিগত হ'য়ে পড়ে যাঁরা শরয়ী আহকাম ও ফৎওয়া বিষয়ে ছিলেন অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ। ফলে তাঁরা সকল ব্যাপারে ফকীহদের উপরে নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েন। অবশ্য তখনও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এমনকিছু আলেম বিদ্যমান ছিলেন যারা প্রথম যুগের ন্যায় স্বচ্ছদীনের উপরে মযবুত ছিলেন। যখন তাদেরকে (কোন সরকারী পদে) তলব করা হ'ত তারা পালিয়ে যেতেন বা এড়িয়ে যেতেন। সেযুগের লোকেরা যখন আলেমদের এই ইয্যত দেখল, তখন তারা ইল্ম শিখতে লাগল সম্মান ও প্রতিপত্তি হাছিলের মাধ্যম হিসাবে। ফলে ফকীহগণ যারা এতদিন আহুত হ'তেন তারা এখন আহ্বানকারী হ'য়ে গেলেন। এড়িয়ে যাওয়ার কারণে যারা এতদিন সম্মানিত ছিলেন, প্রার্থী হওয়ার কারণে তাঁরা শাসকদের নিকটে মর্যাদাহীন শ্রেণীতে পরিণত হ'লেন অবশ্য তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম অনেকেই ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহপাক (স্বীয় ইল্মের উপরে দৃঢ় থাকার) তাওফীক দান করেছিলেন। ইতিপূর্বেই মুসলিম পণ্ডিতগণের কেউ কেউ কালামশাস্ত্রের উপরে গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন। সেখানে বহু কূট তর্কের অবতারণা করা হয়েছিল, যা কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ ও শাসকের মনোযোগ আকর্ষণ করে — যারা হানাফী ও শাফেঈ ফিক্হের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ফলে বিদ্বানগণ কালামশাস্ত্র এবং মালেক, সুফিয়ান ছওরী, আহমাদ বিন হাম্বলের বিষয় ছেড়ে দিয়ে হানাফী ও শাফেঈ ফিক্হের মধ্যকার বিতর্কিত বিষয়সমূহের দিকে এগিয়ে যান এবং উক্ত দুই মাযহাবের যুক্তিসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতায় বহু ঝগড়া ও অসংখ্য বই-পুস্তিকাদি প্রণয়ন শুরু করেন। এইভাবে স্ব স্ব মাযহাবের পক্ষে শরীয়তের সুক্ষাতিসুক্ষ তাৎপর্যসমূহ উদ্ধার করাকেই তারা তাদের মৌল উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করেন। এই অবস্থা এখনও চলছে। আমরা জানিনা ভবিষ্যতের লিখন কি আছে।'

ইমাম গায্যালীর উপরোক্ত আলোচনা উদ্ধৃত করার পর শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) বলেন 'ফকীহদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণে লোকেরা যেকোন একটি মাযহাবের তাকলীদ

করেই নিশ্চিন্ত হ'তে চেষ্টা করে এবং তাকলীদ তাদের অন্তরে এমনভাবে আসন করে বসে, যেমনভাবে পিপড়া অলক্ষ্যে দেহে ঢুকে পড়ে কামড়ে থাকে অথচ লোকেরা বুঝতে পারেনা।'[১৮]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ যাহাবী তুর্কমানী দামেস্কী (৬৭৩ - ৭৪৮ হিঃ) হাদীছের হাফেযগণের নবম স্তরের বর্ণনায় ইমাম দাউদ বিন আলী যাহেরী (২০০ - ২৭০ হিঃ) ও ইমাম আবু দাউদ (২০২ - ২৭৫ হিঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের মৃত্যুর পরবর্তী তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষের দিকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন — 'এইসময় 'আহলুর রায়' ফকীহদের নেতৃস্থানীয় অনেক আলেম, মু'তাযিলা, শী'আ ও কালাম শাস্ত্রবিদদের স্তম্ভবিশেষ বহু বিদ্বান বিদ্যমান ছিলেন, যারা যুক্তিবাদের উপরে ভিত্তি করে চলতেন এবং নবীর হাদীছকে কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকার সালাফে ছালেহীনের তরীকা এড়িয়ে চলতেন। এই সময় ফকীহদের মধ্যে তাকলীদ আত্মপ্রকাশ করে ও ইজতিহাদের অবক্ষয় শুরু হয়।'[১৯]

---

১৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো: ১৩৫৫ হিঃ / ১৯৩৬ খৃঃ) ১/১৫৩ পৃঃ, পরবর্তীতে রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদে এই ফেকহী ঝগড়া আরও মারাত্মক রূপ নেয় এবং তাকলীদী গোঁড়ামী আরও প্রকট আকার ধারণ করে। সে সম্পর্কে শাহ ছাহেব উপরোক্ত আলোচনা শেষ করেন এভাবে —

فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من الباطل و لا الجدل من عن الاستنباط فالفقيه يومئذ الشرثار.. ولم يات قرن بعد ذلك (اى بعد المائة الرابعة) الا هو اكثر فتنة و اوفر تقليدا و اشد انتزاعا للامانة.. حتى اطمانوا بترك الخوض فى امر الدين و بان يقولوا انا وجدنا اباءنا على امة و انا على اثارهم مقتدون -

= ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪।

১৯. হাফেয যাহাবী (৬৭৩ - ৭৪৮ হিঃ) প্রণীত হাদীছের হাফেয ও সংকলকদের জীবনী ও তাঁদের সময়কার অবস্থাসম্বলিত বিখ্যাত গ্রন্থ — 'তাযকেরাতুল হুফফায' (হায়দারাবাদ -দাক্ষিণাত্য): নেযামিয়া প্রেস দায়েরাতুল মা'আরেফ) পৃঃ ২০২ এর বরাতে ইউসুফ জয়পুরী, হাকীকাতুল ফিকহ (বোম্বাই (মোমেনপুরা)- ভারত: ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম মুদ্রণকাল বিহীন, সম্পাদনায়: দাউদ রায) পৃঃ ৪৮।

তিনি আরও বলেন 'মুহাদ্দিছগণ একে একে মৃত্যুবরণ করতে থাকেন। (যারা বেঁচে থাকেন) তাঁরা মর্যাদাহীনগণ্য হন। লোকেরা ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষার্থীদেরকে ঠাট্টা করতে থাকে। হাদীছও সুন্নাতের শত্রুরা তাদেরকে বিদ্রুপ করতে থাকে। যুগের আলেমগণ অধিকাংশই ব্যবহারিক প্রশাখাগত বিষয়সমূহে বিনা তাহকীকে তাকলীদের উপরে জমে থাকেন। না বুঝে-সুঝে তারা হিকমত ও কালামশাস্ত্রের বুদ্ধিবাজিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। ফলে মুছীবত সাধারণ হয়ে পড়ে, স্বেচ্ছাচারিতা দৃঢ়তা লাভ করে। জনসমাজ থেকে ইলমে হাদীছ উঠে যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'[২০]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী তাঁর প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থে তাকলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সর্বত্র তিনি অন্ধ তাকলীদের (تقليد جامد) কঠোর সমালোচনা করেছেন যেমন তিনি বলেন — '(হে পাঠক!) বর্তমান সময়ে তুমি বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে (মুসলিম) জনসাধারণের মধ্যে দেখবে যে তারা বিগত কোন বিদ্বানের মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে এবং তারা মনে করে যে, মাত্র একটি মাসআলাতেও যদি তার অনুসরণীয় বিদ্বানের তাকলীদ হ'তে সে বেরিয়ে যায়, তাহ'লে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তার অনুসরণ তার উপরে ফরয করা হয়েছে। অথচ চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।'[২১]

---

২০. 'তাযকেরাতুল হুফফায', ২য় খণ্ড পৃঃ ১১১- এর বরাতে প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।

২১. (وترى العامة سيما اليوم في كل قطر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين يرون خروج الانسان من مذهب من قلده ولو في مسئلة كالخروج من الملة كانه نبي بعث اليه و افترضت طاعته عليه و كان اوائل الامة قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد — =শাহ অলিউল্লাহ, 'তাফহীমাতুল ইলাহিয়্যাহ' (ইউপি-ভারত: মদীনা অফসেট প্রেস, বিজনৌর, ১৩৫৫ / ১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫১।

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর জন্য আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে এটা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী হবে যদি উম্মতের কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে — যার ভুল ও শুদ্ধ হওয়ার আশংকা রয়েছে — কেউ এই আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ পাক আমার উপরে ঐ ব্যক্তির অনুকরণ অপরিহার্য্য করেছেন এবং ঐ ব্যক্তি আমার উপরে যা ওয়াজিব করেন তাই-ই ওয়াজিব। কেননা হক শরীয়ত ঐ ব্যক্তির বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্বানগণ (হাফেযগণ) তা সংরক্ষণ করেছেন, রাবীগণ তা বর্ণনা করেছেন, ফকীহগণ তার উপরে হুকুমসমূহ নির্দেশ করেছেন। অবশ্য বিদ্বানগণ আলেমদের তাকলীদের উপরে এই অর্থে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে তাঁরা হ'লেন নবী (ছাঃ) হ'তে প্রাপ্ত শরীয়তের বর্ণনাকারী মাত্র। তাঁরা ইল্ম শিখেছেন অন্যেরা শিখেনি। ইল্ম হাছিলেই তারা মাশগুল থাকেন অন্যেরা নয়। একারনেই লোকেরা আলেমদের তাকলীদ করে থাকে। কিন্তু যদি কোন হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হয় এবং মুহাদ্দিছগণ তার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্যপ্রদান করেন ও লোকেরা তার উপরে আমল করে থাকেন ও বিষয়টি যদি পরিস্কার হয়ে গিয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সেই হাদীছের উপরে আমল না করেন এই অজুহাতে যে তার অনুসরণীয় ইমাম বা আলেম তাকে বলেননি, তাহ'লে সেটা হবে এক দুরতম ভ্রান্তি।'[২২] তিনি বলেন — 'কোন ইমামের মুক্বাল্লিদের নিকটে কোন মাসআলায় যদি রাসূলের (ছাঃ) কোন হাদীছ পৌঁছে যায়, যা তার ইমামের কথার বিরোধী এবং তার ধারনা যদি জোরালো হয় যে, হাদীছটি ছহীহ, তাহ'লে অন্যের অজুহাতে রাসূলের (ছাঃ) হাদীছকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তার কোন কথা

---

২২. (واشهد لله بالله انه كفر بالله ان يعتقد فى رجل من الامة ممن يخطى و يصيب ان الله كتب على اتباعه حتما وان الواجب على هو الذى يوجبه هذا الرجل على ولكن الشريعة الحقة قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان قد وعاها العلماء و اداها الرواة و حكم بها الفقهاء وانما اتفق الناس على تقليد العلماء على معنى انهم رواة الشريعة عن النبى صلعم وانهم علموا ما لم يعلم وانهم اشتغلوا بالعلم ما لم تشتغل فلذلك قلدوا العلماء فلو ان حديثا صح و شهد بصحته المحدثون و عمل به طوائف فظهر فيه الامر ثم لم يعمل به هو لان متبوعه لم يقل به فهذا هو الضلال البعيد ، ـ)

প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১।

কাজে আসবেনা। এটা কোন মুসলমানের শান নয়। যদি কেউ করে তবে তার মুনাফিক হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।'[২৩]

মুজতাহিদের তাকলীদকে শাহ ছাহেব ওয়াজিব ও হারাম দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ১— ওয়াজিব হ'ল রেওয়ায়েতের অনুসরণকরা। এর ব্যাখ্যা এই যে, কেতাব ও সুন্নাহ সম্পর্কে আনকোরা ব্যক্তি, যিনি এসব অনুসন্ধান ও সমাধান বের করতে অক্ষম, তার দায়িত্ব হ'ল কোন বিদ্বানকে জিজ্ঞেস করা যে এই মাসআলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুকুম কি? যখন উক্ত বিদ্বান তাঁকে খবর দিবেন তখন তিনি তা অনুসরণ করবেন। তাই সে খবর প্রকাশ্য দলীল থেকে গৃহীত হৌক বা তার সদৃশ বিষয়ের উপরে কেয়াস করে হৌক। সবকিছুই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেওয়ায়েতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে মর্মগতভাবে। এই ধরণের তাকলীদের (বরং ইত্তেবার) উপর যুগ যুগধরে উম্মতের ঐক্য মত চলে আসছে। বিগত উম্মতগুলির শরীয়তেও এ ব্যাপারে ঐক্যমত ছিল। এই তাকলীদের নিদর্শন হ'ল যে, ঐ ব্যক্তি মুজতাহিদের কথার উপরে আমল করবে এই শর্তে যে, বিষয়টি সুন্নাতের অনুকূলে হবে। অতঃপর লোকটি সর্বদা তারসাধ্যমত সুন্নাতের সন্ধানে থাকবে। যখনই তার নিকটে মুজতাহিদের কথার বরখেলাফ হোক হাদীছ প্রকাশিত হবে, তখনই সে হাদীছ গ্রহণ করবে। এদিকেই ইশারা করেছেন ইমামগণ। ইমাম শাফেঈ (১৫০ - ২০৪ হিঃ) বলেন 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, সেটাই আমার মাযহাব।' 'যখন তোমরা আমার কোন কথা নবীর হাদীছের বিপরীত পাবে, তখনই হাদীছ অনুযায়ী আমল করবে এবং আমার কথা দেওয়ালে

---

২৩. (من كان مقلدا لواحد من الائمة و بلغه عن رسول الله صلعم ما يخالف قوله فى مسئلة و غلب على ظنه ان ذلك نقل صحيح فليس له عذر فى ان يترك حديثه عليه السلام الى قول غيره و ما ذلك شان المسلمين و يخشى عليه النفاق ان فعل ذلك —

= প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪।

ছুঁড়ে মারবে ।' মালেক (৯৩ - ১৭৯ হিঃ) বলেন 'রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সকল কথা গ্রহণীয় বা বর্জনীয় ।' আবু হানীফা (৮০ - ১৫০ হিঃ) বলেন যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্পর্কে অবহিত নয়, তার জন্য আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া উচিত নয় ।' ইমাম শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ) 'হারাম' শব্দ উল্লেখ করেছেন । আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪ - ২৪১ হিঃ) বলেন 'তুমি আমার তাকলীদ করনা, মালেক বা অন্য কারও তাকলীদ করনা । বরং সমাধান গ্রহণ কর কেতাব ও সুন্নাহ থেকে, যেখান থেকে, তাঁরা গ্রহণ করেছেন ।'

২ — তাকলীদ হারাম ঐ সময়ে যখন কোন মুজতাহিদ ফকীহ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি এই ধারনা পোষণ করে যে, তিনি জ্ঞানের এমন উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গিয়েছেন যেখানে তা'র আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই । ফলে উক্ত মুজতাহিদের বক্তব্যবিরোধী কোন স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ তার নিকটে পৌঁছে গেলেও তিনি ঐ ফৎওয়া পরিত্যাগ করেন না বরং ধারণা করেন যে, তিনি যাঁর তাকলীদ করেন, তিনিই তাঁর ফৎওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন । এই মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিটি যাবতীয় গুণহীন বেওকুফের মত । ... এই আকীদা সম্পূর্ণ বাতিল এবং এই কথা সম্পূর্ণ বাযে । এরূপকে শরীয়ত বা যুক্তির কোন দলীল নেই । বিগত যুগে কেউ এমন করেননি । ঐ ব্যক্তি ত্রুটির সম্ভাবনাযুক্ত অন্য একজন ব্যক্তিকে অথবা তার ফাৎওয়াকে আমলের জন্য ত্রুটিহীন — মা'ছুম এবং তার দায়িত্ব হ'ল কেবল তাকলীদ করা — এই মিথ্যা ধারণা পোষণ করেছে । এই ধরণের লোকদের উদ্দেশ্যেই তো আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন ঐ আয়াত যাতে নবীদের জওয়াবে মক্কার মুশরিক ও বিগত উম্মতগুলির নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিদের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে — 'আমরা আমাদের

বাপ-দাদাদেরকে একটি তরীকার উপরে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পথে চলব ।' বিগত উম্মতগুলির মধ্যে (আল্লাহর কেতাবসমূহে) তাহরীফ কি এভাবেই হয়নি ?"[২৪]

---

২৪. তাকলীদের বিরোধিতায় চার ইমামের প্রসিদ্ধ কওলসমূহ নিম্নরূপ :-

১। ইমাম আবু হানীফা (৮০ - ১৫০ হিঃ) বলেন —

(الف) حرام على من لم يعرف دليلى ان يفتى بكلامى — شعرانى ج ١ ص ٦٣ - ٢٢،
و قال" اذا صح الحديث (اى من بعدى) فهو مذهبى — شامى ١/٤٥—٣٢،

২। ইমাম মালেক (৯৩ - ১৭৯ হিঃ) বলেন —

(ب) ما من احد الا و ماخوذ من كلامه و مردود عليه الا صاحب هذا القبر —

৩। ইমাম শাফেঈ (১৫০ - ২০৪ হিঃ) বলেন —

(ج) اذا رايتم كلامى يخالف الحديث فاعملوا بالحديث و اضربوا بكلامى الحائط ،

৪। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪ - ২৪১ হিঃ) বলেন —

(د) لا تقلدنى و لاتقلدن مالكا و لا الاوزاعى و لا النخعى ولا غيرهم و خذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب و السنة —

= শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, "ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত্ তাকলীদ" (লাহোর : ছিদ্দীকী প্রেস উর্দু অনুবাদসহ অনুবাদকের নাম ও মুদ্রাকাল উল্লেখ নেই) পৃঃ ৮৫-৮৬ , ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, "কিতাবুল মীযান" (দিল্লী : আকমালুল মাতাবে প্রেস ১২৮৬ / ১৮৭০ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৩ ইত্যাদি ।

সূরায়ে যুখরুফ ২২ - ২৩ আয়াত যেমন —

(بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون — و كذلك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة و انا على اثارهم مقتدون — زخرف ٢٢، ٢٣)

অতঃপর তাকলীদ সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে বলেন 'আমার মতে ফৎওয়াপ্রার্থীর নিকট সকল মাযহাবের ফৎওয়া সমূহ বর্ণনা করার কোন দরকার নেই। বরং তার মধ্যে কোন একটি ফৎওয়া বর্ণনা করাই যথেষ্ট। কেননা মুকাল্লিদ অনির্দিষ্টভাবে যেকোন মুজতাহিদের ইচ্ছা তাকলীদ করবে।'[২৫]

'অতঃপর ফকীহগণ কোন মুকাল্লিদের এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে গমনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে যে কথা বলেছেন[২৬]... তারা যদি এর দ্বারা নির্দিষ্ট একটি মাযহাবভুক্ত হ'য়ে থাকার বাধ্যবাধকতাকেই ধারনা করে থাকেন, তবে (বলা হবে যে,) মুখে বলে বা নিয়তের মাধ্যমে একজন মুজতাহিদের অনুসরণকে অপরিহার্য্য গণ্য করার কোন শরয়ী দলীল নেই। বরং দলীল ও মুজতাহিদের কথার উপরে আমলের প্রয়োজন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে (সকল বিষয়ে নয়)। যেমন আল্লাহ বলেন 'জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জানো।'[২৭] জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কেবল তখনই হয় যখন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়। আর তার প্রেক্ষিতে যদি মুজতাহিদের নিকটে কোন কথা প্রমাণিত হয়, তখন তার উপরে আমল ওয়াজিব হয়।'[২৮]

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।

২৭. নাহল ৪৩-৪৪,

(وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون -) اى ارسلنا هم بالبينات والكتب - ابن كثير، بيروت/ ٥٩٢/٢

২৮. ইক্বদুল জীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ, পৃঃ ১১২।

উপরের আলোচনায় শাহ ছাহেব যে তাকলীদকে ওয়াজিব বলেছেন , তা মূলতঃ তাকলীদ নয় বরং ইত্তেবা । কারণ 'তাকলীদ' হ'ল মুজতাহিদের রায়-এর অনুকরণ এবং 'ইত্তেবা' হল দলীলের অনুসরণ । অতএব মুজতাহিদের মুখ থেকে শোনা দলীলের অনুসরণকে তাকলীদ না বলে ইত্তেবা বলাই যুক্তিযুক্ত । অন্যদিকে মুজতাহিদের রায় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত যদি দলীল পাওয়ার সঙ্গে শর্তযুক্ত থাকে , তাহ'লে সেটাকেও পুরোপুরি তাকলীদ বলা চলেনা। কেননা বিনা দলীলে মুজতাহিদের রায়-এর অনুসরণকে শাহ ছাহেব পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন । তবুও এখানে 'তাকলীদ' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন সম্ভবতঃ এর ব্যাপক প্রচলনের দিকে খেয়াল করে । নইলে 'তাকলীদ' শব্দটি মূলতঃ মানুষের মর্যাদার বরখেলাফ । কুরআনে আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ অর্থে তাকলীদ নয় বরং 'ইত্তেবা' ও ইতা'আত' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে । সারা কুরআনে 'কালায়েদ' শব্দ মাত্র দু'জায়গায় [২৯] এসেছে হজের সময়ে কুরবানীর জন্য 'গলাবন্ধ' পরিহিত পশু অর্থে । হাদীছেও অনুসরণ অর্থে কোথাও তাকলীদ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি । 'তাকলীদ' পরিভাষাটি পরবর্তীযুগের আবিস্কার ।

ইমাম ইবনে হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) কুরআনের বিভিন্ন আয়াত , হাদীছ ও ছাহাবাদের ইজমা থেকে দলীল নিয়ে তাকলীদ হারাম হওয়া এবং বিনাদলীলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্যের কথা গ্রহণ করা কারু জন্য হালাল নয় বলে যে মন্তব্য করেছেন , তার ব্যাখ্যায় শাহ অলিউল্লাহ বলেন এই হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (১) যার মধ্যে একটিমাত্র মাসআলায় হ'লেও ইজতিহাদ করার কিছুমাত্র যোগ্যতা রয়েছে । (২) যার নিকটে রাসূলের হুকুমরহিত (মানসূখ) নয় এমন আদেশ নিষেধ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে (৩) ঐ মূর্খ (عامی) ব্যক্তি যে ফকীহদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোন একজনের তাকলীদ করে এবং মনে করে যে ঐ ফকীহ থেকে ভুল সিদ্ধান্ত বের হওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ , তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সঠিক এবং সে তার অন্তরে একথা লুকিয়ে রাখে যে, কোন অবস্থায়ই তাকলীদ পরিত্যাগ করা হবে না যদিও তার মাযহাবের খেলাফ দলীল প্রকাশিত হয় ।

---

২৯. মায়েদাহ ২ ,৯৭

(৪) উদাহরণস্বরূপ ঐ হানাফী ব্যক্তির জন্য যিনি কোন শাফেঈ বিদ্বানের নিকটে ফৎওয়া চাওয়া জায়েয মনে করেন না বা কোন শাফেঈ ইমামের পিছনে ছালাত আদায় সিদ্ধ মনে করেন না। অনুরূপভাবে কোন শাফেঈ মুকাল্লিদ যদি কোন হানাফী ফকীহ সম্পর্কে একইরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। কেননা এগুলি ছাহাবা, তাবেঈন ও প্রথমযুগের তরীকাবিরোধী আচরণ।' তবে ইবনে হযম (রহঃ) - এর কথা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (অর্থাৎ কেবলমাত্র ঐক্ষেত্রে তাকলীদ সিদ্ধ হবে) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের কৃত হালাল-হারাম ব্যতীত অন্যকিছু কবুল করেননা। কিন্তু সে বিষয়ে তার কোন ইল্ম নেই ও আপাত বিরোধী হাদীছ সমূহের সামঞ্জস্যবিধান ও হাদীছ থেকে সমাধান বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ। এমতাবস্থায় তিনি একজন হেদায়েতপ্রাপ্ত আলেমের কথার অনুসরণ করেন এই ধারণায় যে তিনি সঠিক কথাই বলবেন এবং রাসূলের প্রকাশ্য সুন্নাতের অনুসরণে ফৎওয়া দিবেন। কিন্তু পরে যদি তিনি তাঁর ধারণার খেলাফ কিছু পান তাহ'লে কোনরূপ ঝগড়া বা যিদ না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুহূর্তেই ফিরে যান।" বলা ছলে যে, এটা কখনই তাকলীদ নয় বরং অজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্বানব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করার চিরন্তন রীতিরই নামান্তর। একেই বলে 'রুজুএলাল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ' অর্থাৎ কেতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া। একেই উছূলী বিদ্বানদের ভাষায় বলা হয়েছে 'যখনই হাদীছ পাওয়া যাবে তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে।'[৩০] তাই পরক্ষণেই শাহ ছাহেব বলেন— 'যদি মা'ছুম রাসূলের পক্ষ হ'তে — যাঁর আনুগত্য আমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেছেন — মুকাল্লিদের মাযহাবের খেলাফ ছহীহ সনদসূত্রে কোন হাদীছ পৌঁছে যায় এবং আমরা তা পরিত্যাগ করি ও উক্ত মুজতাহিদের কল্পনায় অনুসরণ করি, তাহ'লে আমাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে এবং সেদিন আমাদের জন্য কি ওযর থাকবে যেদিন আমরা বিশ্বপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হব?'[৩১] হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোন বিদ্বানের

---

৩০. নাছেরুদ্দীন আলবানী, 'আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন' (কুয়েত: দারুসালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ / ১৯৮৬) পৃঃ ২৭।

৩১. ইকদুল জীদ পৃঃ ৩৯ - ৪৯, হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ / ১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪ - ১৫৬।

তাকলীদের উপরে যিদ করাকে শাহ ছাহেব ইহুদীস্বভাব বলে ভীষণভাবে কটাক্ষ করে বলেন 'যদি তুমি ইহুদীদের নমুনা দেখতে চাও তাহ'লে দুষ্ট আলেমদের দিকে তাকাও যারা দুনিয়ার সন্ধানী। যারা বিগত কোন ব্যক্তির তাকলীদে অভ্যস্ত। যারা কেতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কোন একজন আলেমের সুকবাদিতা, কঠোরতা ও সুধারনাযুক্ত সমাধান (ইসতিহসান)-কে কঠিনভাবে আকড়ে ধরে। যারা মাছুম রাসূলের কালাম হ'তে বে-পরওয়া হয়ে বিভিন্ন জাল হাদীছ ও বাতিল ব্যাখ্যাসমূহ (তাবীল)-কে সুঘোষিত মুকতাদা বা অনুসরণীয় হিসাবে গ্রহণ করে। তামাশা কেমন তারা যেন খোদ ইহুদী।।"[৩২]

শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩ - ১২৪৬ / ১৭৭৯ - ১৮৩১ খৃঃ) অনির্দিষ্টভাবে যে কোন আলেমের তাকলীদ সম্পর্কে হাফেয ইরাকী প্রমুখাৎ ইজমার উদ্ধৃতি দেওয়ার পরে বলেন — "উদাহরণ স্বরূপ হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করা মূলতঃ তাকলীদে শাখছী নয়। কেননা হানাফী মাযহাব বলতে আবু হানীফা, তাঁর দুই শিষ্য, যুফার প্রমুখ মুজতাহিদে মুত্‌লাকগণের ফৎওয়ার সমষ্টি বুঝায়। আবু হানীফার দিকে আবু ইউসুফের সম্বন্ধ যেমন শাফেঈর দিকে আহমদ বিন হাম্বলের সম্বন্ধ। যা বিভিন্ন মৌলিক ও প্রশাখাগত বিষয়ে তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ হ'তে পরিস্ফুট হ'য়ে গেছে। তবুও সবগুলোকে মিলিতভাবে হানাফী মাযহাব কথাটা একটি ইচ্ছাধীন বিষয়। অমনিভাবে আমরা চার মযহাবকে এক

---

৩২. (اگر نمونۂ یہود خواہی کہ ببینی علماء سوء کہ طالب دنیا باشند و خوگرفتہ بتقلید سلف و معرض نصوص از کتاب و سنت و تعمق و تشدد و یا استحسان عالمے را مستند ساختہ از کلام شارع معصوم بے پرواہ شدہ باشند و احادیث موضوعہ و تاویلات فاسدہ را مقتدائے خودساختہ باشند تماشا کن کأنہم ہم —
= শাহ অলিউল্লাহ, 'আল-ফওযুল কবীর' (ফারসী, দিল্লী, মুজতাবায়ী প্রেস) পৃঃ ১০ ; ঐ উর্দু (মাকতাবা বুরহান, উর্দু বাযার, দিল্লী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৫ / ১৯৮৫ খৃঃ) পৃঃ ১৮, ঐ আরবী (কানপুর, কাইয়ুমী প্রেস, ১৩৬৯ হিজরীতে ঢাকায় লিখিত) পৃঃ ১২।

গণ্য করতে পারি। তখন আর একে অপরের অনুসরণ করা কোন দোষের বিষয় হবে না। যেমন হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের অবস্থা (আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ বা যুফারের অনুসারী হ'লেও সকলকে হানাফী বলায় তাদের উপরে যেমন কোন দোষ বর্তে না)। আমি বুঝতে পারিনা অনুসরণীয় ইমামের কথার বরখেলাফ রাসূলের স্পষ্ট হাদীছসমূহের দিকে ফিরে যাওয়ার যাবতীয় ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের তাকলীদকে অপরিহার্য্য গণ্য করা সিদ্ধ হ'তে পারে? ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও যদি মুকাল্লিদ - ব্যক্তিটি তার ইমামের কথা পরিত্যাগ না করে, তাহ'লে (বুঝতে হবে যে,) তার মধ্যে শিরকের দোষ মিশ্রিত আছে। যেমন আদী বিন হাতিম (রাঃ) প্রমুখাৎ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ...। উক্ত হাদীছে আলেমদের কথা অনুযায়ী ইহুদী মুকাল্লিদগণের কোন বিষয়কে হালাল বা হারাম গণ্য করা দ্বারা বুঝা যায় যে, (১) তাদের এই তাকলীদ কোন আক্বীদাগত বিষয়ে ছিল না বরং তা ছিল আমলগত বিষয়ে (অতএব যদি কেউ বলেন যে, ব্যবহারিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আক্বীদাগত দিক দিয়ে আমরা সবাই এক - তা'হলে তা গ্রাহ্য হবে না। কারণ আক্বীদা ও আমলে সর্ববিষয়েই কেবলমাত্র রাসূলের আনুগত্য বহাল করতে হবে)। (২) এখানে গোটা তাকলীদকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাহ'লে তো প্রত্যেক মূর্খকেই মুজতাহিদ হ'তে হয়। (৩) অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ তাকলীদ দ্বারা তাদের ইমামদের কথার মোকাবেলায় দলীলসমূহকে ইনকার বা প্রত্যাখ্যান করা বুঝানো হয়নি। তাহ'লে তো তারা 'নাছারা' হিসাবেই গণ্য হ'তনা। বরং এর অর্থ হ'ল শরয়ী দলীলসমূহকে তাদের ইমামদের কথার অনুকূলে তারা তাবীল বা অপব্যাখ্যা করেছিল। এ থেকে বুঝা গেল যে, একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথার অনুসরণ করা এই অর্থে যে, তার বিপরীত হাদীছ বা কুরআনের দলীলসমূহ প্রমাণিত হ'লেও তা ঐ ব্যক্তির কথার অনুকূলে ব্যাখ্যা করা হবে — তাহ'লে তার মধ্যে নাছারাদের স্বভাব ও শিরকের অংশবিশেষ মিশ্রিত হয়ে যাবে।'[৩৩]

---

৩৩. শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩ - ১২৪৬ / ১৭৭৯ - ১৮৩১), "তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রাফ্'ইল ইয়াদাইন" (মীরাট, মুজতাবায়ী প্রেস ১২৭৯ হিঃ / ১৮৬৩ খৃঃ) উর্দ্দু অনুবাদসহ পৃঃ ৩৭ - ৩৯।

শাহ অলিউল্লাহ বলেন 'আমি বলতে চাই ঐসব মুসলমানকে যারা নিজেদেরকে 'ফকীহ' হিসাবে অভিহিত করেছেন, যারা তাকলীদের ব্যাপারে দারুন কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। যখন তাদের নিকটে রাসূলের কোন ছহীহ হাদীছ পৌঁছে যায়, যে হাদীছের দিকে বিগতযুগের ফকীহদের একটি দল অনুগমন করেছেন, অথচ তাদেরকে ঐ হাদীছটি মানতে বাধা দেয় শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির তাকলীদ যার দিকে, তিনি সম্পর্কিত হচ্ছেন। এবং বলতে চাই ঐ সকল যাহেরী বিদ্বানদেরকে যারা প্রত্যাখ্যান করেন ঐ সকল ফকীহগণকে যারা ইলমের বাহক ও দীনদারগণের ইমাম — তারা দু'জনই অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। প্রকৃত 'হক' হ'ল এ দু'য়ের মাঝখানে।'[৩৪]

তিনি আরও বলেন — 'লোকেরা ধারণা করে যে, প্রচলিত মাযহাবসমূহের বাইরে যাওয়া শরীয়তের অনুসরণ ও আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা হ'তে বের হয়ে যাওয়ার শামিল। তারা আরও মনে করে যে, ঐ মাযহাবগুলির বাইরে কোন উত্তম ও মযবুত তরীকা নেই। অতএব ওগুলোর কোন একটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া দীনের প্রতি আনুগত্যের বন্ধন হ'তে মুক্ত হওয়ার শামিল। সাবধান হওয়া উচিত যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সব ব্যক্তিকে ভীষণভাবে তিরস্কার করেছেন। এছাড়া আরও বহু সন্দেহ-সংশয় লোকদের অন্তরে উপস্থিত হয়ে থাকে।[৩৫]

---

৩৪. শাহ অলিউল্লাহ, 'তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ' ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৯।

৩৫. (و قد يزعم الانسان ان الخروج عن المذاهب المدونة خروج عن ربقة التقليد للشرع و الانقياد لحكم الله و ان ليس هنالك طريقة مضبوطة غيرها فيكون الخروج عنها عنده مرادفاً او ملازما للخروج عن ربقة الانقياد فيغلظ بان النبى ص معاتب عليه و امثال هذه الشبهات...)
= শাহ অলিউল্লাহ, 'হুজ্জুল হারামাইন' (দিল্লী, আহমদীপ্রেস ১৩০৮ / ১৮৮৯ খৃঃ) উর্দু অনুবাদ সহ পৃঃ ৩১।

তিনি বলেন 'নিছক মুকাল্লিদ কোন ব্যক্তি কখনই সত্যে উপনীত হ'তে পারেনা। বরং পৃথিবীর অধিকাংশ ফাসাদ ও বিশৃংখলা তাকলীদের উৎস হ'তেই পয়দা হয়েছে।'[৩৬]

তাকলীদপন্থী আলেমদেরকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন —'এদের সমস্ত ইল্মের পুঁজি হ'ল হেদায়া, শরহে বেকায়া প্রভৃতির মধ্যে। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে?'[৩৭]

জীবনসায়াহ্নে স্বীয় সন্তানাদি ও ভক্তদেরকে উদ্দেশ্য করে যে সংক্ষিপ্ত অছিয়ত তিনি করে যান, সেখানে বলেন — 'উম্মতের জন্য তার ইজতিহাদী বিষয়সমূহ কেতাব ও সুন্নাহ্র সম্মুখে পেশ করা ভিন্ন উপায় থাকতে পারে না। তারা ঐসব সমস্যাক্লিষ্ট ফকীহদের প্রতি কর্ণপাত করতে পারেনা, যারা কোন আলেমের তাকলীদ করেছেন এবং সুন্নাতের ইত্তেবা হতে বিরত রয়েছেন। (আমি অছিয়ত করছি যে,) ওদের কথা শুনবেনা, ওদের দিকে তাকিয়েও দেখবে না। ওদের থেকে দূরে থেকেই আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান করবে।'[৩৮]

পরবর্তীকালে শাহ অলিউল্লাহ্র শিক্ষতার মসনদে আসীন তাঁর আদর্শের বাস্তব নমুনা ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইল্মী পুরুষ শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ নাযীর হুসাইন বিহারী দেহলভী (১২২০ - ১৩২০ / ১৮০৫ - ১৯০২ খৃঃ) তাকলীদকে চারভাগে ভাগ করেছেন।

---

৩৬. (خود را مقلد محض بودن برگز راست نمی اید و کاربی نمی کشاید اکثر مفاسد در عالم از همین جهت ناشی شده — (ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء ص ۲۰۷)
= শাহ অলিউল্লাহ; ইযালাতুল খাফা (ফারসী) - এর বরাতে আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নাওশাহ্রাবী, তারাজিমে ও লামায়ে হাদীছ হিন্দ (উর্দু) ২য় সংস্করণ (লাহোরঃ নিয়ামী প্রিন্টিং প্রেস ১৩৯১ / ১৯৮১ খৃঃ) পৃঃ ৫৯।

৩৭. (جمعی که سرمایه علم ایشان شرح وقایه و هدایه باشد کجا ادراک سراین توانند کرد — ازاله-۸٤)
= প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

৩৮. শাহ অলিউল্লাহ, 'অছিয়াত নামা' (ফারসী) - (কানপুর, ভারত: ১২৭৩ / ১৮৫৮ খৃঃ) পৃঃ ২, ঐ 'তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪০।

১— ওয়াজিব, জাহিল ব্যক্তির জন্য। যে আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে যে কোন বিদ্বানের নিকট হ'তে প্রয়োজন মাফিক মাসআলা জেনে নিবে। তবে এই তাকলীদ হবে হাদীছের অনুকূলে হওয়ার শর্তসাপেক্ষ। যদি পরে দেখা যায় যে, ফৎওয়াটি ছিল হাদীছবিরোধী তবে তখনই সেটা পরিত্যাগ করে তার জন্য হাদীছের অনুসরণ অবশ্যকর্তব্য হবে। ২— মুবাহঃ কোন একটি মাযহাবের তাকলীদ করা এই নিয়তে যে, এই তাকলীদ কোন শরয়ী বিষয় নয়। অন্য মাযহাবের হাদীছ সম্মত কোন মাসআলা ইনকার করবেনা। বরং নিজেও কখনও কখনও তার উপরে আমল করবে। ৩— হারাম : ওয়াজিব মনে করে কোন একটি মাযহাবকে নির্দিষ্টভাবে তাকলীদ করা। ৪— শিরক : অজ্ঞতার কারণে কোন একজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা। কিন্তু পরে ছহীহ ও মারফূ মানসূখ হাদীছ পাওয়া গেলেও তা প্রত্যাখ্যান না করা অথবা তাহরীফ ও তাবীল করে যে কোন ভাবেই হৌক হাদীছকে ঐ মুজতাহিদের কথার অনুকূলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অনুসরণীয় বিদ্বানের কথাকে পরিত্যাগ না করা।[৩৯]

শায়খুল ইসলামের উপরোক্ত বিভাগ মূলতঃ শাহ অলিউল্লাহকৃত বিভাগ-এরই প্রতিধ্বনি। মুক্বাল্লিদগণ প্রায় সকলেই তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্তরের অনুসারী।

অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪ - ১১৭৬ / ১৭০৩ - ১৭৬২ খৃঃ) তাকলীদের আরও দুঃখজনক বাণীচিত্র অংকন করে বলেন — 'আব্বাসী শাসনকালে এসে মৌলিক ও প্রশাখাগত বিষয়গুলির পার্থক্য দৃঢ়রূপ ধারণ করে। হানাফী, শাফেঈ ও মালেকীগণ স্ব স্ব মাযহাবের উপরে কেতাব রচনা করেন। মৌলিক বিষয়ে মু'তাযিলা, শী'আ, জাহমিয়া পরস্পর হ'তে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক হয়ে যায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাযহাবের উপরেই খুশী ছিল। উমাইয়া শাসনকাল

---

৩৯. সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০ - ১৩২০ / ১৮০৫ - ১৯০২ খৃঃ); 'মি'য়ারুল হক' (উর্দু) (দিল্লী, রহমানী প্রেস ১৩০৭ / ১৯১৯ খৃঃ) পৃঃ ৪১ - ৪২।

শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজেকে হানাফী, শাফেঈ বলতনা। বরং প্রত্যেকে দলীলসমূহকে স্ব স্ব অনুসরণীয় ইমামদের মাযহাবের অনুকূলে ব্যাখ্যা করত। আব্বাসী শাসনামলে এসে প্রত্যেকে নিজের নিজের জন্য এক একটি নাম সাব্যস্ত করেনিল। কেউ নিজেকে হানাফী বল্‌ল কেউ শাফেঈ। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজ নিজ ইমামের ব্যাখ্যা না দেখত ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছের দলীল অনুযায়ী কোন ফায়ছালা দিতনা। এভাবে যেসব মতভেদ কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি এখন স্থায়ীরূপধারণ করল। যদিও আব্বাসী শাসনকাল তার প্রথম মধ্য ও শেষযুগে আপোষে বিবদমানছিল, তথাপি এই সময়ের পুরোটাই কাটে বিভিন্ন মাযহাবের প্রতিষ্ঠা, ফেকহী শাখা-প্রশাখা নির্গমন ও মাসআলাসমূহ বের করার মধ্য দিয়ে। ... এরপর যখন আরবী (কুরায়শী) শাসন শেষ হয়ে যায় এবং (আব্বাসী খেলাফত ধ্বংসের ফলে ৬৫৬ হিজরীর পরে) মুসলমানগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন যার যেটুকু মাযহাব স্মরণছিল সেটুকুকেই মূল হিসাবে গণ্য করে নেয়। ফলে যে মাযহাব প্রথমে কেয়াসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল এক্ষণে তাই-ই মূল হিসাবে দৃঢ় হ'য়ে গেল। এখন লোকেদের বিদ্যা হল একটি অনুমানের উপরে আরেকটি অনুমান করা ও একটি প্রশাখার উপরে কেয়াস করে আরেকটি প্রশাখা বের করা। আজমীদের (অনারব) এই শাসন বিলকুল মজুসীদের (অগ্নিউপাসকদের) শাসনের ন্যায়। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, এরা নামায পড়ে ও কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে। আমরা এক্ষণে সেই পঞ্চম পরিবর্তনের যুগে জন্মলাভ করেছি। জানিনা এরপরে আল্লাহর ইচ্ছা কি আছে।।'[৪০]

সোয়া দুইশত বৎসর পূর্বে শাহ ছাহেবের এই মন্তব্য বর্তমান মুসলিম সমাজের তাকলীদ-উষর মাযহাবী পরিবেশে আরও বাস্তবতার দাবী রাখে। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানগণ বিভিন্ন মাযহাবী নামে পরিচিত এবং পিতামাতার আচরিত মাযহাবের বাইরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে

৪০। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, 'ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা (ফারসী) — (রায়বেরেলী- ভারত : ছিদ্দীকী প্রেস, সাল অস্পষ্ট, তবে নিশ্চিতভাবে ১২০০ হ'তে ১৩০০ হিজরীর মধ্যে) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭ - ৫৮, উর্দু অনুবাদ (করাচী: কুরআন মহল, মৌলবী মুসাফিরখানার সম্মুখে, সালবিহীন) পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ৩৬২ - ৬৩।

কুরআন-হাদীছ অনুসরণের হিম্মত বিদ্বান-মূর্খ কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়না এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইমাম ও মাযহাবী ফকীহগণকে (মুখে স্বীকার না করলেও) বাস্তবে অভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের আসনে বসিয়ে তাদের অন্ধ-তাকলীদের মধ্যেই ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত ।

অথচ যেসকল বিদ্বানের নামে মাযহাবসমূহ সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের কেউই ৮০ হিজরীর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেননি । যেমন আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত কূফী (৮০ - ১৫০ হিঃ), মালিক বিন আনাস মাদানী (৯৩ - ১৭৯), মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈ মাক্কী (১৫০ - ২০৪), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বাগদাদী (১৬৪ - ২৪১), রবী'আতুর রায় মাদানী (মৃঃ ১৩৬ হিঃ) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা আনছারী মাদানী (মৃঃ ১৪৮ হিঃ) আবদুর রহমান বিন আমর আওযাঈ কূফী (৮৮ - ১৫৭) সুফিয়ান বিন সাঈদ ছওরী (৯৭ - ১৬১) লাইছ বিন সা'আদ মিসরী (৯৪ - ১৭৫ হিঃ), ইসহাক বিন রাহ্ওয়ে (১৬৬ - ২৩৮), দাঊদ বিন আলী ইসফাহানী (২০০ - ২৭০), আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (মৃঃ ৩১০), ইমাম তাকিউদ্দীন আহমাদ বিন আবদুল হালীম ইবনু তায়মিয়াহ হাররানী (৬৬১ - ৭২৮ হিঃ) প্রমুখ বিদ্বানমণ্ডলী । এঁদের মধ্যে অগ্রবর্তী ইমাম আবু হানীফার জন্ম ৮০ হিজরীতে । অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হয়েছে এঁদের পূর্বেই এবং উপরোক্ত ইমামগণসহ আহলেসুন্নাত-এর সকল বিদ্বানই কুরআন ও হাদীছের বিপরীতে তাঁদের তাকলীদ করতে সকলকে কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন । নবম শতকের ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ওযীরুল ইয়ামানী (মৃঃ ৮৪০ হিঃ) মৃত ব্যক্তিদের তাকলীদ হারামের বিষয়ে বিদ্বানগণের 'ইজমা' বা ঐক্যমত উদ্ধৃত করেছেন ।'[৪১] অনিভাবে 'কোন মুজতাহিদ শারয়ী

---

৪১. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭২ - ১২৫০ হিঃ), 'আল-কওলুল মুফীদ' (মিসর, মা'আহিব প্রেস ১৩৪০ / ১৯২৩ খৃঃ) পৃঃ ২৮ ।

কোন ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল না পাওয়ার কারণে নিজের পক্ষ হ'তে কোন রায় পেশ করলেও করতে পারেন। এটা তাঁর জন্য বিশেষ অনুমতি রয়েছে। কিন্তু অন্যদের জন্য দলীল ব্যতীত উক্ত রায়-এর অনুসরণ সিদ্ধ নয় এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের ইজমা রয়েছে।'[৪২] ওমরফারূক (রাঃ) যখন কোন বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ফৎওয়া দিতেন তখন বলে দিতেন— 'এটি ওমরের রায়। যদি এটা সঠিক হয়, তাহ'লে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে, আর যদি ভুল হয় তাহ'লে ওমরের পক্ষ হ'তে।'[৪৩] আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলতেন— 'যদি আমার রায় সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে, আর যদি ভুল হয় তাহ'লে আমার পক্ষ হ'তে ও শয়তানের পক্ষ হ'তে।'[৪৪] আবু হানীফা (রহঃ) ফৎওয়া দেওয়ার সময় বলে দিতেন যে, এটি নু'মান বিন ছাবিতের রায়। আমাদের সাধ্যপক্ষে এটিই উত্তম মনে হয়েছে; এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে গণ্য হবে।'[৪৫]

---

৪২. ইমাম শওকানী, 'হেদায়তুস সায়েল'-এর বরাতে নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০ - ১৩২০ / ১৮০৫ - ১৯০২) প্রণীত 'মি'য়ারুল হক' (দিল্লী, রহমানী প্রেস ১৩৩৭/ ১৯১৯) পৃঃ ২৭৪।

৪৩. (وكان عمر اذا افتى الناس يقول هذا راى عمر فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن عمر) আবদুল ওয়াহ্‌হাব শারানী (৮৯৮ - ৯৭৩ হিঃ), 'কিতাবুল মীযান' (দিল্লী, আকমাল মাতাবে ১২৮৬ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১।

৪৪. (وعن ابن مسعود .. فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني و من الشيطان ..) হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১ - ৭৫১ হিঃ) রচিত 'ইলামুল মুওয়াক্কেঈন' (বৈরূত, দারুল জীল ১৯৭৩ খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭।

৪৫. (هذا راى نعمان بن ثابت وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاء باحسن منه فهو اولى بالصواب) হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো ১৩৫৫ হিঃ / ১৯৩৬ খৃঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭।

মোল্লা আলী কারী (মৃঃ ১০১৪ / ১৬০৫ খৃঃ) বলেন— 'এটা জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক কাউকে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হওয়ার জন্য বাধ্য করেননি। বরং বাধ্য করেছেন সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করার জন্য যদি তিনি আলেম হন। আর যদি জাহিল হন তবে (অনির্দিষ্টভাবে) যেকোন আলেমের অনুসরণ করবেন।'[৪৬] শাহ অলিউল্লাহ ও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৪৭]

জানা না জানা বিষয়টি আপেক্ষিক ব্যাপার। দু'জন বিজ্ঞ আলেমকেও দেখা যাবে যে, একই সময়ে একটি বিষয় একজনের জানা আছে, অন্যজনের নেই। ছাহাবায়ে কেরাম ও ইমামদের মধ্যে এরূপ নযীর যথেষ্ট রয়েছে। যেমন (১) একদা ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০) স্বীয় প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩ - ১৮২) - কে বলেন 'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করনা। আল্লাহর কসম আমি জানিনা আমি নিজ সিদ্ধান্তে সঠিক বা বেঠিক। (২) একবার তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন— 'তোমাদের ধ্বংস হৌক তোমরা এইসব কেতাবগুলিতে আমার উপরে কত মিথ্যা আরোপ করেছ, যা আমি বলিনি।' (৩) তিনি আরও বলেন— 'সাবধান হে ইয়াকুব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শুনো তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দিই, কালকে তা পরিত্যাগ করি, কাল যে রায় দেই, পরশু তা প্রত্যাহার করি।'[৪৮] ইমামের এই হুঁশিয়ারীর ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, তাঁর শিষ্যগণ

---

৪৬. (ومن المعلوم ان الله ما كلف احدا ان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا بل كلفهم ان يعملوا بالسنة ان كانوا علماء اويقلدوا علماء ان كانوا جهلاء — সৈয়দ নযীর হুসাইন, 'মি'য়ারুল হক', পৃঃ ৫৩।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

৪৮ (الف)لا ترو عنى شيئا فانى والله ما ادرى مخطى انا ام مصيب؟ (ب) ويحكم كم يكذبون على فى هذه الكتب ما لم اقل (ج) ويك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه منى فانى قد ارى الراى اليوم فاتركه غدا وارى الراى غدا واتركه بعد غد" رواه الخطيب باسناد متصل فى تاريخه — হাফেয আবু বকর আহমদ বিন আলী আল-খতীব বাগদাদী (৩৯২ - ৪৬৩ হিঃ) প্রণীত 'তারীখু বাগদাদ' (মিসর, সা'আদাহ প্রেস ১৩৪৯ / ১৯৩১ খৃঃ) ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪০২, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৮, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪০২।

তাঁদের উস্তাদের সকল ফৎওয়া অন্ধের মত সমর্থন করেননি। বরং ইমাম গাযযালীর (৪৫০ - ৫০৫ হিঃ) হিসাব মতে তাঁরা উস্তাদের দুই তৃতীয়াংশ ফৎওয়ার বিরোধিতা করেছেন।[৪৯] শুধু ব্যবহারিক বিষয়েই নয় বরং ফেকহী মূলনীতিতেও উক্ত শিষ্যদ্বয় ইমাম আবু হানীফার বিরোধিতা করেছেন।[৫০] ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফিক্‌হের উপরে কোন কেতাব সংকলন করে যাননি। যদি 'ফিক্‌হে আকবর' ও 'মুসনাদে আবু হানীফা'-কে তাঁর কেতাব বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহ'লে বলা হবে যে, প্রথমোক্ত ছোট পুস্তকটি আকায়েদের উপরে লিখিত এবং শেষোক্তটি হাদীছের সংক্ষিপ্ত সংকলন। অনুরূপভাবে 'মুওয়াত্তা' নামক প্রসিদ্ধ হাদীছ-সংকলন ব্যতীত ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯)-এর অন্যকোন গ্রন্থ নেই।' ইবনু ওয়াহাব (ابن وهب) বলেন যে, অধিকাংশ প্রশ্নের জওয়াবে আমি তাঁকে 'জানিনা' বলতে শুনতাম। যত মাসআলায় তিনি 'জানিনা' বলেছেন, এগুলো যদি আমরা লিখে রাখতাম, তাহ'লে বহু ভলিউম পূর্ণ হয়ে যেত।'[৫১] তাঁর শিষ্য ইবনুল কাসিম-এর বর্ণনাসম্বলিত 'মুদাওওয়ানা' গ্রন্থে ইমাম মালেকের নামে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার সবই সঠিক নয়, বরং কিছু কিছু মুওয়াত্তা -এর চরম বিরোধী। অন্যদিকে শাফেঈ (১৫০-২০৪) প্রণীত অমরগ্রন্থ 'আর-রিসালাহ' ও 'কিতাবুল উম্ম' উভয়ে ফিক্‌হের উপরে লিখিত — ব্যবহারিক ফিক্‌হের উপরে নয়। তাঁর 'মুসনাদ' ও হাদীছের সংকলন বৈ কিছুই নয়। সেখানেও নিজের রচনা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য তাঁর শিষ্য 'বুয়েতী' (بويطى) উদ্ধৃত করেছেন যে, 'আমি

---

৪৯. (قال الغزالى فى كتابه المنخول "انهما خالفا ابا حنيفة فى ثلثى مذهبه"
আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, 'শরহে বেকায়ার' ভূমিকা, (দিল্লী ছাপা ১৩২৭ হিঃ) পৃঃ ২৮, শেষ লাইন।

৫০. তাক্বিউদ্দীন আবদুল ওয়াহ্‌হাব তাক্বিউদ্দীন সাবকী (فانهما يخالفان اصول صاحبهما ..) প্রণীত 'তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা' (বৈরূত: দারুল মারিফাহ, অফসেট প্রথমমুদ্রণ ১৩২৫ হিঃ, ২য় সংস্করণ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩।

৫১. لوكتبنا عن مالك لا ادرى لملانا الالواح = ইউসুফ বিন আবদুল বর্র কর্তবী আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ), 'জামেউ বায়ানিল ইলম' (বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪।

এই কেতাবগুলি রচনা করেছি। নিশ্চয়ই তার মধ্যে অনেক ভুল পাওয়া যাবে।[৫২] কেননা আল্লাহ বলেছেন — 'যদি এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে আসত, তাহ'লে তোমরা সেখানে বহু ইখতিলাফ দেখতে পেতে'[৫৩] (শাফেঈ বলেন,) অতএব তোমরা আমার এই কেতাবগুলিতে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী কিছু পেলে আমি তা থেকে (কুরআন ও হাদীছের দিকে) প্রত্যাবর্তন করছি।'[৫৪] তিনি বলতেন 'আমার কথার বিপরীত ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে সেদিকে প্রত্যাবর্তন করছি।'[৫৫] স্বীয় জগদ্বিখ্যাত ছাত্র ইমাম আহমাদকে তিনি বলতেন — 'তুমি আমার চাইতে হাদীছ ও রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। অতএব ছহীহ হাদীছ পেলেই আমাকে অবহিত করবে, যাতে আমি সেদিকে ফিরে যেতে পারি ...'[৫৬]

---

৫২. শাইখ আহমদ দেহলভী, 'তারীখু আহলিল হাদীছ' (আরবী) (লাহোর, করীমী প্রেস ১৩৫২ / ১৯৩৩) পৃঃ ২১ - ২২।

৫৩. নিসা ৮২ (افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا —)

৫৪.

(.. فما وجدتم فى كتبى هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه —)

শাইখ আহমাদ, 'তারীখু-আহ্‌লিল হাদীছ' পৃঃ ২২, ৩৫ - ৩৬।

৫৫. (— ومعانى فانا راجع عنها فى حياتى / .. كل مسالة صح فيها الخبر عن رسول الله عند اهل النقل بخلاف ما قلت)

শাইখ ফুল্লানী, 'ঈকাযুহিমাম', পৃঃ ১০৪।

৫৬. ("انت اعلم بالحديث والرجال منى فاذا كان الحديث الصحيح فاعلمونى به اى شيئى يكون كوفيا او بصريا او شاميا حتى اذهب اليه اذا كان صحيحا")

প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

অন্যতম ছাত্র ইব্রাহীম মুযানীকে তিনি বলেন 'হে ইব্রাহীম ! তুমি আমার সকল কথার তাকলীদ করবেনা। তুমিও চিন্তা-ভাবনা করবে। কারণ এটা হ'ল দীন।'[৫৭] ইবনুল কাইয়িম বলেন— (তাকলীদের ভয়ে) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪ - ২৪১) ফিক্‌হ বিষয়ে কোনো কেতাব লেখেননি।[৫৮] বরং তিনি বেঁচে আছেন তাঁর ত্রিশ হাযার হাদীছের অতুলনীয় সংকলন 'মুসনাদে আহমাদ'— এর মধ্যে।

উপরের আলোচনায় বুঝা যায় যে, অনুসরণীয় চার ইমামের কেউই ফেক্‌হী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। এক্ষণে তাঁদের মাযহাব বলে গৃহীত মাসআলা সমূহের সংকলন হিসাবে যে সকল বিরাট বিরাট ফিক্‌হগ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে, পরীক্ষায় দেখা যাবে সেগুলিতে সংকলিত অধিকাংশ মাসআলা কিংবা সবগুলোই তাঁদের অনুসারী বিদ্বান-গণের রচিত। আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ বিন আবুল হাসান ইবনু দাক্বীক্বুল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার ভূমিকাতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, 'এই মাসআলাগুলি চার ইমামের নামে চার মাযহাবে চালু থাকলেও এগুলোকে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত করা একেবারেই হারাম।' এগুলির মাধ্যমে তাঁদের উপরে মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র।'[৫৯] আল্লামা তাফতাযানী, শা'রাবী, অলিউল্লাহ দেহলভী,

---

৫৭। ("لاتقلدني في كل ما اقول و انظر في ذلك لنفسك فانه دين")
আবদুল ওয়াহ্‌হাব শা'রানী, 'কিতাবুল মীযান', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬, ইকদুল জীদ, পৃঃ ১৭।

৫৮। (قال ابن القيم لاجل هذا (لاجل خوف التقليد) لم يولف احمد كتابا في الفقه)
শায়খ ফুল্লানী, 'ঈকাযু হিমাম', ই'লাম-এর বরাতে, পৃঃ ১১৩, শাইখ আহমদ, তারীখু আহ্‌লিল হাদীছ', পৃঃ ৩৬।

৫৯। ("ان نسبة هذه المسائل الى الائمة المجتهدين حرام ..)
ছালেহ ফুল্লানী, 'ঈকাযু হিমাম', পৃঃ ১১।

মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলেই একথা স্বীকার করেছেন।[৬০]

---

৬০. (ক) আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (৭২২-৭৯৩ হিঃ), 'তালবীহ'-এর মধ্যে হাদীছের রেওয়ায়েত সম্পর্কে যে বর্ণনা দান করেছেন, সেখানে আবু হানীফা (রহঃ)- এর প্রতি বিভিন্ন বিষয়কে যুক্ত করার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছেন।

(الرابع كما دل العقل .. فلا يستند قول ذلك الى ابى حنيفة دل النقل عن الثقات على انه قول موضوع مختلق على السلف الصالح و مستحدث من المتاخرين..)

মোল্লা মুঈন বিন মুহাম্মদ সিন্ধী ( ), 'দিরাসাতুললাবীব' (লাহোর, ১২৮৪ হিঃ / ১৮৬৮ খৃঃ) পৃঃ ১৮৩।

(খ) হানাফী মাযহাবে প্রচলিত হাদীছ বিরোধী কেয়াসসমূহকে আবু হানীফার দিকে সম্বন্বিত করার বিরুদ্ধে ইমাম শা'রাবী (الامام الشعراوى) বলেন —

(.. متى نقل احد عن ابى حنيفة قياسا يخالف نصا صح بعده فله العذر العظيم فى ذلك لكونه لم يجد النص اصلا او وجده و لكن لم يصح عنده فان اعتقادنا و اعتقاد كل منصف فى الامام ابى حنيفة انه كان يقدم النص والاثر على القياس و انه لو عاش حتى دونت احاديث الشريعة التى صحت بعده و ظفر و صحت عنده لاخذبها و ترك القياس المخالف لها و كان القياس يقل فى مذهبه كما قل فى مذهب غيره بالنسبة اليه. لكن لما كانت الادلة متفرقة فى عصره مع التابعين فى الثغور و المدائن كثر القياس فى مذهبه لعدم وجود النص فى تلك الرواية بخلاف غيره من الائمة الثلاثة ... (ص ٢٩٠) غر من غر من اهل الاطراء فى ائمتهم فافرطوا فيهم و نسبوا اليهم ما لم يدعوه ... و قالوا لو كان الحديث صحيحا فى هذه المسئلة لصح عند ابى حنيفة مثلا ولو صح لعمل به .. واذا لم يصح عنده فلا عبرة لصحته عند غيره ولا ايجاب علينا فى التمسك به و بهذا الجهل القبيح يترك العمل بالاحاديث الصحيحة ..)

প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০, ২৯১।

(গ) চার ইমামের নামে প্রচলিত ফৎওয়াসমূহ ও বিশেষ করে হানাফী ফিক্‌হে বর্ণিত কেয়াসী ফৎওয়া সমূহের সব কিংবা অধিকাংশ ফৎওয়াই ইমাম আবু হানীফার নয়, এ সম্পর্কে মোল্লা মুঈন সিন্ধী নিজস্ব মত ব্যক্ত করেন এভাবে —

উপরের আলোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, চার ইমাম-এর অধিকাংশ পরস্পরের ছাত্র হ'লেও তাঁরা যেমন কেউ কারু মুকাল্লিদ ছিলেন না। তেমনি তাঁদের শিষ্যরা স্ব স্ব

(و ليس كل ما ينسب اليهم من القياسات البعيدة التي تشبه التشريع الجديد و ينقل في كتب مذهبهم فهو ثابت النسبة اليهم بل اكثر ذلك او كله مما ارتكبه من غلب عليه الراى من اتباعهم (ص١٥٦) و قال ان الاقيسة الغير الجلية التى كتب الحنفية مشحونة بها غالبها لايستند الى ابى حنيفة خصوصا القياس الخفى الذى يسمونه استحسانا ويقدمونه على القياس الجلى -)

প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯১।

(ঘ) হানাফী মাযহাবের গৃহীত কেয়াসী ফৎওয়া সমূহ এবং পরবর্তীদের রচিত উছুলকে ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধ করার বিরুদ্ধে শাহ অলিউল্লাহ্‌র (১১১৪ - ১১৭৬/ ১৭০৩ - ১৭৬২) মন্তব্য আরও কঠোর। = হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো ১৩৫৫ / ১৯৩৬) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

(ঙ) আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ / ১৮৪৮-১৮৮৬) হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের বিশুদ্ধ ফিক্‌হগ্রন্থগুলির অমার্জনীয় হাদীছ বিরোধিতা সম্পর্কে বলেন —

(فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه اجلة الفقهاء مملو من الاحاديث الموضوعة ولاسيما الفتاوى فقد وضح لنا بتوسيع النظر ان اصحابهم وان كانوا من الكاملين لكنهم فى نقل الاخبار من المتساهلين (نافع كبير ص١٣) ... الا ترى الى صاحب الهداية من اجلة الحنفية والرافعى شارح الوجيز من اجلة الشافعية مع كونهما ممن اشار اليه بالانامل و يعتمد عليه الاماجد والاماثل قد ذكروا فى تصانيفهما ما لم يوجد له اثر عند خبير الحديث)

. জামে ছাগীর-এর ভূমিকা 'নাফে কবীর' (মুছতাফায়ী প্রেস, লাক্ষ্ণৌ ১২৯১ হিঃ) পৃঃ ১৩, ইউসুফ জয়পুরী সংকলিত 'হাকীকাতুল ফিক্‌হ' সংশোধনে : দাউদ রায (বোম্বাই : ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, তারিখবিহীন) পৃঃ ১৫১। এতদ্ব্যতীত ইমাম আবদুল ওয়াহ্‌হাব শারানী হানাফী (রহঃ) এর বক্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। — কিতাবুল মীযান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩

উস্তাদের দিকে সম্পর্কিত হ'লেও তাঁরা তাঁদের মুকাল্লিদ ছিলেন না। বরং তাঁরা স্ব স্ব উস্তাদের শিক্ষণ অনুযায়ী সাধ্যপক্ষে হাদীছ থেকে মাসআলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এরজন্য স্বীয় উস্তাদের ফৎওয়ার বিরোধিতা করতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। যদিও পরবর্তীযুগের ফকীহ নামধারী মুকাল্লিদ বিদ্বানগণ তাদের পূর্বসূরী বিদ্বানদের রীতি এবং ইমামদের মহান শিক্ষা লংঘণ করে তাকলীদকেই নির্বিঘ্ন চলার পথ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। ফলে কুরআন-হাদীছ গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। নবোদ্ভূত সমস্যাবলীর যুগোপযোগী সমাধান পেতে ব্যর্থ হ'য়ে আধুনিক যুগমানস ক্রমেই ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ এখন আর কেবল বিগত কোন মুজতাহিদের নির্দিষ্ট উছূলের তাকলীদ করেই ক্ষান্ত নয়, বরং তারা এখন সরাসরি ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন ও মতবাদ সমূহের অন্ধ তাকলীদ করছে। ফলে একজন মুসলমান ধর্মীয় মতবাদে হানাফী, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী ও অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি হয়ে পড়েছে। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও আয়েম্মায়ে দ্বীন সকলেরই শিক্ষা ছিল একটাই — সকল বিষয়ে সকল অবস্থায় ব্যক্তির তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাও ও সরাসরি সেখান থেকেই সমাধান গ্রহণ কর।

আহলেহাদীছ আন্দোলন চিরকালই তাকলীদে শাখ্ছীর বিরোধিতা করে এসেছে এবং সকল যুগে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া ও সকল অবস্থায় তার সার্বভৌম অধিকারকে বাস্তবে নিশ্চিত করতে চেয়েছে।

৩য় দফা মূলনীতি : ইজতিহাদের দুয়ার উন্মুক্তকরণ

ইজতিহাদ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা । শরয়ী পরিভাষায় 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে শরয়ী হুকুম নির্ধারণের জন্য সার্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে 'ইজতিহাদ' বলা হয় । 'ইজতিহাদ' দু'প্রকারের । ১-বর্তমানের কোন সমস্যাকে পূর্বকালের কোন সমস্যার সদৃশবিধানের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো । ২-শরীয়তের সার্বিক বিধান সমূহ অনুধাবন করা ও তার আলোকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা । প্রথম প্রকারের ইজতিহাদকে 'বিশুদ্ধ কেয়াস' القياس الصحيح বলাই উত্তম । এই প্রকারের ইজতিহাদ সকলযুগের সকল বিদ্বানের জন্য উন্মুক্ত এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে । দ্বিতীয় প্রকারের ইজতিহাদ সম্পর্কে হাম্বলীদের মত হ'ল এই যে, প্রতি যুগেই এর জন্য উপযুক্ত মুজতাহিদ থাকবেন । কিন্তু জমহুর বিদ্বানগণের মতে কোন কোন যুগ খালি থাকাও সিদ্ধ আছে । জমহুরের দলীল হ'ল রাসূলের হাদীছ — 'কেয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ পাক যোগ্য আলেমদের তিরোধানের মাধ্যমে ইল্ম উঠিয়ে নেবেন ।'...[১] হাম্বলীদের দলীল হ'ল বুখারী-মুসলিমের বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে — 'আমার উম্মতের মধ্যে চিরকাল একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে, বিরোধিতাকারী বা পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এইভাবে কেয়ামত এসে যাবে ।'[২] 'ইসলাম শুরু হয়েছিল গুটিকয়েক লোকের মাধ্যমে

---

১. الاجتهاد هو استفراغ الجهد و بذل غاية الوسع اما فدرك الاحكام الشرعية و اما فى تطبيقها — فالاجتهاد فى تطبيق الاحكام هو الضرب الاول الذى لايخص طائفة من الامة دون طائفة و هولاينقطع باتفاق — والاجتهاد فى درك الاحكام هو الضرب الثانى الذى من هو اهل له وقد اختلفوا فى امكان انقطاعه فقال الحنابلة لا يخلو عصر من مجتهد و قال الجمهور يجوز ان يخلو —

আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মূসা গারনাত্বী মালেকী শাত্বেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ), 'আল-মুওয়াফিকাত' শায়খ আবদুল্লাহ দারায-এর ভাষ্যসহ (মিসর : মাকতাবা তিজারিয়াহ ২য় সংস্করণ ১৩৯৫/১৯৭৫) ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৮৯ ।

২. عن ثوبان.. قال قال رسول الله ص لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم..

ইমাম মুসলিম বিনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী (২০৬-২৬১ হিঃ) সংকলিত ছহীহ মুসলিম (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪০৩/১৯৮৩) কিতাবুল ইমারাহ, ৫৩ নং পরিচ্ছেদ, ৩য় খন্ড পৃঃ ১৫২৩-২৪ ।

আবার সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। অতএব যাবতীয় সুসংবাদ সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য।[৩] এরূপে অল্পসংখ্যক হ'লেও কেয়ামত পর্যন্ত চিরকাল হকপন্থীদলের অস্তিত্ব থাকার অর্থই হ'ল হকপন্থী আলেমগণের অস্তিত্ব বজায় থাকা। অন্য হাদীছে এসেছে — 'প্রতি শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতের জন্য একজন করে মুজাদ্দিদের উত্থান ঘটবে, যিনি দীনের সংস্কার সাধন করবেন। এসকল হাদীছ চিরকাল ইজতিহাদের বিদ্যমানতা, ইসলামের চিরঞ্জীবতা ও সর্বযুগীয় সমাধান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অবশ্য কেয়ামত প্রাক্কালের অবস্থা স্বতন্ত্র।[৫] চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বক্ষণে দুনিয়াবাসীর মধ্যে যখন 'আল্লাহ' বলার মত তাওহীদবাদী লোকও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।[৬] তখন মুজতাহিদ আলেম বিদ্যমান থাকার কথা তাবাই অবান্তর।

ইজতিহাদ তথা শরীয়ত-গবেষণার জন্য কুরআনে বারবার তাকিদ এসেছে, হাদীছে এবং ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে এর বহু নযীর মওজুদ রয়েছে।[৭] ইজতিহাদের জন্য কুরআন

---

৩. عن ابيهريرة ... بدء الاسلام غريبا و سيعود كما بدء غريبا فطوبى للغربا ' — প্রাগুক্ত কিতাবুল ঈমান ৬৫ নং পরিচ্ছেদ, ১ম খন্ড পৃঃ ১৩০।

৪. عن ابيهريرة ... ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها - আবু দাউদ (তাহকীক ঃ মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন আবদুল হামীদ, বৈরূত আলমাকতাবাতুল আছারিয়াহ, তারিখবিহীন) 'কিতাবুল মালাহিম' হাদীছ সংখ্যা ৪২৯১ ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১০৯, ইবনুল কাইয়িম ; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন বৈরূত ছাপা) ২য় খন্ড পৃঃ ২৭৬।

৫. ছহীহ মুসলিম বৈরূত ছাপা ১৪০৩/১৯৮৩) ৩য় খন্ড পৃঃ ১৫২৫।

৬. عن انس قال قال ص لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله و فى رواية قال "لاتقوم الساعة على احد يقول الله الله ٪ رواه مسلم قال الالبانى اى يوحد الله كما فى رواية لاحمد بسند صحيح " يقول لا اله الا الله " فليس المراد بالحديث ذكر الله باللفظ المفرد (الله الله) .. فانه ذكر مبتدع لا اصل له فى السنة — মিশকাত বৈরূত ছাপা ঃ ১৪০৫/১৯৮৫) ৩য় সংস্করণ, 'কিতাবুল ফিতান' ৩য় খন্ড পৃঃ ১৫২৭।

৭. আলোচনা দ্রষ্টব্য ঃ ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' বৈরূত ছাপা ঃ ১৯৭৩ খৃঃ) الصحابة يجتهدون و يقيسون অধ্যায় ১ম খন্ড পৃঃ ২০৩-৫। এখানে লেখক ছাহাবায়ে কেরাম হতে ইজতিহাদের ১১টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। পরবর্তী আলোচনায় কেয়াসে শরয়ীর ১০-এর অধিক উদাহরণ পেশ করেছেন - ১ম খন্ড পৃঃ ২০৫-২১৭। নিম্নের আয়াতগুলিকে ইজতিহাদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করা চলে। বাকারাহ ২১৯, হাশর ২, আন'আম ২৬, যুমার ২১, কামার ১৭, ২২, ৩২, নাহল ৪৪ ইত্যাদি।

ও হাদীছে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন আবশ্যিক পূর্বশর্ত।[৮] কোন বিষয়ে প্রদত্ত ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অবশ্যই হবে ধারণাভিত্তিক এবং তা হবে সঠিক অথবা বেঠিক হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত।[৯] যখনই কুরআন বা হাদীছের স্পষ্ট দলীল অবগত হবে, তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে[১০] এবং দলীলের অনুসরণ ওয়াজিব হবে। তবে এই সর্বাত্মক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা চালানোর জন্য মুজতাহিদ বিদ্বান অবশ্যই ছওয়াবের অধিকারী হবেন (যদি তার নিয়ত খালেছ থাকে)। ইজতিহাদ সঠিক হ'লে তিনি দু'গুণ ছওয়াব পাবেন ও বেঠিক হ'লে একগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১১]

আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ধর্ম হিসাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এতে মানবজীবনে সম্ভাব্য সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান নিহিত রয়েছে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে নিত্যনতুন সমস্যার অন্ত নেই। কুরআন ও হাদীছের

---

৮. و شرط الاجتهاد ان يحوى علم الكتاب بمعانيه اللغوية و الشرعية و وجوهه (اى اقسامه) من الخاص و العام و الامر و النهى و غيرها من الاحكام ولكن لايشترط علم جميع ما فى الكتاب بل قدر ما يتعلق به الاحكام ..ويحوى على علم السنة بطرقها .. و وجوه القياس।
আহমাদ বিন আবু সাঈদ বিন ওবায়দুল্লাহ লাক্ষ্ণৌবী ওরফে মোল্লা জিউন (১০৪৭-১১৩০ হিঃ), 'নূরুল আনওয়ার শারহুল মানার' (কানপুর : কাইউমী প্রেস ১৩৫৯/১৯৪০) পৃঃ ২৪৬

৯. ছাদরুশ শরী'আহ (মৃঃ ৭৪৭ হিঃ), তাওযীহ শারহু তানকীহুল উছূল (কলিকাতা : মাযহারুল আজাইব প্রেস, ১২৭৮/১৮৬১ খৃঃ, পৃঃ ৩১৮ (وحكمه غلبة الظن على احتمال الخطاء فالمجتهد عندنا يخطى و يصيب)

১০. ইমাম শাফেঈ ; 'আর-রিসালাহ' (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন) পৃঃ ৫৯৯। (لايحل القياس والخبر موجود)

১১. (عن ابيهريرة .. اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطاء فله اجر)
ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ বিন শু'আইব নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ) সংকলিত 'সুনানুন নাসাঈ' আল্লামা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী লাহোরীর ( ) শরেহসহ (লাহোর : মাকতাবা সালাফিইয়াহ, ১৩৭৬/১৯৫৬) 'আদাবুল কাযী' অধ্যায় ২য় খন্ড পৃঃ ৩০০, 'আমল বিন কাযা' অধ্যায়, ২য় খন্ড পৃঃ ১১০২।

আলোকে উক্ত সমস্যাসমূহের সমাধান বের করার জন্য যুগে যুগে প্রত্যেক যোগ্য আলেমের ইজতিহাদ অপরিহার্য্য। নবীর জীবদ্দশাতে, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এবং পরবর্তীতে ছাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করেছেন। ইজতিহাদ সঠিক হওয়ায় নবী (ছাঃ) খুশী হয়েছেন। কারণ বিশুদ্ধ কেয়াস সাধারণতঃ দলীলের অনুকূলেই হয়ে থাকে। আর তা কেবলমাত্র তিনিই করতে পারেন যিনি হাদীছশাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শী এবং বাস্তবজীবনে সুন্নাতের অধিকতর পাবন্দ। বলাবাহুল্য যথার্থ তাক্ওয়া-পরহেযগারী এবং ইজতিহাদের শর্তাবলী পূরন না করেই তাকলীদী সংকীর্ণতা, মাযহাবী প্রেরণা কিংবা ব্যক্তিস্বার্থে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে পরবর্তীকালে কেয়াস ও ইজতিহাদের নামে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার ঘটে গেছে।[১২]

সর্বশেষ ও গতিশীল জীবনধর্ম (Dynamic Religion) হিসাবে ইসলামে সর্বযুগে ইজতিহাদ অপরিহার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাকলীদপন্থী কিছু বিদ্বান চার ইমামের পরে ইজতিহাদের দুয়ার বন্ধ বলে দাবী করেছেন।[১৩] যদিও এব্যাপারে তাঁরা একমত নন যে, কখন থেকে ইজতিহাদের দরওয়াযা বন্ধ হয়েছে। কেউ বলেন আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর শিষ্যদের পরে কারু জন্য ইজতিহাদ বৈধ নয়। কেউ বলেন দুইশত হিজরীর পরে আর ইজতিহাদ নেই।

---

১২. এধরণের ৮২টি উদাহরণসহ আলোচনা দ্রষ্টব্য 'ই'লামুল মওয়াক্কেঈন' বৈরূত ছাপা : ১৯৭৩) ১ম খন্ড পৃঃ ২৪৬-২৪৯, পরবর্তীযুগে রায় ও কেয়াসপন্থীদের দ্বারা দীনের যে মতর ত্বক ক্ষতি হবে বা হয়েছে সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের পক্ষ হ'তে বহু হুঁশিয়ারবাণী সংকলন করেছেন হাফেয ইবনু আবদিল বার্র কর্তবী (৩৬৮-৪৬৩ হিঃ স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'জামিউ বায়ানিল ইল্ম'-এর মধ্যে। ঈকাযুহিমাম (বৈরূত ছাপা ১৩৯৮/১৯৭৮)-এর মধ্যে এধরণের ৩২-এর অধিক মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। পৃঃ ৯-১৫

১৩. Salahuddin Khudabakhsh & D.S.Margoliouth THE RENAISSANCE OF ISLAM (Trans.from German)Idara-i-Adabiat-i-Delhi.Delhi 1979.P-211

(ثم ان من الناس من حكم لوجوب الخلو من بعد العلامة النسفى واختتم الاجتهاد فى المذهب واما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالائمة الاربعة حتى اوجبوا تقليد واحد من هولاء على الامة و هذا كله هوس من هوساتهم لم ياتوا بدليل ولايعباء بكلامهم-

=বাহরুল উলূম মাওলানা আবদুল আলী লাক্ষ্ণৌবী (), 'ফৎওয়াতে হুর রাহমূত শরাহ মুসাল্লামুছ ছুবূত' (লাক্ষ্ণৌ : নওলকিশোর ১২৯৫/১৮৭৮) পৃঃ ৬২৪

(لانسلم ان الاجتهاد ينحصر فى الاجتهاد المطلق.. فيجوز ان يجتهد من ليس له رتبة الاجتهاد

=মোল্লা মুহাম্মাদ বিন মুঈন সিন্ধী, 'দিরাসাতুল লাবীব' (লাহোর : বায়তুস সালতানাহ ১২৮৪/১৮৬৮) পৃঃ১২

কেউ বলেন ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হিঃ) ও আবদুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ)-এর পরে ইজতিহাদ বন্ধ। আবার কেউ বলেন শাফেঈ (১৫০-২০৪)-এর পরে আর ইজতিহাদ বৈধ নয়।[১৪] অথচ এইসব দাবীর কোন শারয়ী ভিত্তি নেই। আল্লাহ পাক তাঁর রহমতকে নির্দিষ্ট একটি যামানায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। এবং একথা সুতঃসিদ্ধ যে, নবী (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া অসীম ইলমের পবিত্র আমানত কেবলমাত্র একজন অনুসরণীয় ইমামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। তাছাড়া তাঁর আমলে বর্তমান যুগের সমস্যাবলীও ছিলনা। বাস্তব কথা এই যে, মানুষের জীবনে চিরকাল নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে, আর ইসলামের মূলনীতির আলোকে সেসবের সমাধানও চিরকাল দিয়ে যেতে হবে। নইলে মুসলমান বাতিলের অনুসারী হতে বাধ্য হবে — যা একেবারেই নিষিদ্ধ। বারোশত বৎসর পূর্বেকার কোন ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত সেইযুগের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হলেও প্রলয়-উষার উদয়কাল পর্যন্ত মানবজাতির অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত সমস্যাবলীর সমাধানে যে তা সর্বদা সর্বাংশে যথেষ্ট বিবেচিত হবে, এরূপ চিন্তা করাও কঠিন বৈ-কি! তাই ইসলামের চিরঞ্জীবতা, গতিশীলতা ও সর্বযুগীয় সমাধান হওয়ার স্বার্থেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মূলনীতি হ'ল ইজতিহাদের দুয়ার সকল যুগের সকল যোগ্য আলেমের জন্য উন্মুক্ত রাখা। তবে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য অর্থের মধ্যে স্পষ্ট কোন সমাধান না পেলেই কেবল ইজতিহাদ সিদ্ধ হবে, অন্যথায় নয়।[১৫] ইবনুল কাইয়িমের (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ভাষায় 'যে অবস্থায় মৃত ভক্ষণ সিদ্ধ হয়।' শাফেঈ-এর বক্তব্যও প্রায় অনুরূপ।[১৬]

---

১৪. হাফেয ইবনুল কাইয়িম, 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' (বৈরূত ছাপা) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫-৭৬।

১৫. (اجتهاد فى القطعيات ৪) 'ইরশাদুল ফুহূল'' (মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস ১৩৫৬/১৯৩৭) পৃঃ ২৫০, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২য় খণ্ড পৃঃ ২৭৯ হতে ২৯৩ পৃঃ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৬. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪।

৪র্থ দফা মূলনীতি :

সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ ।

মানুষের জীবন আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক তথা ইবাদাত ও মু'আমালাত দু'ভাগে বিভক্ত । দুদিকেই রয়েছে বিভিন্নমুখী সমস্যা । সেইসব সমস্যার সমাধানে মানুষ সাধারণতঃ অভিজ্ঞ জ্ঞানী-মণীষীদের শরণাপন্ন হ'য়ে থাকে । দুনিয়ার অধিকাংশ ধর্ম প্রধানতঃ মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয়েই পথনির্দেশ দান করেছে । কিন্তু ইসলাম তার অনুসারীদেরকে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক তথা দীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে পূর্ণাংগ হেদায়েত প্রদান করেছে ।

জাহেলী যুগে উক্ত দু'টি বিষয় ধর্মনেতা ও সমাজপতিদের হাতে ছিল । তাদের তৈরী করা ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি ও আইনের উপরেই সাধারণ জনগণকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নির্ভর করতে হ'ত । এদেরকেই মানুষ আল্লাহর ছায়া ভাবত । ইহুদী-নাছারাগণতো তাদের আলেম ও সাধু ব্যক্তিদেরকে 'রব'-এর মর্যাদা দান করেছিল । ভয় ও ভক্তির চোরাগলি দিয়ে এরা হরণ করে নিয়েছিল মানুষের স্বাধীনতা । জনগণ তাদের স্বার্থের বলি হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত । বর্তমান যুগেও বস্তুবাদী শক্তিগুলি স্ব স্ব দার্শনিক পন্ডিত ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উক্ত আসনে বসিয়েছে । জনগণের নামে সার্বভৌম ক্ষমতা তারা কতিপয় ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেছে । নিজেদের ইচ্ছামত আইন তৈরী করে ওটাকেই জনগণের আইন বলে চালিয়ে দিয়েছে । গণআদালতের দোহাই পেড়ে তারা আল্লাহর আদালতে জওয়াবদিহীকে এড়াতে চেয়েছে ।

অন্যদিকে ধর্মনেতারা নিজেদের ইজতিহাদী মাযহাব ও তরীকাসমূহের বেড়াজালে জনগণকে বন্দী করে ফেলেছেন। জায়েয ও নাজায়েয, সুন্নাত-বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এঁদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপরে ।[১৭] ফলে ইহুদী-নাছারাদের আলেম ও দরবেশদের ন্যায় মুসলিম উম্মাহর এইসব ধর্মনেতারা প্রকারান্তরে জনগণের রব-এর আসন দখল করেছেন । যাদেরকে এড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় ।

---

১৭. তাকলীদ অধ্যায়ে ৫৯ ও ৬০ নং টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য ।

অথচ সকল ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস থেকে হেদায়েত গ্রহণ করাই ছিল মুসলিম উম্মাহর নিকটে ইসলামের মূল দাবী। আল্লাহ বলেন — ' তোমরা আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসুলের ও তোমাদের মধ্যকার হুকুমের অধিকারীদের আনুগত্য কর। যদি তোমরা আপোষে কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহলে আল্লাহ ও রসুলের (কুরআন ও সুন্নাহ্র) দিকে বিষয়টিকে ফিরিয়ে দাও — যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাক ...। [১৮] উক্ত আয়াতের আলোকে আহলেহাদীছ আন্দোলন মুসলিম উম্মাহ্র আধ্যাত্মিক তথা দীনি ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে সর্বদা ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে বিশ্বাস করে ও সেদিকেই উম্মতকে উদাত্ত আহ্বান জানায়।

ইবাদত - এর মূলনীতি হ'ল' তাওক্বীফী'। অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীয়তই কোন ইবাদাত চালু করতে পারে। অহির হেদায়েতের বাইরে কোন ব্যক্তি ইবাদাত- এর নামে কোন অনুষ্ঠান চালু করলে শরয়ী পরিভাষায় সেটি বিদ'আত হবে, যা দারুনভাবে নিন্দনীয় এবং তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির নিয়ম -পদ্ধতি প্রভৃতি। পক্ষান্তরে মু'আমালাত বা বৈষয়িক কাজকর্মের মূলনীতি হল 'ইবাহাত' বা সাধারণ অনুমতি।

---

১৮. সুরায়ে নিসা ৫৯।

এখানে মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, যতক্ষণ না সেটা শরীয়তের হুদুদ বা সীমারেখা লংঘন করে কিংবা শরয়ী মূলনীতির বিরোধী হয়।[১৯]

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন — 'আমরা আমাদের রসূলদেরকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে কেতাব ও ন্যায়দন্ড (الميزان) নাযিল করেছি — যাতে মানুষ ন্যায়বিচার কায়েম করতে পারে —।[২০] অন্যত্র আল্লাহ বলেন — 'আপনার প্রভুর কলেমা সত্য ও সুবিচার দ্বারা পরিপূর্ণ।[২১] বুঝা গেল যে, ইসলামী শরীয়ত নাযিলের মূল লক্ষ্য হল মানবসমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষণে চূড়ান্ত সত্য বা ন্যায়বিচার সেটাই হবে যা ইসলামী ন্যায়নীতি অনুযায়ী হবে অথবা তার বিরোধী না হবে। যেমন আল্লাহপাকের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা — 'আপনি বলে দিন (হে নবী)! 'হক' — তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে এসেছে। অতঃপর যে চায় তা বিশ্বাস করুক, যে চায় তা প্রত্যাখ্যান করুক। আমরা (হক-লংঘনকারী) যালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি ....।[২২] বুঝা গেল যে, প্রকৃত সত্য ব্যক্তির 'রায়' বা জ্ঞান হ'তে আসেনা বরং আল্লাহ্র 'অহি' থেকে আসে। আর 'অহি' নির্দেশিত সত্যকে অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান, লংঘন বা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থই হ'ল সামাজিক অশান্তি ও পারলৌকিক শাস্তির সম্মুখীন হওয়া। যেমন আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন — 'যারা রাসূলের হুকুমের বরখেলাফ করে, তারা যেন এবিষয়ে সতর্ক হয়ে যায় যে তাদেরকে গ্রেফতার করবে (বাতেনীভাবে কুফর, নেফাক ও বিদ'আত প্রভৃতি) ফিৎনাসমূহ অথবা গ্রেফতার করবে (প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ, যেল-যুলম ইত্যাদি) মর্মান্তিক শাস্তিসমূহ।[২৩]

---

১৯. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (বৈরুত ছাপা) ৪র্থ খন্ড, পৃঃ৩৭২-৭৮।

২০. হাদীদ ২৫।

২১. আন'আম ১১৫।

২২. কাহাফ ২৯।

২৩. নূর ৬৩, তাফসীর ইবনু কাছীর বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮) ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩১৯।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়সহ মানুষের জীবনের একটি বিরাট অংশ 'মু'আমালাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরীয়তে উপরোক্ত সকল বিষয়েই কখনও মূলনীতি আকারে ও কখনও বিস্তৃতভাবে পথনির্দেশ নাযিল করা হয়েছে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে পবিত্রতা অর্জন, অযু-গোসল, বিবাহ ও পরিবারপালন, খাদ্যগ্রহণ, পোষাক পরিধান, নিদ্রা, জাগরণ এমনকি মিসওয়াক ও চুল আঁচড়ানোর বিধিবিধান ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সাধারণতঃ অগণিত হ'য়ে থাকে। তাছাড়া যুগে যুগে এইসকল সমস্যার ধরণ ও প্রকৃতির পরিবর্তন হ'তে পারে। তাই এসব বিষয়ে ইসলাম খুঁটিনাটির বদলে সংক্ষিপ্ত ও চূড়ান্ত মূলনীতি ঘোষণা করেছে। যাতে ইসলামী রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদগণ স্ব স্ব যুগে উক্ত মূলনীতিসমূহের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে সুষ্ঠ সমাধান বের করতে পারেন এবং জাতি ও সমাজকে ন্যায় ও সত্যের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ-

(১) সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার মূল চাবিকাঠি নির্ভর করে সুষ্ঠ বিচার-নীতির উপরে। এপ্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলে দেওয়া হ'ল — 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী (আদালতে) ফায়ছালা না দেয়, সে ব্যক্তি কাফির ... ফাসিক।[২৪] হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন দলের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে। ইহাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সবকিছুই খবর রাখেন যা তোমরা কর।'[২৫] (২) জনগণের জান-মাল ও ইযযতের হেফাযতের ব্যাপারে বলা হ'ল

---

২৪. মায়িদাহ ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮।

২৫. মায়েদাহ ৮।

— 'কিছাছের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত।[২৬] '(ন্যায়ানুগ কারণ ব্যতীত) এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জান, মাল ও ইয্যত হারাম।[২৭] (৩) মানবীয় সাম্যের ব্যাপারে বলে দেওয়া হ'ল — 'অনারবের উপরে আরবের ও আরবের উপর অনারবের, কালোর উপরে সাদার ও সাদার উপরে কালোর কোন মর্যাদা নেই। তোমরা প্রত্যেকেই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরী।[২৮] 'তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত তিনি, যিনি সর্বাধিক তাক্ওয়াশীল।[২৯] (৪) সামাজিক নেতৃত্ব সম্পর্কে বলা হ'ল — 'পুরুষেরা মহিলাদের উপরে কর্তৃত্বশীল।[৩০] (৫) রাষ্ট্রিয় সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে এরশাদ হয়েছে — 'নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহ্র জন্য[৩১] (৬) বিভিন্ন বৈষয়িক বিষয়াদি ফায়ছালার জন্য সাধারণ মূলনীতি বলে দেওয়া হ'ল — 'আপনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করুন'।[৩২] রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের নিকটে পরামর্শ নিতেন। কখনও নিজের মতে, কখনও ছাহাবায়ে কেরামের মতের উপরে সিদ্ধান্ত হ'ত। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মোট তেইশটি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্র চাইতে ওমর ফারূক-এর পরামর্শ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।[৩৩] তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল বদরযুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী কাফিরদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে। এখানে ওমর (রাঃ)-এর রায়-এর সমর্থনে আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করেন।[৩৪] (৭) সংখ্যা কখনও সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের মানদণ্ড নয়, সে বিষয়ে

---

২৬. বাকারাহ ১৭৯, মায়েদাহ ৪৫।

২৭. ই'লামুল মওয়াক্কিঈন ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩, মুত্তাফাক আলাইহ — মিশকাতে উদ্ধৃত 'কুরবাণীর দিনে খুৎবা' অধ্যায়, হাদীছসংখ্যা ২৬৫৯ (বৈরূত ছাপা) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১৬।

২৮. (لافضل لعربی علی عجمی ولالعجمی علی عربی ولالابیض علی اسود ولالاسود علی ابیض کلکم من ادم وادم من تراب)

২৯. হুজুরাত ১৩, তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরূত ছাপা) সূরায়ে হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩০. নিসা ৩৪ (الرجال قوامون علی النساء الایة)

৩১. বাকারাহ ১৬৫, রা'আদ ৩১। (ان القوة لله جمیعا)

৩২. আলেইমরান ১৫৯। (وشاورهم فی الامر)

৩৩. হাকীম আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ খান; ইসলামী সিয়াসাত ইয়া সিয়াসী ইসলাম (উর্দূ) শ্রীনগর-কাশ্মীর: ইসলামিক পাবলিকেশনস্, ১৯৭৮ ইং) পৃঃ ৯১।

৩৪. আনফাল ৬৭,৬৮।
(ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخرة)

বলা হ'ল — 'যদি আপনি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং ধারণা ভিত্তিক কথা বলে থাকে।[৩৫] (৮) অর্থনৈতিক আয়-উপার্জন সম্পর্কে কতগুলি যরুরী মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যেমন - (ক) ব্যক্তির হালাল উপার্জনের অবাধ অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন — 'তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযিক দান করেছেন, তার মধ্য হ'তে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্‌র নে'মতের শুক্‌রিয়া আদায় কর।[৩৬] (খ) যাবতীয় হারাম উপার্জনের পথ বন্ধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে — 'তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় ভোগ কর না।[৩৭] ... তোমরা অত্যাচার করনা এবং অত্যাচারিত হ'য়ো না। অবৈধ পুঁজি সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে বলা হ'ল — পুঁজি যেন কেবল তোমাদের ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবর্তিত না হয়'।[৩৯] বলা হ'ল যে (খাদ্য) মওজুদ করল (মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) সে মহাপাপী।[৪০] সুদকে হারাম করা হ'ল। বলা হ'ল 'প্রত্যেক ঋণ যার বিনিময়ে লাভ গ্রহণ করা হয়, সেটাই সুদ।[৪১] জুয়া-লটারী-হাউজী প্রভৃতি লোভনীয় ও অনিশ্চিত আয় নিষিদ্ধ করা হ'ল।[৪২] (খ) পুঁজির বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করার জন্য যাকাত

الظن و ان هم الا يخرصون —

৩৫. আনআম ১১৭ । / الا (وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون

৩৬. নাহ্‌ল ১১৪, এতদ্ব্যতীত মায়েদাহ ৮৮, বাকারাহ ১৬৮, ১৭২ ।

৩৭. নিসা ২৯, বাকারাহ ১৮৮ (ولاتا كلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام

৩৮. বাকারাহ ২৭৯ । (يا يها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا ..
لاتظلمون و لاتظلمون —

৩৯. হাশর ৭ । (كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم)

৪০. মিশকাত বৈরূত ছাপা ১৪০৫/১৯৮৫) ২য় খন্ড পৃঃ ৮৭৫-৮৭৬ ।

৪১. বাকারাহ ২৭৫; (كل قرض جر نفعا فهو ربوا) ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১ম খন্ড পৃঃ ৩৩৩ ।

৪২. মায়েদাহ ৯০, তাফসীরে ইবনে কাছীর বৈরূত ছাপা ঃ ২য় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৫ ।

ফরয করা হ'ল,[৪৩] মীরাছ বন্টনের ব্যাপারে নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুষ্ঠ উত্তরাধিকার নীতি ঘোষণা করা হল ।[৪৪] মওজুদকরার বদলে ব্যবসায়পণ্যের ব্যাপক চলাচলকে উৎসাহিত করা হ'ল ।[৪৫] হারাম ও অবৈধ পথে যাবতীয় ব্যয়-বন্টন নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে কল্যানকর্মে ব্যয়-বিনিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হ'ল । সকলপ্রকার ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং যাবতীয় অপচয় নিষিদ্ধ করা হ'ল ।[৪৬] ৯। সামাজিক শৃংখলা রক্ষা এবং শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বলা হল — 'বলুন ! আমার প্রভু আমার উপরে হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন সকলপ্রকারের অশ্লীলতা এবং পাপকার্যকে ও অন্যায় বিদ্রোহকে ··· ।[৪৭] 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ।[৪৮] প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইল্ম শিক্ষা করা ফরয ।[৪৯] (খ) যাবতীয় মাদকদ্রব্য ও মাদকসেবনের বিরুদ্ধে বলা হ'ল — 'সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য হারাম,'[৫০] 'মদ পাপসমূহের উৎস' ।[৫১] বলা হ'ল আমি লা'নত করছি দশটি বিষয়ে মদকে, মদ্যপানকারীকে, মদপরিবেশনকারীকে, মদবিক্রেতাকে, ক্রেতাকে, মদ তৈরীর বস্তু পচনকারীকে, মদ প্রস্তুতকারীকে, মদ বহনকারীকে ও যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে এবং এবং মদের বিক্রয়মূল্য ভক্ষনকারীকে ।[৫২]

---

৪৩. বাকারাহ ৪৩,৮৩,১১০,১৭৭,২৭৭, নিসা ৭৭,১৬২, মায়েদাহ ১২,৫৫, আ'রাফ ১৫৬, তাওবাহ ৫,১১,১৮,৭১, কাহাফ ৮১, মরিয়াম ১৩, ৩১,৫৫, আম্বিয়া ৭৩, হজ ৪১,৭৮, মুমিনুন ৪, নূর ৩৭, ৫৬, নামল ৩, রূম ৩৯, লোকমান ৪, আহযাব ৩৩, হামীম সাজদাহ ৭, মুজাদালাহ ১৩, মুয্যাম্মিল ২০, বাইয়িনাহ ৫ = ১৯টি সূরায় মোট ৩২ জায়গায় যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে । তন্মধ্যে ২৯ জায়গায় ছালাত ও যাকাত পরপর বর্ণিত হয়েছে ।

৪৪. নিসা ১১,১২,১৭৬ ।

৪৫. মিশকাত বৈরূত ছাপা) ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৭৫ । (الجالب مرزوق و المحتكر ملعون رواه ابن ماجة و الدارمى)

৪৬. বাকারাহ ২৬৭,১৯৫,২৬১,২৭২ সহ সর্বমোট ১৮টি সূরার ৪৩টি আয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে ব্যয়-বন্টন সম্বন্ধে বলা হয়েছে ।

৪৭. আ'রাফ ৩৩, আন'আম ১৫৩ । ১০৩ আনআম ! (و لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ··)

৪৮. আলাক-১ ।

৪৯. মিশকাত বৈরূত ছাপা) ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৬ ।

৫০. মিশকাত বৈরূত ছাপা) ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৮১-৮৩ ।

৫১. মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় বৈরূত ছাপা) ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮৩ (فانها مفتاح كل شر ····)

৫২. তাফসীর ইবনে কাছীর বৈরূত ছাপাঃ১৪০৮/১৯৮৮) ২য় খন্ড পৃঃ৯৭, মিশকাত বৈরূত ছাপা ১৪০৫/১৯৮৫) বুয়ূ অধ্যায় ২য় খন্ড পৃঃ ৮৪৬

উপরোক্ত মূলনীতিসমূহের আলোকে ছাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন বৈষয়িক ব্যাপারে ফায়ছালা দিয়েছেন যেমন (ক) ওমর ফারুক (রাঃ) মদের দোকানসমূহ মদ তৈরীর এলাকাসমেত জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন (খ) আবুবকর(রাঃ) জনৈক পায়ুকামীকে এবং আলী (রাঃ) তাঁকে আল্লাহ্র অবতার দাবীকারী যিন্দীকদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন (গ) ছাহাবায়ে কেরাম গর্ভাবস্থা দেখেই যেনার শাস্তি এবং মদের গন্ধ পেয়ে মদ্যপানের শাস্তি দিয়েছিলেন — সাক্ষীর অপেক্ষা করেননি । (ঘ) অনুরূপভাবে ভবিষ্যত ফিৎনার আশংকায় ওছমানগণী (রাঃ) কুরায়শী কিরাআতের মূল কুরআন ব্যতীত বাকী কিরআতের সকল কুরআনের কপি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ।

এছাড়াও খিলাফতে রাশিদাহ্র যুগে এমন বহু কিছু সমাধান এসেছিল, যা কুরআন ও হাদীছের অভ্রান্ত মূলনীতিসমূহের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে করা হয়েছিল ।[৫৩] মুসলিম জীবনের দীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে এই নিয়মই কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকতে হবে । নইলে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম 'আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার একটি সম্পর্কের নাম' — ইসলামবিরোধীদের এই মিথ্যা দাবী মুসলমানদের মাধ্যমেই সত্য প্রমাণিত হবে । তাছাড়া দুনিয়াবী বিষয়গুলি পূর্ণাংগ ইসলামী শরীয়তেরই একটা অংগ । যখন সেগুলি ইসলামী ন্যায়নীতির অনুসরণে করা হয়, তখন সেগুলি শরয়ী বা দীনী বিষয়ে পরিণত হয় । পারিভাষিক অর্থেই মাত্র এগুলিকে দুনিয়াবী বিষয় বলা হয়ে থাকে । ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে । ইসলামের নবী (ছাঃ) দীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ের জন্য বিশ্ববাসীর উত্তম দৃষ্টান্ত ।[৫৪] এক্ষণে ইসলামে বিশ্বাসী কেউ আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দু'টি বিষয়ের জন্য দুজন নবী দাবী করতে পারেনা । তাই সূরায়ে নিসা-র ৫৯ ও ৬৫ নং আয়াতের দাবী অনুযায়ী আহলেহাদীছগণ সর্বযুগে ও সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ্কেই সকল সমস্যায় চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে বিশ্বাস করে ও সেদিকে মানুষকে আহ্বান করে ।

---

৫৩. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য । ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ১ম খন্ড পৃঃ ৩৩২-৩৪, ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩৭২-৭৮ ।

৫৪. আহযাব ২১ আয়াত ।

৫ম দফা মূলনীতি ঃ মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ

আল্লাহ বলেন, — 'তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ কর, দলে দলে বিভক্ত হয়োনা ।[৫৫] এখানে 'হাবলুল্লাহ' বা আল্লাহর রজ্জু বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে । যেমন আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) প্রমুখাৎ মরফু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে ।[৫৬]

আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা (১২৮২-১৩৫৪/১৮৬৫-১৯৩৫) উক্ত আয়াতের তাফসীরে যা বর্ণনা করেছেন তা এই যে, "আমাদের উপরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হ'ল যে, আমরা নিজেদের তৈরীকরা বিভিন্ন মাযহাব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠণগুলির উর্ধে উঠে আল্লাহ্‌র কেতাবকে আঁকড়ে থাকব ও তার উপরেই ঐক্যবদ্ধ হব । এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার পরে আর বিভক্ত হওয়া যাবেনা । কারণ বিভক্তির মধ্যেই ঐক্যের বিধ্বংসী লুকিয়ে থাকে — যা সম্মান ও শক্তির চাবিকাঠি । এটা জানা কথা যে, ঐক্যের মাধ্যমে সম্মান-বৃদ্ধির ফলে 'হক' সম্মানিত হয় এবং তা পৃথিবীতে বিজয় অর্জন করে । ঐক্যের শক্তিই হক ও হকপন্থীদেরকে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত হ'তে হেফাযত করে । এদিকে ইংগিত দিয়ে আল্লাহ বলেন — 'এটাই আমার সোজা পথ তোমরা এর অনুসরণ কর । অন্যান্য রাস্তাগুলিতে যেয়োনা । তাহ'লে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তা হ'তে বিচ্যুত করে ফেলবে ।[৫৭] এখানে আল্লাহ্‌র রাস্তা বলতে 'হাবলুল্লাহ' এবং ফের্কাবন্দীর রাস্তা বলতে সেইসব রাস্তা বুঝানো হয়েছে যেদিকে যেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন ।

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও ফের্কাবন্দী দু'ধরনের হয়ে থাকে । এক — যা মানুষ এড়াতে পারে না । এটা জ্ঞান ও বুঝের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে । যেমন আল্লাহ বলেন — 'আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে একজাতি করতে পারতেন ।

---

৫৫. আলেইমরান ১০৩ আয়াত ।

৫৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ)(বৈরূত ঃ দারুল মারিফাহ ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭ (قال" كتاب الله و حبل الله الممدودمن السماء الى الارض)

৫৭. আলেইমরান ১৫৪ (وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون -)

কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তবে তারা ব্যতিত যাদের উপরে আপনার প্রভু অনুগ্রহ করেন।[৫৮] অবশ্য সুরায়ে আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের তাৎপর্য্য তা নয়।

দুই — যা দূর করার জন্য দ্বীনের আগমণ ঘটেছে — সেটি হ'ল দীন ও দীনের আদেশ-নিষেধের উপরে ব্যক্তির নিজস্ব রায় ও ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়ছালা প্রদান করা।

এটিই হ'ল মানবজীবনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর দিক। কেননা প্রথমোক্ত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য হেদায়েতের যে আলোর প্রয়োজন, দ্বিতীয়টি তা নিভিয়ে দেয়। কারণ এক্ষেত্রে মানুষ দীনের হেদায়েতের আলোকে নিজেদের ভুল ও বিরোধ মীমাংসা না করে বরং নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে দীনকে ব্যাখ্যা করে ও সেইভাবে ফায়ছালা প্রদান করে। ফলে দীনের আলো থেকে সে মাহরূম হয় এবং পারস্পরিক বিরোধ ও ফের্কাবন্দীর অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ হ'তে সে চিরবঞ্চিত হয়।

ইহুদী-নাছারাগণ দ্বীন নিয়ে বিরোধ করে অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহপাক আমাদেরকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন — 'তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা বিভিন্ন ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের নিকটে বিস্তারিত হেদায়েত আসার পরেও তারা আপোষে বিরোধ করেছে।[৫৯] ইহুদী-নাছারাগণ দীনবিষয়ে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছিল। তাদের প্রত্যেক ফিরকা অপর ফিরকার বিরোধিতা করত। তারা আল্লাহ্র দীনের দিকে দাওয়াতের বদলে নিজেদের মাযহাবের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিত। যদি তারা সত্যিকার অর্থে 'হাবলুল্লাহ'-কে সমবেতভাবে ধারণ করত, তাহ'লে দীনের নামে বিভিন্ন ফের্কায় বিভক্ত হ'ত না। মৌলিক ও প্রশাখাগত বিষয়সমূহে বিভিন্ন ফিরকার উদ্ভব ঘটত্না। যার ফলে তারা আপোষে শত্রুতা, লড়াই-ফাসাদ এমনকি খুনোখুনিতে লিপ্ত হয় ও পরিণামে আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়। মুসলিম উম্মাহকে এ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

---

৫৮. (ولو شاء الله ربك لجعل الناس امة واحدة ولايزالون مختلفين، الا من رحم ربك ولذلك خلقهم و تمت كلمة ربك لاملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعين —)

হূদ ১১৮, ১১৯।

৫৯. (ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم — আলে ইমরান ১০৫।

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, মতভেদ হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় নেই। তবে প্রত্যেক মতভেদ নিন্দনীয় নয় যদি নিয়ত সৎ থাকে। নিন্দনীয় যেটি সেটি হ'ল এলাহী হেদায়াতের উপরে নিজেদের 'রায়'-কে অগ্রাধিকার দেওয়া ও তার ভিত্তিতে ফের্কাবন্দী সৃষ্টি হওয়া। যেটা হয়েছিল ইহুদী-নাছারাদের আলেমদের মধ্যে। আল্লাহ্র ভাষায় ... যারা সমাজে 'রব'-এর আসন দখল করেছিল। এটা করার ফলে তাদের উপরে যেসব গযব নাযিল হয়েছিল, মুসলিম উম্মাহ্র উপরেও তা নেমে আসতে পারে। ইহকালে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষের আযাব এবং পরকালে জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করবে।[৬০]

মোটকথা পারস্পরিক ইখতিলাফ ও বিরোধের সময় স্ব স্ব দলীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত মতামতকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সর্বদা 'হাবলুল্লাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যে বিষয়ে স্পষ্ট দলীল মওজুদ নেই, সে বিষয়ে অধিকাংশ সুন্নাতপন্থী পরহেযগার বিদ্বানদের রায় মেনে নিয়ে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন — 'যদি কোন বিষয়ে তোমরা ঝগড়া কর, তা'হলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।[৬১] 'যে ব্যক্তি হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করল এবং মুমিনদের রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা অনুসরণ করল, আমরা তাকে তার রাস্তায় ফিরিয়ে দেব। তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব এবং সেটা হবে বড়ই মন্দ ঠিকানা।[৬২]

মানুষের একার পক্ষে যেমন বড় কোন কাজ করা সম্ভব নয়, তেমনি সকল মানুষকে একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। সেকারণ হক-এর দাওয়াত দেওয়ার জন্য হকপন্থী কিছু লোককে সর্বদা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয় যা অবশ্যই একটা জামা'আত

---

৬০. আল্লামা সৈয়দ রশীদ রিযা, "মুখতাছার তাফসীরুল মানার" পরিমার্জনে : মুহাম্মাদ আহমাদ কিন'আন সম্পাদনায় : যুহাইর শাবিশ বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৪০৪/১৯৮৪) ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬২-৭০।

৬১. নিসা ৫৯ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئى فردوه الى الله والرسول،

৬২. নিসা ১১৫।

বা দলের রূপ ধারণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কিংবা একটি দেশে একই সময়ে এই দলের সংখ্যা একাধিক হতে পারে। এই দলের অস্তিত্ব ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকা সম্ভব নয়। ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন — 'ইসলাম হয়মাজামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয়না আমীর ছাড়া এবং ইমারত চলেনা আনুগত্য ছাড়া।[৬৩] রাসূলের (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হকপন্থী এই দলের অস্তিত্ব কেয়ামতপূর্বকাল পর্যন্ত থাকবে।[৬৪] যদিও তারা সংখ্যায় অল্প থাকবেন[৬৫] তথাপি তারা সর্বদা মুসলিম ঐক্য ও সংহতির পক্ষে কাজ করে যাবেন। পরস্পরকে নেকী ও তাক্ওয়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন ও সহযোগিতা করে চলবেন।[৬৬] ছাহাবা ও তাবঈদের পরবর্তী - যুগগুলিতে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে তাওহীদ ও সুন্নাতের পক্ষে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনসমূহ পরিচালিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন তেমনি ছাহাবাযুগ থেকেই স্বীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে মুসলিম উম্মাহ্র সকল দলকে কুরআন ও সুন্নাহ্র সার্বভৌম অধিকার নিঃশর্তভাবে বাস্তবে মেনে নেওয়ার একটিমাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আন্তরিক আহ্বান জানিয়ে আসছে।

---

৬৩. (قال عمربن الخطاب رض .. لا اسلام الا بجماعة و لاجماعة الا بامارة ولا امارة الا بطاعة)
ইউসুফ ইবনু আবদিল বার্র কর্তবী আন্দালুসী (৩৬৮-৪৬৩ খৃঃ), 'জামিউ বায়ানিল ইলম' (বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন) ১ম খন্ড, পৃঃ ৬২।

৬৪. (عن ثوبان .. و لا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم .. حتى ياتى امر الله - رواه ابوداود و مسلم و الترمذى)
মিশকাত ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৮৮

৬৫. (بدا الاسلام غريبا و سيعود كما بدا الخ) (قليل من عبادى الشكور); সাবা ১৩
মিশকাত (বৈরূত)ছাপা) 'ইতিছাম বিল কিতাব' অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৬।

৬৬. বিভিন্ন যুগে জামা'আতবদ্ধ হয়ে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য ঃ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক রচিত 'জামা'আত সংগঠনের মূলনীতি' (اصول عمل الجماعى) শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ।
— সম্পাদক ঃ জাসেম মুহাম্মাদ আল-আউন মাসিক আল-ফুরক্বান (ছাফাত-কুয়েত ঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল সংখ্যা ১৯৯০), আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ ওয়াল আমালুল জিমাঈ (ছাফাত-কুয়েত ঃ জমঈয়াতু এহ্ইয়াউত্ তুরাছিল ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৪১০/১৯৯০)।

২য় খণ্ড

অধ্যায় - ৬

দক্ষিণ এশিয়ায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন
প্রাথমিক যুগ (২৩-৩৭৫/৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ)

দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারত উপ-মহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে আরব বণিকদের মাধ্যমে, এসব এলাকায় বসতিস্থাপনকারী আরব মুসলিমদের মাধ্যমে, খিলাফতে রাশিদার সময় হ'তে ক্রমাগত রাজনৈতিক অভিযানসমূহের মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে আগত ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈ বিদ্বানদের নিরন্তর দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে। সেই হ'তে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশে মুসলমানের বসবাস রয়েছে এবং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তাদের আক্বীদা ও আমলে এসেছে বহু পরিবর্তন, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র স্বচ্ছ সলিলে ঘটেছে বহু মতের সংমিশ্রণ।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, ছাহাবায়ে কেরামই ছিলেন ইসলামের বাস্তব নমুনা। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তাঁদের সার্বিক জীবন পরিচালিত হ'ত। পরবর্তীযুগে সৃষ্ট মযহাবী দলাদলি হ'তে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা কুরআন ও হাদীছ থেকে সিদ্ধান্ত তালাশ করতেন। না পেলে ছাহাবাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজমা) অনুসন্ধান করতেন। সেখানেও না পাওয়া গেলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ করতেন। পরবর্তীতে কোন ছহীহ হাদীছ অবগত হ'লে ইতিপূর্বেকার গৃহীত ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেন। কোনরূপ ব্যক্তিগত বা দলীয় যিদ ও অহমিকা তাঁদেরকে হাদীছের অনুসরণ হ'তে বিরত রাখতে পারতনা। তাঁরা ছিলেন সুন্নাতের হেফাযতকারী, হাদীছের প্রচারক ও নিরপেক্ষ অনুসারী। হাদীছের প্রচলিত ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতেন। কোনরূপ দূরতম সম্ভাবনা ব্যক্ত করে তাবীলের আশ্রয় তারা নিতেন না। মোটকথা জীবনসমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীছ হ'তে গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা সদা সচেষ্ট থাকতেন। আর এজন্যই তাঁরা যথার্থভাবেই নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করতেন। এবং প্রথম শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে সৃষ্ট খারেজী, শী'আ, মুর্জিয়া, জাবরিয়া, কাদরিয়া প্রভৃতি বিদ'আতী ফের্কাসমূহ হ'তে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন। তাবে-তাবেঈগণও এই তরীকার অনুসারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী এ ব্যাপারে স্মরণযোগ্য —

'শ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের ... ।' — ছাহাবাদের যুগ ১১০ হিজরী, তাবেঈদের যুগ ১৮০, তাবেতাবেঈদের যুগ ছিল ২২০ হিজরী পর্যন্ত ।[১]

একথা বলা চলে যে, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের স্বর্ণযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের হাতে বিজিত এলাকাসমূহের মুসলিমগণ তাঁদের ন্যায় 'আহলুলহাদীছ' ছিলেন । পরবর্তীতে বহু রাজনৈতিক চাপ ও উত্থান-পতন সত্ত্বেও পঞ্চম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহর ও এলাকাসমূহে 'আহলুলহাদীছ' নামেই তাদের বসবাস যে উল্লেখযোগ্য হারে ছিল তা মাক্বদেসীর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও আবদুল কাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯/১০৩৭ খৃঃ) -এর বক্তব্যে বিবৃত হয়েছে ।[২]

ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও তাঁদের অনুসারী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমেই পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার ন্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ইসলাম প্রচারিত হয় । তাঁদের হাতে ইসলাম ছিল তার নিজস্ব রূপে দীপ্যমান । সেই সময়ে আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে যে ইসলাম দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ও ব্যবসাকেন্দ্রে প্রচারিত হয় তাও ছিল নির্ভেজাল এবং ছাহাবা ও তাবেঈ বিদ্বানদের আদর্শপূত । কুরআন ব্যতীত তাঁদের সম্মুখে আর কোন গ্রন্থ ছিল না । রাসূল ও ছাহাবাদের আদর্শ ব্যতীত তাঁদের নিকটে আর কোন আদর্শ ছিল না । তাঁদের মাধ্যমে এদেশে কুরআন ও হাদীছের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে । তাঁদের হাতেই ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়েছে । তাঁদের ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে মাত্র ৭০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন কাসিম যখন সিন্ধ আসেন, তখন মুসলিম জনগণের নিরাপত্তার জন্য কেবল মুলতানেই পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বহর নিয়োগ করতে হয় । এতদ্ব্যতীত মানছুরা, আলোর প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সামরিক কেন্দ্র ছিল ।

---

১. আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ), ফাতহুলবারী (কায়রো : খায়রিয়াহ প্রেস ১৩২৫/১৯০৭ খৃঃ) ১৪শ খন্ড পৃ. ৩২৩

২. 'নামকরণ ও পরিচিতি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

এইভাবে মানছুরা, মুলতান, সিন্ধান, কুছদার (বেলুচিস্তান), কান্দাবীল প্রভৃতি স্থানগুলি কেবলমাত্র আরব বসতিকেন্দ্র ছিলনা বরং কুরআন ও হাদীছের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও মর্যাদাপূর্ণ ছিল।"[৩]

প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, ইল্‌মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে আহলে-হাদীছ আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে যুক্ত। সেকারণে উপমহাদেশে হাদীছ চর্চার যুগগুলিকে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এখানে উপমহাদেশকেই আমরা প্রধান ভূমিকায় রাখব। কারণ মুসলিম রাজনৈতিক উত্থান-পতন এখানেই সবচেয়ে বেশী হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের প্রচারকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আহলেহাদীছ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও মুসলিম-অমুসলিম কোন কোন পন্ডিতের দৃষ্টিতে তারা 'শাফেঈ' বলে অভিহিত হয়েছেন। মাকদেসী (মৃঃ ৩৭৫ এর পরে), আব্দুল কাহির বিন তাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯/১০৩৭), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) 'শাফেঈ' মাযহাবকে আহলেহাদীছ হিসাবে গণ্য করেছেন।[৪] এটি প্রযোজ্য হতে পারে যদি হাদীছের উপর রায়-এর প্রাধান্য না থাকে।

তিনটি যুগ

উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমরা তিনটি প্রধান যুগে চিহ্নিত করতে পারি। ১-প্রাথমিক যুগ : শাহ অলিউল্লাহ (২৩-৩৭৫/৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ), ২-অবক্ষয় যুগ (৩৭৫-১১১৪/৯৮৪-১৭০৩ খৃঃ) এবং ৩-আধুনিক যুগ : শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। ৩৭৫ হিজরী থেকে অলিউল্লাহ যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর সময়কালকে আমরা উপমহাদেশীয় বিচারে 'অবক্ষয় যুগ' বলেছি। কারণ 'গযনবী যুগে' (৩৮৮-৪৪৩/৯৯৭-১০৩০ খৃঃ) ক্ষমতাহারা শী'আদের

---

৩. Dr. Muhammad Ishaq. INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE. Dacca University, 1976, P.22. এ উর্দু অনুবাদ (লাহোর, ছাকাফাতে ইসলামিয়া ১৯৭৭) ১ম সংস্করণ পৃ. ৪৫-৪৬।

৪. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী মাকদেসী (মৃঃ ৩৭৫-এর পরে), ভ্রমণগ্রন্থ 'আহসানুত্তাকাসীম' (লন্ডন : ই,জে,ব্রীল, ১৯০৬ সাল) ২য় সংস্করণ পৃ. ৩৭, আব্দুল কাহির বাগদাদী, 'আলফারকু বায়নাল ফেরাক' (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তারিখবিহীন) পৃঃ ২৬-২৭, ৩১৫-১৬।
শহরস্তানী 'আল-মিলাল ওয়ান্নিহাল' বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তাঃ বিঃ) ১ম খন্ড পৃঃ ২০৬।

গোপন দৌরাত্ম খুবই বেশী থাকায় সিন্ধুতে হাদীছ চর্চা ও আহলেহাদীছ আন্দোলন পুনরায় যোরদার হ'তে পারেনি। বাহমনী (৭৮০-৮৮৬/১৩৭৮-১৪৭২ খৃঃ) ওমুয়াফফ্ফরশাহী যুগে (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২ খৃঃ) আহলেহাদীছ আন্দোলন কেবল দক্ষিণ ভারতেই যোরদার ছিল। কিন্তু রাজধানী দিল্লী হ'তে বাংলাদেশ পর্যন্ত উত্তর ও পূর্বভারতের বিশাল এলাকায় আহলুর রায়দের হুকুমত, সুবিধাভোগী আলেমদের চক্রান্ত ও ব্যাপক সামাজিক অনুদারতার ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন একেবারে নিবু নিবু পর্যায়ে চলে এসেছিল। অতঃপর আওরঙ্গযেব (১০৬৮-১১১৮-১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ) এর পরবর্তী ভোগলিপ্সু শাসকদের আমলে দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার মাধ্যমে অলিউল্লাহ পরিবারের উত্থান আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে। শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ)-এর জিহাদ আন্দোলনের সময়ে যা দ্রুতগতিতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসা রহীমিয়ারই পরবর্তী বিহারী শিক্ষক শায়খুল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর ১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) বিপুল ছাত্রবাহিনীর মাধ্যমেই প্রধানতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ ধারন করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও বিস্তার লাভ করে।

প্রাথমিক যুগ
(২৩-৩৭৫ হিঃ/৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ)

এই যুগের মহান নেতৃবৃন্দ ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনও মুহাদ্দিছবৃন্দ। এই সময়ে হিন্দুস্তানে ১৮ জন মতান্তরে ২৫ জন ছাহাবীসহ[৫] উমাইয়া খেলাফতের শেষ

---

৫. কাযী আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্ধ ওয়াল হিন্দ (কায়রো: দারুল আনছার ১৩৯৮/১৯৭৮) ২য় খন্ড পৃ. ৩১৯,৫৭৩, ঐ আল-ইকদুছ ছামীন ফী ফুতুহিল হিন্দ (কায়রো, দারুল আনছার ১৩৯৯/১৯৭৯)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে ১৪ জন ও শেষোক্ত গ্রন্থে ১৮ জনের বর্ণনা পাওয়া গেছে। তবে ১৯৮৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়াহ্র পরিচালক খ্যাতনামা লেখক মাওলানা ইসহাক ভাট্টি দীন গবেষকের নিকটে ২৫ জন ছাহাবীর তথ্য প্রকাশ করেন। উক্ত বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর লেখাটি দেওয়ার জন্য তিনি খুঁজে না পেয়ে পরে পাঠাতে চেয়েছিলেন।

(১৩২/৭৫০ খৃঃ) পর্যন্ত সর্বমোট ২৪৫ জন[৬] তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈর শুভাগমন ঘটে। তন্মধ্যে সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন সিনা বিন সালমাহ বিন মুহবিক আল-হুযালী (৮-৯০ হিঃ)। ইনি বেলুচিস্তানের 'খাযদার' নামক স্থানে শাহাদাত বরণ করেন।[৭]

ছাহাবা ও তাবেঈদের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইল্‌মে হাদীছের বীজ বপন হ'লেও হাদীছের প্রচার ও প্রসারে তাঁরা বিশেষ মনোযোগী হ'তে পারেননি। কারণ রাসূলের (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত ছাহাবা ও তাবেঈগণকেই সাধারণতঃ বিভিন্ন অভিযানে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হ'ত। ফলে যুদ্ধের পরিবেশে ইল্‌মে হাদীছের প্রচার আশানুরূপ হয়নি। ২য়তঃ যুদ্ধাভিযান শেষে উপমহাদেশে তাঁদের অবস্থানকাল থাকত খুবই সংক্ষিপ্ত। ৩য়তঃ ইল্‌মে হাদীছের প্রচারের জন্য যে রাজনৈতিক ও সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল, তা অনেক ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। তবুও ইসলামের সাবলীলতা এবং ছাহাবা ও তাবেঈ বিজ্ঞজনের অনুপম চরিত্রমাধুর্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এদেশের অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা ছাহাবা ও তাবেঈ বিদ্বানদের প্রভাবে শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

এছাড়া মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবল, মুলতান ও তৎসন্নিহিত এলাকাসমূহে মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কয়েকটি শহর গড়ে তোলেন। গড়ে ওঠে বায়যা, মাহফুযা, মানছুরা প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরীসমূহ। এসব এলাকায় মসজিদসমূহ নির্মাণ করা হয়। নিয়োগ করা হয় পৃথকভাবে আমীর, খতীব ও কাযীবৃন্দ। মুসলমানগণ এইসব শহরে অত্যন্ত শান্তিতে ও নির্বিবাদে জীবন যাপন করতেন। আরব সেনাবাহিনীতে বিশেষভাবে এমনকিছু বিদ্বানকে পাঠানো হয়েছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যাদেরকে হিন্দুস্তান এলাকায় কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা অনেকেই এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং কুরআন ও হাদীছের

---

৬. কাযী আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্ধ ওয়াল হিন্দ, পৃ. ৩১৯-৫৪২।

৭. INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE. PP-17-18. ঐ (উর্দু) পৃ. ৩১-৩২, ছাহাবীর মৃত্যুসন সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। — রিজালুস সিন্ধ, পৃ. ৩৩২, তারীখু খলীফা বিন খাইয়াত পৃ. ৩০৮, কিতাবুত তাবাকাত লিল খলীফা, পৃঃ ১৯২।

প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। ফলে দেবাল, মুলতান, কুছদার (বেলুচিস্তান), লাহোর, মনছুরা প্রভৃতি শহরগুলি ইলমে হাদীছের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে যা পরবর্তীতে আহলে হাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের জন্য আলিম ও মুহাদ্দিছ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।[৮]

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সেটি হ'ল, এইযুগে হিন্দুস্তান এলাকায় নিয়োজিত অধিকাংশ ওয়ালী ও কাযীগণ ছিলেন সততা, দীনদারী ও ইলমে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানে সমৃদ্ধ উজ্জ্বল তারকাসদৃশ। তাদের প্রভাব ছিল প্রজাদের উপরে অসাধারণ। তাঁরা ছিলেন যুগের নমুনা ও সকলের জন্য উত্তম দৃষ্টান্তস্বরূপ। যেমন গণী (রাঃ)-এর সময়ে সিন্ধু এলাকায় কাযী হুকাইম বিন জাবালাহ আবাদী,[৯] আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে (৬৫-৮৬) সাঈদ বিন আসলাম কিলাবী, মুজা'আ বিন সি'র, মুহাম্মাদ বিন হারূণ বিন যিরা' আল-নুমাইরী[১০] প্রমুখ কাযীবৃন্দ যেমন একদিকে ছিলেন অনন্যসাধারণ বিচারকমন্ডলী, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন কুরআন ও হাদীছে পারদর্শী অতুলনীয় বিদ্বান। কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ন্যায়বিচারের ফলে মানুষ কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গঠণে উদ্বুদ্ধ হয় — আহলেহাদীছ আন্দোলনের যা প্রধান দাবী।

প্রাদেশিক আমীরদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন কাসিম ছিলেন অনন্যগুণসম্পন্ন নেতা। তাঁর সময় থেকেই সিন্ধু ইসলামী খেলাফতের স্থায়ী প্রদেশের মর্যাদা পায়। খ্যাতনামা ছাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর সম্ভাব্য শিষ্য তাবেঈ বিদ্বান তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম ২৭ বৎসর বয়সে ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু আগমন করেন এবং ৯৬ হিজরীতে উচ্চমহলের রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়ে নিহত হন। মাত্র তিন বছরের স্বল্পকালীন সময়ে সমগ্র বিজিত এলাকায় তিনি ইসলামী শাসনের এমন সুবাতাস বইয়ে দেন যে, মুসলিম-অমুসলিম

---

৮. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস — উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৪৫-৪৬

৯. আবু আমর খলীফা বিন খাইয়াত (১৬০-২৪০ হিঃ), তারীখ খলীফা বিন খাইয়াত, তাহকীক : ডঃ আকরাম যিয়া উমরী (রিয়ায : দার তাইযিরা, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫/১৯৮৫) পৃঃ ১৮০।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬।

নির্বিশেষে মুগ্ধ প্রজাসাধারণ তাঁর বিয়োগব্যথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল এবং অমুসলিমগণ ভক্তিশ্রদ্ধায় তাঁর মূর্তি গড়েছিল ।[১১] তাঁর সময়ে চতুর্দিকে ইলমে হাদীছের চর্চা হ'তে থাকে । আরব জগত হ'তে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ওলামা ও মুহাদ্দেছীন সিন্ধুতে আগমণ করতে থাকেন । সিন্ধুর বহু ছাত্র আরব দেশে গিয়ে ইলমে হাদীছের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান । ফলে এইযুগে বহু সিন্ধী ওলামা ও মুহাদ্দিছ-এর জন্ম হয় ।

এই যুগের (২৩-৩৭৫) ওলামা ও মুহাদ্দেছীনকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । ১ম- ঐ সকল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ওলামা, যাঁরা আরবভূমিতে জীবন কাটিয়েছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন । যেমন খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম মাকহূল বিন আব্দুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ১১৩ হিঃ) মূলতঃ কাবুলের মানুষ কিন্তু লিবিয়াতে জীবন কাটান ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন । অনুরূপভাবে তাবেঈ ইমাম আবদুর রহমান সিন্ধী, মূসা সিলানী (সিংহলী), আব্দুর রহমান বিন আবী যায়েদ বেলমানী (সিন্ধু ও গুজরাটের মধ্যবর্তী স্থান), হারেছ বেলমানী, তাবে-তাবেঈ মুহাম্মাদ বিনুল হারেছ বেলমানী, মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বেলমানী, আবদুর রহমান বিন আমর সিন্ধী ওরফে ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হিঃ), আবু মাশার নাজীহ বিন আবদুর রহমান সিন্ধী (মৃঃ ১৭০ হিঃ), আবদুর রহীম বিন হাম্মাদ দেবলী, আবদুর রহমান বিন সিন্ধী, কায়েস বিন বুসর বিন সিন্ধী, ইয়াযীদ বিন আব্দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ' ।[১২]

২য় : ঐসকল মুহাদ্দিছ যাঁরা এদেশেই জীবন কাটিয়েছেন এবং ইলমে হাদীছের প্রসার ঘটিয়েছেন ।

নিম্নে আমরা ১ম যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদের উল্লেখ করব, যাঁরা দক্ষিণ এশিয়ায় ও ভারতবর্ষে ইলমে হাদীছের প্রচারে ও আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রসারে সর্বাধিক অবদান রেখেছেন ।

---

১১. কাযী আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্ধ ওয়াল হিন্দ পৃ. ৫০১, আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বালাযুরী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ) ফুতুহুল বুলদান সম্পাদনায় : রিযওয়ান মুহাম্মাদ রিযওয়ান (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ৪২৮ ।

১২. কাযী আতহার মুবারকপুরী, আল-ইকদুছ ছামীন পৃ : ২১৬-২৩ ।

১ম যুগের (২৩-৩৭৫) কয়েকজন সেরা মুহাদ্দিছ

১-মুসা বিন ইয়াকুব ছাকাফী

আরবের ছাকাফী গোত্রের মশহুর মুহাদ্দিছ মুসা বিন ইয়াকুব ছাকাফীকে মুহাম্মদ বিন কাসিম আলোরের কাযী নিযুক্ত করেন । একই সাথে তাঁকে জুম'আর খুৎবা প্রদান ও ধর্মীয় বিষয়ক কার্যাবলীর দায়িত্বভার এবং বিশেষভাবে জনগণের নৈতিক সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করা হয় । তিনি একনিষ্ঠভাবে সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন । তাঁর পরিবারে কুরআন ও হাদীছের চর্চা খুব বেশী ছিল । তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই বংশানুক্রমে আলোরের কাযীর পদ অলংকৃত ছিল । তিনি স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাস করেন । তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁর পরিবার ইলমে হাদীছে এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, ৬১৩ হিঃ/১২১৬ খৃষ্টাব্দেও এই পরিবারের অন্যতম বিখ্যাত পন্ডিত ইসমাইল বিন আলী ছাকাফী সিন্ধী সমসাময়িক যুগে ইলম ও তাকওয়া এবং ভাষা ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় হিসাবে গণ্য হতেন ।[১৩] তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে তাঁর উর্ধতন কোন একজন পিতামহ 'মিনহাজুদ্দীন' নামে সিন্ধুতে মুসলিম বিজয়ের যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তার কিয়দংশ পরবর্তীকালে পাওয়া যায় । আলী বিন হামিদ কুফী তা সংকলন করেন । অতঃপর সেখান থেকে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় পর্যন্ত ইতিহাস ফারসী ভাষায় 'ফতেহনামা' বা 'চাচনামা' নামে ৬১৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয় ।[১৪]

২-ইসরাঈল বিন মুসা বাছরী (মৃঃ ১৫৫/৭৭১ খৃঃ) :

ইনি মূলতঃ বছরার অধিবাসী হ'লেও সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন । এজন্য তাঁকে نزيل الهند বলা হয় ।[১৫] তিনি তাবে-তাবেঈ ছিলেন । তিনি হাদীছের একজন বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন । ছহীহ বুখারীতে চার জায়গায় তাঁর বর্ণিত হাদীছ স্থান পেয়েছে । তিনি হাসান বাছরী (মৃঃ ১১০), আবু হাফেজ আশজা, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (মৃঃ ১১০), ওয়াহাব বিন

---

১৩. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক পি,এইচ-ডি থিসিস, উর্দু,অনুবাদ পৃঃ ৪৭ ।

১৪. কাযী আতহার মুবারকপুরী আল্-ইকদুছ ছামীন পৃঃ ১৫ ।

১৫. আতহার মুবারকপুরী রিজালুস সিন্ধ ওয়াল হিন্দ পৃ : ৩৫৮ ।

মুনাব্বিহ (মৃঃ ১১০) হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন সুফিয়ান ছাওরী (মৃঃ ১৬১), সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (মৃঃ ১৯৮), হুসাইন বিন আলী জু'ফী (মৃতঃ২০৫), ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান (মৃঃ ১৯৮) প্রমুখ হাদীছশাস্ত্রের যুগস্রষ্টা দিকপালগণ। এইসব মহামণীষীদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হওয়াটাই হাদীছ বিশারদ হিসাবে তাঁর জন্য সর্বাপেক্ষা বড় গর্বের বিষয়। সুনানের কেতাবসমূহেও তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহ রয়েছে।[১৬]

৩-আমর বিন মুসলিম বাহেলী (মৃঃ ১২৩/৭৪০ খৃঃ) :

ট্রান্সঅক্সিয়ানার দিগ্বিজয়ী সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিমের ভাই আমর বিন মুসলিম খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১/৭১৭-৭১৯ খৃঃ)-এর গবর্ণর হিসাবে সিন্ধুতে আগমন করেন। তাঁরই গবর্ণর থাকাকালীন সময়ে খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দাহিরপুত্র জীসাহ সহ হিন্দুস্তানের কয়েকজন রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৭] এই সময় খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছ সংকলনের নির্দেশ জারী করেন। তিনি তাঁর ফরমানে স্পষ্ট করে বলে দেন যে, আহলুস্সুন্নাহ বা হাদীছপন্থীদের কাছ থেকেই কেবল হাদীছ গ্রহণ করতে হবে, বিদ'আতপন্থীদের কাছ থেকে নয়।' খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীযের সিন্ধুর প্রদেশিক আমীর আমর বিন মুসলিম আল-বাহেলী (মৃঃ ১২৩/৭৪০ খৃঃ) হাদীছপন্থী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। সিন্ধু এলাকায় ইলমে হাদীছের প্রচার ও প্রসারে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ইয়ালা বিন ওবায়েদ হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে আবু তাহের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছ নাসাঈ ও আবুদাউদে স্থান পেয়েছে।[১৮]

---

১৬. মুহাম্মদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস উর্দু অনুবাদ পৃ. ৪৯।

১৭. বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান পৃঃ ৪৪১।

১৮. মুহাম্মদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস, উর্দু অনুবাদ, পৃঃ ৪৯।

৪-রবী'বিন ছুবাইহ সা'দী আল-বাছরী (মৃঃ ১৬০/৭৭৬ খৃঃ) :

আব্বাসীয় খলীফা মাহদী-এর সময়ে (১৫৮-১৬৯/৭৭৫-৭৮৫ খৃঃ) সেনাপতি আবদুল মালিক বিন শিহাব মাসমাঈর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে নৌ-অভিযান প্রেরিত হয়, রবী' সেই সঙ্গে ভারতে আসেন। উক্ত বাহিনী দক্ষিণ ভারতের ভুচ বন্দরের নিকটবর্তী 'ভারভাট' নামক সমৃদ্ধশালী বন্দরনগরী জয় করেন। কিন্তু এই সময় উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক মহামারী ছড়িয়ে পড়লে দেশে ফেরার পথে আক্রান্ত হয়ে রবী' বিন ছুবাইহ পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন। ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৯]

রবী' বিন ছুবাইহ হাসান বাছরীর (মৃঃ ১১০ হিঃ) শিষ্য ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনা ছাড়াও তিনি হামীদ আত্-তাবীল (মৃঃ ১৪২ হিঃ), ছাবিত আলবুনানী (মৃঃ ১২৭), মুজাহিদ বিন জাবর (মৃঃ ১০৩) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছজ্ঞ বিদ্বানগণের নিকট থেকেও হাদীছ শ্রবণ করেন। সমসাময়িককালের রাবীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা এত উচ্চে ছিল যে, খ্যাতনামা তাবেঈ বিদ্বান আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১), সুফিয়ান ছাওরী (মৃঃ ১৬১), ওয়াকী (মৃঃ ১৯৭), ইমাম আবুদাউদ তায়ালিসী (মৃঃ ২০৩), আব্দুর রহমান বিনুল মাহদী (মৃঃ ১৯৮) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত হাদীছবিশারদ পন্ডিতগণ সকলেই তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি হাদীছশাস্ত্রের সেই ঝান্ডাবাহীদের অন্যতম ছিলেন, যারা দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেউ কেউ তাঁকে তাবেঈ হিসাবে গণ্য করেছেন।[২০]

---

১৯. মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস পৃঃ ৫০

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০, ইবনু হাজার আসকালানী, মুকাদ্দামা ফতহুল বারী (কায়রো ছাপা, ১৩৪৭/১৯২৯ খৃঃ পৃঃ ৪

১ম যুগে (২৩-৩৭৫) সিন্দু এলাকায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহ ।

সিন্দুতে হাদীছ চর্চা মূলতঃ ২য় শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে শুরু হয় । কিন্তু ৪র্থ শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত তা তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেনি । এর কারণ হ'তে পারে মোটামুটি দু'টি । ১-খেলাফতের পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দুস্তান ও সিন্দু এলাকা একটি স্থায়ী প্রশাসনিক অঞ্চলের মর্যাদার বদলে বরং অনেকটা সামরিক কলোনী এলাকা হিসাবে গণ্য হওয়ায় এই এলাকায় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার যথেষ্ট অভাব ছিল — যা ইল্‌মে হাদীছের চর্চার জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল । ২-যাতায়াতের কষ্ট ও অসুবিধার কারণে হেজায ও আরবের ইসলামী কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সিন্দু তথা ভারতবর্ষের যোগাযোগ সহজ ও নিরাপদ ছিলনা । ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ব্যবসায়ী আরবগণই এদেশে আসাযাওয়ার ঝুঁকি ও কষ্ট স্বীকার করেছেন । ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর সুনামধন্য পর্যটক মাকদেসীও তাঁর সফরবৃত্তান্তে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ।[২১]

তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে (২৭০/৮৮৩ খৃঃ) মানছুরাহ ও মুলতানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হ'লে এলাকায় সার্বিকভাবে অগ্রগতির সূচনা হয় । সিন্দুতে আরবদের শাসন তিনশত বৎসর যাবত কায়েম ছিল তন্মধ্যে স্বাধীন যুগটি উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে । ভ্রমণকারীদের বর্ণনা মোতাবেক এই এলাকা তখন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল । এই সময়ে ইলমে হাদীছের যে অগ্রগতি সাধিত হয় তা মূলতঃ আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার কারণেই সম্ভব হয়েছিল । এখানকার জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা ইলমে হাদীছে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য হেজায, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি এলাকায় গমন করতেন এবং ঐসমস্ত এলাকার ওলামায়ে কেরাম এই সব এলাকায় আগমন করতেন । বলাবাহুল্য

---

২১. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিশারী আল-মাকদেসী, আহ্‌সানুত্ তাকাসীম পৃঃ ৪৭৪ ।

চতুর্থ হিজরীতে এসে সমস্ত সিন্দু ইলমেহাদীছের চর্চায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে। ফলে অন্যান্য মাযহাবের লোক কিছু কিছু থাক্‌লেও আহ্‌লেহাদীছের সংখ্যা এখানে সর্বদা বেশী ছিল। এইসময় ইলমেহাদীছের কেন্দ্র হিসাবে প্রধানতঃ দেবল ও মানছুরাহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে পঞ্চম শতাব্দী হিজরীতে এসে কুছদার (বেলুচিস্তান)-কেও আমরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখতে পাই।

কেন্দ্রসমূহ ও সেখানকার মুহাদ্দিছবৃন্দ

১-দেবল : দেবল সিন্দুর প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর নগরী যা বর্তমান করাচী ও থাট্টার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল।[২২] এখানেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাতে সিন্দুর রাজা দাহিরের পতন ঘটে। এই বন্দরের মাধ্যমেই আরবজগতের সঙ্গে সিন্দুর ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় যোগাযোগ সাধিত হয়। মুহাম্মাদ বিন কাসিম এখানে একটি মসজিদ কায়েম করেন ও প্রাথমিকভাবে চারহাজার আরব মুসলিমকে এখানে এনে আবাদ করেন। ক্রমে এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এটি স্বাধীন মানছুরা রাজ্যের প্রধান বন্দরনগরীতে পরিণত হয়। শহরে লোকসংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, একশত শহরতলীয় গ্রামসমৃদ্ধ এই বন্দরনগরীতে ২৮০/৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এক ভূমিকম্পে কেবলমাত্র এই নগরীতেই দেড়লাখ লোক মৃত্যুবরণ করেন। ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে এই নগরী ইসলামী শিক্ষা ও ইলমে হাদীছ চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এমনকি আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এখানে বেশ কয়েকজন হাদীছের রাবী ও জন্মগ্রহণ করেন। এইসব মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দীনের নিরলস তা'লীম ও দাওয়াতের ফলেই সিন্দু ও হিন্দুস্তান এলাকায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

---

২২. স্থানটি বর্তমানে 'ভাম্বুর' নামে পরিচিত, যা করাচী মহানগরী হ'তে ২৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। খননকার্যের ফলে প্রাচীন নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়ে পড়েছে — আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ পৃঃ ৩৩

দেবলের মুহাদ্দিছবৃন্দ

১-আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হারূণ দেবলী আল-রাযী (২৭৫-৩৭০ হিঃ) : ইনি দেবলে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি বাগদাদে গিয়ে জাফর বিন মুহাম্মাদ আল-ফিরিয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ) এবং ইব্রাহীম বিন শারী কূফীর নিকটে হাদীছ শিক্ষা করেন । হাদীছের রাবী হওয়া ছাড়াও তিনি ইলমে কিরা'আতে পারদর্শী ছিলেন । হামদ বিন আলী আল-বাদা (মৃঃ ৪২০ হিঃ), আবু ইয়ালা বিন দুমা (৩৪৬-৪৩১), কাযী আবুল 'আলা ওয়াসেত্বী (মৃঃ ৪৩১ হিঃ) তাঁর শিষ্য ছিলেন ।[২৩]

২-শু'আইব বিন মুহাম্মাদ আবুল কাসিম দেবলী : ইনি ইবনু আবী কাত'আন নামে খ্যাত । ইনি মিসরে গিয়ে হাদীছ শিক্ষা করেন । তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন । আবু সাঈদ বিন ইউনুস তাঁর নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন । ৩০৫ হিজরীতে তিনি ইস্ফাহান গমন করেন এবং ৩১০ হিজরীর দিকে তিনি দামেস্কে গিয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন ।[২৪]

৩-মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আবু জা'ফর দেবলী (মৃঃ ৩২২/৯৩৪ খৃঃ) : হাদীছ শিক্ষার জন্য ইনি মক্কা সফর করেন । তিনি মুহাদ্দিছ হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন । তিনি মুহাম্মাদ বিন যাম্বুর, মুহাম্মাদ বিন আলী আল-ছায়েগ এবং সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল-মাখযুমী হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন । পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-মুকরী (মৃঃ ২৮১ হিঃ), আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন ফারাস মাক্কী আল-আত্তার, আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-হাজ্জাজ (মৃঃ ৩৬৮ হিঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন । ইলমে হাদীছে পারদর্শী হওয়া ছাড়াও তিনি সুফিয়ান

---

২৩. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৫৬, আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ পৃঃ ৪৭ ।

২৪. প্রাগুক্ত থিসিস পৃঃ ৫৭, রিজালুস সিন্দ পৃঃ ১৪৭-৪৮ ।

ইবনু ওয়ায়না (মৃঃ ১৯৮ হিঃ)-এর 'কিতাবুত তাফসীর' সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল মাখযুমী (মৃঃ ২৪৯ হিঃ)-এর নিকট হ'তে এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ)-এর 'কিতাবুল বির ওয়াছ ছিলাহ' তাঁর শিষ্য হুসাইন আল-মারওয়াযী (মৃঃ ২৪২ হিঃ)-এর নিকট হ'তে শিক্ষা করেন। ৩২২ হিজরীতে তিনি মক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেন।[২৫]

৪-আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস দেবালী (মৃঃ ৩৪৩/৯৫৪ খৃঃ): ইলমে হাদীছ শিক্ষার জন্য ইনি সেযুগে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল হাদীছ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে সফর করেন। মক্কাতে তিনি স্বদেশী মুহাদ্দিছ আবু জাফর দেবলী (মৃঃ ৩২২ হিঃ) ও মুফাযযাল বিন মুহাম্মাদ আল-জুন্দী (মৃঃ ৩০৮)-এর নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা করেন। এমনিভাবে বছরাতে আবু খলীফা আল-জামী (মৃঃ ৩০৫ হিঃ), বাগদাদে জাফর বিন মুহাম্মাদ ফারইয়াবী (মৃঃ ৩০৫ হিঃ), মিসরে আলী বিন আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ বিন রাইয়ান, দামেস্কে হাফেয আহমাদ বিন ওমায়ের বিন হাওসা (মৃঃ ৩২০) বৈরুতে আবু আবদুর রহমান মাকহুল, হাফেয হুসাইন বিন আবু মা'শার (মৃঃ ৩১৮), তাস্তারে আহমাদ বিন মুহায়ের তাসতারী (মৃঃ ৩১২ হিঃ), আসকার মুকাররমে হাফেয আবদান বিন আহমাদ জাওলাকী (২৯০-৩০৬) ও নিশাপুরে আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনে খুযায়মা (মৃঃ ৩১১) ছাড়াও সমকালীন অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের নিকট হ'তেও হাদীছ শিক্ষা করেন। ইবনে খুযায়মার মৃত্যুর আগেভাগেই তিনি নিশাপুর পৌঁছে যান এবং তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষানগরীতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি হাদীছের শিক্ষক হিসাবে দরস দিতে থাকেন। তাঁর খ্যাতনামা ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে 'মুস্তাদরাকে হাকেম'-এর বিশ্ববিশ্রুত সংকলক হাফেয আবু আবদুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) অন্যতম। ৩৪৩ হিজরীতে তিনি নিশাপুরেই ইন্তেকাল করেন।

---

২৫. মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস উর্দূ অনুবাদ পৃঃ ৫৩, আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ২০১।

সেই প্রাচীনযুগে শুধুমাত্র ইলমে হাদীছের অন্বেষণে একজন ভারতীয় বিদ্বানের এইভাবে বিশ্বভ্রমণ সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় বৈ কি![২৬]

৫-হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আসাদ দেবলী (মৃঃ ৩৫০/৯৬১ খৃঃ) : ইনি আবু ইয়ালা মুছেলী (মৃঃ ৩০৭)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তাঁর সনদের সূত্র খ্যাতনামা ছাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৭৮ হিঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ৩৪০ হিজরীর দিকে তিনি দামেস্কে হাদীছের প্রচার ও শিক্ষাদান শুরু করেন। তাম্মাম তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন।[২৭]

৬-মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ দেবলী (মৃঃ ৩৫৪/৯৬৫ খৃঃ) : ইনি অত্যন্ত নেককার ও সাধক আলেম ছিলেন। তিনিও ইলমে হাদীছের জ্ঞানলাভের জন্য বিদেশে গমন করেন। তিনি বছরার আবু খলীফা ফযল বিন হাবাব আল-জামহী (মৃঃ ৩০৫), বাগদাদের জাফর বিন মুহাম্মাদ আল-ফারিয়াবী (মৃঃ ৩০৫ হিঃ), আসকার মুকাররমের আবদান বিন আহমাদ আস্-সুক্কারী (২১০-৩০৬) প্রমুখ বিদ্বানদের নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন। আবু আবদুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন।[২৮]

৭-খালাফ বিন মুহাম্মাদ দেবলী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) : তিনি আলী বিন মূসা দেবলীর নিকট হ'তে দেবলে হাদীছের ইলম হাছিল করেন। পরে তিনি বাগদাদ গমন করেন ও সেখানে হাদীছের দরস দিতে থাকেন। সেখানে আবুল হোসায়েন বিনুল জুনদী (৩০৬-৩৯৬) ও আহমাদ বিন ওমায়ের তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন।[২৯]

---

২৬. আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ পৃঃ ৫৭।

২৭. মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৫৫।

২৮. রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ পৃঃ ২২৫, ইসহাক, থিসিস অনুবাদ পৃঃ ৫৫।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭, ১৭৬।

৮-ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ দেবলী (মৃঃ ৩৪৫/৯৫৬ খৃঃ): ইনি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ আবু জাফর দেবলীর পুত্র ছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় হাদীছের রাবী ছিলেন। তিনি বাগদাদের হাফেজ মুসা বিন হারুণ আল-বায্যায (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) এবং মক্কার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ বিন আলী আছ-ছায়েগ আল-কাবীর (মৃঃ ২৯১) ও অন্যান্য ওলামায়ে হাদীছের নিকট হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন।[৩০]

৯-আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস দেবলী (মৃঃ ৩৭৩ হিঃ): ইনি একজন দুনিয়াত্যাগী, হাফেয ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। সপ্তাহে মাত্র একটি কাপড় নিজহাতে সেলাই ও জুমআর দিনে সোয়া দিরহাম মূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সর্বদা ছিয়াম ও তেলাওয়াতের মধ্যে দিন যাপন করতেন। বহু কারামাতের অধিকারী ছিলেন। রামাযানে সাহরীর সময় কেবলামুখী হ'য়ে তেলাওয়াতে রত থাকা অবস্থায় মিসরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কথিত আছে যে, তাঁর জানাযায় মিসরের সমস্ত লোক হাযির হয়েছিল, কেউ বাড়ীতে অবশিষ্ট ছিলনা।[৩১]

১০-আলী বিন মুসা দেবলী: ইনি খালাফ বিন মুহাম্মাদ দেবলীর উস্তায ছিলেন। ইনি দেবল ও বাগদাদ উভয় স্থানে হাদীছের দরস দিয়েছেন। আলী বিন মুসা চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মুহাদ্দিছ ছিলেন।[৩২]

১১-মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আবুবকর দেবলী: তিনি মুহাম্মাদ বিন নুছাইর ইবনু আবী হামাযাহ এবং জাফর বিন হামাদান ইবনু আবী দাউদ-এর নিকট হ'তে কিরাআত শিক্ষা করেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। হাফেয আবুল হাসান আলী বিন ওমর দারাকুতনী এবং আবদুল বাকী বিনুল হাসান তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর অন্যতম উস্তাদ ইবনু

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১, ইসহাক, খিসিস, অনুবাদ পৃঃ ৫৩

৩১. রিজালুস সিন্ধ, পৃঃ ৪৬।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০-২১১।

আবী দাউদ নিশাপুরী ৩৩৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন । সে হিসাবে বলা চলে যে, তিনি চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর মানুষ ছিলেন ।[৩৩]

১২- হাসান বিন হামেদ বিনুল হাসান দেবলী (মৃঃ ৪০৭/১০১৬ খৃঃ) : ইনি একইসঙ্গে কবি, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিছ ও বড়দরের ব্যবসায়ী ছিলেন । এতগুলো গুণের একত্র সমাবেশ তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ আরবী কবি আবু তাইয়্যিব আহমাদ আল-মুতানাববী (৩০৩-৩৫৪ হিঃ) একদা বাগদাদে তাঁর বাড়ীতে মেহমান হয়ে বলেন لو كنت مادحا تاجرا لمدحتك 'যদি আমি কোন ব্যবসায়ীর প্রশংসা করে কবিতা লিখতাম তবে আপনাকেই প্রশংসা করতাম।'

তিনি আলী বিন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-মুছেলী (মৃঃ ৩৫৯ হিঃ), দা'অলাজ (মৃঃ ৩৫১), মুহাম্মাদ আন-নাক্কাশ (মৃঃ ৩৫১), আবু আলী ছুমারী (মৃঃ ৩৬০) প্রমুখ বিদ্বানগণের নিকট হতে হাদীছ শ্রবণ করেন । ইলমে হাদীছের প্রতি তাঁর এতবেশী আগ্রহ ছিল যে, যখন তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন তখন দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরত । ইলমে হাদীছে তিনি এতই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, দামেস্ক ও মিসরের মত শিক্ষানগরীতে তিনি হাদীছ শিক্ষা দিতেন । তিনি বিশুদ্ধ রাবী ছিলেন । ৪০৭ হিজরীতে মিসরে পরলোক গমন করেন ।[৩৪]

উপরের আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, সেযুগের দেবলী মুহাদ্দিছগন সমস্ত ইসলামী দুনিয়ায় অত্যন্ত পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন । ফলে তাঁদের তৎপরতা দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও পরিব্যপ্ত ছিল । তবুও স্বদেশ তাঁদের খিদমত হতে মাহরূম হয়নি । বরং তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দেবল ও তৎসন্নিহিত এলাকায় আহলে হাদীছ জনগণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান থাকে ।

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০-২১১ ।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০ ; ইসহাক, খিলিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৫৬ ।

২য় কেন্দ্র ঃ মানছুরাহ

সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ শহর হ'তে ৪৭ মাইল উত্তর-পূর্বে শাহজাদপুর শহর থেকে আট মাইল দূরে সিন্ধুনদীর তীরে(করাচীর সন্নিকটে) প্রাচীন মানছুরা নগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে । [৩৫]

সিন্ধু বিজয়ী সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম (আনুমানিক ৬৬-৯৬ হিঃ) -এর পুত্র সেনাপতি আমর বিন মুহাম্মাদ (মৃঃ ১২৬/৭৪৪ খৃঃ) ১১০ হিজরী মোতাবেক ৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন । তখন হতে সপ্তম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত 'মানছুরাহ' ছিল সিন্ধুর রাজধানী ও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগরী । [৩৬] মানছুরাতে ইলম ও আলেমের খুব কদর ছিল । অধিকাংশ অধিবাসী আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে এখানে স্বাভাবিকভাবেই ইলমে হাদীছের চর্চা খুব বেশী ছিল । মসজিদগুলি হাদীছের আলোচনায় সর্বদা গুলযার থাকত । এখানকার মুহাদ্দিছগণ সর্বদা হাদীছের দরস ও তাদরীসে মশগুল থাকতেন । তাঁরা হাদীছ বিষয়ক কেতাবাদি লিপিবদ্ধ করতেন । লেখনীর ক্ষেত্রে কাযী আবুল আব্বাস মানছুরীর নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । [৩৭]

মানছুরার মুহাদ্দিছবৃন্দ

১- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস তামীমী আল-মানছুরী ঃ

মানছুরার এই খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ বাল্যকালে স্বদেশে শিক্ষালাভের পর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন । তিনি পারস্যে মুহাদ্দিছ আবুল আব্বাস বিন আছরাম (মৃঃ ৩৩৬ হিঃ) এবং বছরার আবু রওক আহমাদ-আল-হাযরানী

---

৩৫. ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শী, উর্দু অনুবাদ ঃ হেলাল আহমাদ যুবায়রী, বাররে আযীম পাক ও হিন্দ কি মিল্লাতে ইসলামিয়াহ (করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭)পৃঃ৪৫-৪৬ ।

৩৬. রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ৪২

৩৭. মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৫৮ ।

(মৃঃ ৩৩২ হিঃ)-এর নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন ও বর্ণনা করেন। তিনি পারস্যের পশ্চিম আরজান-এর কাযী নিযুক্ত হন। ৩৬০/৯৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি বোখারায় গেলে খ্যাতনামা হাদীছ সংকলক আবু আবদুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (৩২১-৪০৫) তাঁর নিকট থেকে হাদীছের পাঠ গ্রহণ করেন। এতেই বুঝা যায় স্বীয় যুগে তিনি কতবড় নামকরা মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইমাম হাকেম বলেন যে, তিনি এযাবত যত মুহাদ্দিছের সাক্ষাত লাভ করেছেন, তন্মধ্যে আবুল আব্বাস মানছূরীকে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন দেখতে পেয়েছেন। ৩৭৫/৯৮৫ খৃষ্টাব্দে ভূপর্যটক মাকদেসী যখন মানছুরাতে আসেন, তখন তিনি আবুল আব্বাস মানছূরীকে তাঁর নিজস্ব মাদরাসায় বসে হাদীছের দরস দিতে দেখেন। মানছূরী একজন উঁচুদরের লেখকও ছিলেন। ইবনু নাদীম (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) তাঁকে যাহেরী মযহাবের দশজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বানের অন্যতম হিসাবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে স্বীয় আকীদার সমর্থনে হাদীছ জাল করার অভিযোগ আছে।[৩৮]

২-আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন মুররাহ মানছূরী (মৃঃ ৩৯০ হিঃ) :

তিনি হাসান বিন মুকাররম ও তাঁর সহযোগী মুহাদ্দিছগণের শিষ্য ছিলেন। এবং খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ইমাম হাকেম (মৃঃ ৪০৫) তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণের মানুষ ছিলেন।[৩৯]

উক্ত দুজন সেরা হাদীছবিশারদ ছাড়াও মানছুরাতে ছোট বড় বহু মুহাদ্দিছ ছিলেন। যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ৩৭৫ হিজরী পর্যন্ত মানছুরাতে অধিকাংশ অধিবাসী আহলেহাদীছ ছিলেন।

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮-৫৯, রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ৪৯।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯, রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ১৬৫।

৩য় কেন্দ্র ঃ কুছদার (বেলুচিস্তান)

কুছদার বেলুচিস্তানের দক্ষিণাংশে কালাত অঞ্চলে অবস্থিত। আরব শাসনামলে এই এলাকাকে তুরাণ বলা হত। কুছদার তখনকার সময়ে তুরানের রাজধানী ও সমৃদ্ধ নগরী ছিল। আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে (৪১-৬০) সর্বপ্রথম ছাহাবী সিনান বিন সালমাহ মুহবিক আল-হুযালী (৮-৯০ হিঃ) কুছদার জয় করেন। কিন্তু বাসিন্দাগণ চুক্তি ভঙ্গ করে। পরে মানযার বিন জারুদ আল-আবাদী বুকান ও কীকান জয়ের পর এই এলাকা জয় করেন।[৪০] পরবর্তীকালে মুহাম্মাদ বিন কাসিম-এর সময়ে সিন্ধুর অন্য সকল এলাকার ন্যায় এই এলাকা ও নিয়মিতভাবে ইসলামী খেলাফতের অধীনস্থ হয়।[৪১]

উল্লেখ্য যে, কুছদারে একসময় খারেজীদের শাসন ছিল।

কিরমান, ফারিস ও খুরাসান হ'য়ে স্থলপথে আরবদের সঙ্গে এই শহরের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আরবরা এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের জন্য মসজিদ ছিল। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে প্রথম দিকে এখানে কোন হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছুটা স্থিতিশীলতা আসে এবং দেরীতে হ'লেও চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে এসে আমরা এখানে দু'একজন মুহাদ্দিছের সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছি - যাঁদের মাধ্যমে এইসব এলাকায় হাদীছভিত্তিক জীবনগঠনের আন্দোলন বিরাজিত থাকে।

১- জা'ফর বিনুল খাত্তাব আবু মুহাম্মাদ আল-কুছদারী ঃ

কুছদারে জন্মগ্রহণকারী এই ব্যক্তি একজন দুনিয়াত্যাগী মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবুল ফযল আবদুছ ছামাদ বিন মুহাম্মাদ বিন নাছীর আল-আছেমীর

---

৪০. ইয়াকূত বিন আবদুল্লাহ হামাভী বাগদাদী (মৃঃ ৬২৬ হিঃ), মু'জামুল বুলদান (বৈরূত ঃ দার ছাদির, সালবিহীন) ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩৫৩, বালাযুরী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ), ফুতূহুল বুলদান পৃঃ ৪২২।

৪১. মাকদেসী, আহসানুত তাকাসীম, পৃঃ ৪৭৮।

নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং তাঁর কাছে হাদীছ শিক্ষা করেন হাফেয আবুল ফতুহ আব্দুল গাফের বিন হুসাইন বিন আলী কাশগড়ী। তিনি বলখে বসবাস করেন। মুহাদ্দিছ জাফর বিনুল খাত্তাব সেই সকল প্রাচীন হাদীছবিশারদগণের অন্যতম ছিলেন যারা পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।[৪২]

২-সিবাওয়ায়েহ্ বিন ইসমাঈল বিন দাউদ বিন আবীদাউদ আল-কুদারী মক্কায় জীবন কাটান ও সেখানেই হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি আবুল কাসিম আলী বিন মুহাম্মাদ আল-হুসাইনী, আবুল ফাতহ্ রাজা বিন আবদুল ওয়াহেদ আল-ইসফাহানী এবং হাফেয আবুল হুসাইন ইয়াহ্ইয়া বিন আবিল হাসান রাওয়াসীর নিকট হ'তে হাদীছ শিক্ষা করেন। ৪৬০ হিজরীর কিছু পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪৩]

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু অঞ্চল ইসলামী খেলাফতের অধীনস্থ অঞ্চলে পরিণত হ'লেও এবং ছাহাবা ও তাবেঈদের আগমন ঘটলেও এই এলাকায় ইলমে হাদীছের নিয়মিত চর্চা তাৎক্ষনিকভাবে শুরু হয়নি। আব্বাসীয় খলীফা মাহদী (১৫৮-১৬৯ হিঃ) পর্যন্ত এই এলাকায় খেলাফতের পক্ষ হ'তে অভিযানসমূহ প্রেরিত হ'ত এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্য বজায় ছিল। কিন্তু মামুনের যুগ (১৯৮-২১৮) হ'তে সিন্ধু এলাকা বিভিন্ন আরব সর্দারদের অধীনে মাহানিয়া, হিবারিয়া, সামিয়াহ প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও সকলে আব্বাসীয় খলীফাদের নামে খুৎবা পাঠ করতেন।[৪৪]

---

৪২. আতহার মুবারকপুরী, রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ৮১, ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক, খিসিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৬০।

৪৩. আবদুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহুদ মুখলিছাহ (বেনারস ঃ মাতবা'আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ২৭, রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ১৪৫, ইসহাক, খিসিস অনুবাদ পৃঃ ৬১।

৪৪. রিজালুস সিন্ধ ওয়াল হিন্দ পৃঃ ১৯০-৯১, ইকদুছছামীন পৃঃ ১৬।

সিন্ধুতে স্বাধীন আরব রাজ্যসমূহ কায়েম হ'লে এর ফলে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় এবং তা ইলমে হাদীছ-এর প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। রাজনৈতিক শান্তি ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে সিন্ধু এলাকায় ইলমে হাদীছের চর্চা এত বেড়ে যায় যে, এখানকার ছাত্ররা আরব, সিরিয়া, ইরাক ও মিসরের হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে গমন করত। এমনকি বাগদাদ ও খোরাসান থেকে মুহাদ্দিছগণ দেবাল ও মানছুরাতে এবং এইসব এলাকার মুহাদ্দিছগণ মক্কা, দামেস্ক, বাগদাদ মিসরে গিয়ে হাদীছ শিক্ষা দান করতেন। সামআনী (মৃঃ ৫৬৬) -এর বর্ণনা মতে খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান আবু ওছমান ছাবুনী (৩৭৩-৪৪৯ হিঃ)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষার জন্য হিন্দুস্তানী ছাত্রগণ নিশাপুর পর্যন্ত গমন করেছিলেন।[৪৫] হাদীছের এই ব্যাপক চর্চার ফলে এই অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং মাকদেসীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ৩৭৫ হিজরীতে মানছুরা ও সিন্ধু অঞ্চলে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা সর্বাধিক ছিল।[৪৬] কিন্তু আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই অব্যাহত অগ্রগতির মুখে হঠাৎ অশনিপাত ঘটে মুলতান ও মানছুরাতে শী'আ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে।[৪৭] এর পর শুরু হয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসরের এক দীর্ঘ অবক্ষয় যুগ।

---

৪৫. মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস, উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৫১।

৪৬. মাকদেসী, 'আহসানুত তাকাসীম' পৃঃ ৪৮১।

৪৭. ৩৭৫ হিজরীর পর পরই এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসহাক, মূল ইংরেজী থিসিস, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪২, উর্দু পৃঃ ৬১; মাকদেসী, তাকাসীম পৃঃ ৪৮১।

অধ্যায় - ৭

অবক্ষয় যুগ

(৩৭৫ - ১১১৪ /৯৮৪ - ১৭০৩ খৃঃ
পর্যন্ত প্রায় সোয়া সাতশো বছর)

৩৭৫ হিজরীতে ভূ-পর্যটক মাকদেশী যখন সিন্ধু ভ্রমনে আসেন, তখন সেখানে আহলেহাদীছের সংখ্যাগরিষ্টতা ও শাসনকর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করেন।[১] সেখান হতে পরবর্তী ৩৯২ হিজরীর মধ্যে যেকোন এক সময়ে মুলতান ও মানছুরার শাসন ক্ষমতা ইসমাঈলী শী'আদের হাতে চলে যায়। ফলে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। শী'আরা সুন্নীদের উপরে নিষ্ঠুর আচরন শুরু করে।[২] মুলতানের জামে মসজিদ বন্ধ করে দেয়। মাদরাসাগুলি ধ্বংস করা হয়। মুহাদ্দিছগনকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। হাদীছ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করা হয়। দেবল ও মানছুরার হাদীছশিক্ষার কেন্দ্রগুলি স্তিমিত হয়ে পড়ে। হিন্দু হতে ধর্মান্তরিত[৩] স্থানীয় সামুরা (SAMURA) বা সুমরা (سومرو) ইসমাঈলী শী'আ গোত্রটি ছিল এব্যাপারে খুবই তৎপর ও শক্তিশালী। তাদের প্রচন্ড সুন্নী বিদ্বেষের ফলে সিন্ধু অঞ্চলে আরবগণ গঠনমুলক যা কিছু করেছিলেন প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। ৩৯২ হিজরী মোতাবেক ১০০০ খৃষ্টাব্দে গযনীর সুলতান মাহমুদ বিন সবুক্তগীন (৩৮৮-৪২১/৯৯৭-১০৩০ খৃঃ) স্থলপথে হিন্দুস্তান বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে লাহোরকে রাজধানী করে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকায় স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও সুমরা শী'আদের গোপন দৌরাত্ম ঠিকই বজায় ছিল[৪]। পরবর্তীতে ঘোরী, মামলুক, খালজী ও তুগলক সালতানাতের সময়েও তাদের এই সুন্নীবিদ্বেষ বজায় থাকে।[৫] তাছাড়া সুলতান মাহমুদ ইলমে হাদীছের প্রতি যতটুক দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী সুলতান গন

---

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ বেশারী মাকদেশী প্রণীত ভ্রমন গ্রন্থ আহসানুত তাকাসীম (লন্ডন : ই,জে, ব্রীল, ২য় সংস্করণ ১৯০৬) পৃঃ ৪৮১

২. Dr. Muhammad Ishque, INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Dhaka University, 2nd Ed. 1976) p. 42.

৩. ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শী, বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ (করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ ১৯৬৭) পৃঃ ৫১।

৪. Dr. Muhammad Ishaque, INDIAN'S CONTRIBUTION TO HADITH LITERATURE Urdu Trans., pp. 61-63.

৫. সমরগন ১৪ শ খৃষ্টাব্দে এসে 'সুন্নী' হয়ে যায়। বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ পৃঃ ৫৩

তা করেননি ।[৬] এই ভাবে ইলমে হাদীছের প্রসার ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সৃষ্ট অবক্ষয় যুগ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। এই ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুদারতার মধ্য দিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলন নিবু নিবু ভাবে হলে ও ভারত বর্ষের বিভিন্ন মুহাদ্দিছ ও ইলমে হাদীছের কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে চলতে থাকে । সে হিসাবে আমরা অবক্ষয় যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে তিনটি প্রধান এলাকায় বিভক্ত করতে পারি । ১- উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় এলাকা, ২- দক্ষিণ ভারতীয় এলাকা এবং ৩- উত্তর-পূর্ব ভারতীয় এলাকা । এক্ষনে আমরা এইসব এলাকার আহলে হাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহের ও সেখানকার মুহাদ্দিছগনের পরিচয় তুলে ধরব ।

(১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে আহলে হাদীছ আন্দোলন

সুলতান মাহমুদের সময়কাল (৩৯২-৪২১/১০০০-১০৩০ খৃঃ) বাদে পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর প্রথমার্ধ হতে দশম শতাব্দী হিজরীতে মখদুম আব্দুল আযীয আবহারীর (মৃঃ ৯২৮/১৫২১ খৃঃ) সময়কাল[৭] পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশো বছর যাবৎ উত্তর-পশ্চিম ভারত তথা সিন্ধু, পাঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত এলাকায় ইলমে হাদীছের চর্চা স্তিমিত ছিল ।

---

৬. সুলতান মাহমুদ (মৃঃ ৪২১/১০৩০ খৃঃ) একজন উচুদরের হানাফী আলিম ছিলেন । তার রচিত 'আত্-তাফরীদ' হানাফী ফিক্হের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ (আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৩১-৩২) । একদা নিজ দরবারে ইমাম কাফ্ফাল মারূযীর নিকটে তিনি হানাফী ও শাফেঈ উভয় মাযহাবের ছালাতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন এবং ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রমাণিত হওয়ায় তিনি সংগে সংগে শাফেঈ মাযহাব গ্রহন করেন (আহমাদ ইবনু খাল্লেকান ৬০৮-৬৮১/১২১২-১২৮৩), অফইয়াতুল আইয়ান (মিসর : মায়মানিয়াহ প্রেস ১৩১০/১৮৯২ খৃঃ) ২য় খন্ড পৃঃ ৮৬; তাজুদ্দীন সাবকী, তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ (বৈরুত দারুল মা'রিফাহ অফসেটছাপা, মূল মুদ্রণকাল ১৩২৪/১৯০৬, ২য় সংস্করন, ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৪) । ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারনে ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাসিম হিন্দসাহ ঈরানী ওরফে ফিরিশ্তা (৯৭৮-১০২১/১৫৭০-১৬১২ খৃঃ) সুলতান মাহমুদকে 'আহলেহাদীছ' বিদ্বানদের মধ্যে গণ্য করেছেন ।(... از ائمهٔ اهل حدیث بود) তারিখে ফিরিশ্তা কানপুর : নওলকিশোর ছাপা ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ ১ম মাকালাহ ১ম খন্ড পৃঃ ২৩ ।

৭. মুহাম্মদ ইসহাক , পি, এইচ-ডি থিসিস, উর্দু অনুবাদ পৃঃ ১৩২ ।

এই সময় হেজাযের ইলমে হাদীছের কেন্দ্রগুলির সাথে সিন্ধুর ইল্মী যোগাযোগ ছিন্ন ছিল।[৮] তবুও এই সময় কিছু কিছু আহলেহাদীছ বিদ্বান বিভিন্ন সময়ে ইলমে হাদীছের খিদমত করেছেন ও মানুষকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহবান জানিয়ে গেছেন। নিম্নে কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

১- ইসমাঈল লাহোরী (মৃঃ ৪৪৮/১০৫৬ খৃঃ) :[৯] কুরআন ও হাদীছে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এই খ্যাতনামা আলিম ৩৯৮/১০০৪ খৃষ্টাব্দে বুখারা হতে লাহোর আসেন এবং ইলমে হাদীছের চর্চা শুরু করেন। তাঁর ওয়াযের এমন প্রভাব ছিল যে, লাহোরের বহু অমুসলিম বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেন। লাহোর শহরের বহু মুসলমান হাদীছ অনুযায়ী জীবনগঠনে উদ্বুদ্ধ হন ৪১২/১০২১ খৃষ্টাব্দে লাহোর জয় করে[১০] হাদীছভক্ত সুলতান মাহমুদ গাজনবীর শী'আ প্রভাবিত অন্যান্য শহরকে বাদ দিয়ে হাদীছ প্রভাবিত লাহোরকে উত্তর ভারতের রাজধানী হিসাবে মনোনীত করার পিছনে মুহাদ্দিছ ইসমাঈলের প্রভাব একটি কারণ হিসাবে ধারণা করা যেতে পারে। ২- আলী বিন আমর বিনুল হাকাম লাহোরী (মৃঃ ৫২৯/১১৩৪ খৃঃ) ইনি খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। হাদীছ হিসাবে তাঁর খ্যাতি বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বিখ্যাত সংকলক সমরকন্দের মুহাদ্দিছ সাম'আনীকে তাঁর ছাত্রদলের মধ্যে গণ্য করা যায়।[১১] ৩-আব্দুছ ছামাদ লাহোরী : ইনি মুহাদ্দিছ আলী বিন আমর লাহোরীর ছাত্র ছিলেন। সমরকন্দে গিয়ে সাম'আনীর নিকটে ও হাদীছ শিক্ষা করেন।[১২] ৪- হাসান বিন মুহাম্মদ বিন হাসান ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০/১১৮১-১২৫২ খৃঃ) :

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১ , কাযী আতহার মুবারকপুরী (জন্ম : ১৯১৬ খৃঃ) মুহাদ্দিছ ইসমাঈল লাহোরীর মৃত্যুসন ৪০৮ হিজরী বলেছেন।-রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ৭৭ ।

১০. মুহাম্মদ ইসহাক ; পি,এইচ-ডি থিসিস, উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৯৯ ।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩ ।

১২. রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ১৬৫

ওমর বিনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর বংশধর রাযিউদ্দিন হাসান বিন মুহাম্মদ ছাগানী লাহোরী উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বাগদাদ, ইয়ামান, হিজায প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের নিকটে ইলমে হাদীছে বুৎপত্তি লাভ করেন।[১৩] বুখারী ও মুসলিম হতে সংকলিত কওলী হাদীছের গ্রন্থ মাশারেকল আনওয়ার তাকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। অনাবশ্যক মাসায়েলী বিতর্ক থেকে দূরে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য এবং হাদীছকে জনগণের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়ার জন্য তিনি এই কঠিন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন।[১৪] এমনিভাবে কেউ যাতে মওযূ হাদীছ অনুসরণ না করে সেজন্য 'আল-মাওযূআত' নামে তিনি একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন।[১৫] ফেকহী বিষয় ভিত্তিক সংকলিত হাদীছগ্রন্থ মাশারেকুল আনওয়ার-কে মুহাদ্দিছ খুররম আলী বালহারী (মৃত ১২৬০ হিঃ) এমন একটি ফুলবাগিচার সাথে তুলনা করেছেন, যার রং এক কিন্তু সুগন্ধি পৃথক পৃথক।[১৬] ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক বলেন - 'তৎকালীন সময়ে ফিক্‌হের কূটতর্কের জালে আবদ্ধ হিন্দুস্থান ও মধ্য এশিয়ায় এই কেতাবখানিই মাত্র ইল্‌মে হাদীছের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল।'[১৭]

(২) দক্ষিণ ভারতে আহলে হাদীছ আন্দোলন

দক্ষিণ ভারতীয় আন্দোলনকে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী যুগ ও গুজরাটে মুজাফফর শাহী যুগ দু'ভাগে ভাগ করা চলে।

ক - বাহমনী যুগ (৭৮০-৮৮৬ হিঃ/ ১৩৭৮-১৪৭২ খৃঃ): অনেক পন্ডিত এই যুগটিকে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীছের নবজন্ম লাভের যুগ বলেছেন।[১৮]

---

১৩. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াই, জুহুদ মখলিছাহ পৃঃ ৩৩-৩৪, রিজালুস সিন্ধ পৃঃ ৯৪।

১৪. মুহাম্মদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস, উর্দু অনুবাদ পৃঃ ২৫৭-৬৯।

১৫. জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৩৪।

১৬. ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক, পি, এইচ-ডি থিসিস, উর্দু অনুবাদ পৃঃ ২৬৭।

১৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৮

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮, জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৩৭।

বাহমনী সুলতান ২য় মুহাম্মদ শাহ (৭৮০-৭৯৯/১৩৭৮-১৩৯৭ খৃঃ) ইলমে হাদীছের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। হেজায ও মিসর হতে দাক্ষিণাত্যে অগনিত মুহদ্দিছের আগমন ঘটে। ফলে গুলবর্গা, বেদার দৌলতাবাদ, ইলিচপুর, চৌল, যাবিল প্রভৃতি শহর গুলি ইলমে হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১৯] ২য় মুহাম্মদ শাহের পর থেকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীদের সময়ে ও বিশেষ করে সুলতান ২য় আলাউদ্দীনের (৮৩৮-৮৬২/১৪৩৪-৫৮) সময়ে ইরান হ'তে আগমন করেন ইলমে হাদীছে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ও পরবর্তীতে দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ বাহমনী সালতানাতের খ্যাতনামা উযীর ও প্রধান মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ান (৮১৩-৮৮৬/১৪১০-১৪৮২ খৃঃ)। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরব বিশ্ব হ'তে বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ দক্ষিণভারতে আগমন করেন। তিনি ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রাজধানী বিদরে একটি বৃহদায়তন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজস্ব কুতুবখানার তিনহাজার কেতাব ছাড়াও অন্যান্য সূত্র হ'তে ৩৫,০০০ হাজার কেতাব সংগ্রহ করে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করেন।[২০] কিন্তু অবশেষে তিনি সুলতান ৩য় মুহাম্মদ শাহ (৮৬৭-৮৮৬/১৪৬৩-৮২ খৃঃ) কর্তৃক মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন।[২১] তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে শুধু বাহমনী রাজ্যেরই পতন শুরু হয়নি বরং দাক্ষিণাত্যে ইলমে হাদীছের প্রসার ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যায়। একটি যুগের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে দক্ষিণভারতে শী'আ অধিকার কায়েম হয় ও সেখানে সিন্ধুর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু হয়।

খ-মুযাফ্ফর শাহী যুগ (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২ খৃঃ) :

---

১৯. ইসহাক, খিসিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ১২৬।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬-১১৭।

২১. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারত বর্ষের ইতিহাস - মুসলিম ও বৃটিশ শাসন (ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, ৪০ নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় সংস্করন পুনর্মুদ্রণ জুন '১৯৮৪) পৃঃ ২১৯।

দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্যে শী'আ অধিকার কায়েম হবার ফলে সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। সেখানকার মুহাদ্দিছগণ পার্শ্ববর্তী গুজরাট রাজ্যের হাদীছভক্ত সুলতান আবুল ফতহ খান ওরফে মাহমুদ বেগরহা (৮৬৩-৯১৭/১৪৫৮-১৫১১ খৃঃ)- এর উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে থাকেন। সুলতানের গুণগ্রাহিতার সুবাদে ইতিপূর্বেই সেখানে আরব বিশ্ব হতে বহু খ্যাতিমান মুহাদ্দিছের আগমন ঘটেছিল। মিসরের মুহাদ্দিছ অজীহুদ্দীছ মুহাম্মদ (৮৫৬-৯১৯/১৪৫২-১৫১৩ খৃঃ)- কে সুলতান মাহমুদ বেগরহা 'মালিকুল মুহাদ্দেছীন' খেতাবসহ মহামূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে গুজরাটে আনেন ও রাজ্যের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করেন। ৯১৮/১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন ইয়ামন হ'তে ফতহুলবারীর হস্তলিখিত কপি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে [২২] এবং সুলতান মুযাফ্ফর শাহ (৯১৭-৩২/১৫১১-২৫ খৃঃ)-কে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তখন তিনি এতই খুশী হয়েছিলেন যে, হাদিয়া দাতাকে সমৃদ্ধ বন্দরনগরী 'ব্রুচ' জায়গীর স্বরূপ দান করেন। [২৩]

মুযাফ্ফর শাহী সুলতানগণ ইলমে হাদীছকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাপক অনুবাদ ও সংকলনের ব্যবস্থা করেন। সুলতান ৩য় মাহমুদ (৯৪৪-৬১/১৫৩৭-৫৩ খৃঃ) নিজ খরচে মক্কাতে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। তিনি কান্যুল উম্মাল সংকলক শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরী (মৃঃ ৯৭৫/১৫৬৮খৃঃ), শায়খ আব্দুল্লাহ সিন্ধী (খৃঃ ৯৯৩/১৫৮৪ খৃঃ)-এর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছগনকে গুজরাটে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। বাহমনী উযীর মাহমূদ গাওয়ান (৮১৩-৮৬/১৪১০-৮২ খৃঃ)-এর ন্যায় তিনিও ভাগ্যান্বেষে আছফ খান নামে এক গুণবান উযীরের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু (৯৬১ হিঃ তে) তাঁর হত্যাকান্ডের পর গুজরাটে চরম অরাজকতা শুরু হয়ে যায়। [২৪] অবশেষে ৯৮১/১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের (৯৬৩-১০১৪/১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) হাতে মুযাফ্ফরশাহী সালতানাতের পতন ঘটে। [২৫]

---

২২. ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক, পি.এইচ-ডি থিসিস, উর্দু অনুবাদ পৃঃ ১৩০।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

২৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০-৩১।

২৫. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, 'ভারত বর্ষের ইতিহাস' পৃঃ ২১৫।

এইভাবে অবক্ষয় যুগে দক্ষিণভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আরেকটি প্রধান কেন্দ্রের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে ।

দক্ষিণভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মুহাদ্দিছগণের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা চলে । যেমন - (১) শায়খ ইয়াকূব বিন আব্দুর রহমান হাশেমী (৭৪৯-৮৪৩/১৩৮৭-১৪৩৯ খৃঃ): মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ও ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ) -এর ছাত্র এই মুহাদ্দিছ ৮৩০ হিজরীতে গুজরাটের খাম্বাইতে আসেন ও ৮৪৩ হিজরীতে দক্ষিণ বেরারে ইন্তেকাল করেন ।[২৬] (২) মাহমুদ গাওয়ান (৮১৩-৮৮৬/১৪১০-১৪৮২ খৃঃ): ইরানের এই মণীষী কায়রোতে গিয়ে ইবনু হাজার আসকালানীর নিকটে ছহীহ বুখারী এবং যয়নুদ্দীন যরকেশী (খৃঃ ৮৪৫/১৪৪১ খৃঃ)-এর নিকটে ছহীহ মুসলিম এবং সিরিয়া গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে ইলমে হাদীছ শিক্ষা করেন ও পরবর্তীতে বাহমনী উযীর হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন ।[২৭] (৩) আব্দুল আযীয বিন মাহমুদ তূসী (৮৩৬-৯১০/১৪৩২-১৫১৪ খৃঃ) : ইনিও ইরানের অধিবাসী ছিলেন । ইবনু হাজারের ছাত্র মুহাম্মদ বিন আব্দুল আযীয আবহারীর ছাত্র ছিলেন । পরে মক্কায় গিয়ে হাফেয আব্দুর রহমান সাখাবী (খৃঃ ৯০২ হিঃ/ ১৪৯৬ খৃঃ) -এর নিকটে ইলমে হাদীছ শিক্ষা করেন । মাহমুদ গাওয়ানের পুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন ।[২৮] (৪) ওমর বিন মুহাম্মদ দামেস্কী (৮২৯-৯০০/১৪২৫-১৪৯৪ খৃঃ) : ইনিও হাফেয সাখাবীর ছাত্র ছিলেন । গুজরাটের খাম্বাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ।[২৯] (৫) অজীহুদ্দীন মুহাম্মদ মালেকী মিসরী (৮৫৬-৯১৯/১৪৫২-১৫১৩ খৃঃ) (৬) জামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ওমর হাযরামী (৮৬৯-৯৩০/১৪৬৪-১৫২৪ খৃঃ) হাযরামাউতের অধিবাসী । (৭) হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ কিরমানী (মৃঃ ৯৩২/১৫২৫ খৃঃ) মক্কার অধিবাসী (৮) রফীউদ্দীন সিরাযী সাফাবী (:৯৫৪/১৫৪৭ খৃঃ) ইরানের অধিবাসী (৯) আব্দুল মু'তী বিন হাসান হাযরামী (৯০৫-৮৯/১৪৯৯-১৫৮১ খৃঃ) মক্কার অধিবাসী (১০) শিহাবুদ্দীন আহমদ আব্বাসী মিসরী (৯০৩-৯২/১৪৯৭-১৫৮৪ খৃঃ)(১১) আব্দুল্লাহ ঈদরূসী (৯১৯-৯০/১৫১৩-৮২) হাযরামাউতের

---

২৬. জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৪০ , ইসহাক, খিসিস(উর্দু)পৃঃ ১১৫ ।

২৭. ইসহাক, খিসিস, (উর্দু অনুবাদ) পৃঃ ১১৬-১১৭

২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮ ।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮ ।

সা ঈদ

অধিবাসী (১২) বিন আবু সাঈদ হাবাশী (মৃঃ ৯৯১/১৫৮৩ খৃঃ) (১৩) মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ফাকেহী হাম্বলী (মৃঃ ৯৯২/১৫৮৪ খৃঃ)। এঁরা দুজনই মক্কার ইবনু হাজার হায়তামী (৯০৯-৯৭৪/১৫০৩-১৫৬৭ খৃঃ) -এর ছাত্র ছিলেন।

উপরের মুহাদ্দিছগণের সকলেই ছিলেন বিদেশী এবং যুগের চারজন সেরা মুহাদ্দিছ ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ), যয়নুদ্দীন যাকারিয়া আনছারী (৮২৬-৯২৫/১৪২৩-১৫১৯ খৃঃ), আব্দুর রহমান সাখাবী (মৃঃ ৯০২/১৪৯৬ খৃঃ) ও ইবনু হাজার হায়তামী (৯০৯-৯৭৪/১৫০৩-১৫৬৭ খৃঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। প্রথোমোক্ত দুজনের নেতৃত্বে মিসরে ও শেষোক্ত দুজনের নেতৃত্বে মক্কাতে ইলমে হাদীছের মারকায কায়েম হয়।[৩০]

এক্ষণে আমরা দক্ষিণভারতের স্বদেশী মুহাদ্দিছ বৃন্দের নাম উল্লেখ করব, যাঁরা এতদঞ্চলে ইলমে হাদীছের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন :-

(১) রাজিহ বিন দাউদ গুজরাটি (মৃঃ ৯০৪/১৪৯৮ খৃঃ) (২) কুতুবুদ্দীন আব্বাসী গুজরাটি (৩) আব্দুল মালিক আব্বাসী গুজরাটি (মৃঃ ৯৭০/১৫৬৩ খৃঃ) (৪) আব্দুল আউয়াল হুসাইনী জৌনপুরী (মৃঃ ৯৬৮/১৫৬১ খৃঃ) (৫) শায়খ তাইয়্যিব সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৯/১৫৯০ খৃঃ) (৬) তাহির বিন ইউসুফ সিন্ধী (মৃঃ ১০০৪/১৫৯৫ খৃঃ) (৭) অজীহুদ্দীন আলুরী গুজরাটি (৯১০-৯৯৮/১৫০৪-১৫৯০) (৮) আবু বকর বিন মুহাম্মদ ভুচী গুজরাটি (মৃঃ ৯১৫/১৫০৯ খৃঃ) (৯) উছমান বিন ঈসা সিন্ধী (মৃঃ ১০০৮/১৬০০ খৃঃ) (১০) কানযুল উম্মাল সংকলয়িতা শায়খ আলী বিন হুসামুদ্দীন ওরফে আলী মুত্তাকী জৌনপুরী (৮৮৫-৯৭৫/১৪৮১-১৫৬৮ খৃঃ) ও তাঁর সুনামধন্য ছাত্রমন্ডলী যেমন - (১১) শায়খ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন তাহির ওরফে তাহির পট্টনী গুজরাটি (৯১৪-৯৮৬/১৫০৮-১৫৭৮ খৃঃ)

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।

(১২) কাযী আবদুল্লাহ বিন ইদরীস সিন্ধী (মৃঃ ৯৫৫/১৫৪৮ খৃঃ) (১৩) রহমাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৩/১৫৮৫ খৃঃ) (১৪) শায়খ হামীদ বিন আব্দুল্লাহ সিন্ধী (১৫) আব্দুল হক দেহলভীর উস্তাদ শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন ওয়ালিউল্লাহ বুরহানপুরী (৯৪৩-১০০১/১৫৩৬-৯২ খৃঃ) (১৬) শাহ মুহাম্মদ বিন ফযলুল্লাহ গুজরাটি (মৃঃ ১০০৫/১৫৯৬ খৃঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেছীনে কেরাম । এই সকল সেরা মুহাদ্দিছের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতে প্রায় দুইশত বৎসর (৭৮০-৯৮০/১৩৭৮-১৫৭২ খৃঃ) পর্যন্ত আহলে হাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় বেশি ছিল বলা চলে ।[৩১]

---

৩১. এ বিষয়ে সমস্ত আলোচনার জন্য ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক -এর পি.এইচ-ডি থিসিস INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Dacca University 2nd edition 1976) ; , আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহুদ মুখলিছাহ (বেনারস : মাতবা'আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬ , সুলায়মান নাদভী (মৃঃ ১৯৫৩ খৃঃ) আযমগড় (ইউ, পি, ভারত), মা'আরিফ, গবেষণা পত্রিকা ২২শ বর্ষ ৪, ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ হিন্দুস্তানে ইলমে হাদীছ দ্রষ্টব্য ।

খাছ মেহেরবাণীতে দশম শতাব্দী হিজরীতে কয়েকজন আলিমের মাধ্যমে ইলমে হাদীছকে পুনরুজ্জীবিত করেন ।'[৩২]

সুলায়মান নাদভী (১৩০২ - ১৩৭২ / ১৮৮৪ - ১৯৫৩) বলেন, "... তুর্কী বিজয়ী যারা ভারতে এসেছিলেন, দু'চারজন অফিসার ও কর্মকর্তা বাদে তাদের কেউই না ইসলামের প্রতিনিধি ছিলেন, না তাদের শাসন ইসলামী নীতির উপরে পরিচালিত ছিল । এদের প্রায় সকলেই ছিলেন নওমুসলিম তুর্কী ক্রীতদাস । ঘুরীগণ চতুর্থ শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত এবং মুগলগণ সপ্তম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি । ... এরা ছিলেন আরব বিজয়ীদের থেকে অনেক পৃথক — যাদের মধ্যে ইসলাম জীবিত ছিল । যাদের মধ্যে অনেকেই ছাহাবী ছিলেন ।'[৩৩]

ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন — 'এই সময় ভারত বর্ষের আলেমদের অধিকাংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । যাদের সার্বিক মনোযোগ ফিক্‌হের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল যা সরকারী চাকুরী লাভের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল । যাদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলনা । স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কোন ফায়ছালা দেওয়ারও যোগ্যতা ছিলনা । হানাফী ফিক্‌হের আলোকেই তারা ইসলামী শরীয়তকে বিচার করতেন । এর প্রতিকূলে হাদীছ থাকলেও তারা ভীষণভাবে তার বিরোধিতা করতেন । এ ব্যাপারে দিল্লীর হানাফী আলেমদের সঙ্গে খ্যাতনামা ছূফী মুহাদ্দিছ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (৬৩৪-৭২৫/১২৩৬-

---

৩২. আবদুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ পৃঃ ৩৭ ।

৩৩. আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুকাত (সংক্ষিপ্ত) পৃঃ ১৮৭-৯০ ।

(৩) উত্তর ও পূর্ব ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন
(৬০২-১১১৪/১২০৬ - ১৭০৩ খৃঃ)

সিন্ধু ও মালাবার উপকূলের ন্যায় দিল্লীতে ইসলাম আরব বণিক ও মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে আসেনি। বরং এখানে ইসলাম এসেছিল সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে। গযনীর শাসনকর্তা মুইযযুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন সাম (মুহাম্মাদ ঘোরী নামে সমধিক পরিচিত) (মৃঃ ৬০২/১২০৬ খৃঃ) ও তাঁর দুই সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক ও ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী-এর মাধ্যমে দিল্লী হ'তে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ও পূর্ব-ভারত বিজয় ও দিল্লীতে রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। মুহাম্মাদ ঘোরীর তুর্কী গোলাম ও সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক (৬০২-৬০৪/১২০৬-১০ খৃঃ)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত মামলুক সালতানাত-এর শাসকগণ নওমুসলিম তুর্কী হানাফী ছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মধ্য এশিয়া হ'তে হানাফী আলেমগণ দিল্লীতে জমা হতে থাকেন। এমতাবস্থায় রাজধানী দিল্লী হ'তে যে ইসলাম উত্তর ও পূর্বভারতে প্রচারিত হয়, তা আলেমদের রায়নির্ভর ফেক্‌হী মাযহাবভিত্তিক ইসলাম ছিল বলা চলে। যাতে সংমিশ্রণ ঘটেছিল তুর্কী, ইরানী, আফগান, মোগল ও ভারতের স্থানীয় বহু কিছু সংস্কার। ছাহাবা, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের প্রচারিত বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে তার বিস্তর প্রভেদ ছিল।

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬ খৃঃ) বলেন, ... 'ফিক্‌হ ব্যতীত লোকেরা কুরআন ও হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ... আহলেহাদীছদেরকেও তারা জানত না। কেউ কেউ 'মিশকাত' পড়লেও তা পড়ত বরকত হাছিলের জন্য — আমল করার জন্য নয়, বুঝবার জন্যও নয়। তাহক্বীক্বী তরীকায় নয় বরং তাকলীদী তরীকায় ফিক্‌হের জ্ঞান হাছিল করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ... এই অবস্থা চলতে থাকে যতদিন না আল্লাহ পাক তাঁর

১৩২৫ খৃঃ) যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, তা খুবই প্রসিদ্ধ ।[৩৪]

প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার পাঠ্যসূচী হ'তে ইল্‌মে হাদীছকে বাদ দেওয়া হয়েছিল । খ্যাতনামা মিসরী মুহাদ্দিছ আল্লামা শামসুদ্দীন তুর্ক আলাউদ্দীন খলজীর শাসনামলে (৬৯৬-৭১৬/১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ) ৭০০/১৩০০ খৃষ্টাব্দে হাদীছ শিক্ষাদানের

---

৩৪. আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬ খৃঃ) বর্ণিত ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ : নিযামুদ্দীন আউলিয়া 'সামা' (একপ্রকার মা'রেফতী গান শুনতেন ও তা 'মুবাহ' মনে করতেন । এ ব্যাপারে তিনি ইমাম গাযযালীর (৪৫০-৫০৫ হিঃ/ ১০৫৮-১১১১ খৃঃ) 'এহ্‌ইয়াউল উলূমে' বর্ণিত হাদীছ (السماع مباح لاهله) থেকে দলীল নিয়েছিলেন । তবে ওটা যে মূলতঃ হাদীছ নয় সেটা তিনি পরে বুঝতে পারেন ও মত পরিবর্তন করেন । যাই হোক হাদীছ ভেবেই তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলক (৭২০-২৫/১৩২০-২৫)-এর দরবারে অনুষ্ঠিত বিতর্কসভায় প্রতিপক্ষ আলেমদের জওয়াবে সেটা পেশ করেন । এতে আলেমরা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন — 'হিন্দুস্তানে হাদীছের চেয়ে ফিক্‌হের আইনগত গুরুত্ব বেশী' (هند مین فقهی روایات کی قانونی حیثیت خود احادیث سے بھی زیادہ ہے) । তাদের কেউ কেউ বললেন — 'ঐসব হাদীছ আমরা শুনতে চাইনা, যা আমাদের মযহাবের প্রবর্তক ইমাম শাফেঈ গ্রহণ করেছেন' (انا لانشتهی ان نسمع هذه الاحادیث التی تمسك بها الشافعی و هو عدو لمذهبنا) । তারা এ ব্যাপারে ইমাম আবুহানীফার রায় তলব করেন । তখন শায়খ ব্যথিত হয়ে বলেন — 'সেই দেশে মুসলমান কতদিন টিকে থাকবে, যেদেশে একজন ব্যক্তির রায়'কে হাদীছের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে?' (ایسے ملك مین مسلمان کب تك باقی رهینگے جهان ایك فرد کی رائے کو احادیث پر فوقیت دیجاتی هے ؟) তিনি বলেন — সুবহানাল্লাহ ! আমি তোমাদের কাছে রাসূলের (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করছি, আর তোমরা আমার কাছে আবু হানীফার উক্তি দাবী করছ?' (سبحان الله العظیم انا احدثکم عن رسول الله صلعم و تطالبنی بقول من اقوال ابی حنیفة ؟) । জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৩৮, ইসহাক, খিসিস উর্দূ অনুবাদ পৃঃ ৭৯ ।

উদ্দেশ্যে ভারতে পদার্পন করেন। কিন্তু মুলতানে এসে তিনি জানতে পারলেন যে, আলাউদ্দীন জুম'আ-জামা'আতে যোগদান করেন না। তিনি ছালাতে অভ্যস্ত নন। তিনি দুঃখিত মনে ফিরে যাওয়ার সময় আলাউদ্দীনকে একটি ছোট্ট হাদীছ-পুস্তিকা ও চিঠি লিখে যান। তাতে তিনি বলেন যে, 'আলাউদ্দীনের যামানায় আলেমগণ ফিক্‌হের তা'লীম দিয়ে থাকেন। এতে ক্ষুব্ধ হ'য়ে তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন।'[৩৫] এই সময়ে ভারতের ৪৬ জন শ্রেষ্ঠ আলিমের মধ্যে শামসুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়ার (মৃঃ ৭৪৭/১৩৪৬ খৃঃ) মধ্যেই কেবল ইলমে হাদীছের প্রতি কিছুটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।[৩৬] সম্ভবতঃ আলিমগণ এ সময় হাদীছের অধ্যয়নের চেয়ে ফিক্‌হের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন।

উপরোক্ত রাজনৈতিক অনুদারতার সাথে সাথে হাদীছগ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা ও অপ্রতুলতা ইলমে হাদীছের প্রসারে ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল। বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থের ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়কাল হ'তে বিষয়টি আঁচ করা চলে। যেমন -

(১) মাশারেকুল আনওয়ার : হিন্দুস্তানী মুহাদ্দিছ ইমাম রাযিউদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০/১১৮২-১২৫২ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে দিল্লীতে আসে। মুহাম্মাদ তুগলকের সময়ে (৭২৫-৫২/১৩২৫-৫১ খৃঃ) দিল্লীতে এর একটি মাত্র কপি মওজুদ ছিল। সুলতান তার রাজকর্মচারীদেরকে পবিত্র কুরআন ও 'মাশারেকুল আনওয়ার' স্পর্শ করে আনুগত্যের শপথ নিতেন।

---

৩৫. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৭৩-৭৫।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

(২) সুনানে আবুদাউদ : সুলতান নাছীরুদ্দীন মাহমুদ (৬৪৪-৬৪/১২৪৬-৬৬ খৃঃ)-এর সময়ে প্রণীত 'তাবাকাতে নাছীরী'-তেই সর্বপ্রথম সুনানে আবু দাউদ হ'তে উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এতে আন্দাজ করা যায় যে, সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে উক্ত হাদীছগ্রন্থ দিল্লীতে মওজুদ ছিল। কিন্তু পরে আর সন্ধান মেলেনি।

(৩) ছহীহায়েন : সপ্তম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগে আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারীর (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে ছহীহায়েনের দরস শুরু হয়। তাঁর নিকট থেকে ছাত্র ও জামাতা বিহারের শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২/১২৬৩-১৩৮০) উহা প্রাপ্ত হন।

(৪) মাছাবীহ : জালালুদ্দীন বুখারী (মৃঃ ৭৮৫/১৩৮২) দিল্লীতে উক্ত কেতাব থেকে হাদীছের দরস দিতেন। বিহারের মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরীর (৬৬১-৭৮২/১২৬৩-১৩৮০ খৃঃ) গ্রন্থসমূহে উক্ত কেতাবের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এতে বুঝা যায় যে, অষ্টম শতাব্দী হিজরীর মাঝামাঝি নাগাদ ইমাম মুহিউসসুন্নাহ বাগাবী (মৃঃ ৫১৬/১১২২ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ সর্বপ্রথম উত্তর ও পূর্বভারতে প্রবেশ লাভ করে।

(৫) মুসনাদে ফিরদৌস দায়লামী : হাফেয শীরাওয়াইহ্ বিন শাহারদার দায়লামী (৪৪৫-৫০৯/১০৫৩-১১১৫ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ অষ্টম শতাব্দী হিজরীতে মুহাদ্দিছ আমীর কাবীর আলী বিন শিহাব হামদানীর (৭১৪-৮৬/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) মাধ্যমে কাশ্মীরে আনীত হয়।

---

(৬) শারহু মা'আনিল আছার ঃ আবু জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মিসরী তাহাবী (২৩৯-৩২২/৮৫৩-৯৩৩ খৃঃ) সংকলিত এই হাদীছগ্রন্থ সর্বপ্রথম ফীরোযশাহ তুগলকের সময়ে (৭৫২-৭৯০/১৩৫০-১৩৮৮ খৃঃ) অষ্টম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগে ভারতে পরিদৃষ্ট হয়।

(৭) মিশ্কাতুল মাছাবীহ ঃ অলিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ তাবরেযী (মৃঃ ৭৩৭ হিজরীর পরে) সম্পাদিত ভারতবর্ষে বহুল প্রচলিত এই হাদীছ সংকলন নবম শতাব্দী হিজরীতে সর্বপ্রথম জৌনপুরের লাইব্রেরীতে দেখতে পাওয়া যায়।

(৮) সুনানে আরবা'আহ, বায়হাকী ও হাকেম ঃ বিহারের শায়খ হুসাইন বিন মুইয 'নওশায়ে তাওহীদ' (মৃঃ ৮৪৪/১৪৪১ খৃঃ) স্বীয় লাইব্রেরীর জন্য হেজায হতে উক্ত কেতাবসমূহ আনিয়ে নেন। ফলে এইসব কেতাব ভারতবর্ষে নবম শতাব্দী হিজরীতে আগমন করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।[৩৭]

অবক্ষয় যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহ

এই সময় পাঁচজন ছূফী মুহাদ্দিছের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ইল্ম হাদীছ ও আহলে-হাদীছ আন্দোলনের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[৩৮] ১-শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (৫৭৮-৬৬৬/১১৮৩-১২৬৮ খৃঃ) মুলতানে। ২-শয়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) দিল্লীতে। ৩-শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে। ৪-শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২/১২৬৫-১৩৮০ খৃঃ) বিহারে। ৫-আমীর কবীর আলী বিন শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) কাশ্মীরে।

---

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫ - ৯৮

৩৮. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক চারটি কেন্দ্র বলেছেন। প্রাগুক্ত (অনুবাদ), পৃঃ ৮০

প্রতিটি কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় একদল যোগ্য মুহাদ্দিছ শিষ্যমন্ডলী, যারা সর্বত্র আহলে-হাদীছ আন্দোলনের মর্মবাণী প্রচার করতে থাকেন এবং বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম সমাজকে নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুযায়ী জীবনগঠনে উদ্বুদ্ধ করেন ।

১-মুলতান কেন্দ্র

ছাহাবী হিবার বিন আসওয়াদ (রাঃ)-এর বংশধর শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার (৫৭৮-৬৬৬/১১৮৩-১২৬৮ খৃঃ) নেতৃত্বে ইলমে হাদীছের এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে । তিনি এখানেই জন্ম ও মৃত্যুবরণ করেন এবং বুখারা, খোরাসান ও মদীনায় ইলম হাছিল করেন ।[৩৯] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ এই কেন্দ্র চালু রাখেন । উছ-এর অধিবাসী শায়খ জামালুদ্দীন মুহাদ্দিছ (মৃঃ হিজরী ৮ম শতকের প্রথমার্ধে) ও মখদুম জাহানিয়াঁ সাইয়িদ জালালুদ্দীন বুখারী (৭০৭-৭৮৫/১৩০৭-৮৩ খৃঃ) এই কেন্দ্রের মশহুর আহলেহাদীছ ছাত্র ছিলেন । মাশারেকুল আনওয়ার ও মাছাবীহুস সুন্নাহ থেকে তাঁরা নিয়মিত দরস দিতেন । এই কেন্দ্র হতে বহুমুহাদ্দিছ ছাত্র সৃষ্টি হয় । যাদের জীবনব্যাপি হাদীছের চর্চা ও নিরলস দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে স্রোতে ভেসে যাওয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হাদীছ অনুযায়ী জীবনগঠনের তাকিদ সৃষ্টি হয় এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনে জীবন সঞ্চার হয় ।

---

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬ ।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪-৯৫ ।

২য় - দিল্লী কেন্দ্র

নিযামুদ্দীন আউলিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছূফী মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বুখারী বাদায়ূনীর (৬৩৪-৭২৫/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) নেতৃত্বে এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অনন্য প্রতিভাধর এই সাধক মাত্র বিশ বৎসর বয়সেই আরবী সাহিত্য ও ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও যুগের নিয়মানুযায়ী 'ক্বাযী' হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উস্তাদ কামালুদ্দীন যাহেদ-এর নিকটে মাশারেকুল আনওয়ার হেফ্য করার ফলে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি প্রচলিত তাকলীদী নীতি পরিত্যাগ করে মুহাদ্দিছগণের নীতি গ্রহণ করেন। ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ, গায়েবী জানাযা প্রভৃতির পক্ষে তিনি ফতওয়া প্রদান করতেন।[৪১] তাঁর মুরীদান ও খলীফাগণের মধ্যে বহু আলিমের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা ইল্মে হাদীছে পারদর্শিতা লাভ করেন ও যাদের প্রচেষ্টার ফলে আহলে-হাদীছ আন্দোলন বিস্মৃতির তলে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। যেমন - (১) অযোধ্যার শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (মৃঃ ৭৪৭/১৩৪৬ খৃঃ)। ইনিই প্রথম হিন্দুস্তানী মুহাদ্দিছ যিনি মাশারেকুল আনওয়ারের ভাষ্য লেখেন।[৪২] (২) দিল্লীর ফখরুদ্দীন যাররাদ (মৃঃ ৭৪৮/১৩৪৬ খৃঃ)। হেদায়ার পাঠদানের সময় বিভিন্ন মাসআলায় তিনি সর্বদা হাদীছকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি বলতেন "নির্দিষ্ট একটি মযহাব মান্য করা বিদ'আত" اختيار المذهب المعين بدعة)।[৪৩] গিয়াসুদ্দীন তুগলকের দরবারে আহূত বিতর্কসভায় তিনিও স্বীয় উস্তাদ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে ছিলেন।[৪৪] (৩) ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বিন মুঈদুল মুলক বারনী

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।

৪৩. রঈস আহমাদ নাদবী ও সাথীগণ : জামা'আতে আহলেহাদীছ কি তাছনীফী খিদমাত (বেনারস-ভারত : মাকতাবা সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪০০/১৯৮০) পৃঃ ৭।

৪৪. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক, পি.এইচ-ডি থিসিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ৮৪।

(খৃঃ ৭৫৮/১৩৫৭-এর পরে) স্বীয় উস্তাদের শিক্ষার ফলে স্বীয় বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ তারীখে ফীরোযশাহীর ভূমিকায় হাদীছ ও ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনায় এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে, কুরআন ও হাদীছের চর্চার ফলে মানুষ উদারমনা ও মধ্যপন্থী হয়। দলীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা দূর হয়।'[৪৫] (৪) মুহিউদ্দীন বিন জালালুদ্দীন কাশানী (খৃঃ ৭১৯/১৩১৯ খৃঃ) (৫) নিযামুদ্দীন হাশেমী যাফরাবাদী (খৃঃ ৭৩৫/১৩৩৪) ইনি 'যুবদাতুল মুহাদ্দেছীন' নামে খ্যাত ছিলেন। (৬) শায়খ নাছীরুদ্দীন চেরাগে দেহলী' (খৃঃ ৭৫৭/১৩৫৬ খৃঃ)। উস্তাদ নিযামুদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৪৬] (৭) সাইয়িদ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ গেসুদারায (৭২১-৮২৫/১৩২১-১৪২২ খৃঃ) বিখ্যাত অলী ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইলমে হাদীছসহ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে তিনি একশতের উপরে কেতাব লেখেন।[৪৭] (৮) শায়খ অজীহুদ্দীন দেহলভী (৯) কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (খৃঃ ৮৪৯/১৪৪৫ খৃঃ) প্রমুখ বিদ্বানমন্ডলী।

৩য় কেন্দ্র : সোনারগাঁও

এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (খৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) বুখারা হ'তে ইলমে হাদীছ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে দিল্লী আসেন। অল্পদিনে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় আলেমগণ সক্রিয় হয়ে ওঠেন ও অবশেষে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের (৬৬৪-৬৮৭/১২৬৬-১২৮৭ খৃঃ) নির্দেশে তাঁকে দিল্লী ছাড়তে বাধ্য করা হয়।[৪৮]

---

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪-৮৫।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৭।

৪৮. ডঃ আতীকুর রহমান কাসেমী ; আল্লামা শাওক নীমবী : হায়াত ও খিদমাত (পাটনা - ভারত ১৯৮৭) পৃঃ ১৫।

তিনি বিহার হ'য়ে বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে ৬৬৭/১২৬৯ খৃষ্টাব্দে উপনীত হন ।[৪৯]

আবু তাওয়ামাই সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানের মাটিতে ছহীহায়েন নিয়ে আসেন এবং সোনারগাঁয়ে তার দরস শুরু করেন । এদিক দিয়ে বাংলাদেশ সত্যিই গৌরবধন্য দেশ । আমৃত্যু তিনি এখানে ইলমে হাদীছের দরস দেন । অসংখ্য দেশী-বিদেশী ছাত্রের এখানে আগমন ঘটে । আধুনিক পরিভাষায় যা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয় । মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছহীহ বুখারীর একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন ।[৫০]

সপ্তম শতাব্দী হিজরী শেষে মুহাদ্দিছ আবু তাওয়ামার মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষার আলোকবর্তিকা পরবর্তী আড়াইশত বৎসর যাবত বাংলার যমীনে নিবু নিবু ভাবে হ'লেও আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখে । দশম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে বারভূঁইয়াদের সময়ে (৯০০-৯৪৫/১৪৯২-১৫৩৮ খৃঃ) তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসাবে সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও বিখ্যাত ছিল । ঐ সময় মুহাদ্দিছগণের কদর ছিল ।[৫১] এতদ্ব্যতীত বাংলার স্বাধীন হুসেন শাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ বিন আশরাফ মাক্কী (৯০০-৯২৪/১৪৯২-১৫১৮ খৃঃ)

---

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫ ।

৫০. ফারুক মাহমুদ, প্রবন্ধ : সোনারবাংলার অংগনে (ঢাকা : দৈনিক ইনকিলাব ৯ই আষাঢ় ১৩৯৫, ২৪শে জুন ১৯৮৮, শুক্রবার) পৃঃ ৮-৯, ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন জাতীয় দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর তৎকালীন সহ-সম্পাদক জনাব আখতার-উল-আলম বাগদাদ সফরের সময়ে সেখানকার লাইব্রেরীতে উক্ত পাণ্ডুলিপিটি দেখেন ।- ঐ ।

৫১. বর্তমানে ঢাকার জাদুঘরে রক্ষিত নুছরত শাহের আমলে (৯২৪-৩৯/১৫১৯-৩৩ খৃঃ) সোনারগাঁয়ে নির্মিত একটি মসজিদের উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি হ'তে একথা অনুমান করা চলে । বর্ণনাটি নিম্নরূপ : (শাওক নীমবী : হায়াত ও খিদমাত পৃঃ ১৬)
(قال الله تعالى ان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احدا - قال النبى صلى الله
عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة
بنى هذا المسجد لله فى عهد السلطان بن السلطان ناصر الدنيا والدين ابوالمظفر
نصرت شاه السلطان بن حسين شاه السلطان الحسينى خلد الله ملكه وسلطانه و
بناه لوجه الله مع بيت السقاية ملك الامراء والوزراء قدوة الفقهاء والمحدثين تقى
الدين بن عين الدين المعروف بمبارك ملا ابن المجلس مختار ابن المجلس سرور -
سلمه الله تعالى فى الدارين فى سنة تسع عشرين و تسع مائة ٩٢٩ سنة ه

ইলমে হাদীছের প্রসারে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। রাজধানী একডালাতে মুহাম্মাদ বিন ইয়াযদান বখশ ওরফে 'খাজেগী শিরওয়ানী'র ন্যায় মুহাদ্দিছগণের অবস্থান ও ছহীহ বুখারী শরীফের লিপিকরণ এর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। সুলতান মালদহের 'পান্ডুয়া'তে নুর কুতবে আলমের (৭৫০-৮৫০/১৩৪৯-১৪৪৬ খৃঃ) স্মরণে একটি এবং 'গোরাশহীদ' এলাকায় একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। যেখানে প্রচলিত ফেকহী ও মা'কুলাতভিত্তিক সিলেবাসের বিপরীতে ইলমে হাদীছকে আবশ্যিক সিলেবাসে পরিণত করেন। এজন্য তাঁকে সমসাময়িক গুজরাটের মুযাফ্ফরশাহী সুলতানদের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।[৫২]

মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামার কোন বাংগালী ছাত্রের নাম জানা না গেলেও বাংলাদেশ অঞ্চল যে ইলমে হাদীছের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, একথা বলা চলে।

৪র্থ কেন্দ্র ঃ মুণীর (বিহার)

সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ বাইশ বৎসরের সুনামধন্য ছাত্র ও আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ)-এর জামাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুণীরীকে (৬৬১-৭৮২/১২৬৫-১৩৮০ খৃঃ) কেন্দ্র করে ইলমে হাদীছের এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তিনি শুশুরের নিকট থেকে প্রাপ্ত 'ছহীহায়নের' হাফেয ছিলেন এবং সনদ ও রিজালশাস্ত্রসহ ইলমে হাদীছের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন। ছহীহায়েন ছাড়াও হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থাবলী তিনি হেজায হ'তে আনয়ন করেন। তিনি আমল খিল হাদীছের উত্তম নমুনা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে 'খরবুযাহ' খেতেন জানতে পারেননি বলে তিনি জীবনে 'খরবুযাহ' খাননি।[৫৩] আযানের মধ্যে রাসূলের নাম শুনে

---

৫২. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক, পি,এইচ-ডি থিসিস মূল ইংরেজী পৃঃ ১১৫-১১৬, উর্দু অনুবাদ পৃঃ ১৩৫-১৩৬ (লাহোর)

৫৩. সুলায়মান নাদভী, মা'আরেফ (আযমগড়-ভারত) ২৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ২৯৫-৯৬, ইসহাক, থিসিস উর্দু অনুবাদ (লাহোর) পৃঃ ৮৯-৯০, আতীকুর রহমান, শাওকানীমবী পৃঃ২২।

চোখে আঙুল রাখা সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'এদেশে প্রচলিত এই নিয়মটি কোন হাদীছে পাওয়া যায় না।'[৫৪]

মুণীর কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে শায়খ মুযাফ্ফর বল্খী (মৃঃ ৭৮৬/১৩৮৪ খৃঃ), হুসাইন বিন মুইয বিহারী (মৃঃ ৮৪৪/১৪৪১ খৃঃ) 'মওলানাহে তাওহীদ' (তাওহীদের বরপুত্র), আহমাদ বিন হাসান বিন মুযাফ্ফর 'লঈরে দরিয়া' (মৃঃ ৮৯১/১৪৮৬ খৃঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫৫] বিহারের মুনীর কেন্দ্র মূলতঃ সোনারগাঁ কেন্দ্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিহার ও আশপাশ এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। 'লঈরে দরিয়ার' মৃত্যুর সাথে সাথে এই কেন্দ্রের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে যায়।

(খ) ফলওয়ারী শরীফ ঃ

মুণীর-এর কেন্দ্র স্তিমিত হ'য়ে যাওয়ার পর বিহারের 'ফলওয়ারী শরীফ' ইলমে হাদীছের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ইয়াহ্ইয়া মুণীরীর শিষ্য মিনহাজুদ্দীন রাস্তীর মাধ্যমে ৮ম শতাব্দী হিজরীতে এই কেন্দ্রের গোড়াপত্তন হ'লেও দশম শতাব্দী হিজরীতে 'শায়খুল মুহাদ্দেছীন' ইয়াসীন গুজরাটির আগমনের পরেই এই কেন্দ্রের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৫৬] মূলতঃ তাঁর প্রচেষ্টায় এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় যা এই অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে সহায়ক হয়।

৫ম কেন্দ্র ঃ কাশ্মীর

খোরাসানের বিখ্যাত অলী ও মুহাদ্দিছ আমীর কবীর সাইয়িদ আলী বিন শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬/১৩১৪-৮৪ খৃঃ) ও তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে কাশ্মীর আহলেহাদীছ

---

৫৪. সুলায়মান নাদভী, মা'আরেফ (আযমগড়-ভারত) ২৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ২৯৫-৯৬, ইসহাক, থিসিস উর্দু অনুবাদ (লাহোর) পৃঃ ৮৯-৯০, আতীকুর রহমান, শাওক নীমবী পৃঃ২২

৫৫. ইসহাক, থিসিস মূল ইংরেজী পৃঃ ৬৬-৭১।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪-১৫, উর্দু পৃঃ ১৩৫, শাওক নীমবী পৃঃ ২৪।

আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৭৭৩/১৩৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি ৭০০ শত শিষ্য নিয়ে ইরান হ'তে কাশ্মীর আগমন করেন এবং খুবই সফলতার সাথে ইলমে হাদীছের প্রসার ঘটান। কাশ্মীরের শাসক স্বয়ং তাঁর মুরীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পরে সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন, কাযী হুসাইন সিরাযী, হাজী মুহাম্মাদ কাশ্মীরী (মৃঃ ১০০৬/১৫৯৭ খৃঃ), প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে বিশেষ করে শেষোক্ত 'হাজী কাশ্মীরীর' মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইলমে হাদীছের প্রসার ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়।[৫৭]

আন্দোলনের অন্যান্য কেন্দ্র

ইতিপূর্বে বর্ণিত উত্তর ও পূর্ব ভারতের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি স্থানে ইলমে হাদীছের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল; সেসবের মাধ্যমে শিরক-বিদ'আতে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ায় তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন — (১) মালব ঃ সুলতান মাহমূদ খালজীর সময়ে (৮৪০-৮৭৪/১৪৩৬-৬৯ খৃঃ) মালবের রাজধানী 'মান্ডু' ইলমে হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়। শায়খুল মুহাদ্দেছীন সা'আদুল্লাহ মান্ডুবী ও আলীমুদ্দীন মান্ডবী এখানকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছিলেন।[৫৮] (২) সিন্ধু ঃ ইরান হতে বিতাড়িত মখদূম আব্দুল আযীয আব্হারীর (মৃঃ ৯২৮/১৫২২ খৃঃ) মাধ্যমে দীর্ঘ সাড়ে চারশত বৎসরের বিরতিশেষে সিন্ধুতে পুনরায় ইলমে হাদীছের পুনরুজ্জীবন ঘটে। তিনি মিশকাতের ভাষ্য লেখেন।[৫৯] (৩) ঝাঁসি ও কাল্পী ঃ বাগদাদের মুহাদ্দিছ

---

৫৭. ইসহাক, খিসিস উর্দূ অনুবাদ পৃঃ ৯২-৯৩, ১৬১।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।

সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইবরাহীম দশম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে এখানে এসে প্রথমে ঝাঁসি ও পরে কাল্পীতে ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্র গড়ে তোলেন। (৪) আগ্রা : দশম শতাব্দী হিজরীতে আগ্রায় ইলমে হাদীছের তিনটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। যথা - (ক) মাদরাসা রফীউদ্দীন ছাফাবী (মৃঃ ৯৫৪/১৫৪৬) (খ) মাদরাসা হাজী ইব্‌রাহীম মুহাদ্দিছ আকবরাবাদী (মৃঃ ১০১০/১৬০০ খৃঃ) (গ) মাদরাসা সাইয়িদ শাহ মীর (মৃঃ ১০০০/১৫৯১ খৃঃ)[৬০] (৫) লাহৌর : মদীনা হ'তে শায়খ যিয়াউদ্দীন মুহাদ্দিছ দশম শতাব্দী হিজরীতে এখানে আগমন করলে লাহৌর ইলমে হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়। (৬) জৌনপুর : শারকী শাসনামলে (৭৯৭-৮৮৬/১৩৯৪-১৪৭৯ খৃঃ) মুহায়্যাবুদ্দীন জৌনপুরী নামে এখানে একজন মুহাদ্দিছের সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি মক্কার হাফেয আবদুর রহমান সাখাবীর (মৃঃ ৯০২/১৪৯৭খৃঃ) ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া এখানকার কিছু আলেমকে 'যুবদাতুল মুহাদ্দেছীন' খেতাব দেওয়ায় ধারণা হয় যে, ফিক্‌হ ও মা'কূলাত শিক্ষার এই শহরে দক্ষিণভারত অথবা হেজায হতে সমৃদ্ধময় শারকী শাসনামলে কিছু মুহাদ্দিছের আগমন ঘটেছিল।[৬১]

দু'জন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব

১-শায়খ মুনাওয়ার বিন আবদুল মজীদ লাহোরী (মৃঃ ১০১০/১৬০০ খৃঃ): অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী এই মুহাদ্দিছ প্রথমে সম্রাট আকবর (৯৬২-১০১৩/১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) কর্তৃক মালবের 'ছদর' নিযুক্ত হন। কিন্তু আপোষহীন তাওহীদী আকীদার কারণে তিনি আকবরের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। পাঁচ বছর কারাবাস ছাড়াও তাঁর সকল সহায়-সম্পদ ও কেতাবপত্র বাযেয়াফ্‌ত করা হয়। কারাগারে থেকেও তিনি তাফসীর ও

---

৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।

হাদীছের উপরে কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইভাবে সরকারী নির্যাতন ভোগ করতে করতে অবশেষে তিনি দেহত্যাগ করেন।[৬২] আকবরের দীনে এলাহীর বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ এটাই ছিল প্রথম সার্থক প্রতিবাদ।

২. শায়খ আহমাদ বিন আবদুল আহাদ সারহিন্দী ওরফে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ) ঃ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বংশধর পূর্ব পাঞ্জাবের সারহিন্দ-এ জন্মগ্রহণকারী এই আপোষহীন ব্যক্তিত্ব ছিহাহ সিত্তাহ ও তাফসীর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর ১০০৮/১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আগমন করেন।[৬৩] এই সময় রাজদরবারে ধর্মের নামে প্রচলিত বিভিন্ন শেরেকী রেওয়াজ এবং খানকাহগুলিতে মা'রেফাতশিক্ষার নামে তাওহীদবিরোধী শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ দেখে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি দরবারী আলেম ও খানকাহী ছুফীদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। সম্রাট জাহাংগীর (১০১৩-৩৫/১৬০৫-২৭ খৃঃ) তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে আটক করেন। দুই বা তিন বৎসর পরে ভুল বুঝতে পেরে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন ও দরবারে সিজদায়ে তাযীমীসহ চালুকৃত ১১টি শেরেকী প্রথার সবগুলি বাতিল করার ওয়াদা করেন।[৬৪] এই ঘটনার পর তিনি সর্বত্র 'মুজাদ্দিদে আলফেছানী' বা দ্বিতীয় সহস্র হিজরী সনের ধর্মসংস্কারক' হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।[৬৫]

---

৬২. ইসহাক, থিসিস উর্দু অনুবাদ (লাহোর) পৃঃ ১৬৩।

৬৩. ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, তারীখে আহলেহাদীছ (নয়াদিল্লী ঃ মাকতাবা তাওহীদ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩) পৃঃ ৩৯৮-৯৯।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০০, মুহাম্মাদ হালীম, মুজাদ্দিদে আ'যম (লাহোর ঃ আশরাফ প্রেস, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৮) পৃঃ ৬৯, ইসহাক, থিসিস উর্দু অনুবাদ পৃঃ ১৬৬।

৬৫. সর্বপ্রথম মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটি তাঁকে এই লকব প্রদান করেন। পরে তা সর্বসাধারণ্যে গৃহীত হয়। — তারীখে আহলেহাদীছ পৃঃ ৩৯৯।

মুজাদ্দিদের বড় কৃতিত্ব ছিল — ফিক্‌হ ও মা'কুলাতের ইল্‌মে অভ্যস্ত আলেমসমাজ ও জনগণকে তিনি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসার অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে সক্ষম হন। দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত ও তরীকতকে পৃথকভাবে চিত্রিত করে মুসলিম সমাজকে যেভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলা হয়েছিল, নিরলস দা'ওয়াত ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং নিজের জীবনের বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা নিরসনে তিনি অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৬] তৃতীয়তঃ প্রচলিত তাকলীদী রেওয়াজের বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করায় মুসলমানদের মধ্যে চালু দীর্ঘকালের এই রীতিতে একটা দারুন ধ্বস নামে।[৬৭] যা পরবর্তী অলিউল্লাহ যুগের শুভসূচনায় সহায়ক হয়।

শায়খ আহমদের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ও শিষ্যগণ তাঁর সংস্কার কার্যক্রম চালু রাখতে চেষ্টা করেন। (১) পুত্র শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ (১০০৩-৭০/১৫৯৪-১৬৫৯ খৃঃ), (২) পৌত্র ফররুখ শাহ বিন সাঈদ (১০৩৮-১১১২/১৬৩৪-১৭০০ খৃঃ)। ইনি সনদসহ ৭০,০০০ হাজার হাদীছের হাফেয ছিলেন।[৬৮] (৩) অন্যতম পুত্র মা'ছুম বিন শায়খ আহমাদ (১০০৯-১০৮০/১৫৯৯-১৬৬৮ খৃঃ) (৪) পৌত্র সাইফুদ্দীন বিন মাছুম (মৃঃ ১০৯৮/১৬৮৭ খৃঃ)। ইনি 'মুহিউসসুন্নাহ' (সুন্নাতের পুনর্জীবন দানকারী) নামে খ্যাতিলাভ করেন।[৬৯] (৫) খাজা আযম বিন সাইফুদ্দীন (১০৬৬-১১১৪/১৬৫৫-১৭০৩ খৃঃ)। 'ফায়যুল বারী' নামে ইনি ছহীহ বুখারীর ভাষ্য লেখেন (৬) শাহ আবু

---

৬৬. ইসহাক, থিসিস, উর্দু অনুবাদ, পৃঃ ১৬৭।

৬৭. যেমন 'তাকলীদে'র বিরুদ্ধে তিনি বলেন - مرید در اثنا امر تقلید پیر نه کند - اگر احیانا از پیر امر خلاف شریعت ظاهر شود

শরীয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন -

۲- فردائے قیامت از شریعت خواهند پرسید، ... از تصوف نه خواهند پرسید، دخول جنت و تجنب از نار وابسته باتیان شریعت است -

۳- شریعت را سه جز است علم، عمل و اخلاص - پس طریقت و حقیقت خادم شریعت اند -

٤- شریعت را پوست خیال میکنند اور حقیقت را مغز میدانند - نمی دانند که حقیقت معامله مکتوبات امام ربانی ۱/۳۱۳، ۱/۴۸، ۱/۴۰، ۴۰ مکتوب)

৬৮. জুহুদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৫৭।

৬৯. ইসহাক, থিসিস, উর্দু অনুবাদ (লাহোর) পৃঃ ১৬৯।

সাঈদ বিন ছফিউল কদর (১১৯৬-১২৫০/১৭৮২-১৮৩৪) । ইনি সাইফুদ্দীন সারহিন্দীর প্রপৌত্র এবং শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৬-১৮২৩) ও শাহ রফীউদ্দীন বিন অলিউল্লাহ দেহলভীর (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৭) ছাত্র ও শহীদে মিল্লাত শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)-এর সহপাঠী ও সমসাময়িক ছিলেন ।

এইভাবে সারহিন্দের মুজাদ্দিদ পরিবারের সাথে দিল্লীর মুজাহিদ পরিবারের মণিকাঞ্চণ যোগ ঘটে — যা পরবর্তীতে 'দাওয়াত ও জিহাদের' কর্মসূচীর মাধ্যমে উপ-মহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে আধুনিক যুগের শুভসূচনা করে ।

* * এই সাথে আমরা দিল্লীর আরেকজন ব্যতিক্রমধর্মী মুহাদ্দিছের নাম করতে পারি, যিনি ছহীহ আক্বীদা ও সুন্নাতের পুনর্জাগরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছেন এবং সমসাময়িক আলেমসমাজের তাকলীদী আচরনের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার থাকতেন । তিনি ছিলেন মির্যা মাযহার জান-জানাঁ (মৃঃ ১১৯৫/১৭৮১ খৃঃ) । তাকলীদপন্থী আলেমদের একদেশদর্শী আচরণে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলতেন — 'কি তাজ্জবের ব্যাপার যে, মা'ছুম রাসূলের ছহীহ গায়র-মানসূখ হাদীছ মওজুদ থাকতে কাযী ও মুফতীদের ভুলের আশংকাযুক্ত ফেকহী ফৎওয়ার উপরে আমল করা হচ্ছে ?"[৭০]

অবক্ষয়যুগের আলোচনা শেষে আমরা এবার আহলেহাদীছ আন্দোলনের আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে চেষ্টা পাব ।

---

৭০. জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৭৯ ।

(العجب كل العجب ان الحديث الصحيح غير المنسوخ لايعمل به مع انه يروى عن النبى المعصوم عن الخطاء عليه السلام ببضع وسائط من الرواة الثقات و يعمل بالروايات الفقهية التى نقلها القضاة والمفتون بوسائط عديدة عن الامام غير المعصوم مع ان ضبطهم و عدلهم غير معلوم —)

অধ্যায় - ৮

আধুনিক যুগ : ১ম পর্যায়
১১১৪/১৭০৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী অলিউল্লাহ যুগ

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের পূর্ব থেকেই রাজধানী দিল্লীসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এক নাযুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামের কেবল নাম বাকী ছিল। কুরআনের তরজমা নিষিদ্ধ ছিল। ইলমে হাদীছের চর্চা বন্ধ ছিল। দরবারী আলিমদের চালুকৃত ফত্ওয়ার বিরোধিতা করা রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। খানকাহ্ ও দরগাহের বিদ'আতী পীরদের আশীর্বাদ-অভিশাপই যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিষীর গণনা ছাড়া রাজা-বাদশারাও বড় কোন কাজে হাত দিতেন না। তাছাউওফের নামে শতাধিক দল, দেহতত্ত্বের নামে প্রায় অর্ধশত দল এবং নবাবিষ্কৃত হাকীকত, তরীকত ও মা'রেফাতের ধূম্রজালে শরীয়তের স্বচ্ছ আলো থেকে মানুষ বঞ্চিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য প্রায় মুছে গিয়েছিল। সংস্কারের যে বীজ শায়খ আহমাদ সারহিন্দী (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ) বপন করেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। সম্রাটের প্রাসাদ হ'তে গরীবের পর্ণকুটীর পর্যন্ত বিস্তৃত কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের জন্য সমগ্র সমাজ একজন দূরদর্শী চিন্তানায়ক ও সমাজবিপ্লবীর আগমনের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে 'ফৎওয়ায়ে আলমগীরী'র অন্যতম সংকলক ও দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আবদুর রহীমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতকে হিন্দ উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে মূল প্রেরণা সৃষ্টিকারী ও আধুনিক যুগের অগ্রনায়ক কুতুবুদ্দীন আহমাদ বিন আবদুর রহীম ফারূকী ওরফে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)। পরবর্তীতে তাঁর সুনামধন্য পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ)-এর পরিচালিত জেহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে যা একটি বাস্তব সামাজিক বিপ্লবের রূপ নেয় এবং উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে।

ইসলামী পুনর্জাগরণে অলিউল্লাহ্‌র অবদান

১ - ইল্‌মে তাফসীর ঃ কুরআনের শিক্ষাকে সকলের সহজবোধ্য করার জন্য তিনি কুরআন বুঝার পদ্ধতি বিষয়ে বই লেখেন ও ফারসীতে কুরআনের তরজমা প্রকাশ করেন। এই অপরাধে দিল্লীর আলেম সমাজ তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।[১]

২ - ইল্‌মে হাদীছ ঃ

তখনকার সময়ে সরকারীভাবে কাযী ও মুফতী নিযুক্ত হওয়ার জন্য ফিক্‌হ, ও মা'কুলাতের ইল্‌মে পারদর্শী হওয়া যরূরী ছিল। সেকারণে ইল্‌মে হাদীছ ও তাফসীরের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত কারু ছিলনা। শাহ অলিউল্লাহ মাদরাসা রহীমিয়াহ্‌তে ইলমে কুরআন ও হাদীছের নিয়মিত দরস শুরু করেন। তিনি (১) হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী নিয়মনীতি প্রণয়ন করেন। যার ফলে মাসায়েল খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়। এব্যাপারে তিনি 'সনদ'কে মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করেন ও সে অনুযায়ী হাদীছ গ্রন্থসমূহের সুর বিন্যাস সাধন করেন। এর ফলে ছহীহ হাদীছ হ'তে সমাধান পাওয়া সহজতর হয় (২) তিনি সবসময় হাদীছের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতেন। 'হুজ্জাতুল্লাহ্‌'-র ছত্রে ছত্রে যার প্রমাণ মেলে। এর ফলে হাদীছের প্রতি জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় (৩) যে সকল হাদীছ বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হ'ত, শাহ ছাহেব সেগুলির সুন্দরভাবে সামঞ্জস্যবিধান করতেন যে, কোন বিরোধ বাকী থাকত না। 'ইযালাতুল খাফা' প্রভৃতি গ্রন্থে তার প্রমাণ মেলে। এর ফলে হাদীছ সম্পর্কে অহেতুক সন্দেহবাদ দূর হয়।

---

১. ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (লায়ালপুর - পাকিস্তান ঃ জামেয়া সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ৬৬।

৩ – ফিক্‌হের খিদমাত ঃ

প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্যকার বিরোধীয় মাসআলাসমূহের সামঞ্জস্যবিধানে শাহ ছাহেব মূল্যবান অবদান রাখেন। তিনি বলতেন 'হানাফী ও শাফেঈ দুই মাযহাবের ঐসব বিষয়কে টিকিয়ে রাখা হৌক যেগুলির সঙ্গে হাদীছের মিল আছে এবং ঐগুলিকে বাদ দেওয়া হৌক যেগুলির কোন ভিত্তি নেই।'[২] ... তিনি বলেন, 'হাদীছের শব্দ হ'তে যে অর্থ বুঝা যায়, তার উপরে স্থির থাকতে হবে। কোন দূরতম তাবীল করা যাবেনা। এক হাদীছ দ্বারা আরেক হাদীছকে বাতিল করা যাবে না। কারু কথা অনুযায়ী কোন ছহীহ হাদীছকে পরিত্যাগ করা যাবে না।'[৩] তাঁর দ্বিতীয় অছিয়ত হ'ল — 'আমি চার মাযহাবের বাইরে যাব না। এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করব। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আমার তবিয়ত তাকলীদকে একেবারেই অস্বীকার করে।'[৪]..

৪–তাছাউওফের খিদমাত ঃ

শরীয়ত ও তরীক্বতের মধ্যে প্রচলিত দ্বৈত চিন্তাধারার অবসান ঘটানোর জন্য শাহ ছাহেব সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিয়ে 'লতীফায়ে জাওয়ারিহ' (لطيفۂ جوارح) বা অংগ-প্রত্যংগের লতীফা নামে প্রচলিত জ্ঞানের, আত্মার ও নফসের লতীফার সাথে চতুর্থ আরেকটি লতীফার প্রস্তাব রাখেন। কারণ শাহ ছাহেব প্রচলিত ছূফীবাদের ধারণা অনুযায়ী মানুষকে যাহেরী ও বাতেনী দ্বৈতশক্তির পৃথক স্বত্বাধিকারী বিবেচনা না করে মানবদেহের সকল শক্তির পারস্পরিক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। একটি মৃত্যুমুখে পতিত বৃদ্ধ উটের উদাহরণ দিয়ে শাহ ছাহেব বলেন শরীয়ত কোন ব্যক্তির আমলের হিসাব অতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবে যতক্ষণ তার অংগ-প্রত্যংগ তথা 'লতীফায়ে জাওয়ারিহ' চালু

---

২. শাহ অলিউল্লাহ, তাফহীমাতে ইলাহিয়্যার বরাতে ঐ প্রণীত সাত্‌আত-এর উর্দূ অনুবাদের ভূমিকা ঃ সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ মতীন হাশেমী (লাহোর ঃ ইদারা ছাক্বাফাতি ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬) পৃঃ ২১

৩. শাহ অলিউল্লাহ, ফুয়ূযুল হারামাইন উর্দূ অনুবাদসহ (দিল্লী ঃ মাতবা'আ আহমদী, ১৩০৮/১৮৯০) মাশহাদ ৩১, পৃঃ ৬২-৬৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪-৬৫।

থাকবে। যেমন উত্তম উটের সকল লতীফা অতক্ষণ পর্যন্ত চালু ছিল, যতক্ষণ তার অংগ-প্রত্যংগের লতীফাটি চালু ছিল।[৫]

শাহ ছাহেবের এই প্রচেষ্টার ফলে শরীয়তের আলেম ও মারেফাতের পীর-আউলিয়াদের মধ্যকার দূরত্ব অনেকটা কমে আসে।

৫-শরীয়ত ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে অবদান ঃ

যুগ যুগ ধরে মুজতাহিদগণের মধ্যে শরীয়তের ব্যাখ্যাগত বিষয়ে আহলুলহাদীছ ও আহলুর রায়-এর দু'টি ধারা চলে আসছে। শাহ অলিউল্লাহ এক্ষেত্রে সমসাময়িক ভারতীয় আলিমদের বিপরীতে সালাফে ছালেহীন ফুকাহায়ে মুহাদ্দিছীনের তরীকা অনুসরণ করেন,[৬] যা দিল্লীর আলিমদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে ও সর্বত্র আমল বিল-হাদীছের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে ছহীহ গায়র মানসুখ হাদীছ মওজুদ থাকতে কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাকলীদ করার বিরুদ্ধে তিনি বিভিন্নভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। এই সকল বক্তব্যে তিনি মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাকিদ দিয়েছেন। তিনি তাকলীদপন্থী ফকীহ ও কট্টরপন্থী যাহেরী

---

৫. শাহ অলিউল্লাহ প্রণীত আলতাফুল কুদস-এর বরাতে ঐ প্রণীত সাতআত-এর উর্দু অনুবাদের ভূমিকা, পৃঃ ২২।

৬. শাহ অলিউল্লাহ, অছিয়াতনামা (কানপুর ছাপা ১২৭৩/১৮৫৭) ১ম অছিয়াত। এতদ্ব্যতীত হুজ্জুল মুখলিছাহ, পৃঃ ৭৪, মুছাফফার ভূমিকা পৃঃ ৪ ও আল-জুযউল লতীফ-এর বরাতে তারীখে আহলেহাদীছ, পৃঃ ৪১৪,৪১২।

(LITERALIST) উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন।[৭]

বাহ্যিক আমলগত ব্যাপারেও তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে মুহাদ্দিছীনের তরীকা সমর্থন করেছেন কখনও সরাসরিভাবে কখনো পরোক্ষভাবে। যেমন ছালাতে রাফউলয়াদায়েন করা, ইমামের পিছনে সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করা, সরবে আমীন বলা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আল্লামা ফাখের যায়ের এলাহাবাদীর (১১২০-৬৪/১৭০৮-৫১ খৃঃ) সাথে তাঁর সরস আলোচনা খুবই প্রসিদ্ধ।[৮]

৬-অলিউল্লাহ্‌র রাজনৈতিক দর্শন ঃ

শাহ অলিউল্লাহ জাতি ও সমাজকে একটি ব্যক্তিসত্তা হিসাবে কল্পনা করেন — যা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। দেহের কোন একটি অংশে রোগ সংক্রমণ হলে যেমন সমস্ত দেহ রোগগ্রস্থ হয়, তেমনিভাবে সমাজের কোন সদস্যের অন্যায়াচরণের ফলে সমাজদেহ সংক্রমিত হয়। অতএব সমাজদেহকে সুস্থ রাখার জন্য সমাজের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য হ'তে সৎ ও আমানতদার একজনকে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল

---

৭. শাহ অলিউল্লাহ রচিত প্রায় সকল কেতাবেই এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তবে বিশেষকরে তাঁর বহুবিশ্রুত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ "আহলুল হাদীছ ও আহলুল রায়-এর পার্থক্য" শীর্ষক অধ্যায়, ইকদুলজীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত্তাকলীদ, তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ, ফুয়ুযুল হারামাইন, আল-ইনছাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, ইযালাতুল খাফা আন-খিলাফাতিল খুলাফা।

৮. আপোষহীন মুহাদ্দিছ ফাখের বিন ইয়াহ্‌ইয়া এলাহাবাদী (১১২০-৬৪/১৭০৮-৫১ খৃঃ) একবার দিল্লীর জামে মসজিদে সরবে আমীন বলেন। লোকেরা তাঁকে ধরে শাহ ছাহেবের নিকটে নিয়ে গেলে তিনি তাদেরকে হাদীছ বলে সরিয়ে দেন। ফাখের তখন শাহ ছাহেবকে বললেন — 'আপনি কেন নিজেকে যাহির করছেন না?' উত্তরে শাহ ছাহেব বল্লেন - 'যদি আমি এই অবস্থায় না থাকতাম, তাহলে কে আপনাকে এদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাত?' — নওশাহরাবী, তারাজিম পৃঃ ৫৩, জুহদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৭৫।

নিয়োগ করতে হবে — যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি সমাজ শাসন ও পরিচালনা করবেন। এ ব্যাপারে শাহ ছাহেব কুরআনকে মূল হেদায়েত হিসাবে গণ্য করে ইলমে হাদীছ, ইজমা ও বিগত মুজতাহিদগণের উক্তি সমূহকে সামনে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। তৎকালীন দিল্লীর ঘুণেধরা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন 'ফাকক কুল্লি নিযাম' - 'সকল ব্যবস্থার উৎপাদন'।[৯] দূরদর্শী চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি ভারবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে মুসলমানদের বিদায় ঘন্টা শুনতে পেয়েছিলেন। মারাঠাদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠলে তিনি আহমাদ শাহ আবদালীকে ডেকে এনে তাদেরকে উৎখাত করেন। অতঃপর আপামর মুসলিম জনসাধারণকে তিনি জিহাদের পথে উদ্বুদ্ধ করেন। 'হুজাতুল্লাহ্'র ২য় খন্ডে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যতদিন জিহাদের জায্বা ছিল, ততদিন তারা সকলক্ষেত্রে বিজয়ী ছিল। কিন্তু যখন থেকে এই জায্বা স্তিমিত হয়েছে, তখন থেকে তারা সর্বত্র লজ্জিত ও ধিক্কৃত হচ্ছে। শিরক ও বিদ'আতে আচ্ছন্ন স্রোতে ভেসে চলা মুসলিম সমাজকে মূল তাওহীদী আকীদায় ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সকল ফেকহী কূটতর্ক ও ঝগড়া পরিহার করে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ সমাজশক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি নিরলস লেখনী পরিচালনার সাথে সাথে মাদরাসা রহীমিয়াতে ইলম ও আমলের বাস্তব নমুনা হিসাবে যেসব মর্দে মুজাহিদ সৃষ্টি করেছিলেন,[১০] তাদেরই বিপ্লবী উত্তরসূরীগণ পরবর্তীতে 'দাওয়াত ও জিহাদের' কর্মসূচী নিয়ে

---

৯. ফুয়ূল হারামাইন পৃঃ ৮৯, সাত'আত পৃঃ ৩৪।

১০. হুজ্জাতুল্লাহ, তাফহীমাত ও ফুয়ূল হারামাইন হতে গৃহীত।

বালাকোট, মুলকা, সিত্তানা, আসমাসু, চামারকান্দ, বাঁশের কিল্লার রক্তঃ রঞ্জিত জিহাদী ইতিহাস সৃষ্টি করেন। যার বাস্তব ফলশ্রুতিই হ'ল বর্তমানে উপমহাদেশের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি। এক্ষনে বাকী রয়েছে কেবল অলিউল্লাহ দর্শনের প্রধান অংশ — সকল ব্যবস্থার উৎসাদন এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন — যা আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।[১১]

শাহ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁর সুনামধন্য চার পুত্র শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪ খৃঃ), শাহ আব্দুল কাদের (মৃঃ ১২৪২/১৮২৮), শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৮), শাহ আব্দুল গণী (১১৭০-১২২৭/১৭৫৮-১৮১২ খৃঃ) ও অন্যান্য শিক্ষকদের মাধ্যমে তাঁর উক্তঃ মিশন জারি থাকে। অতঃপর তাঁরই পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন আব্দুল গণীর (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) নেতৃত্বে পরিচালিত জেহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে — যা একই সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ব্যাপক রূপ দেয়।

---

১১. যেমন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রচারিত লিফলেট এবং গঠণতন্ত্রে বলা হয়েছে — 'আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ, থাকবেনা ইসলামের নামে কোন মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলা হয়েছে — 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।' তাদের প্রধান আহবান হ'ল — 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।' তাদের প্রধান শ্লোগান হল — 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ।' — তাদের প্রচারিত 'পরিচিতি' ক, ১৯৯১ ইংসালে গৃহীত গঠণতন্ত্র, বিভিন্ন দেওয়াল লিখন ও বিজ্ঞাপন সমূহ হ'তে গৃহিত। (প্রধান কার্যালয়ঃ রাজশাহী মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা) পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০)।

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (ক)

জেহাদ আন্দোলন ১ম পর্যায়
শহীদায়েন (রহঃ)
(১১৯৩ - ১২৪৬/১৭৭৯ - ১৮৩১)

পৃথিবীর বুকে এযাবত সৃষ্ট যেকোন সংস্কার প্রচেষ্টা মূলতঃ দু'ভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। ১-চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে ২-রাজনৈতিক বিজয় সাধনের মাধ্যমে। প্রথমোক্তটিই সর্বাপেক্ষা মোক্ষম হাতিয়ার এবং স্থায়ী ফলদানকারী। দ্বিতীয়টি ক্ষণস্থায়ী এমনকি স্থায়ী হ'লেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। উপমহাদেশে প্রায় সাড়ে ছয় শো বছরের মুসলিম শাসন ও প্রায় দু'শো বছরের ইংরেজ শাসন উক্ত ব্যর্থতার বাস্তব দলীল।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ যে যুগে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, সেযুগে রাজধানী দিল্লীসহ সারা উপমহাদেশে ইসলামের চরম দুর্দিন ছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দিল্লীর মুসলিম সিংহাসন যেমন হিন্দু, মারাঠা ও ইংরেজ শক্তির হুমকির সম্মুখীন ছিল, ধর্মীয় দিক দিয়েও তেমনি মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনগণের অধিকাংশ চরম দেউলিয়াত্বের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যাপক নৈতিক ধ্বস নামার ফলে তাদের মধ্যে সর্বত্র হীনমন্যতার রোগ সংক্রমিত হয়ে পড়েছিল। এজন্য এসময় প্রয়োজন ছিল এমন একটা প্রচন্ড ঝাঁকুনির, যা ঘুমন্ত মুসলিম জনগণের ঈমানী চেতনা জীবিত করতে পারে এবং মুসলমানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে এক সর্বব্যাপি বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। এ সময় শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে সেই চেতনা সৃষ্টি করে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি এযাবতকালের অনুসৃত তাকলীদী জড়তার বিরুদ্ধে যেমন আমল বিল-হাদীছের তূর্যধ্বনি করেছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ইসলামী ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে জিহাদের বাস্তব পথনির্দেশ দান করেছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া পথেই পরবর্তীতে সৃষ্টি হয় ব্যাপকভিত্তিক জেহাদ আন্দোলন ও সেই সাথে শুরু হয় ধর্মীয় ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে আমল বিল-হাদীছ তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার।

পরবর্তীতে সশস্ত্র জেহাদ বন্ধ হয়ে গেলেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের জেহাদ আজও চালু আছে ।

যেহেতু জেহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, সেকারণ এক্ষনে আমরা জেহাদ আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব ।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)-এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪) কর্তৃক বৃটিশভারতকে দারুল হরব বা যুদ্ধ এলাকা ঘোষণার বাস্তব ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত উপমহাদেশে শতাধিক বর্ষব্যাপি জেহাদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় । অলিউল্লাহ্-পৌত্র সুনামধন্য আলেম শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওমর ফারুক(রাঃ)-এর ৩৩ তম অধঃস্তন পুরুষ আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯- ১৮৩১)... এবং টোংকের নওয়াব আমীর খানশিয়ারীর সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ সাতবৎসরব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমরকুশলী যোদ্ধা রায়বেরেলীর সাইয়িদ আহমাদ (১২০১-১২৪৬ হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১) এই জিহাদের নেতৃত্ব দান করেন ।

সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভী আমীর খানের সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তাকে তিনি তাঁর অনুসারী বানাতে সক্ষম হন । কিন্তু তিনি পরে ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করায় সাইয়িদ আহমাদ ক্ষুব্ধ হন এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চল থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । তিনি তৎকালীন ভারতের ইল্মী রাজধানী দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবারের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন । উল্লেখ্য যে, সাইয়িদ আহমাদ মাদরাসা রহীমিয়াতে দু'বছর পড়াশুনা করেছিলেন । তাছাড়া টোংকের সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে মাঝে মধ্যে অনেক চাঁদা আদায় করে তিনি এই মাদরাসায় প্রেরণ করেন । তাঁর সম্পর্কে অলিউল্লাহ পরিবারে একটি উচ্চ ধারণা পূর্ব থেকেই বিরাজ করছিল । তিনি দিল্লীতে এলে উস্তাদ মাওলানা শাহ আবদুল আযীযের ইঙ্গিতে মাওলানা আবদুল হাই ও

মাওলানা শাহ ইসমাইল তাঁর হাতে জেহাদের বায়'আত করেন ।[১] এরপর থেকেই শুরু হয় ভবিষ্যত সশস্ত্র জেহাদের প্রস্তুতিপর্ব ।

সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল দু'জনেই দিল্লীর মাদ্রাসা রহীমিয়ার ছাত্র হওয়ার কারণে শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আবদুল আযীযের লেখনী ও শিক্ষা দ্বারা উভয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন । তাঁদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রায় সবটুকুই ছিল প্রধানতঃ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'র লেখনী ও শাহ আবদুল আযীযের শিক্ষার ফলশ্রুতি । এ সম্পর্কে জনৈক গবেষক যা বলেছেন তা অনেকটা যুক্তিসংগত, "সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিলনা যা শাহ অলিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীয পূর্বেই বলে যাননি । তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আযীয ছিলেন অতীব ধর্মপরায়ন এবং গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী যাঁরা কলমের লেখনী ও মুখের বাণীর মাধ্যমে ইসলামের খিদমতের পথ বেছে নিয়েছিলেন । পক্ষান্তরে সাইয়িদ আহমাদ ছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে একজন কর্মীপুরুষ । লেনিন যেরূপ কার্লমার্কসের রচনা ও বাণীকে বাস্তবরূপ দান করেছিলেন, সাইয়িদ ছাহেবও তেমনি শাহ অলিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীযের মতবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করে গেছেন ।"[২]

দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী মাদরাসা রহীমিয়ার শিক্ষায়তনে ইসলামী ভারতের ভূলুণ্ঠিত ঈমানী নেতৃত্বের ঝান্ডাকে পুনরায় উড্ডীন করার কঠিন প্রত্যয় নিয়ে ব্যক্তি তৈরীর প্রচেষ্টা শুরু করেন । একদিকে ক্ষুরধার লেখনী, অন্যদিকে মাদরাসায় বসে ছাত্রদের ঈমানী চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্বের যোগ্যতা-সম্পন্ন একদল মর্দে মুজাহিদ যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি করে যান । সেই মুজাহিদ দলের প্রথম কাতারে

---

১. গোলাম রসুল মেহের, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (লাহোর : ইছরা, জামেয়া আশরাফিয়া, সালবিহীন), পৃঃ ১১৭-১৮ ।

২. ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী, 'সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাজনীতি' (ঢাকা : মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩০, আগষ্ট ১৯৬১, গৃহীত : The Morning news (Calcutta) 2nd number, 1944, p. 77.

ছিলেন তাঁর নিজের চারজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। অতঃপর তাঁদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আল্লামা ইসমাঈল, আল্লামা আবদুল হাই ও সাইয়্যিদ আহমাদ ব্রেলভীর মত ভবিষ্যত মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ।

জেহাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কি ছিল, তা কিছুটা আঁচ করা যায় আল্লামা ইসমাঈল শহীদের গবেষণাসমৃদ্ধ অমূল্য গ্রন্থ "মানছাবে ইমামত" ফারসী গ্রন্থটি পাঠ করলে। ইমামতের তাৎপর্য্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সিয়াসাত বা রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শাহ ছাহেব স্পষ্টভাবে বলেন যে, "সিয়াসাতের তাৎপর্য্য হ'ল ইমামাত ও হুকুমাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দাদিগের এমন আইনের সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা, যে আইন তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য কল্যাণপ্রদ। এখানে মৌলিক নীতি হবে ব্যক্তি বা ব্যক্তিস্বার্থে জনগণের শোষণের পরিবর্তে নিঃস্বার্থভাবে তাদের কল্যাণ সাধন।"[৩]

অতঃপর তিনি রাজনীতিকে সিয়াসাতে ঈমানী ও সিয়াসাতে সুলতানী দু'ভাগে ভাগ করে ব্যক্তিশাসনের পরিবর্তে ঈমানী শাসনের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সেই হারিয়ে যাওয়া ঈমানী শাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই ভবিষ্যত ঈমানী রাষ্ট্রের রূপকার আল্লামা ইসমাঈল শহীদ সাইয়্যিদ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জেহাদের বায়'আত করেছিলেন। পাঞ্জতার ও পেশোয়ারে তারই সূচনা করেছিলেন তাঁরা নিজেদের হাতেই। তাঁদের এই শুভসূচনা ভবিষ্যতের স্বাধীন ইসলামী আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রথম সূতিকাগৃহ বৈ অন্য কিছুই ছিলনা।

জীবনীকার আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী শাহ শহীদ সম্পর্কে বলেন যে, তিনি ছিলেন শাহ অলিউল্লাহ্‌র খান্দানের পবিত্র বৃক্ষের (شجرۂ طوبیٰ) একটি শাখা, শাহ ছাহেবের খ্যাতিমান পৌত্র, শাহ আবদুল গণীর পরকালীন নাজাত ও মাগফিরাতের

---

৩. ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী, 'সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাজনীতি, (ঢাকাঃ মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) পৃঃ ৭৩ (ঈষৎ সংক্ষেপায়িত)।

অসীলা — সন্তান, শাহ আবদুল আযীয, শাহ আবদুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীনের প্রিয়তম ভাতীজা ও দুষ্টানুষ্ঠানকারী মুরিদ। শুধু তাই নয়, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি যে কওম ও যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে কওম ও দেশের জন্য গর্বের বস্তু হিসাবে গণ্য হন। তিনি ইসলামের সেইসব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিভাবান, দুঃসাহসী ও অসাধারণ প্রতিভাবানদের অন্তর্ভুক্ত — শত শত বৎসরেও যাদের দু'একজন কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে থাকেন।"[৪]

আল্লামা ইকবাল (মৃঃ ১৯৩৮ খৃঃ) তার সম্পর্কে বলেন, "ভারতবর্ষ এযাবৎ মাত্র একজন মৌলভীর জন্ম দিয়েছে এবং তিনি হলেন মৌলভী মুহাম্মাদ ইসমাঈল।"[৫]

প্রসংগতঃ বলা যায় যে, তিনি কেবল শিখ ও ইংরেজ বিতাড়নের যুদ্ধেই অবদান রাখেননি, বরং ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে পুঞ্জীভূত কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধেও ঘোষণা করেছিলেন আপোষহীন জেহাদ। আর সেজন্য তিনি সমসাময়িক ওলামায়ে কেরাম ও রেওয়াজপন্থী মুসলমানদের নিকট দারুনভাবে ধিকৃত হন এমনকি কুফরী ফৎওয়ারও সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁর এই আপোষহীন জেহাদী আন্দোলন পরোক্ষভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে তোলে যে আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর রেখে যাওয়া মিশন আজও ভারতবর্ষে কমবেশী চালু আছে।

---

৪. আবুল হাসান আলী নদবী, সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (লাক্ষ্ণৌ) : নাদ্বী প্রেস ১৯৩৯) পৃঃ ৩৭৩।

৫. "India has hitherto produced only one Moulavi and that is Moulavi Mohd. Ismail." - মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, 'মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিকথা' মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ (ঢাকা : ১৬ শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১৩৮।

শাহ শহীদ (রহঃ) ও জেহাদ আন্দোলন

পাঞ্জাবে মুসলমানদের উপরে শিখদের অবিরত লোমহর্ষক নির্যাতনের খবর শুনে ও দীর্ঘ দু'বছর যাবত পাঞ্জাবের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বাস্তব অভিজ্ঞতা হাছিলের পর দিল্লী ফিরে এসে শাহ ইসমাঈল গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।[৬] অবশেষে সশস্ত্র প্রতিরোধই এর একমাত্র পথ হিসাবে তিনি সাব্যস্ত করেন ও সেমতে মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে দেশ হ'তে ইংরেজ শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্য নিয়ে সুদক্ষ সৈনিক সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভীর (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) দ্বিতীয়বার (১২৩১/১৮১৬ খৃঃ) দিল্লী আগমনের খবর শুনে তিনি যেন পথ খুঁজে পেলেন এবং বুযর্গ উস্তাদ ও চাচা শাহ আব্দুল আযীযের ইশারায় তিনি ও মাওলানা আব্দুল হাই (মৃঃ ১২৪৩/১৮২৮ খৃঃ) সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাদের বায়'আতের সাথে সাথে অলিউল্লাহ-পরিবারের সকলে 'আমীরে জিহাদ' হিসাবে তাঁর হাতে বায়'আত নেন। শুরু হ'ল জিহাদের পরিকল্পনা ও ব্যাপক প্রস্তুতি। সৈয়দ আহমদ যুদ্ধের ময়দানের 'আমীর' হ'লেও আল্লামা ইসমাঈল ছিলেন প্রধান সেনাপতি ও সকল বিষয়ের মূল পরিকল্পক। তিনিই ছিলেন জিহাদের প্রাণপুরুষ। তাঁদের পরিচালিত 'দাওয়াত ও জিহাদ'-কে আমরা অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়োজিত চারটি স্তরে ভাগ করতে পারি।[৭] যেমন - ১-সৈয়দ আহমদের হাতে বায়'আতে ইমারত এবং পাঁচ বছর যাবত ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগ (১২৩১-৩৬/১৮১৬-২১ খৃঃ) ২-হজের সফর ঃ সৌরবর্ষ হিসাবে ২ বছর ১০ মাস আটাশ দিন (১২৩৬-৩৯/১৮২১-২৪ খৃঃ) ৩-জিহাদের সক্রিয় প্রস্তুতি ও দেশব্যাপি সফর প্রায় দু বছর (১২৩৯-৪১/১৮২৪-২৬) ৪-হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাত ঃ ১২৪১ হিজরীর ৭ই জমাদিউছছানী মোতাবেক ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার হ'তে ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যুলকাদা মোতাবেক ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর তিন মাস উনিশ দিন।

---

৬. জীবনীকার মিরযা হায়রাত দেহলভী, হায়াতে তাইয়্যিবা (লাহোর ঃ মাকতাবাতুস সালাম ১৯৫৮) পৃঃ ১৯০, অন্য জীবনীকার গোলাম রাসূল মেহের এই সফরের ঘটনাকে 'নিছক কাহিনী' বলেছেন। — মেহের ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

৭. মাসঊদ আলম নাদবী, হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক (দিল্লী ঃ মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮১) পৃঃ ২৬।

১ম সুর : বায়'আতে ইমারত - দাও'য়াত ও তাবলীগ
(১২৩১-৩৬/১৮১৬-২১ খৃঃ)

১২৩১ হিজরীতে দিল্লীতে সৈয়দ আহমদের হাতে বায়'আতে ইমারত শেষে "হুজ্জাতুল ইসলাম" আল্লামা ইসমাঈল ও "শায়খুল ইসলাম" আল্লামা আবদুল হাই সহ[৮] কমবেশী বিশজন সেরা আলিম ও বন্ধুবান্ধবসহ আমীর সৈয়দ আহমাদ রেলভী মুহাররম ১২৩৪/নভেম্বর ১৮১৮ সালে দিল্লী হ'তে সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক তাবলীগী সফরে বের হন।[৯] ইতিপূর্বে তারা দিল্লী ও আশপাশে তাবলীগ করেন। অলৌকিক বক্তৃতা প্রতিভার অধিকারী আল্লামা ইসমাঈলের নছীহত ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে লোকেরা বিভিন্ন কুসংস্কার হ'তে তওবা করে এবং দলে দলে সৈয়দ আহমদের নিকটে বায়'আত করতে থাকে। সর্বত্র তাঁরা শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাথে সাথে সকলকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। এইভাবে প্রায় পাঁচ বৎসর যাবত ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে একদিকে যেমন বায়'আত কারীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনি শিখ ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে আগামীদিনের সর্বভারতীয় মুজাহিদনেতা হিসাবে তাঁদের ভাবমূর্তি সর্বসাধারণের হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে যায়।

২য় সুর : হজের সফর
১-১০-১২৩৬ হিঃ — ২৯-৮-১২৩৯ হিঃ
২-৬-১৮২১ খৃঃ — ৩০-৪-১৮২৪ খৃঃ

জলপথে পর্তুগীজদের ভয়ে ভারতের একদল আলিম 'এখন হজের ফরযিয়াত মুলতবী হয়ে গেছে' এই মর্মে ফতওয়া জারি করলে[১০] তার প্রতিবাদে প্রথমে আল্লামা ইসমাঈল একটি ফতওয়া লিখে বিলি করেন। অতঃপর হিম্মতহারা মুসলমানদের হিম্মত ফিরিয়ে আনার জন্য ধনী-নির্ধন সকল মুসলমানকে তাঁদের সাথে হজে যাওয়ার জন্য আমীরের নির্দেশক্রমে ব্যাপক

---

৮. উস্তাদ শাহ আবদুল আযীয তাঁর প্রিয় ছাত্রদ্বয়কে এই লকবে ডাকতেন। — মেহের, সাইয়েদ আহমাদ শহীদ, পৃঃ ১১৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।
মেহের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

ঘোষণা জারি করলেন। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পাঁচটি জাহাযে চারশত নরনারী নিয়ে ১লা শাওয়াল ১২৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৮২১ সালের ২রা জুন তারিখে তারা হজের উদ্দেশ্যে রায়বেরেলী ত্যাগ করেন। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল শাহ ইউসুফ ফলতীর নিকটে মাত্র সাতটাকা অবশিষ্ট ছিল। সেটাও মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিয়ে রওয়ানার সময় আমীর সৈয়দ আহমদ আল্লাহ্‌র নিকটে সফরের সফলতার জন্য করুণ-কণ্ঠে মুনাজাত করেন। সাথীদের নির্দেশ দিলেন যেন কারু কাছে কিছু না চায় এবং কোন অবস্থায় তাকওয়া পরিত্যাগ না করে। এযেন ছিল জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সময় তালুত কর্তৃক সৈন্যদের পরীক্ষার ন্যায়। কলিকাতায় প্রায় তিন ৮ মাস অবস্থানের পর মোট দশটি জাহাযে ৭৫৩ জন হাজী নিয়ে কাফেলা জেদ্দার পথে রওয়ানা হয়ে যায়। এখানেই সর্বাপেক্ষা বেশী লোক বায়'আত করেছিল। ধনী ব্যবসায়ী মুনশী আমীনুদ্দীন, মৌলবী ইমামুদ্দীন বাংগালী প্রমুখ বায়'আত করার সাথে সাথে উদারহস্তে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। ৭/৮ মাস হারামাইনে কাটানোর পর ২৯শে শা'বান ১২৩৯ মোতাবেক ১৮২৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে এই বিরাট কাফেলা রায়বেরেলী ফিরে আসে ও বিদায়ী ভোজপর্ব শেষে তখনও দশহাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকে — যা বায়তুল মালে জমা হয়। ১১ আল্লাহ্‌র উপরে তাওয়াক্কুলের এই অনন্য দৃষ্টান্ত ভবিষ্যত মুজাহিদগণের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকে।

৩য় স্তর : হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাত
(৭-৬-১২৪১ — ২৪-১১-১২৪৬ হিঃ
১৭-১-১৮২৬ — ৬-৫-১৮৩১ খৃঃ

..... ১২৩৩ বাং সোমবার হ'তে ২৭শে বৈশাখ ১২৩৮ বাং শুক্রবার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত সৌরবর্ষ হিসাবে পাঁচ-বছর তিনমাস উনিশ দিন।১

হারামাইন শরীফাইন হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর সর্বত্র দা'ওয়াতে জিহাদের কাজ শুরু হয়ে যায়। রায়বেরেলী হ'তে আমীর সৈয়দ আহমদ নিজে এবং ভারতের অন্যত্র আল্লামা

---

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৮, ২৩১।

ইসমাঈল ও আল্লামা আব্দুল হাইয়ের ব্যাপক তাবলীগী সফর চলতে থাকে। কুরআন ও হাদীছ-ভিত্তিক জীবনগঠন, সমাজসংগঠন, মুসলমানদের উপরে অমুসলিম শাসকদের ব্যাপক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদী জাযবা পুনরুদ্ধার ইত্যাদিই ছিল তাঁদের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু। শাহ ইসমাঈল তাঁর সকল বক্তব্যে একথা পরিষ্কার করে তুলে ধরেন যে, মুসলমানদের সামনে এখন তিনটি পথ খোলা রয়েছে। ১-তাকে হক ছেড়ে বাতিলকে আঁকড়ে ধরতে হবে ২-হকের উপরে দৃঢ় থাকার কারণে বাতিলপন্থীদের হামলায় ধৈর্য্যধারণ করতে হবে ৩-অথবা বাতিলকে সাহসের সঙ্গে মুকাবিলা করে হক-এর সার্বিক বিজয়লাভের পথ সুগম করতে হবে। তিনি জাতিকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে, প্রথমটি কোন বাঁচার রাস্তা নয় বরং ওটাই প্রকৃতপ্রস্তাবে মরণের রাস্তা। দ্বিতীয়টির পরিণতি বেশীর বেশী এটাই হবে যে, তিলে তিলে মরতে হবে। কেবলমাত্র তৃতীয় পথটিই এখন আমাদের জন্য খোলা রয়েছে। আর সেটা হ'ল সরাসরি সম্মুখ মোকাবিলা বা জেহাদ। জেহাদ ত্যাগ করার কারণেই আজ মুসলমান সর্বত্র মার খাচ্ছে। দশ হাজার মাইল দূর থেকে নৌকা চালিয়ে বণিকের বেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক এদেশে এসে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী মুসলিমশক্তিকে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপি বিরাট ভারতীয় ভূখন্ডের শাসন ক্ষমতা হতে উৎখাত করল। অথচ মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থে-বিত্তে, অভিজ্ঞতায় ও অস্ত্রশক্তিতে সেরা হওয়া সত্ত্বেও নির্বিবাদে মার খেয়ে যাচ্ছে। কেউ আপোষ করছে, কেউ এটাকে কপালের লিখন ধরে নিয়েছে, কেউ আপোষ করতে না পেরে ধুকে ধুকে মরছে। আর মুষ্টিমেয় কিছু লোক আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদের পরিকল্পনা করছে। তিনি সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে জানমাল দিয়ে জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সকল ভারতীয় মুসলমানের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। দেশব্যাপি এই প্রচারনার ফলে একদিকে যেমন মুসলমানরা জেহাদে উদ্বুদ্ধ হ'তে থাকেন, অন্যদিকে শাহ ইসমাঈলের আপোষহীন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং কুরআন ও হাদীছের দাওয়াতের ফলে সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন যোরদার হ'তে থাকে।

এইভাবে দীর্ঘ ১ বৎসর দশ মাস যাবৎ সর্বত্র দাওয়াতী সফর শেষে জিহাদে গমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেহাদের স্থান হিসাবে সীমান্ত এলাকাকে নির্বাচন করা হয়।

---

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮।

কারণ সারা হিন্দুস্তানে কোথাও স্বাধীন ও নিরাপদ স্থান ছিলনা, যাকে জেহাদের কেন্দ্র বানানো যেতে পারে। সীমান্তের স্বাধীন মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা বলেছিল যে, আমাদের ওখানকার লোকেরা শিখদের যুলমে অতিষ্ঠ হ'য়ে আছে। অতএব সেখান থেকে জেহাদ শুরু করলে লাখ-লাখ লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে জেহাদে যোগ দিবে। তাছাড়া আমাদের জাতি জন্মযোদ্ধা। তাদেরকে বিশেষ ট্রেনিং না দিলেও চলবে। সর্বোপরি পাহাড়-জংগলের এলাকা হওয়ার কারণে যেকোন সুশিক্ষিত নিয়মিত বাহিনীকে মোকাবিলা করা কেবল সেখানেই সম্ভব। সীমান্ত এলাকা ব্যতীত হিন্দুস্তানের অন্যত্র মুসলিম নওয়াবেরা সকলে ইংরেজ আশ্রিত ছিল।

২য়তঃ সীমান্ত প্রদেশওতৎসন্নিহিত এলাকাসমূহে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল। সেখানকার স্বাধীন খান ও পাঠান সরদারদের লালিত বহু সুশিক্ষিত বাহিনী ছিল। অমুসলিম শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সমর্থন পাওয়া গেলে জেহাদে জয়লাভ একরূপ নিশ্চিত বলা যায়। সবদিক বিবেচনা করে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকার পক্ষ হ'তে দাবী থাকা সত্ত্বেও সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল অবশেষে সীমান্ত এলাকাকেই জেহাদ শুরুর কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[১৩]

অগ্রগামী বাহিনী, দক্ষিণ বাহু, বামবাহু, রসদবাহী দল ও মূলবাহিনী সহ পাঁচটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক আমীরের দায়িত্বে সোপর্দ করে ১২৪১ হিজরী সনের ৭ই জমাদিউছ ছানী মোতাবেক ১৭ই জানুয়ারী ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ সোমবারে সৈয়দ আহমদের জন্মস্থান রায়বেরেলীর 'তাকিয়া' গ্রাম হ'তে জেহাদী কাফেলা আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হয়ে যায়। মুজাহেদীনের প্রাথমিক সংখ্যা পাঁচ-ছয়শত ছিল।[১৪] তবে রাস্তায় চলার পথে বহু লোক তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন একথা প্রায় সকল জীবনীকার বলেছেন।

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৪-৬৫।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০।

জেহাদে গমনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে চারদিক হ'তে ত্যাগ ও কুরবানীর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। দলে দলে লোক মুজাহেদীনকে বিদায় জানাতে আসেন। অশ্রুসজল নেত্রে সকলেই কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়ে জেহাদে শরীক হওয়ার ছওয়াব লাভের চেষ্টা করেন। দশমাসের দীর্ঘ সফরে প্রায় তিন হাজার মাইল পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত-ক্লান্ত মুজাহেদীনের ভাগ্যে এক মুহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ হ'লনা। পথিমধ্যে সিন্ধু, হায়দরাবাদ, বেলুচিস্তান, কান্দাহার, গযনী, কাবুল সকল এলাকার শাসক ও আমীরদের নিকট জেহাদে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় সৈয়দ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের পূর্বের ধারণা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। তবুও তাঁরা ভাবতে পারেননি যে, এরা মুসলমান হ'য়ে এদেরই শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুজাহিদদের বিরোধিতা করবে। সরলপ্রাণ বীরহৃদয় শাহ ইসমাঈল অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'লেও এত সংকীর্ণ চিন্তায় তিনি বা তাঁর সাথীরা কখনোই অভ্যস্ত ছিলেন না। সীমান্তের শী'আ ও পাঠান সর্দাররা যে কত ধূর্ত ও মুনাফিক চরিত্রের হ'তে পারে তা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের নিকট প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে। আমীর সৈয়দ আহমাদ নির্দেশ দিলেন কেউ যেন পোষাক পরিবর্তন না করে। যে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় যেন জেহাদের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যায়।' মাত্র সাত মাইল দূরে আকুড়াতে অত্যাচারী রনজিৎ সিং-য়ের সেনাপতি বুধসিং দশহাযার সৈন্য নিয়ে শিবির গেড়েছে দেড়হাযার মুজাহিদের মুকাবিলা করার জন্য।[১৫] পেশোয়ারের নওশেরা এলাকাই ছিল শিখ নির্যাতনের মূল উৎসস্থল।[১৬] ৮ লাখ শুরু হ'ল ৮পাঁচ বছর ব্যাপি জিহাদ ও শাহাদতের রক্ত রঞ্জিত জাত্রাতী ইতিহাস।[১৭]

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩২।

১৬. ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (লোয়ালপুর-পাকিস্তান : জামেয়া সালাফিয়া, ২য় সংস্করণ ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ১৫০।

১৭. পরবর্তী ৬ পৃষ্ঠা ব্যাপি (ক-চ) পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

১৭(ক) সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যুদ্ধের নাম	তারিখ	মুজাহিদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের (সৈন্য) সংখ্যা	ফলাফল	শহীদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
১. আকুড়াহ (নওশেরা-পেশোয়ার)	২১-১২-১৮২৬ খৃঃ	১৫০০	১০,০০০	মুজাহিদ-গণের বিজয়	৩৬	৭০০	০ পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলীর চাচাতো ভাই মাওলানা বাকের আলী আযীমাবাদী প্রথম শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। — মেহের, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ পৃঃ ৩৮৫; নদভী ঃ সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ। লোক্ষ্ণৌ ঃ নামী প্রেস, মার্চ ১৯৩৯) পৃঃ ১৪৫।
২. বাযার	আকুড়া যুদ্ধের অল্প দিন পরেই	-	-	বিজয়	-	-	০ এই যুদ্ধে বরকতুল্লাহ বাংগালী প্রথম শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।- মেহের ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯ ০ গনীমতের মাল বন্টন নিয়ে স্থানীয় সর্দারগণের মধ্যে গোলমাল দেখা দেওয়ায় ১১/১/১৮২৭ খৃষ্টাব্দে 'হান্ড'-এর পুকুর পাড়ে সর্বসম্মত-ভাবে সৈয়দ আহমদকে 'আমীরুল মুমিনীন' ঘোষণা করা হয় ও তাঁর হাতে 'ইমামতে জিহাদ'-এর বায়'আত করা হয় ঃ- মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫৩।

(খ)

১৭ (খ) সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যুদ্ধের নাম	তারিখ	মুজাহিদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের (সৈন্য) সংখ্যা	ফলাফল	শহীদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
৩. আবা ন নদীর তীরে	২৫-৬-১২৪২ হিঃ	৫০০	৩০০০ (১০টি কামানসহ)	বিজয়	-	-	০ স্থানীয় আফগান যোদ্ধারা মাঝপথে পালিয়ে গেলে শাহ ইসমাঈল মাত্র ৫০০ গাযী নিয়ে বিপুল বিক্রমে হামলা করেন । ফলে বুধসিং তার সেনাদল নিয়ে সব ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় । — মিরযা হায়রাত, হায়াতে তাইয়্যিবা পৃঃ ৩০৫ ।
৪. সীদো	-	প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেক বেশী	১৫,০০০	পরাজয়	৬,০০০	-	০ সৈয়দ আহমদকে বিষপ্রয়োগ করা হয় । তিনি বেহুঁশ অবস্থায় কাতরাতে থাকেন । অসুস্থ আমীরের জীবন বাঁচানোর জন্য এই যুদ্ধে শাহ ইসমাঈল একাকী যে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত । বিশ্বাসঘাতক শী'আ দুররানী সর্দার হাস্তু নেতা ইয়ার মুহাম্মাদ খান তার ২০,০০০ হাজার দেশীয় যোদ্ধা নিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার ফলে মুজাহিদগণের সাক্ষাত বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয় । মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ৩৭৭-৭৮ ; মিরযা হায়রাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭ ।

১৭(গ) সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যুদ্ধের নাম	তারিখ	মুজাহিদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের (সৈন্য) সংখ্যা	ফলাফল	শহীদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
৫. ডুমগালা	-	১০০ + ৩০০	৬০০০	বিজয়	২	৩০০	০ মেহের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৬ ।
৬. শাংগারী গুহা	-	১৫/২০ জন	-	বিজয়	-	-	০ শিখদের হাতে বন্দী একজন মুজাহিদপুত্রকে উদ্ধারের জন্য শাহ ইসমাঈল রাতের অন্ধকারে এই অভিযান করেন । এতে তাঁর একটি আংগুল যখম হয় ঃ - মিরযা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১৮ । ০ এই সময় মৌলবী মাহবুব আলী দেহলভী প্ররোচনা দিয়ে কিছু গাযীকে জেহাদ হতে দিল্লী ফিরিয়ে নিয়ে যান । - প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২৪ ।
৭. উৎমানযাঈ	-	-	৪০০০ (২টি কামান-সহ)	বিজয়	-	-	০ বায়'আতকারী বিশ্বাসঘাতক ইয়ার মুহাম্মাদ খানের ষামলার জওয়াবে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় । দুররানী ফৌজ সবকিছু ফেলে পালিয়ে যায় । - প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৮-২১ ; মেহের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৭ ।
৮. পানজতার	-	-	৩০০০ + ২৫০০ (২টি কামানসহ)	বিজয়	-	-	০ মূল মুজাহিদ ঘাঁটি পানজতারের বিরুদ্ধে রনজিৎ সিংয়ের প্রেরিত এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফরাসী জেনারেল অন্টওয়ারা । সাথে ছিল হার্ক-এর

১৭(ঘ) সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যুদ্ধের নাম	তারিখ	মুজাহিদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের (সৈন্য) সংখ্যা	ফলাফল	শহীদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
							অপর নেতা খাদী খানের আড়াই হাজার ফৌজ । - মেহের, প্রাগুক্ত, পৃঃ৪৮২, ৪৯৩ ; মিরযা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩২-৩৮ ।
৯. হান্ড	১০-২-১২৪৫ হিঃ	-	-	বিজয়	-	-	০ বিশ্বাসঘাতক খাদীখানের বাহিনীর উপরে গাযীদের হামলা । খাদী খান নিহত হয় । - মেহের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০১-৫০৫ ।
১০. যায়দাহ	৫-৩-১২৪৫ হিঃ	-	১০,০০০ (৬টি কামানসহ)	বিজয়	-	-	০ বিশ্বাসঘাতক ইয়ার মুহাম্মাদ খান মুস্টিমেয় গাযীদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য এই বিরাট বাহিনী নিয়ে আসে । কিন্তু অবশেষে সে নিহত হয় । - মেহের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৯-২৭ ।
১১. আম্ব	-	-	২,০০০	বিজয়	-	-	০ স্থানীয় সর্দারদের বেঈমানীতে অতিষ্ঠ হয়ে সৈয়দ আহমদ কাশ্মীরে যাওয়ার পথে আম্ব নেতা পায়েন্দা খানের সাথে সন্ধি করেন । তিনি বাহ্যিকভাবে খুব সমাদর করলেও গভীর রাতে গাযীদের উপরে হামলা করেন । শেষে পালিয়ে জানবাঁচান । ০ আম্বকে রাজধানী করে সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাঈলের নামে মোহরাংকিত

১৭.৫৬)সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যুদ্ধের নাম	তারিখ	মুজাহিদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের (সৈন্য) সংখ্যা	ফলাফল	শহীদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
							হুকুম নামার মাধ্যমে নিয়ম মাফিক ইসলামী হুকুমত চালু করা হয় । - মিরযা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৪-৪৬ ।
১২. চাতারবাঈ	-	১,০০০	৫০০০ (কামানসজ্জিত)	বিজয়	-	- 0	রনজিৎ স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচালনা করে পরাজিত হয়ে লাহোর ফিরে যান । পরে পেশোয়ারের শাসক সুলতান মুহাম্মাদ বশ্যতা স্বীকার করলে সৈয়দ আহমদ সরলমনে তাকেই পেশোয়ারের ইসলামী হুকুমতের গবর্ণর নিয়োগ করেন । ধূর্ত সুলতান শাহ ইসমাঈলের নামে মাত্র তিনদিনের মধ্যে রাজ্যের সকল বিধবাকে বিবাহ দেবার এক ফরমান জারি করলে সর্বত্র দারুন আসন্তোষ দেখা দেয় । এই সুযোগে সে নবনিযুক্ত প্রধান কাযীকে হত্যা করে এবং সীমাবাসীগণ গাযীদের দাওয়াত দিয়ে মসজিদে সিজদারত অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করে । - মেহের, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭৩-৭৭ ; মিরযা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৪ ।

১৭৫) সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যুদ্ধের নাম	তারিখ	মুজাহিদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের (সৈন্য) সংখ্যা	ফলাফল	শহীদ সংখ্যা	প্রতিপক্ষের নিহত সংখ্যা	মন্তব্য
১৩. বালাকোট	২৪-১১-১২৪৬ হিঃ ৬-৫-১৯৩১ খৃঃ ২৭-১-১২৩৭ বাং	৯০০	২০,০০০ (কামান-সজ্জিত)	পরাজয়	প্রায় ৩০০	৭০০	০ পেশোয়ারের মর্মান্তিক ঘটনা শ্রবন করে ভগ্ন মনোরথ হ'য়ে সৈয়দ আহমদ দীর্ঘ চার বছরের পার্ব্বত্যতার ঘাঁটি ছেড়ে ডিসেম্বরের বরফঢাকা শীতে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন । পথিমধ্যে বালাকোট এলাকায় রনজিৎ সিংয়ের সেনাপতি শেরসিং কর্তৃক আক্রান্ত হন । কিন্তু জয়লাভে নিরাশ হয়ে শেরসিং যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন মুজাহিদবাহিনীর জনৈক পাহারা-দারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে (বাদতীঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬) শেরসিং ও মুযাফ্ফরাবাদের সর্দার নাজাফ খান গোপনপথে রাতের অন্ধকারে গাযীদের উপরে হামলা করে । মেহেরপ্রদত্ত ১৩৭ জন শহীদের নামের তালিকায় আলীমুদ্দীন, ফয়েযুদ্দীন, লুৎফুল্লাহ, শারফুদ্দীন ও মুযাফ্ফর হুসাইন বাংগালীর নাম উল্লেখ আছে । - মেহের, - প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০০ ।

উপরোক্ত যুদ্ধগুলি ছাড়াও ছোটখাট কিছু সংঘর্ষ ঘটেছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, অধিকাংশ স্থানেই স্থানীয় মুসলিম সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা গাযীদের বেশী ক্ষতি করেছিল । তাদের মধ্যে 'ইসলামিয়াত'-এর চাইতে 'আফগানিয়াত' বেশী ক্রিয়াশীল ছিল । ফলে সৈয়দ আহমদের জেহাদের তাৎপর্য্য বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল ।

জেহাদ আন্দোলন ও আহলে হাদীছ আন্দোলন

দীর্ঘ সোয়া পাঁচ বৎসর ব্যাপি হিজরত ও জেহাদের সূচনা হ'তে শেষ পর্যন্ত যে মহান ব্যক্তিটি জেহাদ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবে বিবেচিত ছিলেন, তিনি হলেন দিল্লীর অলিউল্লাহ-পরিবারের আপোষহীন ব্যক্তিত্ব, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্‌র বাস্তব রূপকার, আহলে হাদীছ আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)। বিশ্ববিশ্রুত দাদা, যোগ্যতম পিতা ও পিতৃব্যদের ইলমের যথার্থ উত্তরাধিকারী আল্লামা শহীদের ব্যক্তিগত দাওয়াত ও তাবলীগের প্রভাব যেমন দিল্লীসহ সারা দেশের উপরে ছিল, জেহাদের ময়দানে তেমনি তা মুজাহিদ বাহিনীকে এবং তাদের যাত্রাপথে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর ও তাঁর সাথীদের নিরন্তর দাওয়াত ও তাবলীগে প্রচলিত অন্ধ তাকলীদের গোঁড়ামি ক্রমে দূর হ'তে শুরু করে এবং লোক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি আলো গ্রহণ ও তদনুযায়ী জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই দেখা যায়, হজের সফরে এবং হিজরত ও জেহাদের সফরে যেসব এলাকা দিয়ে তাঁরা গমন করেছিলেন, সেসব এলাকায় আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা আজও উল্লেখযোগ্য হারে বর্তমান রয়েছে। শাহ ইসমাঈল শহীদ ও সাদেকপুরী পরিবারের ন্যায় অন্যান্য আহলে হাদীছ গাযীগণ জেহাদ-আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করলেও হানাফী মতাবলম্বী গাযীগণ ও জেহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেখানে কোনরূপ বাড়াবাড়ি ছিল না। পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতানিয়ে সকলে মিলে মুসলমানের সাধারণ শত্রু শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আমীরুল মুজাহেদীন সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) বাহ্যতঃ হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমষ্টি "ছিরাতে মুস্তাকীম"-এর মধ্যে স্বীয় মতামত অত্যন্ত ঋজুভাবে সকলের নিকট তুলে ধরে তিনি বলেন — "সাধারণভাবে যে চার মাযহাবের অনুসরণ করা হ'য়ে থাকে, তা সঠিক। কিন্তু নবী (ছাঃ)-এর ইল্‌মকে কোন নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ধারণা করা ঠিক নয়। এই জন্য যে, ইলমে নববী সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। প্রত্যেক মুজতাহিদ তার সমসাময়িক যুগের প্রয়োজন মোতাবেক তা হ'তে হিস্যা নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন হাদীছের কেতাবসমূহ সংকলিত হ'ল, তখন ইলমে নববী সব একত্রিত হ'য়ে গেল। এক্ষনে যদি কোন

মাসআলায় বিশুদ্ধ, স্পষ্ট এবং হুকুম রহিত নয় (গায়র মানসূখ) এমন হাদীছ পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদের অনুসরণ করা চলবেনা। মুহাদ্দিছগণকে এব্যাপারে অনুসরণীয় গণ্য করতে হবে। তাদের প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন অত্যন্ত যরূরী। তারা পয়গম্বর (ছাঃ) এর ইলমের বাহক। সে হিসাবে এক দিক দিয়ে তাঁরা রাসূলের (ছাঃ) ছাহাবা হবার কারণে রাসূলের পাক দরবারে মকবুল উম্মত হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন।"[১৮]

সৈয়দ আহমদের উপরোক্ত বক্তব্য আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনেরই যথার্থ প্রতিধ্বনি। উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী, ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (জন্ম, ১৯১৪খৃঃ) একারণেই শহীদায়েন (সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ)-কে একত্রিতভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে দাবী করেছেন। তিনি বলেন- "খালেছ তাওহীদী আকীদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, জিহাদী জাযবা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত হওয়া— এই চারটি বুনিয়াদের উপর হিন্দুস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। অন্যান্য দলগুলির কারো কাছে তাওহীদ আছে কিন্তু ইত্তেবায়ে সুন্নাতে অলসতা আছে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জায্‌বা আছে কিন্তু জিহাদী জোশ নেই। কারু কাছে যিকর ও ফিক্‌র আছে কিন্তু ইত্তেবায়ে সুন্নাত নেই। ফলকথা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ওগুলির কোন না কোন একটি নিয়ে উত্থিত হয়েছে। কিন্তু জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হ'য়ে শহীদায়েনের ছূরতে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ছাদেকপুরী (আহলেহাদীছ) জামা'আত উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে প্রদর্শন করেছে। তাদের খুলুছিয়াত ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। বাস্তব কথা এই যে, উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাহার ব্যতীত বড় কোন অবদান রাখা সম্ভব নয়।"[১৯]

---

১৮. সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ, ছিরাতে মুস্তাক্বীম উর্দু অনুবাদ ঃ (করাচী-কালাম কোম্পানী, তীর্থদাস রোড, সালবিহীন) পৃঃ ১১৩।

১৯. মাওলানা আলী নদভী একই মন্তব্য করেন বিহারের দারভাঙ্গা আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদরাসার বার্ষিক দিস্তারবন্দী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে ১৯৬১ সালের ১৬ই জুলাইতে ও ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে। যা যথাক্রমে 'আল-হুদা,' দারভাঙ্গা এবং নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌ-এর মুখপাত্র পাক্ষিক' তা'মীরে মিল্লাত' ২৫শে মে ১৯৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। হাফেজ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাহরীকে জিহাদ (গুজরানওয়ালা-পাকিস্তান, নাদওয়াতুল মুহাদ্দেছীন, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ৪৯-৫০।

মাওঃ সুলায়মান নাদভী ১৮৮৪ - ১৯৫৩ আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন - 'আহলেহাদীছ-এর নামে দেশে যে আন্দোলন চলছে বাস্তবে তা নতুন কোন বিষয় নয় বরং পুরানা পদচিহ্নের অনুসরণ মাত্র । মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) যে আন্দোলন নিয়ে উত্থান করেছিলেন, তা ফিক্‌হের কয়েকটি মাসআলা মাত্র ছিল না বরং ইমামতে কুব্‌রা, খালেছ তাওহীদ এবং ইত্তেবায়ে নববীর বুনিয়াদী শিক্ষার উপরে ভিত্তিশীল ছিল । .... এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তা হ'ল 'ইত্তেবায়ে নববীর যে জায্‌বা হারিয়ে গিয়েছিল, তা বছরের পর বছরের জন্য পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে । — জেহাদের যে আগুন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় জ্বলে উঠেছে । এমনকি এমন একটা সময় গিয়েছে যখন 'ওয়াহ্‌হাবী ও বিদ্রোহী' প্রতিশব্দ হিসাবে বলা হ'ত । কতজনের মাথা কাটা হয়েছে, কতজনকে শূলে চড়ানো হয়েছে, কতজনকে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছে, কতজনকে কয়েদখানার অন্ধ কুঠরীতে দম বন্ধ করে মারা হয়েছে, তার ইয়ত্তা কোথায় ?"[২০]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন — "হিন্দুস্তানে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হ'তে ওয়াহ্‌হাবীদেরকে একটি ভয়ংকর রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য করা হ'ত । তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এই জামা'আতটিকে মাওলানা ইসমাঈল শহীদ প্রতিষ্ঠিত জামা'আত মনে করা হ'ত — যিনি জিহাদের উপরে এই আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে বাস্তবে জেহাদ করেছিলেন । মাওলানা শহীদের পরে মাওলানা ছাদেকপুরীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় । ..... এইসব কারণে কাউকে ওয়াহ্‌হাবী সন্দেহ করলেই বৃটিশ সরকার তৎক্ষনাৎ তাকে গ্রেফতার করত এবং মিথ্যা মামলা, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, সম্পত্তি বাযেয়াফ্‌ত প্রভৃতি শাস্তি তাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছিল । এই জামা'আতের শত শত ওলামা ও ধনী ব্যবসায়ীদেরকে কালাপানিতে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল । ..... প্রসিদ্ধ ওয়াহ্‌হাবী মামলা সমূহ ও ছাদেকপুরী পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতি সমূহ এই জামা'আতেরই একক কৃতিত্ব ।[২১]

---

২০. নওশাহরাবী, তারাজিম - ভূমিকা, পৃঃ ৩১ ।

২১. ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৫০-৫১ ।

ডঃ কিউ আহমদ বলেন, "একটি ক্ষমতাধর বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অর্ধশতাব্দীকাল অবধি ব্যাপক লড়াইয়ের নেতৃত্বদানের সার্বিক বোঝা বাস্তবিকপক্ষে এই (ছাদিকপুরী) পরিবারের উপরেই ন্যস্ত ছিল। স্বদেশীদের নিকট থেকে সাহায্য কামনা দূরে থাক, অবদানের স্বীকৃতিটুকুও তারা কখনও কামনা করেননি।"[২২]

এস বি চৌধুরী বলেন, 'সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফলে ঢাকা হ'তে পেশোয়ার পর্যন্ত দেশের সকল প্রান্ত থেকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্যাদি প্রাপ্ত হ'য়ে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন তার শিকড় মযবুত করে নেয়। একথা মানতেই হবে যে, বৃটিশ সরকার এদেশে যতগুলি আন্দোলন জন্ম দিয়েছে, তন্মধ্যে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনই সর্বাপেক্ষা কঠোর ও রূঢ় ইংরেজ বিরোধী ছিল। তাদের সকল চেষ্টা-সাধনায় তারা এর স্বাক্ষর রেখেছে।"[২৩]

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব ছিল শহীদায়েনের হাতে এবং পরবর্তী নেতৃত্ব ছিল পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের হাতে।

আল্লামা শাহ ইসমাঈল ও মাওলানা বেলায়েত আলীকে হানাফী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।[২৪] কিন্তু আল্লামা ইসমাঈল-এর আমল ও লেখনীসমূহ এবং মাওলানা বেলায়েত আলীর বিশেষ করে 'আমল বিল-হাদীছ' পুস্তিকাটি পাঠ করলেই তাঁদের আকীদা ও আমল স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী হানাফী বলেন, "পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী মরহুম বালাকোটযুদ্ধে হাযির ছিলেন না। তিনি আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সেই জামা'আতের একজন সুদ্ধ ছিলেন, যে জামা'আতটি আল্লামা শহীদ (রহঃ) 'হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ' পাঠ করার পর তার উপর বাস্তবে আমলকারী হিসাবে বানিয়েছিলেন। এই জামা'আতের লোকেরা নামাযে রাফ্উল ইয়াদায়েন ও সরবে 'আমীন' বলতেন।"[২৫] মাওলানা সিন্ধীর উপরোক্ত বক্তব্য সর্বাংশে সঠিক না হ'লেও একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লামা শহীদ ও

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩-৫৪

২৪. নাযীর আহমাদ রহমানী, আহলেহাদীছ আওর নিয়ামাত (বেনারস : জামেয়া সালাফিয়াহ, ১৯৮৬) পৃঃ ৬৪, ২১০ - ২৩০।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

মাওলানা বেলায়েত আলী ছাদিকপুরী একই জামা'আতের অনুসারী ছিলেন যারা সম্পর্কে আমীন ও রাফ্উল ইয়াদায়েনে অভ্যস্ত ছিলেন । স্বয়ং মাওলানা বেলায়েত আলী স্বীয় পুস্তিকা 'রিসালায়ে দাওয়াত'-এর মধ্যে নিজের জামা'আতকে 'মুহাম্মাদী' বলে উল্লেখ করেছেন । মুহাম্মাদী, সালাফী, প্রভৃতি লকবগুলি আহলেহাদীছদেরই বিভিন্ন নাম । কোন কোন বিদ্বান সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের আন্দোলনকে শাহ অলিউল্লাহ প্রবর্তিত 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলন বলতে চেয়েছেন [২৬] এবং আহলেহাদীছদেরকে সেই আন্দোলনেরই একটা বিচ্ছিন্ন উপদল (split up into three groups) হিসাবে গণ্য করেছেন । [২৭] অথচ শাহ অলিউল্লাহ বা সাইয়িদ আহমাদ শহীদ প্রচলিত অর্থে পৃথক কোন তরীকার প্রবর্তক ছিলেন না বা আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তাঁদের আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা কোন নতুন আন্দোলন নয় । বরং তাকলীদ নির্ভর যে ইসলাম ভারতীয় মুসলিম সমাজে চালু ছিল, শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ ইসমাঈলের শিক্ষা ছিল তার বিপরীত । আমল বিল-হাদীছের প্রতি মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা ও বিদ্বানদের উদ্ভাবিত তরীকার বদলে সরাসরি রাসূলের হাদীছের অনুসরণের আহ্বানই ছিল অলিউল্লাহ, শাহ ইসমাঈল সাইয়িদ আহমদ ও বেলায়েত আলীর আন্দোলনের মূল সুর । তাঁদের এই দাওয়াত ছিল মূলতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই প্রতিধ্বনি মাত্র । এব্যাপারে নিজের তরীকা সম্পর্কে সাইয়িদ আহমদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, [৩] "আমার তরীকা হ'ল সেই যা আমার উর্ধতন পুরুষ সাইয়িদুল মুরসালীন (ছাঃ) এখতিয়ার করেছিলেন । একদিন শুক্না রুটি পেটভরে খেয়ে নিই ও আল্লাহ্র শুক্রিয়া আদায় করি । একদিন ভূখা থাকি ও ধৈর্য্য ধারণ করি ।" [২৮]

---

২৬. Azizur Rahman Mallick, BRITISH POLICY AND THE MUSLIMS IN BENGAL (1757 - 1856) Dacca : Bangla Academy , 1977. P.110.

২৭. Namely the Patna School, Taiyuni (movement of Karamat Ali), and AHL-I-HADITH." FARAIDI MOVEMENT.(P. 57.) Dhaka: Islamic Foundation, 1984. P.67.

২৮. (طریقه من طریقه جد خود سید المرسلین است - یک روز نان خشک سیر می خورم و شکر خدا بجا می آرم و یک روز گرسنه می مانم و صبر می کنم -

গোলাম রাসূল মেহের, জামা'আতে মুজাহেদীন (লাহোর : গোলাম আলী এণ্ড সন্স , সাল বিহীন) পৃ : ৬৯ ।

অন্য একস্থানে সাইয়িদ ছাহেব বলেন "আমরা সকলে রাববুল আলামীনের নির্দেশ-সমূহের পায়রাবী এবং নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পুনর্জীবন দানের উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজন ছেড়ে এসেছি, ভাই-বন্ধু ও দেশ ছেড়ে এখানে হিজরত করেছি।"[২৯]

উপরোক্ত দু'টি বক্তব্যে সাইয়িদ আহমদের আন্দোলনের মূল বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তিনি রাসূলের তরীকাকেই নিজের তরীকা বলে দাবী করেছেন। তাঁর এই দাবী কেবল মুখে সহ্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। বরং সকলব্যাপারেই তিনি এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। একদা তিনি দিল্লীর বিখ্যাত আলেম ও তাঁর হাতে বায়'আতকারী মাওলানা আবদুল হাইকে বলেন "আমার মধ্যে সুন্নাতবিরোধী কিছু দেখলে আমাকে সাবধান করে দেবেন। তখন মাওলানা তাকে বলেন আপনার মধ্যে সুন্নাতবিরোধী কিছু দেখলে আব্দুল হাই আপনার সাথে থাকবেই বা কতক্ষণ?"[৩০]

দ্বিতীয়তঃ তিনি সুন্নাতে নববীর পুনর্জীবনদানের জন্য প্রয়াসী ছিলেন এবং যে কোন ত্যাগ ও কুরবাণীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আর সেকারণেই তিনি প্রচলিত তাকলীদী রেওয়াজকে অস্বীকার করে বলেন "নবুওতের রাস্তা সন্ধানী ব্যক্তির জন্য প্রথম যে বিষয়টি যরূরী, তা হ'ল বিশ্বাস, কর্ম, নৈতিকতা, কথাবার্তা, ইবাদাত প্রভৃতি সকল বিষয়ে শরীয়তের নিষেধ-সমূহ মেনে চলবে এবং কেতাব ও সুন্নাহ থেকে যাচাই-বাছাই করে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যদি নিজে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলেম হন তাহ'লে ভাল। নইলে মুহাদ্দিছ বিদ্বানদের নিকট থেকে জেনে নিবেন"।[৩১]

এখানে তাকলীদের নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুস্তানে প্রচলিত হানাফী মাযহাবের তাকলীদ করার জন্য তিনি মুরীদকে নির্দেশ দিচ্ছেন না। বরং আলেম হলে তিনি নিজেই কুরআন-হাদীছ যাচাই-বাছাই করবেন। না হ'লে কোন তাকলীদপন্থী আলেমকে জিজ্ঞেস না করে বরং মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের নিকট থেকে মাসআলা জেনে নেবার নির্দেশ দিচ্ছেন।

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

৩০. নাদবী, সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ পৃঃ ৩৬৭।

৩১. ছিরাতে মুস্তাকীম (উর্দূ) পৃঃ ২১৪।

এই সকল কারণে যদি তাঁকে কেউ মুকাল্লিদ না বলে মুহাম্মাদী বলেন এবং সাধারণ তরীকাসমূহের বাইরে তাঁর তরীকাকে 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' বলেন, তবে আক্ষরিক অর্থে তা অবশ্যই বলা যাবে। কিন্তু তাকে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া প্রভৃতি তরীকার ন্যায় নিয়মবদ্ধ কোন তরীকা হিসাবে গণ্য করা চলেনা। প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, সাইয়্যিদ আহমাদ নিজে কখনো নিজের সংস্কার আন্দোলনকে 'মুহাম্মাদী' আন্দোলন বলেন নি।[৩২] তবু তাঁর অনুসারী আহলেহাদীছগণ নিজেদেরকে তখন "মুহাম্মাদী" হিসাবেই পরিচয় দিতেন বা এখনও দিয়ে থাকেন এ অর্থে যে তাঁরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ ব্যতীত অন্য কারু কোন মত-এর অনুসরণ করেন না।

জনৈক ইংরেজ লেখকের মত অনুযায়ী "শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর অনুসারীগণ নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন। তিনি বলেন যে 'মুজাহেদীন জামা'আত দু'টি পরস্পর বিরোধী গ্রুপে বিভক্ত ছিল। একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী — যারা আহলেসুন্নাত-এর তরীকা অনুসরণ করতেন। অন্য গ্রুপটির নেতা ছিলেন মৌলবী ইসমাঈল। যিনি চার ইমামের তাকলীদ হ'তে মুক্ত ছিলেন এবং সরাসরি হাদীছকে দলীলের উৎস গণ্য করতেন। স্বয়ং সৈয়দ আহমাদ আমলের দিক দিয়ে হানাফী হ'লেও মৌলবী ইসমাঈলের উপর নেতৃত্ব করতেন, যিনি নিজেকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন।"[৩৩] বাংগালী গবেষক আবদুল মওদূদ তাঁর 'ওহাবী আন্দোলনের রূপরেখা' নামক নিবন্ধে বেলায়েত আলী সম্পর্কে বলেন — '১৮২০ সালে সৈয়দ আহমদের চারজন খাস খলীফার অন্যতম মওলবী বেলায়েত আলী বাংলাদেশে হিজরত করেন এবং জেহাদ আন্দোলনের বিশেষ অনুশাসন ও শিক্ষাগুলি বাংলাদেশে প্রয়োগ করতে জোর দেন। নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠশেষে প্রত্যেকবার উপরদিকে হাত তোলার ও উচ্চকন্ঠে 'আমীন' বলার বিধি তিনিই বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন। তাঁর শিক্ষার সারমর্ম ছিলো, কুরআনের পরেই হাদীছ মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয় ব্যবস্থাপত্র।'[৩৪]

---

৩২. HISTORY OF THE FARAIDI MOVEMENT P.41.

৩৩. তাহরীকে জিহাদ পৃঃ ৩২।

৩৪. আবদুল মওদূদ, ওহাবী আন্দোলন (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫), পৃঃ ১১২।

ছাদেকপুরী পরিবারের উপরে বিশেষভাবে লিখিত প্রতিপাদ্য গ্রন্থ তাযকেরায়ে ছাদেকাহ-তে মাওলানা আবদুর রহীম ছাদেকপুরী মাওলানা বেলায়েত আলীর মেজভাই ও পরবর্তী আমীরুল মুজাহেদীন মাওলানা এনায়েত আলী, যাকে মাওলানা বেলায়েত আলী বাংলাদেশ অঞ্চলে তাবলীগের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন —

"তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ ও ধৈর্য্যের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন। তিনি লাখো মানুষকে অন্ধকার গহ্বর হতে টেনে এনে হেদায়েতের আলোক-মশালের শ্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদেরকে কুরআন ও হাদীছের অনুসরনের প্রতি আগ্রহী করেছেন। তাঁর মাধ্যমে হেদায়তপ্রাপ্ত ও তাদের উত্তরাধিকারী সন্তান-সন্ততিগণ আজও বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে "মুহাম্মাদী" নামে পরিচিত।"[৩৫]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭/১৩৬৭ ১৮৬৮/১৯৪৮) ১৯১৩ সালে একবার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। তিনি বর্তমান পশ্চিম বাংলার দুমকা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি গ্রাম যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর ও বর্তমান বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলাধীন সূর্য্যনারায়নপুর প্রভৃতি গ্রাম সফর করেন। পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় 'আখবারে আহলেহাদীছ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেখানে একস্থানে তিনি বলেন ... "আমি এই সফরে কেবলি চিন্তা করেছি বাংলাদেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা এত বেশী কিভাবে হ'ল ও কার দ্বারা হ'ল। আমাকে বলা হ'ল যে, এসব মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর বরকতেই হয়েছে।"[৩৬]

বাংলাদেশে 'মুহাম্মাদী' বলতে সর্বদা আহলেহাদীছকেই বুঝানো হয়। যেমন 'আকীদায়ে মোহাম্মাদী বা মযহাবে আহলেহাদীছ' নামে বই প্রকাশ প্রভৃতি।

---

৩৫. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৩৭।

৩৬. সাপ্তাহিক আখবারে আহলেহাদীছ অমৃতসর ঃ ২৫শে এপ্রিল ১৯১৩।

৩৭. মাওলানা আহমাদ আলী (সাং বুলারাটি, পোঃ আলীপুর, সাতক্ষীরা) রচিত উক্ত পুস্তিকার নাম থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের প্রফেসর মঈনুদ্দীন আহমদ খান তাঁর পি,এইচ-ডি থিসিসে, - নাম ঃ HISTORY OF THE FARAIDI MOVEMENT P- 41.

একমে মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী যদি হানাফী মাযহাবের অনুসারী হ'তেন, তাহ'লে তাঁদের তাবলীগে লোকেরা কিভাবে হানাফী মাযহাব ছেড়ে মুহাম্মাদী বা আহলেহাদীছ হ'ল? একই জেহাদ আন্দোলনের শরীক মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (১২১৫-১২৯০/১৮০০-১৮৭৩) তাবলীগে বাংলাদেশের লোকেরা কেন তাহ'লে হানাফী মাযহাব ছেড়ে আহলেহাদীছ হ'ল না?

প্রকৃত কথা এই যে, বালাকোট-পূর্ববর্তী পাঁচবৎসর শিখবিরোধী জেহাদে আমীর সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের সঙ্গে আহলেহাদীছ হানাফী সকল দলের লোক যুক্ত ছিলেন। কিন্তু শাহ ইসমাঈলের বিরোধী আলেমদের প্ররোচনায় অনেকে জেহাদ থেকে সরে পড়েন। মৌলবী মাহবুব আলী দেহলভীর ন্যায় আলেম একদল মুজাহিদ নিয়ে দিল্লী থেকে সীমান্তের পাঞ্জতার মুজাহিদ ঘাটিতে পৌঁছে জিহাদে অংশগ্রহণ না করেই নিজের দল নিয়ে হিন্দুস্তান ফিরে আসেন। শুধু তাই নয় যাতে হিন্দুস্তান থেকে কোন লোকজন ও রসদপত্র সীমান্তে আর যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা করেন। পরে মাওলানা ইসহাক দেহলভী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুবের প্রচেষ্টায় পুনরায় লোক প্রেরণ শুরু হয়। মৌলবী মাহবুব ও তার দলবলের দ্বারা মুজাহিদবাহিনীর যে ক্ষতি হয়, মৌলবী জাফর থানেশ্বরী ও জীবনীকার মিরযা দেহলভীর ভাষায় ঐ ধরণের মারাত্মক ক্ষতি শিখ ও পাঠান দুররাণী বিশ্বাসঘাতকরাও করেনি।[৩৮] মৌলবী কেরামত আলী জৌনপুরীকে সাইয়িদ আহমাদ জৌনপুর এলাকায় তাবলীগের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।[৩৯] পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ অঞ্চলে চলে আসেন ও জেহাদবিরোধী মত প্রকাশ করতে থাকেন। এক সময় তিনি ইংরেজদের পক্ষে ফাৎওয়া দিয়ে বলেন যে, এখন জেহাদের প্রয়োজন নেই। বরং ওয়াহ্হাবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করা উচিত'। ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর কলকাতা মোহামেডান সোসাইটিতে বৃটিশ ভারতকে দারুল ইসলাম ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন— "২য় প্রশ্ন হচ্ছে "এদেশে জেহাদ করা আইনসম্মত কি-না?" প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সমাধান হ'য়ে গেছে। কারণ দারুল ইসলামে

---

৩৮. মিরযা হায়রাত দেহলভী, হায়াতে তাইয়্যিবা পৃঃ ৩২৬।

৩৯. মেহের, জামা'আতে মুজাহেদীন, পৃঃ ২৮৬।

জিহাদ কখনো আইনসংগত হ'তে পারেনা। এটা এত স্পষ্ট যে, এর সমর্থনে কোন যুক্তি-প্রমাণ বা প্রামাণ্য দলীল পেশ করার প্রয়োজন করে না। এখন কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি যদি হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের শাসক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে সে যুদ্ধকে 'বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করাই সঙ্গত হবে। মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং একই কারণে অনুরূপ যুদ্ধ বেআইনী হবে। অতএব কেউ যদি অনুরূপ যুদ্ধ শুরু করে, তবে মুসলমান প্রজারা তাদের শাসককে সাহায্য করতে এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ফৎওয়া-ই-আলমগীরীতে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪০]"

উইলিয়াম উইলসন হান্টার তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে কারামত আলীর উক্ত বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে সংখ্যাগুরু সুন্নী মযহাবের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয় মাওলানা জৌনপুরীর সমর্থনে প্রচারিত ফৎওয়াসমূহের সারাংশ "কলিকাতার মোহামেডান ল' সোসাইটির অধিবেশনের সারাংশ, ২৩শে নভেম্বর ১৮৭০" — এই শিরোণামে প্রকাশিত পুস্তিকাটি পড়ে দেখার জন্য সকল মুসলমানকে অনুরোধ করেছেন। শেষের দিকে খুশীতে গদগদ হ'য়ে তিনি বলে ফেলেছেন — 'এতে করে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আইন ও শাস্ত্রকারদের যেমন রাজানুগত্য প্রদর্শনের কাজে তেমনি রাজদ্রোহের প্রয়োজনেও সমান ব্যবহার করা যায়।' এই সময়ে শী'আ নেতারাও একইভাবে জেহাদবিরোধী ফাৎওয়া প্রচার করেন।[৪১]

শুধু হান্টার নন ভারতের ওয়াহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কে অন্যতম বিজ্ঞ ইংরেজ প্রতিবেদক জেম্স উকেন্লি মৌলবী কারামত আলী সম্পর্কে মন্তব্য করেন 'তিনি বৃটিশ সরকারের সাহায্যকারী এবং ওয়াহ্হাবীদের কট্টর বিরোধী ছিলেন।' মাসউদ আলম নদভী বলেন, 'আকীদা ও আমলের দিক হ'তে তিনি সাইয়িদ আহমদের প্রধান সহযোগীদের থেকে একেবারেই পৃথক ছিলেন।'[৪২] আবুল হাসান আলী নদভী বলেন 'সাইয়িদ সাহেবের সাধারণ সাথীদের থেকে তাঁর রংয়ে (চাল-চলনে) কিছুটা পার্থক্য ছিল।[৪৩]

---

৪০. তাহরীকে জিহাদ পৃঃ ৫৮, গৃহীত ঃ মুযাক্কারায়ে ইলমিয়াহ (নওকিশোর, ছাপা লাক্ষ্ণৌ) ১৮৭৬ সাল — পৃঃ ৯, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ অনুবাদঃ আনিসুজ্জামান, পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।

৪১. হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ অনুবাদ ঃ এম আনিসুজ্জামান (ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাবমহল ১৯৮২) পৃঃ ৯৯-১০৪।

৪২. তাহরীকে জিহাদ পৃঃ ৫৮।
আবুল হাসান আলী নাদভী, সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ "পৃঃ ৪৫৫।

অতঃপর মাওলানা আব্দুল হাই (মৃঃ ১২৪৩/১৮২৮) সম্পর্কে যেকথা বলা হয়েছে[৪৪] তা ঠিক নয়। তিনি কোন গ্রুপের নেতৃত্ব দেননি। বরং এক হিসাবে বলা চলে তিনি সক্রিয় জেহাদেই অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। প্রথম জীবনে তিনি মীরাটের ইংরেজ আদালতের মুফতী ছিলেন। পরে সাইয়্যিদ আহমদের নিকট বায়'আত হন। তিনিই প্রথমে বায়'আত নিয়ে পরে আল্লামা ইসমাঈলকে সৈয়দ আহমদের নিকট নিয়ে যান। মাওলানা আব্দুল হাই মাওলানা আব্দুল আযীযের জামাতা ছিলেন। তিনি সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে হজের সফরে গিয়ে ইয়ামনে যান এবং খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান কাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫)-এর নিকট হতে হাদীছ-এর সনদ লাভ করেন। শওকানীর 'মউযু'আত' তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানে নিয়ে আসেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে শাহ ইসমাঈলের ন্যায় তিনিও সোচ্চার ছিলেন। হানাফী ফিক্‌হে খুবই পারদর্শী ছিলেন। হজের সময়ে ছিরাতে মুস্তাকীম-এর আরবী অনুবাদ তিনিই করেন।[৪৫]

তিনি স্বল্পভাষী, লজ্জাশীল ও শান্ত মেযাজের মানুষ ছিলেন। জেহাদের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদের সঙ্গে রায়বেরেলী হ'তে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে টোংকের ট্রেনিং কেন্দ্রে প্রশিক্ষক হিসাবে তাঁকে পাঁচমাস অবস্থান করতে হয়। এরপর সৈয়দ আহমদের চিঠি পেয়ে তিনি সীমান্তে রওয়ানা হন এবং ১২৪১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের শেষদিকে মোতাবেক ১৮২৭ সালে মে মাসের শেষদিকে তিনি সীমান্তের পাঞ্জতার ঘাঁটিতে পৌঁছেন। কয়েকমাসব্যাপি সফরের কষ্ট রোগজীর্ণ শরীর ও বার্ধক্যভারে অবনমিত দেহ নিয়ে তিনি ঘাঁটিতে পৌঁছলেন বটে কিন্তু পুরাতন অর্শরোগ ভীষ ভাবে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ৮ই শা'বান ১২৪৩ হিজরী মোতাবেক ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮২৮ দিবাগত রাতে তিনি ঘাঁটিতেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইসমাঈল ও তাঁর সহযোগীরা তাঁর মরদেহ গোসল করান ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন।[৪৬]

---

৪৪. তাহরীকে জিহাদ পৃঃ ৩২, গৃহীত "মুসলমানুঁ কা রওশন মুস্তাকবাল" পৃঃ ১০৪।

৪৫. আলী নাদবী, সীরাতে সাইয়্যিদ আহমাদ, পৃঃ ৩৭১।

৪৬. মেহের, জামা'আতে মুজাহেদীন, পৃঃ ১০৯-১১৬।

শায়খুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাইয়ের উক্ত জীবনী সামনে রাখলেই ইংরেজ প্রতিবেদকের রিপোর্ট একটি নিছক কল্পনা বলেই মনে হয়। প্রকৃত অর্থে মুজাহিদগণের মধ্যে গ্রুপিং ও দলাদলি ছিলনা। তাঁরা সকলেই ছিলেন জেহাদ ও শাহাদাতের জন্য পাগল ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল নিঃস্বার্থ মুত্তাকী মুসলমান। তবে একথা সত্য যে, শহীদায়েনের শিক্ষার বদৌলতে মুজাহিদগণের মধ্যে তাকলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়েছিল এবং তাঁরা কুরআন ও হাদীছের নির্দেশকে অন্য সবকিছুর উপরে স্থান দিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। আর একারণেই জেহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বালাকোটের পরে জেহাদের নেতৃত্ব পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে আসে, যারা আহলেহাদীছ ছিলেন। আমীর বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর ইন্তেকালের পর তাঁদেরই অনুসারী আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে শতাধিক বর্ষ ব্যাপি জেহাদ চালু থাকে। মাওলানা আব্দুস সামী[৪৭] আজও 'আমীরুল মুজাহেদীন' হিসাবে পাটনার দারুল ইমারত[৪৮] সামলে আছেন। পাকিস্তানের পেশোয়ারকে কেন্দ্র করে মুজাহিদনেতা মাওলানা জামীলুর রহমানের নেতৃত্বে আহলেহাদীছ মুজাহিদগণ আজও রাশিয়ান ও আফগান ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদে লিপ্ত আছেন।[৪৯] আফগানিস্তানের সুশাসিত 'নুরিস্তান' এলাকা আহলেহাদীছদের স্বাধীন রাজনৈতিক পরিচয় ঘোষণা করছে।[৫০] মাসঊদ আলম নাদভীর হিসাবে ১৮৩১ হ'তে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত

---

৪৭. আবদুসসামী' বিন আবদুল খবীর বিন আবদুল হাকীম বিন আহমাদুল্লাহ (জন্ম: ১২২৩/১৮০৮ খৃঃ, আন্দামানের ১ম মুজাহিদ কয়েদী ও ২য় শহীদ, ১২৯৮ হিঃ, ২২শে নভেম্বর ১৮৮১) ইবনে ইলাহী বখশ মুনীরী, অতঃপর ছাদেকপুরী (রহঃ)-কাইয়ুম খিযির, 'ছাদিকপুর-পাটনা, কুরবানগাহে আযাদীয়ে ওয়াতন (পাটনা: বিহার লিথো প্রেস ১৯৭৯) পৃঃ ৩৫-৩৬, তাযকেরায়ে ছাদেকাহ (পাটনা: মাতবা'আ উছমানী ১৩১৯/১৯০১) পৃঃ ৪২-৪৩।

৪৮. ঠিকানা: 'ইমারতে আহলেহাদীছ' ছাদিকপুর, পাটনা-৭, বিহার, ভারত।

৪৯. আফগানিস্তান হ'তে রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহার করার পর কুনাড় প্রদেশ মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সেখানে সকল আফগান মুজাহিদ গ্রুপের নির্বাচনে আহলেহাদীছ মুজাহিদগণের নেতা শায়খ জামীলুর রহমান প্রথম স্বাধীন ইসলামী হুকুমতের 'আমীর' নির্বাচিত হন। কিন্তু প্রায় দেড় বছর পরে 'হিযবে ইসলামী' হিকমতিয়ার গ্রুপের নেতৃত্বে বাকী ৭টি মুজাহিদ গ্রুপ একত্রিত হয়ে গত ২২শে আগষ্ট '৯১-তে অতর্কিতে দারুল ইমারত আসআদাবাদ হামলা ও বহু লোককে হতাহত করে। অতঃপর ৩০শে আগষ্ট '৯১-তে বাজোড় নামক স্থানে আমীর মাওলানা জামীলুর রহমান আততায়ীর হস্তে শহীদ হন। - লাহোর: সাপ্তাহিক আল-ইতিছাম ৪৩ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ১৫ নভেম্বর ১৯৯১।

৫০. আফগানিস্তানের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত কুনাড় ও লাগমান প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল আয়তন ও দেড় লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই এলাকা গঠিত। এখানকার মুসলমানেরা নিজেদেরকে কুরায়েশ বংশীয় বলে দাবী করেন। প্রায় সকলেই আহলেহাদীছ। আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আফযাল-এর নেতৃত্বে এখানে ১৯৭৮ হতে স্বাধীন ইসলামী হুকুমত চালু আছে। - আবদুর রহমান কীলানী, সারগুযাশ্তে নুরিস্তান (লাহোর: সেভেন ব্রাদার্স প্রেস ১৯৮৬) পৃঃ ৩৭-৪১।

শুধু নয় বরং আজও পর্যন্ত আহলেহাদীছগণ ভারত উপমহাদেশের সকল প্রান্তে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে যেমন আপোষহীন জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিদ'আতপন্থী ও স্বার্থপর আলেমদের বিরোধিতার সম্মুখীন যেমন ইতিপূর্বে ইসমাঈল শহীদকে হ'তে হয়েছে, তাদেরকেও তেমনি আজও ঐসব আলেমদের ও তাদের সহযোগীদের বিভিন্নমুখী অপতৎপরতার মুকাবিলা করতে হচ্ছে। ইংরেজ আমলের ন্যায় আজও আহলেহাদীছগণকে 'ওয়াহ্হাবী' বলে দুর্নাম করা হয়ে থাকে।[৫১]

বালাকোট পরবর্তী জেহাদ আন্দোলন মূলতঃ আহলেহাদীছদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে এবং ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০) নিজের প্রচেষ্টায় ওয়াহ্হাবী ও আহলেহাদীছ এক নয় সেকথা বৃটিশ সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি সাধারণ নিরীহ আহলেহাদীছদেরকে ইংরেজের জেল-যুলম হ'তে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য সমস্ত আহলেহাদীছদেরকে ইংরেজের অনুগত প্রমাণ করার যে ব্যর্থ চেষ্টা কোন কোন মহল থেকে লক্ষ্য করা গেছে, তা কোনক্রমেই ঠিক নয়। মাওলানা বাটালভী ব্যতীত সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের কোন উল্লেখযোগ্য আহলেহাদীছ আলেম উক্ত ভূমিকা সমর্থন করেননি। গাযনবী, নাঙ্কবী ছাদিকপুরী, রহীমাবাদী বা কাছুরী পরিবারের কোন আলেম বা বাংলাদেশী কোন মুজাহিদ ও নেতা কখনই মাওলানা বাটালভীর উক্ত আপোষমুখী ভূমিকা সমর্থন করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আব্দুল মওদূদ বলেন, "কালক্রমে বাঙালী জেহাদীরা আহলেহাদীস, লা-মযহাবী, মওয়াহেদ, মুহম্মদী, গায়ের মুকাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল। .... শিখ ও ইংরেজদের

---

৫১. ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM (London : Leiden, Brill 1960) P.259.

বিরুদ্ধে জেহাদ লড়তে বাঙালী মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অগণিত অর্থ ও সৈন্য পাঠিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালনে তৎপর হয়েছে । সেকালীন বাংলাদেশের প্রত্যেক শহরে তাদের অর্থ ও সৈন্যসংগ্রহের ঘাঁটি ছিল এবং কর্তৃপক্ষের নযর এড়িয়ে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে যুদ্ধের এ দু'টি অতি প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহকারীদের মধ্যে মালদহের রফিক মিয়া ও তাঁর পুত্র আমীরুদ্দীনের নাম ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছে ।[৫২]

তিনি আরও বলেন 'সমুদ্যত অস্ত্র ও আইনের শৃংখল পর্যাপ্ত না হওয়ায় দেশপ্রসিদ্ধ আলেমদের, এমনকি মক্কা শরীফের চার মযহাবের প্রধান মুফতীদের ফতোয়া প্রচারেরও দরকার হয়েছিল ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমানদের ধর্মবুদ্ধিকে প্রভাবিত করবার জন্য। বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসনাধিকারে চলে গেলেও এদেশটাকে 'দারুল ইসলাম' হিসাবে মেনে নিয়ে এখানে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে বসবাস করতে ধর্মীয় অনুমোদনও এসব ফতোয়ার দ্বারা লাভ করা হয়েছিল ।[৫৩]

তিনি বলেন, 'এ জেহাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর মুসলমান, এবং একে সংগঠ ও পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল এযুগের ধিকৃত ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ।[৫৪]

বর্ণিত সেই আলেম সমাজ ছিলেন বাংলা, বিহার ও সীমান্তে যুদ্ধের ময়দানে বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও তাঁদের অনুসারী অধিকাংশ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম। খানকাহ, দরগাহ ও আস্তানার নিরুপদ্রব কক্ষগুলির আরাম-আয়েশ যাদেরকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি । তীজাঁ, দসওয়াঁ, কুলখানি, চেহলাম, ওরস ও সামা, মীলাদ, ইছালেছওয়াব ও শবেবরাতের আলোকসজ্জা ও হালুয়া-রুটির লোভনীয় আকর্ষণ যাদেরকে বেঁধে রাখতে পারেনি । সবকিছুর

---

৫২. আব্দুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ১০০ ।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১ ।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১ ।

উর্ধে ইসলামের ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার জন্য নিরলস দাওয়াত ও তাবলীগ এবং লোক ও রসদ প্রেরণের সাথে সাথে অস্ত্র হাতে নিয়ে জীবনকে বাজি রেখে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়াবন্ধন ছিন্ন করে দোর্দন্ডপ্রতাপ বৃটিশসিংহকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে সীমান্তের পাঞ্জতার, সিত্তানা, মুলকা আসমাসু ও চামারকান্দের মুজাহিদ ঘাঁটিগুলিতে চলে গিয়েছিলেন যারা জনমের মত হিজরত, জিহাদ ও শাহাদাতের অমীয়সুধা পানের উদগ্র বাসনা নিয়ে। আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা বেলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী প্রমুখ আহ্‌লেহাদীছ নেতৃবৃন্দ সে যুগেও যেমন একশ্রেণীর আলেম ও তাদের অনুসারীদের নিকট ধিকৃত ছিলেন। এযুগের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও তেমনি একশ্রেণীর উলামার নিকটে ধিকৃত হয়েই আছেন।

ডঃ কেয়ামুদ্দীন আহমদ বলেন, 'একদিকে সীমান্ত এলাকা, অন্যদিকে বিহার ও বাংলা এলাকা — এ দু'টি ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু (Two pivots), যাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে।" সীমান্ত ছিল যুদ্ধস্থল কিন্তু বিহার (পাটনা) ও বাংলা এলাকা ছিল মুজাহিদ ও রসদ প্রেরণের কেন্দ্রস্থল — যা হ'ল জেহাদের মূল হাতিয়ার। বর্তমানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সীমান্ত এলাকা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে, সমগ্র বিহার ও বাংলা এলাকার পশ্চিমাংশ ভারতে এবং বাংলার পূর্বাংশ স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখন্ডে অবস্থিত। অন্যান্য সকল অঞ্চলে আহলেহাদীছ-এর বসবাস থাকলেও বালাকোট পরবর্তী শতবর্ষব্যাপি জেহাদ আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি এলাকা হওয়ার কারণে বিহার, পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা উপমহাদেশের অন্য সকল এলাকার তুলনায় আজও বেশী। এটা যে জেহাদ আন্দোলনেরই বাস্তব ফল, তা বলা যেতে পারে।

---

৫৫. Qeyamuddin Ahmed, THE WAHABI MOVEMENT (Calcutta : Firma K.L.Mukhapadhya 1st Ed.) P.P. 225 - 226.

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় - খ

জেহাদ আন্দোলন (২য় পর্যায়)
আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও পরবর্তী যুগ (১২৪৬-১৩৭০/১৮৩১-১৯৫১)

১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার বালাকোট বিপর্যয়ের পর বেঁচে যাওয়া প্রায় ৭০০ শো গাযী পার্শ্ববর্তী বানস্রীর এলাকার সর্দার বাহরাম খানের বাড়ীতে সমবেত হয়ে শায়খ অলি মুহাম্মাদ ফলতীকে ৮ই মে তারিখে নতুন 'আমীর' নির্বাচন করেন ও সকলে তাঁর হাতে বায়'আত করেন।[১] এই সময় মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ) সৈয়দ আহমদের নির্দেশক্রমে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদকে কেন্দ্র করে[২] এবং মাওলানা এনায়েত আলী (১২০৭-৭৪/১৭৯২-১৮৫৮ খৃঃ) বাংলাদেশের হাকিমপুরকে[৩] (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত) কেন্দ্র করে জিহাদ সংগঠনে ব্যস্ত ছিলেন। অতঃপর ১৮৪৩ সালে মাওলানা এনায়েত আলী প্রথম 'আমীর' নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত পরপর পাঁচজন 'আমীর' নিযুক্ত হন।[৪] এই সময় উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে সিত্তানা মূল মুজাহিদ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[৫]

মাওলানা এনায়েত আলীর ১ম ইমারত (১২৫৯-৬২/১৮৪৩-৪৬ খৃঃ) : ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পরে শিখদের গৃহদ্বন্দ্বের সুযোগে হাযারা ও কাগান এলাকার পাঠান সর্দারগণ স্বাধীনতা ঘোষনা করেন এবং মাওলানা বেলায়েত আলীকে

---

১. গোলাম রসুল মেহের, সারগুযাস্তে মুজাহেদীন (লাহোর : গোলাম আলী এন্ড সন্স, সালবিহীন) পৃঃ ২৬-২৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮, মাসউদ আলম নাদবী, হিন্দুস্তান কি পহেলী ইসলামী তাহরীক (দিল্লী : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী ২য় প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮১) পৃঃ ৪৯-৫০; নাদবী বলেন, এই সময় তিনি দিল্লীর আশপাশে ছিলেন। — ঐ

৪. অলি মুহাম্মাদ ফলতী (২) নাছীরুদ্দীন মঙ্গলোরী (৩) আওলাদ আলী আযীমাবাদী (৪) সৈয়দ নাছীরুদ্দীন দেহলভী (৫) সৈয়দ আবদুর রহীম সুরতী আফগানী। — সারগুযাস্ত, পৃঃ ১১৬, ১১৩, ১৯৫, ১৯৯।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।

ইমারত গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান ।[৬] মাওলানা তাঁর খলীফা ও মেজভাই এনায়েত আলীকে বাংলাদেশ হ'তে সীমান্তে যাওয়ার নির্দেশ দেন । এনায়েত আলী সেখান থেকে দু'হাজার মুজাহিদ নিয়ে প্রথমে পাটনা কেন্দ্রে পরে সীমান্তে রওয়ানা হন এবং ১৮৪৩ সালে কাগান (বালাকোট) পৌঁছে গেলে[৭] সকলে তাঁর নিকটে 'আমীরে জিহাদ' হিসাবে বায়'আত করেন ।

আমীর হওয়ার পর ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শিখদের উৎখাত করে তিনি বালাকোট জয় করেন ।[৮] অতঃপর ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে শিখদের মযবুত কেল্লা কতহ্গড় জয় করে তার নাম 'ইসলামগড়' রাখেন ও তাকে রাজধানী করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন,[৯] যার সীমানা নওশেরা হ'তে সিকান্দারপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।[১০]

১- বেলায়েত আলীর ইমারত (১২৬২-১২৬৯/১৮৪৬-১৮৫২ খৃঃ) :

ইসলামগড়ে স্বাধীন ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর বড় ভাই মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-১২৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ)-কে আমন্ত্রণ করে ১৮৪৬ সালের ১৬ই অক্টোবর জুম'আর পূর্বে মেজভাই মাওলানা এনায়েত আলী স্বীয় ইমারতের গুরুদায়িত্ব বড়ভাইকে অর্পণ করেন ।[১১]

বেলায়েত আলী আমীর হওয়ার তিন মাস পরেই কাশ্মীরের গোলাব সিং ডোগরা ও শিখদের এক বিরাট বাহিনীর সাথে 'দুররা দুব' নামক স্থানে প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় । কিন্তু পাঠান সর্দারগণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই যুদ্ধে মুজাহিদগণের সাময়িক বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয় ।[১২] এইভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি

---

৬. সারগুযাস্ত, পৃঃ ২৩৩ ।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২২-২২৩ ।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪ ।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬ ।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪ ।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪২ ।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭,২৪৪, ২৪৩ ।

ঘটে। মাওলানা আওলাদ আলী আযীমাবাদী কিছু সংখ্যক মুজাহিদকে নিয়ে সিত্তানা ঘাঁটিতে ফিরে যেতে সক্ষম হ'লেও বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী গ্রেফতার হয়ে ইংরেজের সরকারী ছত্রছায়ায় প্রথমে লাহোরে ও পরে আযীমাবাদ প্রেরিত হন ও সেখানে মুচলেকার বিনিময়ে দু'ভাইকে নযরবন্দী রাখা হয়।[১৩] মেয়াদশেষে পুনরায় দু'ভাই ১৮৫১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সিত্তানার ঘাঁটিতে পৌঁছে যান[১৪] ও সেখানেই ১৮৫২ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বেলায়েত আলীর মৃত্যু হয় ও ঘাঁটির কবরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৫]

মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী (রহঃ)
(১২০৫-১২৬৯/১৭৯০-১৮৫২ খৃঃ)

বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনা শহরের আযীমাবাদ ছাদিকপুর মহল্লায় মাওলানা বেলায়েত আলী জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর বংশধর হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মাওলানা বেলায়েত আলীর ৩৩ তম উর্ধতন পুরুষ ছিলেন। সেজন্য তাঁর বংশকে হাশেমী বা যুবায়রী বংশ বলা হয়ে থাকে। বিহারের খ্যাতনামা অলি ও মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২/১২৬৫-১৩৮০) তাঁর ষোড়শতম দাদা ছিলেন।[১৬]

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৮।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৩।

১৬. মৌলবী আব্দুর রহীম যুবায়রী, তাযকেরায়ে ছাদেকাহ (মাতবা'আ উছমানী, স্থানের নাম উল্লেখ নেই, ১৩১৯/১৯০১ খৃঃ) পৃঃ ৮-৯।

পিতা মৌলবী ফাতহ্ আলীর ছয় ছেলের মধ্যে তিনিই ছিলেন বড়। দ্বিতীয়জন মাওলানা এনায়েত আলী, তৃতীয়জন মৌলবী তালেব আলী ও ষষ্ঠজন মাওলানা কারহাত হুসাইন জেহাদে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ৪র্থ ও ৫ম যথাক্রমে মাহদী হুসাইন ও ইবরাহীম হুসাইন শিশু অবস্থায় মারা যান। পিতার বড় ছেলে হওয়ার কারণে তাঁকে সবাই 'বড় হযরত' (بڑے حضرت) বলে ডাকত।[১৭]

মাওলানা বেলায়েত আলীর পারিবারিক জীবন ছিল প্রাচুর্যে ভরা। তাঁর নানা রফীউদ্দীন হুসায়েন খান মুর্শিদাবাদের নবাবের পক্ষ হতে বিহারের নায়েম সুবাদার ও মশহুর সর্দার ছিলেন।[১৮] নানার আদরে লালিত বেলায়েত আলী ছোটবেলায় নানার মতই দামী ও আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে থাকতেন। লাক্ষ্ণৌয়ে পাঠাভ্যাসকালে তিনি স্বীয় উস্তাদ মৌলবী আশরাফসহ আমীরুল মুমেনীন সৈয়দ আহমদ-এর হাতে বায়'আত হন। এই বায়'আত তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়।[১৯] তিনি লেখাপড়া ত্যাগ করে ১৯/২০ বছর বয়সে সৈয়দ আহমদের সঙ্গে রায়বেরেলী চলে যান। তাঁকে আল্লামা শাহ ইসমাঈলের জামা'আতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। শাহ ইসমাঈলের নিকটে তিনি কিছু লেখাপড়াও শিখেন। ইতিপূর্বে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু ঘর ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় জেহাদে বের হ'য়ে যেতে তাঁর একটুও বাঁধেনি। ইবাদত ও লেখাপড়ার সময়টুকু ছাড়া বাকী সমস্ত সময়টা তিনি সাথী মুজাহিদগণের খিদমতে কাটিয়ে দিতেন। জংগলে গিয়ে কাঠ কেটে আনতেন। নিজের হাতে রান্না করতেন। এমন কোন মামুলী কাজ ছিলনা যা তিনি করতেন না।[২০]

মাওলানা বেলায়েত আলীর পিতা যখন জানতে পারলেন যে, তিনি রায়বেরেলী চলে গিয়েছেন, তখন বাড়ীর একজন কর্মচারীর মাধ্যমে তিনি ছেলের জন্য কিছু নগদ টাকা ও কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দিলেন। ঐসময় সৈয়দ আহমদ মেহমানদের জন্য মুজাহিদগণের

---

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২-৯৩।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।

সাহায্যে একটি ঘর তৈরী করছিলেন। সৈয়দ আহমদ নিজেও কাজ করছিলেন এবং বিভিন্নজনকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঘরের কাদামাটি তৈরীর দলে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী। কর্মচারীটি যখন সেখানে পৌছল, তখন কাদা-মাটি মেখে কালো তহবন্দ পরা মাওলানা ছাহেবকে সে চিনতে পারলোনা। মাওলানা তাঁর আব্বার পাঠানো টাকা-পয়সা ও কাপড়-চোপড় তখনই গিয়ে আমীর সৈয়দ আহমদের হাওয়ালা করেন। তিন চারদিন অপেক্ষা করেও যখন দেখা গেল যে তিনি সেইসব উত্তম পোষাক পরলেন না বরং একই ময়লা তহবন্দ পরে রইলেন তখন কর্মচারীটি হতবাক হয়ে দুঃখিত মনে পাটনা ফিরে গেল।[২১]

রায়বেরেলীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাওলানা বেলায়েত আলী দেশে ফিরলেন। কিন্তু তখন তিনি সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হয়েছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করতে থাকলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় তাঁর পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য জেহাদ আন্দোলনে যোগ দেন। পাটনায় অবস্থানকালে তিনি প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নিজ বাড়ীর আংগিনায় ওয়ায করতেন যেখানে একপাশে পাঁচ-ছয়শো মহিলা ও অন্যপাশে পাঁচ-ছয় হাজার পুরুষ জমা হ'তেন। তাঁর ওয়াযে এমন একটা প্রভাব ছিল যে, যেই শুনত সেই-ই মুগ্ধ হ'ত।[২২]

আযীমাবাদ অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছের দারস দিতেন। কুরআন মজীদ ও 'বুলুগুল মারাম' হাদীছ গ্রন্থের শাব্দিক তরজমা সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে নিরক্ষর ব্যক্তিও ছালাতে নিজের পঠিত সূরা ও দু'আসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। তিনি ঘরে বসেই তাবলীগী দায়িত্ব শেষ করেননি বরং স্বীয় উস্তাদ শাহ ইসমাঈল শহীদ (রেহঃ)-এর ন্যায় বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠানসমূহে গিয়ে তিনি লোকদেরকে দীনের পথে দাওয়াত দিতেন। মাঠে গিয়ে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষকদেরকে ওয়ায শুনাতেন। কোন স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হ'লে গ্রামে-গ্রামে তাবলীগ করে সেখানে পৌঁছতে তার কয়েকমাস সময় লেগে যেত।[২৩]

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

২৩. মেহের, সারগুযাস্তে মুজাহেদীন পৃঃ ২১৬; আলী নদভী, সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ পৃঃ ৪১৭।

মাওলানা বেলায়েত আলী তাঁর চারপাশে সর্বদা সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন দেখতে চাইতেন এবং যাবতীয় বিদ'আত দূরীকরণের চেষ্টায় রত থাকতেন। তাঁর মুরীদান ও আশপাশের সমস্ত লোক কেতাব ও সুন্নাতের পাবন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিধবা বিবাহ যা সে সময়ে খুবই নিন্দনীয় ও লজ্জাস্কর কাজ বলে বিবেচিত হ'ত, তিনি তা নিজের পরিবার থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। একজন স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা ভদ্র ঘরে খুবই নিন্দনীয় ছিল। তিনি এই রেওয়াজও ভেঙ্গে দেন। বিবাহে ধুম-ধাম করা একটি আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তিনি এই নিয়ম বাতিল করে দেন। নিজের দুই ছেলে আবদুল্লাহ ও হেদায়েতুল্লাহ্‌র বিয়ে ছোট ভাই কারহাত হুসাইনের দুই মেয়ের সঙ্গে দেন তাদের পুরানো তালি দেওয়া পোষাক পরিয়ে। বর-কণেদেরকে একজোড়া করে নতুন কাপড়ও তিনি কিনে দেননি। জনৈক মুরীদ আবদুল গণীকে এক বিধবার সঙ্গে বিবাহ দেন মোহর হিসাবে প্রেক্ষ কুরআন শিখানোর বিনিময়ে। অথচ সেইযুগে উচ্চ মোহরাণা উচ্চ বংশের নমুনা হিসাবে পরিগণিত হ'ত। নিজের সমস্ত আয় তিনি বায়তুল মালে জমা করে সেখান থেকে প্রয়োজনমত নিতেন। বাকী সবই দ্বীনের পথে ব্যয় করে দিতেন।[২৪]

মৌখিক তাবলীগের সাথে সাথে তিনি শাহ ইসমাঈল-এর কেতাবসমূহ ছাপিয়ে বিলি করারও ব্যবস্থা নেন। লাক্ষ্ণৌতে ছাপাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি বাংগালী শিষ্য ও খলীফা মৌলবী বদীউয্যামান বর্ধমানীকে এই কাজের দায়িত্ব দেন এবং তাঁকে কলিকাতা মিছরীগঞ্জের আহলেহাদীছ মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি দশহাযার টাকা ব্যয়ে একটি প্রেস খরিদ করেন এবং অধিকাংশ দীনী কেতাব সেখান থেকে ছেপে বিলি করেন যার মধ্য শাহ আবদুল কাদের (রহঃ)-এর তরজমা কুরআন শরীফও ছিল।[২৫]

জেহাদে গমনের উদ্দেশ্যেই মাওলানা বেলায়েত আলী আমীর সৈয়দ আহমদের সঙ্গে সীমান্তে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু সৈয়দ ছাহেব তাঁকে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে সোয়াত থেকে হিন্দুস্তান ফেরত পাঠান এবং বলেন যে, আমি আপনাকে বীজ হিসাবে হিন্দুস্তানে পাঠাচ্ছি। অর্থাৎ আপনার মাধ্যমে হাজারো গাছের জন্ম হবে।[২৬] হায়দারাবাদে (দাক্ষিণাত্য)

---

২৪. নদবী, সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ পৃঃ ৪১৮, তাযকেরায়ে ছাদিকাহ পৃঃ ১০১-১০২।

২৫. সারগুযাস্ত, পৃঃ ২১৭-২১৮।

২৬. আলী নদবী, সীরাতে সাইয়্যিদ পৃঃ ৪১৬।

দীর্ঘ চার বছর যাবত তিনি দাওয়াতী কাজে ব্যাপৃত থাকেন। বালাকোটের শাহাদাতের সময় তিনি হায়দরাবাদে ও মাওঃ মুহাম্মদ আলী রামপুরী মাদ্রাজে দায়িত্ব পালন করছিলেন। একই সময়ে বেলায়েত আলী তার পিতার ইন্তেকালের খবর পেয়ে পাটনা ফিরে আসেন। বালাকোটের বিপর্যয়ের খবর কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি পুনরায় জেহাদ সংগঠনের উদ্দেশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পুরোদমে শুরু করে দেন। সুষ্ঠুংখলভাবে দাওয়াতী কাজ চালু করার জন্য তিনি কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খলীফাকে বিশেষ এলাকার জন্য নিযুক্ত করেন যাঁদের প্রধান কাজ ছিল শিরক-বিদ'আত দূরীকরণ, আকীদা সংশোধন এবং জেহাদ-এর ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার সাথে সাথে জেহাদ সংগঠণ-এর জন্য লোক ও রসদ সংগ্রহ। মাওলানা বেলায়েত আলীর খলীফাগণ নিম্নোক্ত এলাকাসমূহে উক্ত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন।[২৭]

১।	শাহ মুহাম্মাদ হুসাইন	ছাপরা, মুযাফ্ফরপুর, তিরহাট ও পাটনার পার্শ্ববর্তী এলাকা।
২।	মাওলানা এনায়েত আলী	বাংলা এলাকা।
৩।	মওলবী যয়নুল আবেদীন হায়দরাবাদী	এলাহাবাদ ও উড়িষ্যা এলাকা
৪।	মওলবী মুহাম্মাদ আববাস হায়দরাবাদী	

এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকেও গ্রাম-গঞ্জে তাবলীগে প্রেরণ করেন।[২৮]

লেখনী ঃ

সর্বদা দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদ সংগঠণে ব্যস্ততার মধ্যেও মাওলানা বেলায়েত আলী উর্দু, ফারসী ও আরবী ভাষায় সাতটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যেমন — ১-রাদ্দু শিরক বা শিরকের প্রতিবাদ (ফারসী), ২-আমল বিল হাদীছ বা হাদীছ অনুযায়ী

---

২৭. তাযকেরায়ে ছাদেকাহ পৃঃ ৯৮।

২৮. নাদবী, সীরাতে সাইয়্যিদ, পৃঃ ৪১৭।

আমল (ফারসী), ৩-আরবাঈন ফিল মাহ্‌দিইঈন - মাহ্‌দী সম্পর্কে ৪০টি হাদীছ (আরবী), ৪-রিসালা-ই-দা'ওয়াত - তাবলীগ পুস্তিকা (উর্দু), ৫-তায়সীরুছ ছালাত - সহজ ছালাত শিক্ষা (উর্দু) ৬-'শাজারাহ'- স্বীয় বংশ তালিকা (উর্দু), ৭-তিব্‌ইয়ানুশ শিরক — শিরকের বর্ণনা (উর্দু)। জীবনীকার মাওলানা আবদুর রহীম 'রাসায়েলে তিস'আর মধ্যে যুক্তভাবে এগুলি প্রকাশ করেন।[২৯]

আহলেহাদীছ আন্দোলনে বেলায়েত আলীর অবদান

মাওলানা বেলায়েত আলী জামা'আতে মুজাহেদীনের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। সৈয়দ আহমদের জীবদ্দশায় তিনি যেমন শাহ ইসমাঈলের জামা'আতে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হ'তেন। সাইয়িদ শহীদ ও শাহ শহীদের পরে বেলায়েত আলীই ছিলেন জামা'আতে মুজাহেদীনের সর্বসম্মত নেতা।[৩০] তিনি ও তাঁর পরিবারের প্রধান লক্ষ্য ছিল জেহাদ,-যার মাধ্যমে তাঁরা নাছারা অধিকৃত হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলামে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্যেই তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত এরূপ লোক বাছাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন ও হাদীছের অনুসরন করতে গিয়েই তাঁরা ইসলামের নামে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতসমূহের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা এদেশের প্রচলিত মযহাবী অনুসরণ থেকে বিরত থেকে 'আহলেহাদীছ' আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

---

২৯. মাওলানা আবদুর রহীম হাশেমী, মাজমু'আ রাসায়েলে তিস'আ (দিল্লী : মাতবা'আ ফারুকী, সালবিহীন)।

৩০. সারগুযাস্ত, পৃঃ ২১৩, আলী নদবী, সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ, পৃঃ ৪১৫।

বাংলা ও বিহারের যেসব এলাকা তাঁদের প্রভাবাধীন ছিল, সেই সব এলাকার অধিকাংশ মুসলিম অধিবাসী আজও 'আহলেহাদীছ' হিসাবে বসবাস করছেন। ছাদিকপুরী পরিবারের জীবনী 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ'-তে তাঁদেরকে حنفی مع القول بالترجیح অর্থাৎ ইমামের কথার উপরে হাদীছের নির্দেশকে অগ্রাধিকার দানকারী হানাফী' বলে যে আখ্যা প্রদান করা হয়েছে[৩১] তা মূলতঃ আহলেহাদীছ তরীকারই বক্তব্য। এক্ষনে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখব।

মাওলানা বেলায়েত আলীর মাসলাক

মাওলানা ও ছাদিকপুরী পরিবারের জীবনীকার মাওলানা আব্দুর রহীম (১২৫২-১৩৪১ হিঃ) বিন কারহাত হুসাইন (মৃঃ ১২৭৪ হিঃ) স্বীয় চাচা মাওলানা বেলায়েত আলীর মাসলাক সম্পর্কে বলেন, "রায়বেরেলীতে অবস্থানকালে তিনি আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈলের জামা'আতে ভর্তি ছিলেন। তিনি বেলায়েত আলীকে হাদীছ পড়াতেন। শুধু তাই নয় আল্লামা শহীদ তাঁকে তাঁর জামা'আতের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন।"[৩২]

আল্লামা ইসমাঈল-এর শিক্ষা, সংসর্গ ও প্রশিক্ষণের ফলে তাঁর মধ্য থেকে তাকলীদী গোঁড়ামী দূর হয়ে যায় এবং সরাসরি সুন্নতের উপরে আমলের জায্বা সৃষ্টি হয়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় "তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ওয়ায ও নছীহতের ফলে হিন্দুস্তানে 'আমল বিল হাদীছে'র চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং তাকলীদ ও গোঁড়ামীর ভিত্ কমযোর ও দুর্বল হ'য়ে যায়।"[৩৩]

---

৩১. মাসঊদ আলম নদভী, ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী আওর উনকে আফকার পর এক নযর (লাহোর: দার সালাফিইয়াহ, ১৪০৬/১৯৮৫) পৃঃ ৯৮।

৩২. ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাহরীকে জিহাদ পৃঃ ২২, গৃহীত তাযকেরায়ে ছাদেকাহ, পৃঃ ১১১।

৩৩. প্রাগুক্ত।

মাওলানা মাসউদ আলম নাদবী বলেন "বিদ'আতের বিরুদ্ধে কয়েকটি কেতাব তিনি প্রকাশ করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি স্বীয় পরিবারে 'আমল বিস সুন্নাহ'-এর প্রচলন ঘটান। বিহার ও বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন তিনি নিজ পরিবার থেকেই শুরু করেন।"[৩৪]

'আমল বিল হাদীছ' বা 'আমল বিস সুন্নাহ' ইত্যাদি শব্দ সাধারণতঃ আহলে-হাদীছদের শানেই ব্যবহৃত হয়। অতঃপর মাসউদ আলম নাদবী মাওলানা বেলায়েত আলীর মাধ্যমে যেসব সুন্নাতের পুনর্জীবন ঘটেছে তার তালিকা দিয়েছেন যার মধ্যে একটি সুন্নাত হ'ল - "জনৈক মিসকীন আবদুল গনী নগরনাহসাতীকে তিনি একজন বিধবার সঙ্গে মোহর হিসাবে কেবলমাত্র কুরআন পড়ানোর (تعليم قران) বিনিময়ে বিবাহ দেন।"[৩৫]

মাওলানা বেলায়েত আলী নিজ বাড়ীতে থাকাকালীন সময়ে প্রতিদিন যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত সকলকে কুরআন মজীদ ও বুলুগুল মারাম-এর তরজমা ও তাফসীর শুনাতেন। তাছাড়া নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী নিজ জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন যে, মাওলানা বেলায়েত আলী আমার কৈশোরকালে যখন কণৌজ আসেন ও আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করেন তখন আমাকে তিনি 'বুলুগুল মারাম' পড়ার উপদেশ দিয়ে যান।[৩৬] অধিকন্তু তিনি শাহ ইসমাঈলের পুস্তিকাসমূহ দিল্লী থেকে আনিয়ে তা ছাপিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা নেন।[৩৭] হজের সফরে তিনি ইয়ামনে চলে যান এবং খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম ইয়ামনের বিচারপতি কাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানীর নিকট হ'তে হাদীছের সনদ লাভ করেন ও তাঁর কিছু কেতাব সঙ্গে আনেন।[৩৮]

---

৩৪. পহেলী ইসলামী তাহরীক পৃঃ ৪২।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

৩৬. ছিদ্দীক হাসান খান-আত্মজীবনী, ইবকাউল মিনান (লাহোর দারুদ দাওয়াতিস সালাফিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৬) পৃঃ ১৭।

৩৭. ইসলামী তাহরীক, পৃঃ ৪৪।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় (ক) লোকদেরকে কুরআন শিখানোর পর পরই রেওয়াজ অনুযায়ী কোন ফিক্‌হের কেতাব না পড়িয়ে তিনি হাদীছের কেতাব 'বুলুগুল মারাম' পড়াতেন (খ) খাছ করে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) -এর কেতাবগুলি ছাপিয়ে বিলি করায় অনুমিত হয় যে, বেলায়েত আলী তাঁর উস্তাদ শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর ন্যায় আহলেহাদীছ ছিলেন। (গ) তৃতীয় আরেকটি বিষয় হ'ল মাওলানা বেলায়েত আলী সুদূর ইয়ামনে গিয়ে কাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শওকানীর নিকট হাদীছের সনদ নিলেন যিনি নিজেই একজন সুনামধন্য আহলেহাদীছ বিদ্বান হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত। এতে ধারণা করা যায় যে, মাওলানা বেলায়েত আলী সালাফী তরীকার অনুসারী ছিলেন।

দারুল উলূম দেওবন্দ-এর খ্যাতনামা শিক্ষক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী হানাফী বলেন "পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী বালাকোট যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সেই জামা'আতের একজন বিশেষ সুভবিশেষ (خاص رکن) ছিলেন, যা মাওলানা ইসমাঈল "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" পড়ার পর সেই অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। এঁরা (ছালাতে) রাফ্‌উল ইয়াদায়েন করতেন ও সশব্দে আমীন বলতেন।[৩৯]

উপরোক্ত আলোচনার পর এবারে আমরা মাওলানা বেলায়েত আলীর নিজস্ব রচনাবলী থেকে তাঁকে যাচাই করব। তিনি মোট সাতটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। প্রথম পুস্তিকা 'রাদ্দু শিরক"-এর শেষে লিখিত কাছীদায় তিনি বলেন[৪০] শত আফসোস যে, এযুগের আলেমরা ধোকা দেওয়াকেই নিজেদের নিদর্শনে (شعار خود) পরিণত করেছেন।

---

৩৯. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ২৫।

৪০. صد حیف که عالمان این دهر — کردند شعار خود دغا را
قران و حدیث را به پوشند — تبدیل کنند مدّعا را
اے مومن پاک واے مسلمان — گرمی خواهی رهِ رضا را
قران و حدیث را بسر نه — بگزار کلام ما سوا را

তারা কুরআন ও হাদীছকে গোপন রেখে তার আসল বক্তব্য পরিবর্তন করে ফেলে। হে পাকদিল মুমিন মুসলমান। যদি তুমি তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্র) রেযামন্দী চাও, তাহ'লে কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ো। অন্য কারু কথায় চলোনা।" এই ধরণের বক্তব্য একজন সালাফী প্রতিভার কলম হ'তেই সাধারণতঃ বের হ'য়ে থাকে।

তাঁর একটি অনন্য পুস্তিকা হ'ল 'আমল বিল হাদীছ' যা হাদীছের অনুসরণ ও ইমামদের তাকলীদ বিষয়ক প্রশ্নসমূহের জওয়াবে ফারসী ভাষায় লিখিত। শুরুতে তিনি বলেন — "হাদীছের ও ফিক্হের অনুসরণ সম্পর্কে এই ফকীরের নিকট বহু প্রশ্ন আসছে। এজন্য আমি ভাবলাম যে, এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সংকলন করি যা সকল জিজ্ঞাসু মনের খোরাক হবে। মানুষকে বারবার কষ্ট হ'তে রেহাই দেবে এবং বন্ধুদের কাছেও একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে।" [৪১]

লক্ষণীয় যে, এখানে মূল বিষয়বস্তু হিসাবে ধরা হয়েছে হাদীছের অনুসরণ বনাম প্রচলিত মযহাবী ফিক্হের অনুসরণ। লোকেরা নিশ্চয়ই এ দুটি বিষয়কে একবস্তু ধরে নিয়েছিল। আর এই ভুল ধারণা দূর করাই ছিল মাওলানা বেলায়েত আলীর অত্র পুস্তিকা রচনার মূল কারণ। এই পুস্তিকায় তিনটি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায় দীনের বুঝ ও তার ফযীলতের উপরে। ২য় অধ্যায় তাকলীদ জায়েয হওয়া না হওয়া সম্পর্কে এবং ৩য় অধ্যায় কুরআন ও হাদীছ সহজবোধ্য হওয়া সম্পর্কে। প্রথম অধ্যায়ে দীনের বুঝ হাছিল করার ফযীলত ও তাৎপর্য্য বর্ণনা করার পর কুরআন ও হাদীছে চিন্তা ও গবেষণা করার বিষয়ে লোকদের কার্য্যপদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি বলেন —

—"কুরআন ও হাদীছকে দেখা ও গবেষণা করার বিষয়টি লোকেরা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে এবং কোন কথা কোন (ফিক্হের) কেতাবে দেখলেই তা কুরআন ও হাদীছের

---

৪১. বেলায়েত আলী 'আমল বিল হাদীছ', রাসায়েলে তিস'আ (দিল্লী: মাতবা'আ ফারূকী সালবিহীন) পৃঃ ৩০।

সপক্ষে না বিপক্ষে তার বাছবিচার না করে বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক তো কুরআন-হাদীছের পাতা উল্টেও দেখেনা। কিছু লোক দেখলেও তা বুঝতে চেষ্টা করেনা। কিছু লোক বুঝলেও তা কেবল কেয়ামত, বরযখ, দুনিয়াত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ক নছীহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরীয়তের হুকুম-আহকাম বিষয়ে তাঁদের এতটুকু ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আগেকার ফকীহগণ এসব বিষয়ে গবেষণা শেষ করেছেন। অতএব এদিকে মনোযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তারা যদি কুরআন ও হাদীছে তাঁদের মাযহাবী কেতাবের খেলাফ কোন হুকুম দেখতে পান তবে তাদের কেউ কেউ কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেদের কেতাবের সপক্ষে করে নেন। কিন্তু এটা বুঝতে চান না যে, কুরআন ও হাদীছের তাবেদারী করাই হল মূল উদ্দেশ্য। কেউ কেউ এসব ব্যাপার হ'তে পালাতে চান এবং চোখ বুজে থাকেন। এইসব জ্ঞানীদের সম্পর্কে খোদ রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেন رب حامل فقه غير فقيه 'অনেক ফকীহ আছেন যারা প্রকৃত অর্থে ফকীহ বা জ্ঞানী নন।' আল্লাহ পাক আমাদেরকে এদের অনিষ্টকারিতা হ'তে রক্ষা করুন!"[৪২]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাকলীদ সম্পর্কে তিনি বলেন —

"যে ব্যক্তি নিরক্ষর লেখাপড়া জানেনা আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা ভিন্ন যার কোন উপায় নেই তিনি হাদীছ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ (علماء محدثين) কোন আলেম যিনি দীনদারী, আল্লাহ-ভীতি, কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানে প্রসিদ্ধ — তাঁর কাছে গিয়ে এভাবে মাসআ'লা জিজ্ঞেস করবেন যে, আমাকে এই মাসআ'লায় মুহাম্মাদী তরীকা বাৎলিয়ে দিন।"[৪৩]

অর্থাৎ মাওলানা বেলায়েত আলীর নিকট কোন জাহিলের জন্যও তাকলীদ যরূরী নয়। মুকাল্লিদগণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তিনি কাউকে তার মাযহাবী ফিক্হ অনুযায়ী

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২-৩৩।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

ফৎওয়া চাওয়ার বিরোধিতা করছেন এবং নির্দিষ্ট কোন ফকীহ নয় বরং যে কোন মুহাদ্দিছ আলেমের নিকট হ'তে মুহাম্মাদী তরীকা অনুযায়ী ফৎওয়া চাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। বেলায়েত আলীর সময়ে আহলেহাদীছগণ 'মুহাম্মাদী' নামেই পরিচিত ছিলেন। এরপরে তিনি বলেন — "মুজতাহিদগণের কেতাবে যদি খেলাফ কিছু বেরিয়ে আসে, তবে সেদিক থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে নিয়ে কুরআন ও হাদীছকে আকড়িয়ে ধরা অবশ্য কর্তব্য। নইলে মুজতাহিদ ইমামগণের কথা দ্বারা কুরআন-হাদীছ 'মানসুখ' হওয়ার শামিল হবে।"[৪৪] এরপর তিনি বলেন —

"হাদীছসমূহের সনদ বা বর্ণনাসূত্র রয়েছে কিন্তু মুজতাহিদগণের কথার কোন সনদ নেই। ... ইমামদের নিকট হ'তে প্রথম কে শুনলেন, তারপর তাঁর কাছ থেকে কে শুনলেন, তাদের জীবনবৃত্তান্ত কেমন, এসব বিষয়ে বর্ণনাকারীদের পুরা অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত শর্তানুযায়ী ওয়াকিফহাল না হওয়া যাবে, ততক্ষন পর্যন্ত ঐসব কথারই বা কি মূল্য আছে? কে জানে যে এগুলি ইমামের কথা না অন্য কেউ নিজের পক্ষ হ'তে জুড়ে দিয়েছে? যেমন কতগুলি নাদান ধোকাবশতঃ কতগুলি ভাহা মিথ্যা কথা ইমাম আযমের দিকে সম্পর্কিত করে থাকে। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একথার উপরে একমত যে 'মুজতাহিদের রায় কখনো ভুল হয়, কখনো সঠিক হয়'। অতএব বুঝা গেল হাদীছ — যা একজন মাছুম ব্যক্তির সনদযুক্ত বাণী, তার মুকাবিলায় এমন কথা যা বে-সনদ ও ত্রুটির আশংকাযুক্ত, তার কোনই মূল্য নেই।"[৪৫]

মুকাল্লিদগণ প্রকাশ্য হাদীছের বিরোধিতা করার পক্ষে সাধারণতঃ যুক্তি দিয়ে থাকেন, যে, আমাদের ইমাম ছাহেবও নিশ্চয়ই অন্য কোন একটি হাদীছের উপরে তাঁর মযহাবের ভিত্তি রেখেছেন। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে মাওলানা বেলায়েত আলী বলেন —

"মুজতাহিদগণের বহু কথা যে হাদীছের খেলাফ পাওয়া যায়, তার কারণ এই যে, তাঁদের সময়ে হাদীছসমূহ বিক্ষিপ্ত ছিল। সে সবের নিয়মমাফিক সংকলন তখনও পর্যন্ত হয়নি।

---

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫

সেকারণে তাঁদের সম্মুখে সমস্ত হাদীছ মওজুদ ছিলনা। আর এজন্যে তাঁরা ইজতিহাদ ও কেয়াসের ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন।"[৪৬] তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি তাকলীদী সংকীর্ণতার উর্ধে থেকে আমল বিল-হাদীছের প্রতি লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যা আহলেহাদীছ আন্দোলনের বক্তব্যের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।'

এরপরে আমরা মাওলানা বেলায়েত আলী রচিত 'তায়সীরুছ-ছালাত' (تيسير الصلوة) বা ছালাত সহজীকরণ পুস্তিকার প্রতি নযর দেব। সেখানে তিনি বিভিন্ন হাদীছের বরাতে আহলেহাদীছদের গৃহীত মাসআলা সমূহের প্রচার করে গিয়েছেন। ওযু ও ছালাতের শুরুতে মুখে প্রচলিত আরবী নিয়েত পাঠ করা বিদ'আত হওয়া, দুইটি বড় মশকভরা (قلتين) পানি রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পাক থাকা, দুধপানকারী ছেলের পেশাব কাপড়ে লাগলে পানির ছিটা ও মেয়ের পেশাব লাগলে কাপড় ধুয়ে ফেলা, সফরের হালাতে দুই অক্তের ছালাত প্রথম ছালাতের আউয়াল ওয়াক্তে বা শেষ ওয়াক্তে একত্রিত জমা করে পড়া, ছালাতে জানাযায় সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করা, গায়েবানা জানাযা আদায় করা প্রভৃতি উদাহরণ হিসাবে পেশ করা যায়।

মাওলানা বেলায়েত আলীর অন্যতম পুস্তিকা হ'ল "রিসালা-ই-দাওয়াত' (رسالۂ دعوت)। উর্দু-ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকায় তিনি নিজেদের জামা'আতকে 'মুহাম্মাদী' (گروہ محمدی) হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং সকল মুসলমানকে উক্ত জামা'আতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

উক্ত বইতে কতকগুলি বিষয় লক্ষণীয় — (১) তিনি নিজের দলকে 'মুহাম্মাদী দল' (گروہ محمدی) বলেছেন। যেকোন বিদ্বান জানেন যে, মুহাম্মাদী, সালাফী, আহলেহাদীছ সব একই দলকে বলা হয়ে থাকে। মুক্বাল্লিদগন উক্ত নামে অভিহিত হন না। (২) শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে ছিল এ দলের আপোষহীন সংগ্রাম। আহলেহাদীছগণ এব্যাপারে আজও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। (৩) পীর-মুরীদী ও ধর্মব্যবসার প্রতি

---

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৬।

ঘৃণাবোধ এবং বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে কুরআন-হাদীছ পরিত্যাগ করা জাহেলী রীতি। আজও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আহলেহাদীছগণ এব্যাপারে সোচ্চার।

মাওলানা বেলায়েত আলীর উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ তাঁর মুকাল্লিদ হওয়ার প্রমাণ বহণ করেনা।

মাওলানা বেলায়েত আলীকে হানাফী প্রমাণ করার জন্য সচরাচর তাঁর একটি উক্তিকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে, যেখানে তিনি নিজেকে حنفی المذهب বা 'হানাফী' বলেছেন। কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি নিজেকে হানাফী বলেছেন, সেটা যদি পুরা সামনে রাখা যায়, তাহ'লে আসল সত্যটি খুব সহজে বেরিয়ে আস। আমরা এখানে 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ্' থেকে পুরা উদ্ধৃতিটাই নকল করব। মাওলানা বেলায়েত আলীর জীবনীকার ভাতিজা মাওলানা আবদুর রহীম ছাদেকপুরী বলেন —

'এই সত্যদলের সনৈঃ সনৈঃ তারাক্কী ও কুরআন-হাদীছের প্রচার দেখে সংকীর্ণ-দৃষ্টির লোকেরা মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ গাযীপুরীকে দু'হাযার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করে হকপন্থী ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে বিতর্ক ও মুনাযারার জন্য দাওয়াত করে। মুনাযারার দিন মাওলানা এনায়েত আলী মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহ ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিমন্ত্রণ করেন। বহু আলেম-ফাযেল ও গন্যমান্য লোক জমায়েত হন। মাওলানা বেলায়েত আলী মৌলবী মুহাম্মাদ ফছীহকে পৃথক একটি কামরায় ডেকে নিয়ে কয়েকজন লোকের উপস্থিতিতে বলেন, "আমি হানাফী (میں حنفی المذهب ہوں) এবং এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, যদি কোন হানাফী কোন গায়র মানসূখ প্রকাশ্য হাদীছ দেখে কোন ফিক্হী মাস'আলার খেলাফ আমল করে, তবে সে ব্যক্তি হানাফী মাযহাব হ'তে খারিজ হয়না।" যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন "রাসূলের হাদীছের মুকাবিলায় আমার কথা পরিত্যাগ কর" (اترکوا قولی بخبر الرسول)।

মাওলানা বেলায়েত আলীর উক্ত বক্তব্যে মৌলবী মুহাম্মাদ ফাছীহ নিশ্চিন্ত হন এবং বেরিয়ে এসে জোরেশোরে ঘোষণা দেন যে, এই জামা'আত হক-এর উপর আছে। হাদীছের উপরে আমল করার কারণে কেউ হানাফিয়াত থেকে খারিজ হয়ে যায় না।'

এতে মৌলবী ছাহেবের দাওয়াতকারী মুকাল্লিদ শিষ্যগণ মোটেই খুশী হননি বরং মৌলবী ছাহেব ফিরে এলে তাঁকে দারুনভাবে অপমানিত ও লজ্জিত করা হয়।[৪৭]

উপরোক্ত আলোচনার প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা প্রতীয়মান হয়ে যে, মাওলানা বেলায়েত আলী এখানে নিজেকে হানাফী এজন্য বলেছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফার নির্দেশ অনুযায়ী হাদীছবিরোধী মাসআলাগুলি ত্যাগ করে হাদীছ অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃত হানাফী তিনিই যিনি হাদীছ অনুযায়ী আমল করেন। এটা নয় যে, সাধারণ হানাফীদের মত ফিক্‌হের কেতাব সমূহে লিখিত ভুল-শুদ্ধ সবকিছুর তিনি অন্ধ তাকলীদ করতেন। এটা বরং ইমাম আবু হানীফার উপরোক্ত নির্দেশের স্পষ্ট বিরোধিতার শামিল। এখানে মাওলানা বেলায়েত আলীর উক্ত বক্তব্যটি তর্কের খাতিরে সাময়িক স্বীকৃতি বৈ কিছুই নয়। যেমন সাধারণতঃ তর্কস্থলে বলা হয়ে থাকে।

মাওলানা বেলায়েত আলী স্বীয় উস্তাদ আল্লামা ইসমাঈল শহীদের ন্যায় আহলেহাদীছ ছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা মাওলানা এনায়েত আলীর দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে বিশেষ করে হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), বিহার ও বাঙলায় ব্যাপক হারে আহলেহাদীছ মাসলাক ছড়িয়ে পড়ে। মাওলানা আবদুর রহীম ছাদিকপুরী মাওলানা এনায়েত আলী সম্পর্কে বলেন —

"তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর বাংলাদেশ এলাকার গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্ট ও ধৈর্য্য সহকারে সফর করেন ও লাখো মানুষের অন্ধকার হৃদয়ে আলোর চেরাগ জ্বালিয়ে দেন। সকলকে কুরআন ও হাদীছের ইত্তেবার প্রতি আকৃষ্ট করেন। তাঁর অনুসারীগণ আজও বাংলা অঞ্চলে 'মুহাম্মাদী" লকবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত রয়েছেন।"[৪৮]

---

৪৭. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৩৫ গৃহীত তাযকেরায়ে ছাদেকাহ পৃঃ ১১৯।

৪৮. তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৩৭ গৃহীত তাযকেরায়ে ছাদেকাহ, পৃঃ ১২৩।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮ -১৯৪৮) ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একবার বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন । সেই সময় তিনি দুমকা ও মুর্শিদাবাদ যেলার বিভিন্ন গ্রাম যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর, সূর্য্যনারায়নপুর (রাজশাহী) ইত্যাদি গ্রাম সফর করেছিলেন । ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় পত্রিকা 'আখবারে আহলেহাদীছ"-য়ে নিজের সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেন —

"আমি এই সফরে একটি কথাই কেবল চিন্তা করেছি যে, বাংলাদেশে আহলে-হাদীছের এত সংখ্যাধিক্য কিভাবে হ'ল? জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এসবই মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর আন্দোলনেরই বরকত ।"[৪৯]

কোন হানাফী মুকাল্লিদের তাবলীগের ফলে লোকেরা তাকলীদ ছেড়ে আহলেহাদীছ না হওয়াটাই স্বাভাবিক । অতএব মাওলানা বেলায়েত আলী, ছাদেকপুরী পরিবার ও তাঁদের অনুসারী মুজাহিদগণের অধিকাংশই জেহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনেও যে অবদান রেখেছিলেন, তা বলা যেতে পারে ।

২-মাওলানা এনায়েত আলীর ইমারত (১২৬৯-৭৪/১৮৫২-১৮৫৮ খৃঃ) :

বালাকোট বিপর্যয়ের পর বড়ভাই বেলায়েত আলীর নির্দেশে মাওলানা এনায়েত আলী দীর্ঘ সাত বছর বা তার বেশী সময় যাবত বাংলাদেশের যশোর (বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা হতে বৃহত্তর খুলনা-যশোর) , নদীয়া, ফরিদপুর, রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া প্রভৃতি এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যস্ত ছিলেন । এই সময় হাকিমপুর কেন্দ্রে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন হাজী মুফীদুদ্দীন খাঁ ও মদন খাঁ । তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে ইমাম নিয়োগ করা । ইমামদেরকে নিয়মিত ছালাতের ইমামতি

---

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭ । গৃহীত - সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর ১০ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা ২৫শে এপ্রিল, ১৯১৩ ।

ছাড়াও এলাকার গন্ডগোল মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হত । যাতে কোন মুসলমান ইংরেজের আদালতে বিচার না নিয়ে যায় । এইভাবে তাঁরা দু'ভাই একপ্রকার অঘোষিত সরকার পরিচালনা করছিলেন ।[৫০] ১৮৪৭ হ'তে দুবছর নযরবন্দী থাকাকালীন সময়েও তিনি বাংলাদেশে তাবলীগী সফরে থাকতেন । ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারীতে সিত্তানার ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে ছিলেন বলে ধারনা করা চলে ।[৫১]

বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পরে সিত্তানা ঘাঁটিতে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি দ্বিতীয়বার আমীর নির্বাচিত হন । অতঃপর এই ঘাঁটি রেখে দিয়েই তিনি পার্শ্ববর্তী মঈলখানায় 'দারুল ইমারত' প্রতিষ্ঠা করেন । কিন্তু মাওলানার এই ২য় ইমারতকাল ১ম ইমারতকাল (১২৫৯-৬২/ ১৮৪৩-৪৬ খৃঃ) -এর ন্যায় গৌরবময় ছিলনা । একদিকে বাইরের চাপ অন্যদিকে তাঁর সুহৃদ মঈলখানার দুই সর্দারের মধ্যে আপোষ দ্বন্দ্ব, আযাদীপাগল সুহৃদ সিত্তানার সর্দার সাইয়িদ আকবর শাহের মৃত্যু এবং অন্য সর্দারদের চিরাচরিত সুবিধাবাদী নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতায় অতিষ্ঠ হয়ে অধিকাংশ মুজাহিদ এমনকি নিজের ভাই ও পরিবারবর্গ মাওলানাকে ছেড়ে হিন্দুস্তানে ফিরে এসেছিলেন ।[৫২] এরই মধ্যে ১১ই মে ১৮৫৭-তে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে ২০শে জুলাই তারিখে মাওলানা নারেনজী নামক স্থানে ইংরেজদের উপরে প্রচন্ড হামলা পরিচালনা করেন । অতঃপর শেখজানা ও শীওয়া নামক স্থানে তাদের উপরে হামলা করেন ।[৫৩] ইংরেজরা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয় । ইংরেজরা তখন এই সহায়-সম্বলহীন মুষ্টিমেয় গাযীদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয় ।

---

৫০. সারগুযাস্ত, পৃঃ ২১৮-২১৯ ।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪, মাসউদ আলম নাদবী এই দ্বিতীয় মেয়াদকে তিনবছর বলেছেন — ইসলামী তাহরীক পৃঃ ৫০ ।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩ ।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮০ ।

ঘুষ ও কূটনীতির মাধ্যমে সর্দারদেরকে হাত করা হয়। সাদিকপুর কেন্দ্রের উপরে এবং রসদ আনার সম্ভাব্য সকল পথে কড়া পাহারা বসানো হয়।[৫৪] ফলে একপ্রকার নিঃসঙ্গ অবস্থায় মুজাহিদগণ একটি প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যেতে থাকেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে মাওলানার অনুমতি নিয়ে একসময় মাত্র চারজন বাদে সকল গাযী মাওলানাকে ছেড়ে যায়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৮ হ'তে অনাহার শুরু হয়। গাছের ছাল-পাতা সম্বল হয়।[৫৫] অতঃপর প্রচন্ড জ্বর ও অনাহারক্লিষ্ট অবস্থায় মঙ্গলখানা হতে চানাই যাওয়ার পথে ৬ই শা'বান ১২৭৪ মোতাবেক ২২শে মার্চ ১৮৫৮-তে চানাই পাহাড়ের চড়াইতে ৬৭ বৎসর বয়সে মাওলানা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৫৬] ইন্না..... তাঁর মৃত্যুর পরপরই ব্যাপক ও লাগাতার ইংরেজ হামলায় পিঞ্জরতার, চাংগালাই, মঙ্গলখানা ও সিওনার ঘাঁটিসমূহ একে একে ধ্বংস হয়ে যায়।[৫৭]

মাওলানা এনায়েত আলীর ব্যক্তিত্ব : মাওলানার কর্মোদ্দীপনা ছিল কিংবদন্তীর মত। যেকাজেই তাঁকে লাগানো হ'ত, সেকাজেই তিনি সেরা প্রমাণিত হ'তেন। যখন থেকেই তিনি আমীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন থেকেই এই জমিদারপুত্র সকল আরামকে হারাম করে আমীরের নির্দেশ মোতাবেক দাওয়াত ও জিহাদের পথে জানমাল ওয়াক্ফ করে দেন। তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার প্রায় সবটুকু সময় কেটেছিল বাংলাদেশ অঞ্চলে। দুইবারে প্রায় একযুগ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজে তিনি যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন, তার তুলনা হয় না। ফলে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সীমান্তের সশস্ত্র জেহাদে বাংগালী মুসলমানেরাই অধিক সংখ্যায় যোগদান করে যা তাঁর মৃত্যুর পরেও জারি থাকে। বাংলাদেশে সর্বাধিক

---

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৩।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৪-২৮৫।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ

সংখ্যক আহলেহাদীছ থাকার মূলে তাঁরই অবদান ছিল সবচাইতে বেশী। তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের মধ্যে একটি ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

একদা পাবনা শহরে তাবলীগে এসে তিনি চাপা মসজিদে ওঠেন। সেদিন ছিল মাদার পীরের বাঁশ উঠানো উৎসব। ঢাকঢোল বাজিয়ে বিরাট আকারে উৎসব চলছিল। মাওলানা সোজা উৎসবমঞ্চে উঠে গিয়ে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে এক দরদমাখা জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। উৎসবের হোতা গাদল খাঁ সহ উপস্থিত শত শত লোক তওবা করে মাওলানার হাতে বায়'আত হয়। পাবনার রাধাকৃষ্ণপুরের উস্তাদ গাদল খাঁ ও তার পুত্র মাওলানা মোহাম্মাদ আলী খাঁ আজীবন জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।[৫৮]

জীবনের শেষ ধাপে এসে তিনি একথা প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, জিহাদের পথ ফুলশয্যার পথ নয়, এ পথ দারুনভাবে কাঁটাবিছানো পথ। জিহাদের খুনরাঙা পথ বেয়েই আসে মানবতার মুক্তি, আসে জান্নাতের সুবাতাস। মূলতঃ এই গাযীদের রক্তে পিচ্ছিল পথ বেয়েই এসেছিল ১৯৪৭-এর রক্তিম স্বাধীনতা।

৩- আমীর আব্দুল্লাহ্‌র ইমারত (১২৭৮-১৩২০/১৮৬২-১৯০২)

১৮৫৮ সালের ২২শে মার্চ আমীর ইনায়েত আলীর মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া ইমারত বোর্ডের প্রধান মাওলানা নূরুল্লাহ কাবুল যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সদস্য মাওলানা শাহ ইকরামুল্লাহ ইংরেজ ও স্থানীয় গাদ্দার পাঠান মুসলিমবাহিনীর

---

৫৮. সূত্র ঃ মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী (৫৫) তাঁর পিতা গাযী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ সালাফী হতে। সাং-হেমায়েতপুর, পাবনা। তাং ১৪/১০/৮৯ ইং

সম্মিলিত হামলায় ত্রিশজন সাথীসহ ৪ঠা মে তারিখে সিওয়া ঘাঁটিতে শহীদ হন।[৫৯] এই সময় মাওলানা মাকছুদ আলী আযীমাবাদী সীমান্তে এসে পৌছলে বেঁচে যাওয়া মুজাহিদগণ তাকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৬২ সালে তিনি অর্শরোগে মারা যান। ঘাঁটির দুর্দশার খবর পেয়ে মাওলানা বেলায়েত আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ সপরিবারে সীমান্তে পৌছে যান এবং সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে 'আমীর' হিসাবে বরণ করে নেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর আমীর ছিলেন এবং এটাই ছিল পরবর্তী জেহাদ আন্দোলনের স্বর্ণযুগ।[৬০]

তাঁর ইমারতকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল আম্বেলা যুদ্ধ।[৬১] ১৮৬৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সংঘটিত এই স্মরণীয় যুদ্ধে মুল্কা মুজাহিদ ঘাঁটির পতন ঘটে। ইংরেজ সেনাপতি চেম্বারলীনের নেতৃত্বে ইংরেজ ও গাদ্দার স্থানীয় বাহিনী আম্বেলার পথ ধরে এগিয়ে আসে। এই যুদ্ধে ১০,০০০ হাযার ইংরেজবাহিনী ছাড়াও হান্টার-এর মতে স্থানীয় গোত্রীয় বাহিনী ছিল ৫৩,৫০০ শত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সাইয়িদ আবদুল জব্বার সিওয়ানবীর সঠিক হিসাব মতে ছটি মুসলিম গোত্রের মোট যোদ্ধাসংখ্যা ছিল ৬৪,২৫০, পক্ষান্তরে মুজাহিদবাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র বার থেকে চৌদ্দশোর মধ্যে।[৬২] মুজাহিদগণের দশটি জামা'আতের ৯টি ছিল হিন্দুস্তানী ও ১টি ছিল স্থানীয় কিন্তু হিন্দুস্তানীদের অধিকাংশই ছিলেন বাংগালী মুজাহিদ। খোদ আমীর আবদুল্লাহ যে জামা'আতে আবদুল গফুর-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার সকলেই ছিলেন বাংগালী।[৬৩] গোলাবারুদ ও আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় পৌনে এক লক্ষ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্রের অধিকারী কিঞ্চিদধিক হাজার-খানেক মুজাহিদের এই অসমযুদ্ধে ২৩৮ জন ইংরেজ অফিসারসহ মোট ৩০০০ হাজার শত্রু সৈন্য নিহত ও ৪০০ শত মুজাহিদ শাহাদাত বরন করেন।[৬৪] এই লড়াইয়ে আমীর আব্দুল্লাহ্‌র

---

৫৯. মেহের, সারগুযাস্তে মুজাহিদীন, পৃঃ ২৯৬।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০২-৩০৩।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩১।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৪-৩১৫।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮।

নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী যে অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন তা জেহাদের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। স্থানীয় পাঠান সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও লোভী চরিত্রই ছিল পরাজয়ের মূল কারণ।

মুলকার পতনের পর আশ্রয়হারা ৭/৮ শত মুজাহিদ বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহতরাখেন। কিন্তু সর্বত্র স্থানীয় খান ও আফগানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা একে একে আটবার ঘাঁটি পরিবর্তনে বাধ্য হন। অবশেষে ১৮৯১ সালের মার্চ মাসে 'গাযীকোট' যুদ্ধের পর আমীর আব্দুল্লাহ স্বয়ং বিভিন্ন গোত্রের নিকটে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হ'য়ে অবশেষে ব্যাকুল মনে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করেন। 'মুবারক খেল'-এর 'টিলওয়ারী' নামক যে টীলার উপরে বসে তিনি এই কাতর মুনাজাত করছিলেন, হঠাৎ করে তা ভূমিকম্পের ন্যায় দুলে ওঠে। স্থানীয়রা এতে ভীত হ'য়ে তাঁর নিকটে দৌড়ে এসে ক্ষমা চায় ও আজীবন সেখানে থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করে।[৬৫] বলাবাহুল্য আমীর আবদুল্লাহ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করে জেহাদ পরিচালনা করেন। এখানে তিনি ১৩২০ হিজরীর ২৭শে শা'বান মোতাবেক ১৯০২ সালে ২৯শে নভেম্বর ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৬]

৪- আমীর আবদুল করীম (১৩২০-৩৩/১৯০২-১৫) ঃ

আমীরুল মুজাহিদীন আমীর আব্দুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর তাঁর ছোট ভাই মাওলানা আবদুল করীম ইবনে বেলায়েত আলী (১২৫৫-১৩৩৩/১৮৩৮-১৯১৫) মুজাহিদগণের আমীর নির্বাচিত হন। তিনি 'টিলওয়ারী' ছেড়ে 'আলমাস্তু' গিয়ে ১৯০২ সালে নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করেন।[৬৭] তিনপাশ দিয়ে প্রবাহিত কুরেন্দু নদী ও পাহাড় ঘেরা সমতল এই নির্জন স্থানটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। এখানকার মাটিও ছিল বেশ উর্বরা। ফলে মুজাহিদদের চাষ-বাসের

---

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৪।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৮।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭১।

সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এখানে মুজাহিদগণের প্রায় সবাই ছিলেন বাঙগালী ও বিহারী।[৬৮]

আমীর আবদুল করীম-এর সময়ে (১৯০২-১৯১৫) ছোটখাট যুদ্ধ সংঘটিত হ'লেও তার কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সেই সময় হিন্দুস্তানের অভ্যন্তরে যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল। সাইয়িদ আহমাদ ও আল্লামা ইসমাঈল গোলামীর শৃংখল ভাঙার যে তূর্যধ্বনি করে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তা ক্রমে জনমনে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে এবং হিন্দুস্তানের সর্বত্র বৃটিশ বিতাড়ন ও স্বাধীনতা অর্জনের ঢেউ উঠে। মুজাহিদনেতা হিসাবে আমীর আবদুল করীম সকল হিন্দুস্তানী মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বিশেষ করে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও ঘনিষ্টতা ছিল সুনিবিড়। একবার মুজাহিদগণের জন্য একজন বিশ্বস্ত ডাক্তারের প্রয়োজন - একথা জানিয়ে আমীর আব্দুল করীম সংবাদবাহক পাঠালে মাওলানা আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) একজন মেডিকেল ছাত্র যে তখনও শেষ ডিগ্রি হাছিল করেনি, তাকে আসমাস্থ পাঠিয়ে দেন।[৬৯]

মাওলানা আবদুল করীম ১৩৩৩ হিজরীর ২৫শে রবীউল আউয়াল মোতাবেক ১৯১৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ফজরের ওয়াক্তে 'আসমাস্থ'-এ মারা যান ও ঘাঁটির কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। তিনি বেলায়েত আলী, ইনায়েত আলী ও মাওলানা আবদুল্লাহ পরিচালিত জেহাদী কাফেলার সর্বশেষ নেতা ছিলেন যাঁর মৃত্যুর ফলে ইমারতের সেই পবিত্র ভাবমূর্তি ও যুগ শেষ হয়ে যায়, যার গোড়াপত্তন হয়েছিল সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহঃ)-এর হাতে।

পরবর্তীতে যে যুগ শুরু হয় তা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক হ'তে অনেকটা পৃথক ও উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নতর ছিল। কারণ প্রথমতঃ আমীর আবদুল করীম যে

---

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৩।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৬।

পরিবেশে লালিত হয়েছিলেন, পরবর্তীরা সে পরিবেশ পাননি। সম্ভবতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল — যা পূর্বে ছিল না। আমীর আব্দুল করীম হাফেযে কুরআন ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় তেলাওয়াত ও ছালাতে নিমগ্ন থাকতেন।[৭০]

৫-আমীর নে'মাতুল্লাহ বিন মুতীউল্লাহ বিন আমীর আব্দুল্লাহ (১৩৩৩-৩৯/১৯১৫-২১)

আমীর নেয়ামাতুল্লাহর সময়ে মুজাহিদ আন্দোলনের শতবর্ষব্যাপি দৃষ্টিভঙ্গিতে এক মারাত্মক পরিবর্তনের সূচনা হয়। যার পরিণতিতে স্বয়ং আমীর নেয়ামাতুল্লাহকে স্বদলীয়দের হাতে জীবন দিতে হয়। তিনটি প্রধান কারণে আমীর নেয়ামাতুল্লাহ ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন বলে জানা যায়। তার মধ্যে দু'টি ছিল ইংরেজ রেভিনিউ কমিশনারের কুঠি লুট করা ও পরবর্তীতে দু'জন ইংরেজ সেনা-অফিসারকে গুলি করে হত্যা করা। এ দু'টি বিষয় জিহাদের দৃষ্টিকোণ হ'তে সঠিক হ'লেও ইংরেজতোষনকারী আমু-এর সর্দার ভীষণ-ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং লুট করা অর্থসহ হত্যাকারী দু'জন মুজাহিদকে ইংরেজের হাতে সোপর্দ করে দেন। তৃতীয় কারণটি ছিল দুইজন বাংগালী মুজাহিদ যারা ঘাঁটিতে আসার পথে দশ হাজার টাকাসহ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন।[৭১]

উপরের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে আমীর নেয়ামাতুল্লাহ হয়তবা সন্ধির চিন্তা করে থাকবেন। জেহাদের ঘটনাবলীর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত লেখক সাইয়িদ আবদুল জব্বার সিওনবী বলেন আমি নিজে এবং আরও অনেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত দুইজন মুজাহিদ ও দশহাজার টাকা ফেরতদানের জন্য চিঠি লিখি। আমাদের এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা ফেরত দানের সাথে সাথে সম্ভবতঃ বার্ষিক দশহাজার

---

৭০. আবাদ শাহগুরী, সাইয়িদ বাদশাহ কা কাফেলা (লাহোর: আল-বদর পাবলিকেশন্স, জুন ১৯৮১) পৃঃ ৪১৯।

৭১. সারগুযাস্ত, পৃঃ ৪৭৯।

টাকা অনুদান হিসাবে আমীর সাহেবের হাতে অর্পণ করে থাকবে ।[৭২]

এই ব্যবস্থার ফলে মুজাহিদগণের জীবনে স্বাচ্ছন্দ এলেও তাদের উদ্যমে ভাটা পড়ে । কারাকোরাম হ'তে রাসকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় ও জংগলবেষ্টিত এই বিরাট স্বাধীন ভূমিতে কোটি কোটি জনগণের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু মুজাহিদ, যাদের সংখ্যা কখনোই ১২/১৪ শোর বেশী ছিল না, তাদের সংগঠিত এই জিহাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজশক্তি সর্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল । শুধু একটি কারণে যে, তারা কোন অবস্থাতেই কুফরী ও বাতিল শক্তির সঙ্গে আপোষ করবেনা । যদি আপোষ করাই তাদের উদ্দেশ্য থাকত, তবে হিন্দুস্তানে বসেই তারা অন্যান্যদের মত সুবিধা ভোগ করতে পারত । জানমাল বিসর্জন দিয়ে সুদূর সীমান্ত এলাকায় এসে পাহাড়ে-জংগলে বেঘোরে প্রাণ দিত না । মাত্র ১২/১৪ শত মুজাহিদ কখনোই একটা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে পরাস্ত করতে পারে না — একথা যথার্থ হ'লেও ইসলাম যে কখনোই কুফরের সঙ্গে সন্ধি করতে পারেনা একথা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মুজাহিদগণের এই আত্মত্যাগ ইসলামী মর্যাদাবোধের প্রতীক ছিল । আর সেজন্যেই সারা হিন্দুস্তানের আপামর মুসলিম জনসাধারণ মুজাহিদগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন । যদিও ইংরেজতোষণকারী ও মুজাহিদগণের বিরোধী লোকের সংখ্যা কখনই কম ছিল না ।

যাইহোক আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্‌র এই পদক্ষেপ মুজাহিদগণের আত্মমর্যাদাবোধে ভীষণ আঘাত দেয় । সাথে সাথে হিন্দুস্তানের অনেক সাহায্যকারী ও হাত গুটিয়ে নেন । পরিণামে ১৩৩৯ হিজরীর ২৬শে শা'বান মোতাবেক ১৯২১ সালের ৪ঠা মে রবিবার সকালে ঘাঁটির একটি ঘরের ছাদের নির্মাণকাজ তদারকির সময় নিজের বিশ্বস্ত সাথী মুহাম্মাদ ইউসুফের গুলিতে তিনি নিহত হন ।[৭৩] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বৎসর ।

---

৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮১ ।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৪ ।

আমীর নেয়ামাতুল্লাহর সময়ে ছোটবড় অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ইংরেজ ক্যাম্প রুস্তম-এর যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ এককভাবে ইংরেজবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ইংরেজপক্ষে ৬০০ শত সৈন্য হতাহত হয় এবং মুজাহিদপক্ষে মাত্র দশজন শহীদ ও ছয়জন আহত হন।[৭৪]

৬- আমীর রহমাতুল্লাহ
(১৩৩৯/১৯২১- ১৯৪৯খৃঃ)

আমীর নে'মাতুল্লাহ্র শাহাদাতের পর তদীয় শ্যালক মৌলবী রহমাতুল্লাহ সর্ব-সম্মতিক্রমে আস্মাসু কেন্দ্রে আমীর নির্বাচিত হন।[৭৫] ইনি আমীর আব্দুল করীম (১৩২০-৩৩/১৯০২-১৫)-এর নিকট লেখাপড়া শিখেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাক্ওয়া-পরহেযগারী, ত্যাগ ও কুরবাণীতে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি সুলভাষী ছিলেন। নিরিবিলি ও সাধাসিধা জীবন পসন্দ করতেন। কাশ্মীরের স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজাহেদীন জামা'আত নিয়ে তিনি নিজে শরীক হন।[৭৬] তাঁর সময়ে মৌলবী বরকাতুল্লাহ বিন আমীর নে'মাতুল্লাহ 'সালারে জামা'আত' বা প্রধান সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

আমীর রহমাতুল্লাহ্র সময়ে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিল পত্রিকা প্রকাশ করা। যুগের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী তাবলীগের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে জামা'আতের নিজস্ব প্রেস হ'তে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। 'আল-মুহাররিয' (المحرّض) পত্রিকাটি ১৯৩৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর ১ম সংখ্যা বের হয়। যার শিরোনামে লেখা ছিল يا ايها النبي حرض المومنين على القتال 'হে নবী আপনি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করুন' — আনফাল ৬৫। দ্বিতীয়টি 'আল-মুজাহিদ' (المجاهد) নামে ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে বের হয়।

---

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩।

৭৫. সারগুযাস্ত, পৃঃ ৫১৪।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৭-১৮।

৭৭. শাহযাদা বরকতুল্লাহ্র বক্তৃতা সংকলন পুস্তিকা (এম.এম শরীফ আর্টিস্ট, পেশোয়ার) পৃঃ ১০।

যার শিরোনামে লেখাছিল ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ।আয়াত। আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতদিন না জানতে পারব কারা তোমাদের মধ্যে (সত্যিকারের) মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল এবং যাচাই করব তোমাদের সার্বিক অবস্থাসমূহ' — মুহাম্মাদ ৩১ । শেষোক্তটি মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর শহীদ (রহঃ)-এর স্মরণে বের হত । দু'টি পত্রিকাই সাধারণতঃ ফারসী, উর্দু এবং কখনো কখনো পশতু ভাষায় নিবন্ধ প্রকাশ করত ।[৭৮]

চামারকান্দ কেন্দ্র

আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরের উত্তর-পূর্বে কুনাড় নদীর তীরবর্তী হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে সুরক্ষিত চামারকান্দ এলাকায় ১৯১৫-১৬ সালে এই মুজাহিদ ঘাঁটি স্থাপিত হয় । জামা'আতে মুজাহেদীনের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মৌলবী আব্দুল করীম কান্নৌজী (মৃত্যু সম্ভবতঃ ১৯২২ খৃঃ) আমীর নে'মাতুল্লাহ্র (১৯১৫-১৯২১ খৃঃ) উপরে নাখোশ হ'য়ে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন ।[৭৯] পাঁচ-সাতটি ছোট ও কাঁচা ঘরের এই কেন্দ্রটি উপমহাদেশে জেহাদ আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে । আমীর নেয়ামাতুল্লাহ ও আমীর রহমাতুল্লাহ্র (১৯২১-১৯৪৯) সময়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই কেন্দ্রের এবং এর পরিচালক শহীদে মিল্লাত মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর শহীদের (রহঃ) ।

(ক) মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর শহীদ (১৩০৩-১৩৫২/১৮৮৫-১৯৩৪ খৃঃ)

স্ত্রী, নাবালক চার সন্তান ও সংসারধর্ম ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে ১৯১৫ সালের এক শুভসকালে ৩০ বছরের যুবক মৌলবী আবদুর রহীম ওরফে মুহাম্মাদ বশীর জন্মভূমি লাহোর হতে একসময় সীমান্তের স্বাধীন মুজাহিদ এলাকায় পৌঁছে যান ।[৮০] ইতিপূর্বে তিনি জেহাদের রসদ ও লোক সংগ্রহ করতেন । এবার তিনি নিজেই সশরীরে অংশগ্রহণ

---

৭৮. সারগুযাস্ত, পৃঃ ৫১৬-১৭; ৫৪৭ ।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৫ ।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪২-৪৩,৫৬১ ।

করেন শাহাদতের অমীয়সুধা পানের নিমিত্তে। এই সময় ইউরোপে ১ম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। মাওঃ বশীর ইংরেজদেরকে সীমান্তযুদ্ধে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে সীমান্তের স্বাধীন সর্দারদের সঙ্গে এবং ইংরেজমিত্র আফগানশাসক আমীর হাবীবুল্লাহ খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ও তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে সক্ষম হন। আফগান আমীর তাঁর জন্য বার্ষিক বার হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। কিন্তু তিনি মাসিক মাত্র পাঁচটাকা রেখে বাকী সব জেহাদ ফান্ডে দান করে দিতেন।[৮১] আসমাসু মূল কেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তিনি ও তাঁর পরবর্তীগণ নিজেদেরকে 'আমীর' না বলে 'ছদর' (صدر) বলতেন।[৮২] তাঁর আমলেই চামারকান্দের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কমবেশী চৌদ্দ বছর এই কেন্দ্র হ'তে জেহাদ পরিচালনার পর হিংসুকদের চক্রান্তে ১লা রামাযানের রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘাঁটিতে নিজ বিছানায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৮৩]

(খ) মৌলবী ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী (১৩০৪-৬৯/১৮৮৬-১৯৫১ খৃঃ)

মুহাম্মাদ বাশীর শহীদ (রহঃ)-এর পরে ১৯৩৪ সালে মৌলবী ফযলে এলাহী দ্বিতীয়বার চামারকান্দ মুজাহিদ ঘাঁটির দায়িত্বে আসেন। মৌলবী ফযলে এলাহী ১৮ বছর বয়সে ১৯০৩ বা ১৯০৪ সালে আসমাসু কেন্দ্রে এসে আমীর আব্দুল করীম (১২৫৫-১৩৩৩/১৮৩৮-১৯১৫ খৃঃ)-এর হাতে জেহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন।[৮৪] অতঃপর আমীরের নির্দেশক্রমে তিনি হিন্দুস্তানে মুজাহিদ ও রসদ সংগ্রহের কাজে প্রেরিত হন। ১৯০৬ সালে

---

৮১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬১,৫৪৫,৫৪৪।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫১।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫৪।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬৮।

সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজেকে পুরাপুরি জেহাদের কাজে ওয়াক্‌ফ করে দেন। তিনি চুপচাপ হিন্দুস্তানের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ান এবং দেশের স্বাধীনতাকামী প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম করেন। কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সেই সুবাদে তিনি প্রথম-দিকে কংগ্রেসী ছিলেন।[৮৫] কিন্তু পরে পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁরই ইশারায় অধিকাংশ আহলেহাদীছ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। তাঁরই হাতে বায়'আতকারী সরদার আবদুল কাইউম আযাদ কাশ্মীরের নেতা নির্বাচিত হন।[৮৬] ১৯৪১ সালে একবার ছদ্মবেশে পুরা একবৎসর যাবত তিনি বিহার ও বাংলা অঞ্চল ভ্রমণ করেন। আল্লামা রাগেব আহসানকে তিনি বাংলা অঞ্চলের আমীর নিয়োগ করেন।[৮৭]

জেহাদ আন্দোলনে তৎপরতার কারণে তিনি ইংরেজের গুপ্ত পুলিশের নযরে পড়েন ও ১৯১৫ সালে জলন্ধর জেলে বন্দী হন। ১৯১৮ সালে পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে 'ওয়াযীরাবাদ-এর বাইরে যাবেন না' এই মুচলেকায় এবং একবছরের জন্য তিন হাজার টাকা যামানাত আদায়ের শর্তে ১৯১৮ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯২০ সালের জুনের দিকে তিনি গোপনে ইয়াগিস্তান চলে যান ও আসমাসু মুজাহিদ কেন্দ্রে উপস্থিত হন। পরে পরিবারের সকলকে সেখানে ডাকিয়ে নেন। কিছুদিন আসমাসু অবস্থানের পর তিনি চামারকান্দ চলে যান। সেখানে মৌলবী আবদুল করীম-এর ইন্তিকালের পরে তিনি সাময়িকভাবে চামারকান্দের প্রধান (رئیس) নির্বাচিত হন। পরে আসমাসু কেন্দ্রের হেদায়েত মোতাবেক মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর স্থায়ীভাবে 'রঈস' নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ এই ঘটনার পর থেকে উভয়ের মধ্যে মনকষাকষির সূচনা হয় — যা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। জীবনীকার মেহের-এর মতে এই মতবিরোধ অবশ্যই

---

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭২।

৮৬. সাইয়্যিদ বাদশাহ, পৃঃ ৪৪০।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩২।

নেতৃত্বের কোন্দল ছিলনা বরং দুজনের মধ্যে কর্মপদ্ধতিগত গরমিল ছিল ।[৮৮]

মাওঃ ফযলে এলাহীর জন্য ১৯২০ সাল থেকেই কমবেশী ৩০ বৎসর যাবত হিন্দুস্তানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ।[৮৯] যদিও গোপনে ছদ্মবেশে তিনি বিহার ও বাংলা এলাকায় সফর করে যান । ভারত বিভক্ত হওয়ার পরে ১৯৪৮ সালের জুলাইয়ের দিকে তিনি হিন্দুস্তানে প্রবেশ করলে গ্রেফতার হন । কিন্তু সত্বর মুক্তিলাভ করেন । এই সময়ে তিনি কাশ্মীর জেহাদে শরীক হন এবং 'জিহাদে কাশ্মীর' নামে একটি বই লেখেন ।[৯০] এইভাবে তিনি জন্মভূমি ছেড়ে কমবেশী ২৮ বৎসর সীমান্তে ইয়াগিস্তান এলাকায় জেহাদী জীবন যাপন করেন । আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্র (১৩৩৩-৩৯/১৯১৫-১৯২১ খৃঃ) পরে আসমাস্ত কেন্দ্র কার্যতঃ ঠান্ডা হ'য়ে গেলেও মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর ও মাওঃ ফযলে এলাহীর নেতৃত্বে চামারকান্দ কেন্দ্রে জেহাদের আগুন তপ্ত ছিল । ১৯৫১ সালের ৫ই মে তারিখে মুজাহিদ আন্দোলনের এই শেষ দেউটি নিভে যায় এবং তারই অছিয়ত অনুযায়ী বালাকোটে সৈয়দ আহমাদ শহীদের সাময়িক গোরস্তানের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয় ।[৯১]

১৯৪৮ সালে কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র মৃত্যুর পরে আয়োজিত লাহোরের শোকসভায় সেনাপতি বরকতুল্লাহ মুজাহিদ নেতা হিসাবে যোগদান করেন । তখনও পর্যন্ত মাওলানা রাহমাতুল্লাহ 'আমীর' হিসাবে আসমাস্ত ও চামারকান্দ উভয় কেন্দ্রের উপরে খবরদারী করতেন বলে জানা যায় ।[৯২] রহমতুল্লাহর মৃত্যুর সময় বরকতুল্লাহ জেলে থাকার কারণে ছোট ভাই ছিবগাতুল্লাহ "আমীর" হন । জেল থেকে ফিরে বরকতুল্লাহকে "আমীর" নির্বাচন করা হয় । এর পর থেকে সীমান্তের কোন তৎপরতার খবর জানা যায় না ।

---

৮৮. সারগুযাস্ত, পৃঃ ৫৬৯-৫৭০ ।

৮৯. ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী, জিহাদে কাশ্মীর (করাচী : জামেয়া আবুবকর ইসলামিয়াহ, গুলশান ইকবাল, ২য় প্রকাশ ১৪০৮ ১৯৮৮), পৃঃ ১৮,২৮ ।

৯০. সারগুযাস্ত, পৃঃ ৫৭২ ।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭২, সাইয়িদ বাদশাহ পৃঃ ৪৪৮ ।

৯২. শাহযাদা বরকতুল্লাহ বক্তৃতা সংকলন, পৃঃ ১০ ।

ছাদিকপুরী পরিবার

১৮৩১ সালে বালাকোট বিপর্যয়ের পর জেহাদ আন্দোলনের সার্বিক নেতৃত্ব পাটনা আযীমাবাদের ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে পড়ে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের যোগ্যতম নেতৃত্বে বাংলাদেশ হ'তে সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশ জেহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পরে তাঁদের উত্তরসূরীগণ জেহাদের আগুন তাযা রাখেন। সীমান্তে যা বৃটিশ রাজত্বের জন্য একটা স্থায়ী ভীতি হিসাবে বিরাজ করে। পাঁচ/সাতশো মুজাহিদকে দমন করার জন্য বৃটিশ সরকারকে ১৮৫০ হ'তে ১৮৬৩ পর্যন্ত সময়কালে সর্বমোট ২০টি অভিযান প্রেরণ করতে হয়, যাতে অংশনেয় ৬০,০০০ হাজার নিয়মিত বাহিনী। তাছাড়া ছিল বহুসংখ্যক অনিয়মিত ও অতিরিক্ত সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী।[১৩] হান্টার স্বীকার করেছেন যে, "ভারতে আমাদের শাসন কায়েম রাখার ব্যাপারে এরা ছিল স্থায়ী বিপদের উৎস।[১৪] তৎকালীন পাঞ্জাব সরকার মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে প্রেরিত তাদের অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরকারী রিপোর্টে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, — 'এই অভিযানের মাধ্যমে হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধদের বিতাড়িত করতেও পারিনি কিংবা আত্মসমর্পণ করে হিন্দুস্তানে তাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে বাধ্যও করতে পারিনি।[১৫] মুজাহিদগণের সংকল্পের দৃঢ়তা এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা ভারতব্যাপি মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের দিকে ইংগিত দিয়ে হান্টার বলেন — 'আমাদের অধিকারে রয়েছে একটি চিরস্থায়ী ষড়যন্ত্র এবং সীমান্তে রয়েছে একটি স্থায়ী বিদ্রোহী শিবির।[১৬] মুজাহিদগণের সর্বত্যাগী জিহাদী তৎপরতার স্বীকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন —

---

১৩. হান্টার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' অনুবাদ ঃ এম. আনিসুজ্জামান (ঢাকা ঃ খোশরোজ কিতাবমহল ১৯৮২) পৃঃ ১৪-১৫,

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯ ; HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT (Karachi : Pakistan historical society, 1960). Vol.II, Ch.VII P.165.

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

১৬. আবদুল মওদুদ প্রণীত 'ওহাবী আন্দোলন' (ঢাকা ঃ আহমাদ পাবলিশিং হাউস, বাংলা ১৩৯২/১৯৮৫ খৃঃ) তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১০২।

'আরবদেশের ওয়াহ্হাবীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের (জেহাদ) আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। কারণ সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলনের সূচনা করেন, তখন তিনি আরবদেশে যাননি। তাঁর দল অনেকটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি মক্কায় যান। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ গড়ে তোলেন এবং তা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করে, যা এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। এর সাথে ওয়াহ্হাবী মতের কোন সম্বন্ধ নেই। ধর্মীয় হ'লেও এর সাথে বিনষ্ট মুসলিম রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের আকাংখা ছিলনা — তা বলা যায় না। বরং এ আন্দোলনকে এক হিসাবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৭]

উপরে বর্ণিত বিষয়টি ছিল ছাদিকপুরী পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত সীমান্তে জেহাদ আন্দোলনের একটি দিক। অন্যদিকে পাটনার ছাদিকপুর কেন্দ্র ১৮১৮ হ'তে ১৮৮৩ পর্যন্ত জেহাদে লোক ও রসদ প্রেরণের ঘাঁটি হিসাবে পূর্ণ গোপন তৎপরতা বজায় রাখে। যদিও ১৮৬৪ সালে আম্বালা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে ছাদিকপুরী পরিবারের মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহীম প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হয়। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী আন্দামানের 'রস' (Ross island) দ্বীপে ১৮৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এবং তাঁর বড় ভাই মাওলানা আহমাদুল্লাহ 'ভাইপার' (Viper island) দ্বীপে ১৮৮১ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যদিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাওলানা আবদুর রহীম বিন কারহাত হুসাইন দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর পরে মুক্তি পেয়ে ১৮৮৩ সালের মার্চে পাটনায় ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানে তখন তাঁর ঐতিহাসিক জমিদার পরিবারের বাস্তুভিটার চিহ্ন খুজে পাওয়ার অবস্থা পর্যন্ত ছিলনা। তাঁর পরিবার তখন নানমুহিয়া (نمومیہ) মহল্লাতে থাকেন। তিনি সেখানে শেষ জীবনের দুঃখময় দিনগুলি কাটান এবং সাদিকপুর পরিবারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল 'আদ-দুররুল মানছুর' বা 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ' রচনা করেন। ১৩৪১/১৯২৩ সালের ২৫শে জুলাই ৯২ বছর বয়সে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন।[১৮]

---

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭। কিন্তু মন্টগোমারী ওয়াট '১৮২৩ সালে হজের সফরে সাইয়্যিদ আহমাদ ওয়াহাবী সংস্পর্শে আসেন,' বলে মন্তব্য করেছেন যা ঠিক নয়। ISLAMIC PHILOSOPHY AND THEOLOGY (Edinburgh University Press 1962) P 165

১৮. কাইয়ুম খিযির প্রণীত زادی وطن / صادقپور، پٹنہ قربانگاہ (পাটনা, বিহার লিখো প্রেস ১৯৭৯ ইং) পৃঃ ৩৭,৩৮,৩৯, জাফর থানেশ্বরী, তাওয়ারীখে আজীব (দিল্লী : মুস্তানছির প্রেস, ১৯২৫) পৃঃ ৪৪-৪৫,৬৬,৮১।

১৮৬৪ সালে বৃটিশ সরকার ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার, তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফত করা ছাড়াও সমস্ত ঘরবাড়ি ভেঙে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ভিটা উচ্ছেদ করে সেখানে লাঙল চালানো হয়। মাওলানা কারহাত হুসাইনসহ ছাদিকপুরী পরিবারের বুযর্গ ব্যক্তিদের কবরস্থান সমান করে সেখানে হরিজনদের শূকর পোষার আখড়া এবং শহরের পায়খানা ফেলার গাড়ী রাখার জায়গা বানানো হয়। কিছু অংশে মহিলাদের মীনাবাজার বসানো হয়। বাকী অংশে মিউনিসিপ্যালিটির বিল্ডিংসমূহ নির্মিত হয়েছে।[৯৯] অথচ এখানেই একদিন সারা ভারতের মুক্তির জন্য জেহাদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ হ'ত। জান্নাতের মজলিসসমূহ সদা গুলজার থাকত। যাদের রেখে যাওয়া জেহাদের খুনরাঙা পথ ধরে আসে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিপ্লব ও ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা আন্দোলন।

কিন্তু এতবড় ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও ছাদিকপুর কেন্দ্রে জেহাদের আগুন নিভেনি। মাওলানা আবদুর রহীম যখন ১৮৬৪ সালে গ্রেফতার হন তখন তাঁর ১৭ বৎসর বয়স্ক চাচাতো ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান যাকীর বিন মাওলানা বেলায়েত আলী (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ) ইমারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি পরিবর্তিত অবস্থা বিবেচনা করে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি এই ঐতিহাসিক জেহাদকেন্দ্রকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি সেখানে 'মোহামেডান এ্যাংলো এরাবিক স্কুল' খোলেন এবং 'ইনস্টিটিউট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।[১০০]

পরবর্তীতে মাওলানা আহমাদুল্লাহ্‌র পৌত্র মাওলানা আব্দুল খবীর বিন মাওলানা আব্দুল হাকীম ১৯৭৩ সালের ৩রা নভেম্বরে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জামা'আতে আহলেহাদীছের আমীর ছিলেন। তিনি উঁচুদরের আলেম ও মুত্তাকী ছিলেন। তিনি এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, জানাযায় উপস্থিত লোকসংখ্যা স্মরণাতীতকালে অতুলনীয় ছিল।[১০১] মাওলানা আব্দুল খাবীর

---

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।
১০০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২-২৩।
১০১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

-এর পুত্র মাওলানা আবদুস সামী' বর্তমানে 'আমীরে জামা'আত' হিসাবে পাটনার এই ঐতিহাসিক জেহাদী পরিবারের ঐতিহ্য আগলে আছেন ।

পরিশেষে আমরা বলতে পারিযে, পাক-ভারত উপমহাদেশকে গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্ত করার জন্য এবং একই সাথে কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবার ও তার পরে পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে, ভারতবর্ষে তার কোন তুলনা নেই । জেহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন একই সাথে চালাতে গিয়ে একদিকে বৃটিশ শাসনশক্তির নিষ্ঠুরতম আচরণ, জেল-যুলম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আন্দামান ও কালা-পানির লোমহর্ষক নির্যাতন অপরদিকে প্রতিবেশী ঈর্ষাকাতর আলেমদের ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের প্রদত্ত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও ভূমিকম্পসদৃশ মুছীবতসমূহ হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে ছাদিকপুরী পরিবার যে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, তা ভবিষ্যতের যেকোন আদর্শবাদী মুজাহিদের জন্য স্থায়ী প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে ।

অধ্যায় ৮ : আধুনিক যুগ ৩য় পর্যায় (ক)

মিয়া নযীর হুসাইন ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান
(১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-৯০)

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)-এর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শহীদায়েন (রহঃ) ও তাঁদের অনুসারী পাটনা ছাদিকপুরী পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত কিঞ্চিদধিক সোয়াশো বছর (১৮১৬-১৯৫১ খৃঃ) ব্যাপি জিহাদ আন্দোলন সমগ্র উপমহাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে আমল বিল-হাদীছের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে ঈমানী দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে। এর ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

অন্যদিকে শহীদায়েনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিহারের মৌলবী নযীর হুসাইন ও কনৌজের মৌলবী ছিদ্দীক হাসান খান দীর্ঘ শিক্ষকতা ও গ্রন্থ রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে চিন্তার জগতে পরিবর্তন সাধনের দ্বারা সর্বত্র যে নীরব বিপ্লবের সূচনা করেন তা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দিয়ে যায়। মিয়া নযীর হুসাইনের প্রায় পৌনে এক শতাব্দীব্যাপি (১২৪৬-১৩২০ হিঃ) শিক্ষকতার জীবনে প্রাপ্ত প্রায় সোয়া লক্ষ ছাত্রের[১] অধিকাংশ শহীদায়েন ও তাঁদের অনুসারীদের ন্যায় যুদ্ধের ময়দানে সশস্ত্র মুজাহিদ না হ'লেও ইলমের ময়দানে তারা কুরআন-হাদীছের অস্ত্রে সুদক্ষ ইলমী মুজাহিদ ছিলেন যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

---

১. আশরাফ লাহোরী, আল-বুশরা (লাহোর : বেস্ট পাঞ্জাব প্রিন্টিং প্রেস ১৩৭১/১৯৫০) পৃঃ ৫৩, ১২৪৬ সালে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের দরসে যোগদান করলেও সম্ভবতঃ একই সময়ে তিনি স্বীয় অবস্থানস্থল পাঞ্জাবী কাটরার আওরঙ্গাবাদী মসজিদে হাদীছের দরস দিতেন।

ক - মিয়া নযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)
(১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ)

ইমাম হুসাইন (৪-৬১ হিঃ)-এর বংশধর সাইয়িদ নযীর হুসাইন বিন জাওয়াদ আলীর বংশধারা ৩৫তম উর্ধ্বতন স্তরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মিলে যায়।[২] এই বংশে দশজন ইমাম ও দশজন কাযী জন্মগ্রহণ করেন।[৩] নযীর হুসাইনের ১৮তম উর্ধ্বতন পুরুষ সাইয়িদ আহমাদ শাহ জাজনীরী কুতুবুদ্দীন আয়বকের (৬০২-৬০৬/১২০৬-১০ খৃঃ) অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে বিহারে প্রেরিত হলে সেই থেকে তিনি ও তাঁর বংশ বিহারের অধিবাসী হন। বিহারের মুংগের যেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী সূর্যগড়ের অনতিদূরে বালখোয়া নামক গ্রামে নযীর হুসাইনের জন্মস্থানে তাঁর পিতা জওয়াদ আলী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভাইয়েরা সূর্যগড়ে উঠে আসেন।[৪] পিতার জীবদ্দশাতেই নযীর হুসাইন শিক্ষার উদ্দেশ্যে দিল্লী গমন করেন ও সারাজীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

১৭ বছর বয়স পর্যন্ত নযীর হুসাইন লেখাপড়ার প্রতি নযর দেননি। একদিন তাদের পরিবারের সুহৃদ জনৈক ব্রাহ্মণ তাকে বলেন 'ওহে নযীর: তোমার বংশের সকলেই মৌলবী। অথচ তুমি জাহিল হ'য়ে রইলে?'[৫] ব্রাহ্মণের উক্ত বাক্য তরুণ নযীর হুসাইনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। প্রথমে পিতার নিকটে পরে ১২৩৭ মোতাবেক ১৮২১ খৃষ্টাব্দের একরাতে গোপনে পাটনা আযীমাবাদ চলে যান। সেখানে গিয়ে

---

২. ফযল হুসাইন বিহারী, আল-হায়াত বা'দাল মামাত (করাচী: মাকতাবা শু'আইব, ১৩৭৯/১৯৫৯) পৃঃ ১০-১২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪, নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ পৃঃ ১৩৭।

৪. আল-হায়াত, পৃঃ ৫, তারাজিম পৃঃ ১৩৬।

৫. তারাজিম, পৃঃ ১৩৭।

হজ্জের কাফেলা নিয়ে যাত্রাকারী শহীদায়েনের পক্ককালব্যাপি ওয়ায শুনে তাঁর মধ্যে হাদীছ-শিক্ষার উদগ্র বাসনা জেগে ওঠে ।[৬] ফলে ১২৪৩ হিজরীর ১৩ই রজব মোতাবেক ১৮২৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি দিল্লীতে পৌছে যান । অতঃপর ১২৪৬ হিজরীর শেষদিকে তিনি সুনামধন্য উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক (১১৯২-১২৬২/১৭৭৮-১৮৪৬ খৃঃ) -এর দরসে যোগ দেন ।[৭] শাহ ইসহাক বিন আফযাল ফারূকী শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪)-এর নাতি ও তাঁর মৃত্যুর পরে মাদরাসা রহীমিয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দীর্ঘ তের বছর তাঁর নিকটে মা'কুলাত ও মানকুলাতের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা লাভ করেন ।[৮] অতঃপর ১২৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৩ সালে উস্তাদ শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক স্থায়ীভাবে মক্কায় হিজরত করার সময় তাঁকে লিখিতভাবে স্থলাভিষিক্ত করে যান[৯] এবং অলিউল্লাহ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী শায়খুলহাদীছ হিসাবে

---

৬. আল-হায়াত, পৃঃ ২৫ ।

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২ ।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩ ।

৯. শাহ ইসহাকের নিকট হ'তে প্রাপ্ত মিয়াঁছাহেবের শিষ্যত্বের সনদ নিম্নরূপ ছিল -

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول العبد الضعيف محمد اسحاق ان السيد النجيب المولوى نذير حسين قد قراء على اطرافا من الصحاح الستة البخارى و مسلم و ابى داود و الجامع الترمذى والنسائى و ابن ماجة و شيئا من كنز العمال والجامع الصغير و غيرها وسمع منى الاحاديث الكثيرة فعليه ان يشتغل بقراة هذه الكتب و يتدرس بها لانه اهلها بالشروط المعتبرة عند اهل الحديث و انى حصلت القراة و السماعة والاجازة لهذه الكتب من الشيخ الاجل الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى و هو حصل القراءة و الاجازة عن الشيخ ولى الله = المحدث الدهلوى رحمة الله عليهما و باقى سنده مكتوب عنده - حرر فى ثانى شهر شوال سنه ١٢٥٨هـ الحمد لله اولاًوا خراً -

মোহর: মোহাম্মদ ১২৫২ ইসহাক

আল-হায়াত পৃঃ ৬১ এখানে সনদে দেওয়া হিজরীসন ও মোহরের মধ্যে দেওয়া হিজরী সনে পার্থক্য আছে । সম্ভবতঃ স্বাক্ষরের সনে ভুল আছে । কেননা সকল জীবনীকারের মতে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক ১২৫৮ হিজরীতে স্থায়ীভাবে মক্কায় হিজরত করার প্রাক্কালে উক্ত সনদ লিখে দিয়ে যান । জীবনীকার আশরাফ লাহোরীর ভাষায় বিদায়কালে উস্তাদ তাঁকে বলেছিলেন - 'নবীর হাদীছ শিক্ষাদানের জন্য এবং রাসূলের সুন্নাতের পুনর্জাগরণের জন্য তুমি হিন্দুস্তানে আমার প্রতিনিধি হয়ে থাক । আমি তোমাকে হাদীছ শিক্ষাদান ও ফৎওয়াপ্রদানের সনদ লিখে দিয়ে যাচ্ছি ।' - আল-বুশরা পৃঃ৩৮ । কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিরোধী আলেমরা তাকে 'ছত্রিনন' বলে রটিয়ে দিয়ে সরকারকে প্ররোচিত করে । ফলে সরকার ওয়াহ্হাবী ভেবে রাওয়ালপিন্ডির জেলে একবছর তাকে বন্দী করে রাখে । — আল-হায়াত পৃঃ ১৩৫ ।

كن انت خليفتى فى الهند لتعليم الحديث واحياء السنة النبوى ص (البشرى ص ٣٨)

তাঁকে 'মিয়াঁ ছাহেব' উপাধি প্রদান করেন । পরবর্তীতে হজ্জের সফরে গেলে আরবরা তাঁকে 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) ও ভারত সরকার তাঁকে 'শামসুল ওলামা'(বিদ্বানগণের সূর্য) খেতাব দিলেও তিনি সর্বদা উস্তাদের দেওয়া 'মিয়াঁ ছাহেব' নামই পসন্দ করতেন ও সেই নামেই তিনি পরিচিত হয়েছেন ।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে মিয়া ছাহেবের অবদান

বিহারের এক মুকাল্লিদ ঘরে জন্মগ্রহণকারী সাইয়িদ নযীর হুসাইন দিল্লীতে এসে নিরপেক্ষ ও খোলামনে হাদীছ অধ্যয়নের ফলে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে । আমল বিল-হাদীছের জায্বা প্রচলিত তাকলীদী ধারার বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে । কুরআন, হাদীছ, ফিক্হসহ প্রচলিত প্রায় সকল ইলমে গভীর পারদর্শী নযীর হুসাইন পাঠদানের সময় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে হাদীছের সহজ-সুন্দর পথ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন । ফলে ফিক্হী বিতর্ক হ'তে বেরিয়ে ছাত্ররা সরাসরি কুরআন-হাদীছ অনুসরণে অধিক স্বস্তি লাভ করতেন ।এরই ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র প্রচলিত তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান । প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তার শিক্ষা প্রচার করতেন ও তাদের মাধ্যমে অনেকে আহলেহাদীছ হতেন । পঁচাত্তর বছরের এই ইল্মী মহীরুহের ছায়াতলে প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাযার ছাত্র দ্বীনী ইল্ম লাভে ধন্য হন,[১০] যাদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ ছিলেন বা হয়েছিলেন বলে অনুমান করা চলে ।[১১] এক্ষনে আমরা তাঁর ছাত্রমন্ডলী সম্পর্কে আলোকপাত করব ।

---

১০. আল-বুশ্রা, পৃঃ ৫০ ।

১১. জীবনীকার আশরাফ লাহোরী এই সংখ্যাকে ৮০,০০,০০০ লাখ বলেছেন । — আল-বুশরা, পৃঃ ৫২ ।

ছাত্রমন্ডলী : পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের প্রায় সকল দেশেই মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্র-মন্ডলী বিস্তৃত ছিল। শাম, মিসর, হেজায, নাজদ, ইয়ামন, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া), আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, তিউনিসিয়া, কাবুল, গযনী, কান্দাহার, বোখারা, বলখ, সমরকন্দ, ইয়াগিস্তান, এশিয়া মাইনর (ایشیا کوچک), ইরান, খোরাসান, মাশহাদ, তিব্বত, চীন, জাপান, বার্মা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও এলাকা হ'তে ছাত্ররা হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনায় মিয়াঁ ছাহেবের দরসে যোগদান করতেন।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মোটামুটি তিন সুরের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁর সুনামধন্য পুত্র মৌলবী শরীফ হুসাইন (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ), মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনবী (মৃঃ ১২৯৮/১৮৮০) মৌলবী মুহাম্মাদ, মৌলবী আবদুল জব্বার, আবদুররহীম, আব্দুল ওয়াহেদ ও তাঁর পাঁচ পুত্র। মৌলবী বশীর সাহসোয়ানী (১২৫০-১৩২৬ / ১৮৩৪-১৯০৮), মৌলবী আমীর হাসান (মৃঃ ১২৯১/১৮৭৪) ও তাঁর পুত্র আমীর আহমাদ সাহসোয়ানী (১২৬২-১৩০৬ / ১৮৪৬-১৮৮৮) মৌলবী আবদুল্লাহ ওরফে গোলামরাসূল পাঞ্জাবী, হাফেয মোহাম্মাদ বাহ্লুল্লাহ লাক্কাবী পাঞ্জাবী, শামসুল ওলামা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী লাহোরী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০), হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭ / ১৮৪৪-১৯১৮), সা'আদাত হুসাইন বিহারী (মৃঃ ১২৯৬), হাফেয ইবরাহীম আরভী (১২৬৪-১৩১৯ / ১৮৪৯-১৯০১), হাফেয আবদুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী (১২৬৭-১৩৩৪/১৮৫১-১৯১৫ হিঃ), রফীউদ্দীন শুকরানওয়ারী বিহারী, মৌলবী তালাওফ হুসাইন আযীমাবাদী (১২৬৪-১৩৩৪ / ১৮৪৮-১৯১৫), নূর আহমাদ ভিয়ানবী আযীমাবাদী, বদীউয্যামান লাক্কাবী (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ), মৌঃ অসিয়ত আলী, মৌলবী আসাদ আলী ইসলামাবাদী, কাযী মাহফুযুল্লাহ পানিপথী, শায়খ আহমাদ দেহলভী, বখশিষ আহমাদ কাযীপুরী, সালামাতুল্লাহ আযমগড়ী, মৌলবী আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ পাঞ্জাবী, আব্দুল গণী লা'আলপুরী বিহারী, ইলাহীবখশ বরাকুরী, নাযীর হুসাইন আরভী, আমীর আলী মালীহাবাদী লাক্কাবী, নূর আহমাদ মুলতানী, আহমাদ হাসান ইসুনভী বিহারী, আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬ / ১৮৫৫-১৯১৮) ও তাঁর ভাই হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াসীন, মৌলবী আবদুল্লাহ পাঞ্জাবী গীলানী, মৌলবী মুহাম্মাদ তাহের সিলহেটী (বাংলাদেশ), আবদুল

জব্বার ওমরপুরী, সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইরফান টোংকী, মৌলবী মুহাম্মাদ হুসাইন বিন আব্দুস সাত্তার হাযারভী, মৌলবী আলী নে'মত ফলওয়ারী (মৃঃ ১৩৩১/১৯১২), মৌলবী মুহাম্মাদ আহ্সান ভুপালী, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস হুসাইনী সানুসী মাগরেবী (মরক্কো), মুহাম্মাদ বিন নাছির বিন মুবারক, সা'আদ বিন হামাদ বিন আতীক, শায়খ ইসহাক বিন আব্দুর রহমান আলে শায়খ (নাজ্দ), মুহাদ্দিছ শামসুল হক ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ / ১৮৫৭-১৯১১)-আওনুল মা'বুদ, গায়াতুল মাকছুদ, মুগনী শারহে দারা কুতনী প্রভৃতির রচয়িতা), শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ / ১৮৬৫-১৯৩৫)-তুহফাতুল আহ্ওয়াযী, আব্কারুল মিনান প্রভৃতির রচয়িতা) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানমন্ডলী।[১২] এছাড়াও রয়েছেন দেশে দেশে শত শত ইল্মী প্রতিভা, মিয়াঁ ছাহেবের দারস থেকে আলো নিয়ে যাঁরা স্ব স্ব এলাকা আমল বিল-হাদীছ-এর আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন এবং এর মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন, তার সংখ্যা নিরূপন করা একপ্রকার অসম্ভব। আল্লাহ্র সেনাবাহিনীর খবর তিনি ছাড়া আর কে রাখেন? তবে জীবনীকার ফযল হুসাইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হ'তে মিয়াঁ ছাহেবের পাঁচশত ছাত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে তার কিছু তুলে ধরব।

এলাকাভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ছাত্রমন্ডলী

বিহার ঃ যেলা আরাহ ঃ- ১। মাওলানা ইব্রাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯ / ১৯৪৯-১৯০১) (মক্কায় তৃতীয়বার হজের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আরার মাদরাসা আহমাদিয়া তাঁর অমর স্মৃতি। জীবনের শেষদিকে তিনি তাছাউওফের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি খুবই হকপন্থী ছিলেন এবং কোন অবস্থাতেই হক পরিত্যাগ করে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করতেন না)[১৩]। ২। তাঁর ভাই মৌলবী মোহাম্মাদ ইদ্রীস আরাভী

৩। মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম (মাদরাসা আলিয়া কলিকাতা-এর তত্ত্বাবধায়ক) ৪। মৌলবী শাহ নেয়ামাতুল্লাহ ৫। মৌলবী হাফেয নাযীর হাসান ওরফে যয়নুল আবেদীন সহ মোট ১১ জন।

---

১২. জীবনীগ্রন্থ আল-হায়াত পৃঃ ৬৬২-৭০৪ এবং আল-বুশ্রা, পৃঃ ৫৫-৫৭ হতে গৃহীত।

১৩. আল-হায়াত, পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫।

জেলা পাটনা : ১। মৌলবী হাকীম আলীমুদ্দীন হুসাইন নগরনাহ্সাতী ($\frac{১২৬১-১৩০৬}{১৮৪৫-১৮৮৮}$) (ইনি একজন উচ্চদরের আলেম, শিক্ষক, গ্রন্থকার ও বাগ্মী ছিলেন) । ২। মৌলবী লুৎফে আলী বিহারী (বড় আলেম ও শিক্ষক ছিলেন) । ৩। মৌলবী আমীর হাসান বিহারী ৪। মৌলবী আবুল হাসানাত আবদুল গফুর দানাপুরী ৫। মৌলবী ফযল হুসাইন মোযাফ্ফরপুরী (মিয়া ছাহেবের প্রথম উর্দু জীবনী আল-হায়াত বা'দাল মামাত-এর রচয়িতা । ৬। মৌলবী তালাত্তুক হুসাইন আযীমাবাদী ($\frac{১২৬৪-১৩৩৪}{১৮৪৮-১৯১৬}$)-(ইনি প্রায় ২৬ বৎসর যাবত মিয়া ছাহেবের খাদেম ছিলেন । ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে মিয়া ছাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত ইনি মিয়া ছাহেবের মুখলিছ সাথী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁর নিকট রক্ষিত ছাত্রদের (নামের তালিকা থেকেই জীবনীকার ফযল হোসাইন মিয়াছাহেবের ছাত্রদের) সংখ্যাও তথা সংগ্রহ করেছেন) । ৭। মাওলানা আবুত্ তাইয়িব মুহাম্মাদ শামসুল হক ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১৮৫৭-১৯১১) । ৮। মৌলবী মোহাম্মাদ ইদরীস বিন মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী ৯। মৌলবী সা'আদাত হুসাইন (সাবেক শিক্ষক মাদরাসা আহমাদিয়া আরাহ্ ও মাদরাসা আলিয়া কলিকাতা) ১০। মৌলবী শাহ মোহাম্মাদ আয়নুল হক ফলওয়ারী($\frac{১২৮৭-১৩৩৩}{১৮৬৯-১৯১৫}$)- ইনি পাটনা যেলার অন্তর্গত ফলওয়ারী খান্কাহের সাজ্জাদানশীন ছিলেন । ইনি সুন্নাতের পাবন্দী করার নিয়তে পায়ে হেটে হজে গমন করেন এবং হজ থেকে ফিরে এসে খানকাহ ছেড়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন) ১১। মৌলবী আলী নেয়ামত ফলওয়ারী । ইনি মৌলবী শাহ মোহাম্মাদ আয়নুল হক-এর উস্তাদ ছিলেন । ১২। মৌলবী শুহুদুল হক (ইনি মিয়া ছাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত 'ইনতিছারুল হক'-এর প্রতিবাদে 'বাহরে যাখার'-এর লেখক) ১৩। মৌলবী আবুল হাসান বিহারী (ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ ছিলেন) । এতদসহ মোট ৭৩ জন ।

জেলা সারেন : ১। মৌলবী আবু নছর আবদুল গাফ্ফার মেহদানওয়াঁ (মৃঃ১৩১৫ হিঃ) । ইনি জীবনীকার ফযল হুসাইনের আপন চাচাতো ভাই ছিলেন । সারেন জেলার আহলেহাদীছের নেতা ছিলেন । ২। মৌলবী ইহসানুল্লাহ (ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ ছিলেন)। এতদসহ মোট আট জন ।

জেলা দারভাঙ্গা : ১। হাফেয মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী ($\frac{১২৭০-১৩৩৬}{১৮৫৫-১৯১৮}$) (হুসনুল বায়ান-এর খ্যাতনামা লেখক ও মুর্শিদাবাদ মাড়তা বাহাছের সুনামধন্য মুনাযির ছিলেন ।

মোযাফ্ফরপুর, দারভাঙ্গা, দিনাজপুর ও বাংলাদেশ এলাকার অধিকাংশ জনপদের শ্রদ্ধেয় আহলে-হাদীছ নেতা, বাহাছ ও মুনাযারায় দক্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী আলেম ছিলেন । ২। তাঁর ভাই মাওলানা আবদুর রহীম রহীমাবাদী ৩। মৌলবী আলতাফ হুসাইন ফাযিলপুরীসহ মোট ১০ জন ।

জেলা ছাহেবগঞ্জ ঃ ১। মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ২। মৌলবী তাবারক হুসাইন ৩। মৌলবী শের মুহাম্মাদ ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ যাকির ৫। মৌলবী আবদুস সাত্তার ।

এতদ্ব্যতীত বিহার প্রদেশের মুযাফ্ফরপুর, মোতীহারী, মুংগের প্রভৃতি যেলায় যথাক্রমে ৩, ১ ও ৩ জন ছাত্রের নামসহ সর্বমোট ১১৪ জন বিহারী ছাত্রের নাম আছে ।

বঙ্গদেশ (বাংলাদেশ ৩২ ও পঃবঙ্গ ১৬= ৪৮ জন)

জেলা চট্টগ্রাম ঃ ১। মৌলবী বখশী আলী ২। মৌলবী হায়দার আলী ইসলামাবাদী ৩। মৌলবী আসাদ আলী ৪। মৌলবী হাসানুয্যামান ৫। মৌলবী আবদুল ফাত্তাহ ৬। মৌলবী বখশিষ আলী ৭। মৌলবী মুণীরুদ্দীন বিন মৌলবী হাসান আলী ইসলামাবাদী ।

জেলা সিলেট ঃ ১। মৌলবী মুহাম্মাদ তাহের ২। মৌলবী হাসান আলী ৩। মৌলবী আবদুল বারী ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ ইয়াকুব ।

জেলা ঢাকা ঃ ১। মৌলবী নাছীরুদ্দীন ২। মৌলবী আবদুল্লাহ ৩। মৌঃ আবদুল গফুর ৪। মৌলবী ইবরাহীম ৫। মৌলবী হায়দার আলী ।

জেলা রংপুর ঃ ১। মৌলবী আবদুল হালীম ২। মৌলবী আবদুল হাদী (মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী-এর পিতা) ৩। মৌলবী যহীরুদ্দীন ৪। মৌলবী আতাউল্লাহ ।

জেলা দিনাজপুর ঃ ১। মৌলবী আবদুল বাসেত ২। মৌলবী আবদুল হামীদ ৩। মৌলবী আমানাতুল্লাহ ৪। মৌলবী মোহাম্মাদ হুসাইন ৫। মৌলবী ঈসা ৬। মৌলবী আবদুল মালেক ৭। মৌলবী আবদুস সাঈদ ।

জেলা নাছীরাবাদ (মোমেনশাহী) মৌলবী খাজা আহমাদ ।

জেলা : রাজশাহী : ১। মৌলবী মুহাম্মাদ (জামিরা) ২। মৌলবী রহীম বখশ, ৩। মৌলবী আছগার আলী ৪। মৌলবী মাওলা,

জেলা বর্ধমান : ১। মৌলবী মুহাম্মাদ বিন যিল্লুর রহীম ২। আব্দুর রহমান বিন যিল্লুর রহীম ৩। মৌলবী নেয়ামাতুল্লাহ, ৪। ফযল করীম ৫। আব্দুর রহীম, ৬। ইহসান করীম, ৭। মৌলবী ইসহাক্ব ।

জেলা মুর্শিদাবাদ : ১। মৌলবী সলীমুদ্দীন ২। মৌলবী আবদুল আযীয ৩। মৌলবী নাজমুদ্দীন ৪। মৌলবী ইয়াকুব আলী ৫। মৌলবী আবু মুহাম্মাদ হেফাযাতুল্লাহ ৬। মৌলবী ইব্রাহীম দেবকুন্ডী (বেলডাঙ্গা - মাওলানা মাওলাবখশ নদভীর পিতা) ।

কলিকাতা, মৌলবী আয়নুদ্দীন (মেটিয়াবুরুজ হাফেয মাওলানা আয়নুল বারীর দাদা) ।

জেলা নদীয়া : মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক বিন মৌলবী খাজা আহমাদ ২। মৌলবী তোরাব আলী ওরফে খাকী শাহ ।

- আসাম : মৌলবী সা'আদুল্লাহ (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের শাগরিদ)
- ব্রহ্মদেশ : মৌলবী মুহাম্মাদ ওমর ২। মৌলবী আমীরুদ্দীন
- সিন্ধু : মৌলবী মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী (খ্যাতনামা লেখক) ২। মৌলবী কুদরাতুল্লাহ ৩। মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ ৪। মৌলবী আবু তোরাব রুশদুল্লাহ ।
- পাঞ্জাব : মৌলবী শামসুদ্দীন (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের শাগরিদ) ২। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ (তুহফাতুল হিন্দ ও তুহফাতুল ইখওয়ান-এর লেখক) ৩। মৌলবী আবদুল ওয়াহ্হাব (১২৮১-১৩৫১ / ১৮৬৩-১৯৩২) জামা'আতে গোরাবায়ে আহ্লেহাদীছ-এর প্রতিষ্ঠাতা । দিল্লীর ছদরবাযার-এ 'দারুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ' নামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন । স্বীয় উস্তাদ মিয়াঁ ছাহেবের ন্যায় সারা ভারতে তাঁর বহু ছাত্র ও অনুসারী রয়েছে) ৪। মৌলবী অলি মুহাম্মাদ ৫। মৌলবী আবদুল্লাহ গযনভী (মৃঃ ১২৯৮ হিঃ / ১৮৮০ খৃঃ) খ্যাতনামা আহলেহাদীছ নেতা ও ছূফী মুহাদ্দিছ ছিলেন ৬। তাঁর পুত্র মৌলবী মুহাম্মাদ গযনভী (মৃঃ ১২৬৯ হিঃ) তাফসীরে জামেউল বায়ান-এর মধ্যে তাঁর টীকা রয়েছে) ৭। অন্যতম পুত্র মৌলবী আবদুল জাব্বার গযনভী অমৃতসরী (ইনি পিতা আবদুল্লাহ গযনভীর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন) । ৮। মৌলবী আবুল ওফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ / ১৮৬৮-১৯৪৮) খ্যাতনামা আহলেহাদীছ নেতা 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, উর্দু মাসিক আহলেহাদীছ পত্রিকার সম্পাদক, তাফসীরে ছানাঈসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পুস্তিকার লেখক, ভারতবিখ্যাত মুনাযির ও কাদিয়ানী বিজয়ী, 'শেরে পাঞ্জাব' বলে খ্যাত সুনামধন্য আলেম) ।

৯। কাযী মাহফুযুল্লাহ (ইনি তাফসীরে মাযহারী প্রণেতা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী-এর নাতি) ১০। মৌলবী মুহাম্মাদ শাহ পাক পটনী পাঞ্জাবী (তানবীরুল হক-এর লেখক। এ বইয়ের প্রতিবাদেই মিয়া ছাহেব মি'আরুল হক লেখেন) ১১। মৌলবী তেলা মুহাম্মাদ খান (মক্কায় মৃত্যু ১৩১০ হিজরী; ইনি উঁচুদরের আলেম ও মুহাদ্দিছ হওয়ার সাথে সাথে আরবী ও ফারসী ভাষার দক্ষ কবি ছিলেন) ১২। মোল্লা মোহাম্মাদ আরিফ পেশওয়ারী (ইনি পরে ঢাকার বাসিন্দা হন)। ১৩। মোল্লা ছিদ্দীক পেশাওয়ারী (খ্যাতনামা ফকীহ ও মুহাদ্দিছ হওয়ার সাথে সাথে উঁচুদরের উছুলী ছিলেন। মুসাল্লামুছছুবুত, মুগতানামুল হুছুল প্রভৃতির তিনি হাফেয ছিলেন বলা চলে। এতদ্ব্যতীত নুরুল আনওয়ার, তাওযীহ, আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, মুছাফফা, মাহছুল, হুসামী প্রভৃতি উছুলের কেতাবসমূহ তাঁর নখদর্পণে ছিল)। এতদসহ সারা পাঞ্জাব, পেশাওয়ারে ও ঝিলামে মোট ৬৩ জন ছাত্রের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত সুরতে ১ জন, গুজরাটে ২ জন এবং মাদ্রাজে ২ জন ছাত্রের নাম আছে।

জেলা দিল্লী : মাওলানা সাইয়িদ শরীফ হুসাইন (মিয়া ছাহেবের পুত্র মৃঃ ১৩০৪ হিঃ) ২। মৌলবী সাইয়িদ আহমাদ হাসান (ইনি تلخيص الانظار فيما بنى عليه الانتصار নামক বিখ্যাত পুস্তিকার লেখক। পুস্তিকাটি মিয়া ছাহেব প্রণীত معيار الحق এর প্রতিবাদে লেখা انتصار الحق-এর বিরুদ্ধে মাত্র দশ দিনের মধ্যে লিখে ও ছেপে প্রকাশ করা হয় এবং ১২৯০ হিজরীর ২৫শে জমাদিউছ ছানীতে লেখকের নামে প্রেরণ করা হয়)। ৩। মৌলবী আবদুল হক (তাফসীরে হাক্কানী-এর প্রণেতা) ৪। শামসুল ওলামা মৌলবী ডেপুটি নাযীর আহমাদ এল.এল.ডি বিজনৌরী দেহলভী (ইনি কুরআন মজীদের অনুবাদক এবং نبات النعش توبة النصوح ইত্যাদি বইসমূহের লেখক) ৫। মৌলবী মীর মুহাম্মাদ (দিল্লী জামে মসজিদের ইমাম) ৬। মৌলবী রহীম বখ্শ (দিল্লীর ফতেহপুরী জামে মসজিদের ইমাম) ৭। হাফেয মৌলবী আবদুল ওয়াহ্হাব নাবীনা (অন্ধ হাফেয ও খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম) ৮। মৌলবী আবদুল কাদের (ইমাম মসজিদে কেলাঁ ওরফে কালী মসজিদ)। এতদসহ মোট ২২ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

জেলা ডেরা ইসমাঈল খাঁ ঃ মৌলবী ওবায়দুল্লাহ

জেলা রাওয়ালপিন্ডি ঃ মৌলবী আবদুল্লাহ ফতেহজংগী ২। মৌলবী আবদুছ ছামাদ বুরহানবী ৩। মৌলবী হেদায়েতুল্লাহ ।

জেলা শিয়ালকোট ঃ মৌলবী মুহাম্মাদ শিয়ালকোটী ২। মৌলবী মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (মৃঃ ১৩৭৬/১৯৫৬, উর্দু تاریخ الحدیث-এর লেখক) ৩। মৌলবী খোদাবখ্শ ৪। মৌলবী আবুল হাসান ৫। মৌলবী ইবরাহীম হামীদপুরী ।

জেলা গুরুদাসপুর ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী পাঞ্জাবের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ নেতা, মাসিক ইশা'আতুস সুন্নাহ্-এর মালিক ও সম্পাদক, منح الباری فی ترجیح صحیح البخاری-এর সুনামধন্য রচয়িতা, মিয়াঁ ছাহেবের খ্যাতিমান ছাত্র ও নিজে অগণিত ছাত্রের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক) ২। মৌলবী মীর হাসান শাহ ৩। মৌলবী মুহাম্মাদ ওছমান বিন মৌলবী নিযামুদ্দীন ফতেহগড়ী ৪ ও ৫। তাঁর পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে মৌলবী মুহাম্মাদ আযম ও মৌলবী মুহাম্মাদ ফাযিল ।

জেলা গুজরানওয়ালা ঃ মৌলবী আবদুল হামীদ বিন আবদুল্লাহ সোহদারী ২। মৌলবী গোলাম নবী সোহদারী ৩। মৌলবী আহমাদ আলী ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ (কেল্লা মিয়াঁ শংকর)। এতদসহ মোট ৮ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে ।

জেলা লাহোর ঃ মৌলবী ফযলে হক ২। মৌলবী রহীম বখ্শ ৩। আহমাদ (শিক্ষক, মাদরাসা নু'মানিয়া) ৪। মৌলবী আবদুল হাকীম ৫। মৌলবী ইসমাঈল ৬। মৌলবী কাযী যাফরুদ্দীন (শিক্ষক, দারুল উলূম লাহোর) এতদসহ মোট ১১ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে ।

জেলা লুধিয়ানা ঃ মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ২। মোসাম্মাৎ ফযীলাত যওজে মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ৩। মোসাম্মাৎ উম্মেসালমাহ বিনতে মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ৪। মৌলবী হাফেয মুহাম্মাদ দাউদ সহ মোট ৬ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে ।

জেলা মুলতান ঃ মৌলবী শাইখ মুহাম্মাদ (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের শাগরিদ) ২। মৌলবী আবদুল ওয়াহ্হাব ৩। মৌলবী আবদুতত্তাওয়াব সহ মোট ৭ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে ।

জেলা ওয়াযীরাবাদ : মৌলবী হায়দার আলী ২। মৌলবী আবদুল কাদের ৩। হাফেয আবদুল মান্নান (১২৬৭-১৩৩৪/১৮৫১-১৯১৫) (খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও মুদাররিস)।

জেলা হাযারা : মোল্লা মুহাম্মাদ হুসাইন বিন আবদুস সাত্তার (শারহে নুখবাহ-এর ভাষ্যকার) ২। মৌলবী ইউসুফ হুসাইন খানপুরী (খ্যাতনামা আলেম ও সাহিত্যিক) ৩। মৌলবী মুহাম্মাদ ইয়াসীন হাযারভীসহ মোট ৯ জনের নাম আছে।

এতদ্ব্যতীত মোযফ্ফরাবাদে ১ জন, শাহপুরে ২ জন, ফিরোজপুরে ৪ জন, হুশিয়ারপুরে ২ জন, ফুল্লকাহ-তে ১ জন, কাশ্মীরের মৌলবী আবদুল আযীম (জম্মু)-এর নাম আছে।

আগ্রা ও অযোধ্যা

জেলা আযমগড় : মৌলবী আবদুস সালাম মুবারকপুরী (১২৮১-১৩৪২/১৮৭১-১৯২৪) মৌলবী আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫) ৩। মৌলবী আবদুর রহমান বিন হাকীম বাবুল্লাহ বেনারসী ৪। মৌলবী সা'আদুল্লাহ বিন হাকীম রুকনুদ্দীন (মউ) ৫। হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল কাদের (মউ) ৬। মৌলবী সালামাতুল্লাহ জয়রাজপুরী ৭। মৌলবী আবদুল্লাহ জয়রাজপুরীসহ মোট ৪০ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে, যার অধিকাংশ মউ এলাকার।

এতদ্ব্যতীত আকবরাবাদে ৩ জন, আজমীরে ১ জন, এলাহাবাদে ১ জন, আমরুহাতে মৌলবী আলে হাসান ('নুখবাতুত তাওয়ারীখ-এর লেখক), বিজনৌরে ৩ জন, বাদায়ুনে ১ জন, বুলন্দশহরে ১ জন বালিয়াতে ১ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

বেনারস : মৌলবী সাইয়িদ নাযীরুদ্দীন আহমাদ (মুদাররিস ও অনুবাদক কাযী আয়ায (মৃঃ ৫৫৪ হিঃ)-এর 'শিফা' এবং 'তাওয়ারীখে তায়মুর' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী) ২। মৌলবী মুহাম্মাদ সাঈদ (মাওঃ আবুল কাসেম বেনারসীর পিতা) ৩। হাফেয আবদুল মজীদসহ মোট ৬ জনের নাম আছে।

টোংক (রাজপুতনা) ঃ মৌলবী সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইরফান (আমীর সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ)-এর দৌহিত্র। খুবই সৎ ও সাহিত্যিক মানুষ ছিলেন) ২। মৌলবী সাইয়িদ মুছতফা (মুহাদ্দিছ ও মানতেকী ছিলেন) ৩। হাফেয আব্দুল্লাহ (উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন) এতদসহ মোট ৫ জনের নাম আছে।

জৌনপুর ঃ মৌলবী শিবলী বিন আল্লামা সাখাওয়াত আলী (রহঃ) ২। মৌলবী আলতাফ হুসাইনসহ মোট ৫ জন।

সাহসোয়ান ঃ মাওলানা আমীর হাসান (ইনি মিয়াঁ ছাহেবের নিকটতম সেরা ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বাপ-বেটার মত সম্পর্ক ছিল। শেষ বয়সেও তিনি মিয়াঁ ছাহেবের কথা দুঃখ ও আফসোসের সঙ্গে স্মরণ করতেন। معيار الحق -এর সমর্থনে একদিনেই তিনি براهين اثنا عشر নামক ১২টি দলীলসমৃদ্ধ নামকরা পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন) ২। শামসুল ওলামা মাওলানা আমীর আহমাদ (ইনি মাওলানা আমীর হাসানের পুত্র ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবকে দাদা বলে ডাকতেন। মিয়াঁ ছাহেবের তিনি খুবই আদরের ছিলেন। আগ্রাতে একটি মাদরাসার মুদাররিস ছিলেন। কিন্তু মিয়াঁ ছাহেবকে দেখতে প্রায়ই দিল্লী আসতেন। তিনি খুবই তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী ছিলেন, যার তুলনা খুবই কম ছিল। ছিহাহসিত্তাহ্ বিশেষ করে ছহীহায়েন-এর অধিকাংশ তিনি সনদসহ মুখস্থ বলতেন। একই সাথে মানতেক ও ফালসাফার প্রতিও আকর্ষণ ছিল। লেবাস-পোষাক খাছ দিল্লীওয়ালাদের মতই ছিল) ৩। মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর (১২৫০-১৩২৬ / ১৮৩৪-১৯০৮) (খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম। ইল্মে হাদীছে পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে আরবী সাহিত্যে খুবই দক্ষ ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবের সেরা ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দরস জারি রাখেন। ইতিপূর্বে তিনি ভূপালে ছিলেন। মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ / ১৮৪৮-১৮৮৬)-এর সঙ্গে তার লেখনীযুদ্ধ চলতো। মিয়া ছাহেবের পরামর্শক্রমে তিনি আরবদেশ হ'তে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ হাম্বালী (মৃঃ ৭৪৪ হিঃ) রচিত গ্রন্থ — الصارم المنكي في الرد على السبكي বইটি আনিয়ে নেন এবং তার সাহায্যে মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবীকে পরাভূত করেন। শিরকের বিরুদ্ধে صيانة الناس নামে তিনি আরবী

ভাষায় বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ছাত্রসংখ্যাও ছিল অনেক) ৪। মৌলবী হাকীম বাদরুল হাসান ও তাঁর পুত্র আখতার হাসান সহ মোট ৭ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

গাযীপুর : হাকেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭ / ১৮৪৪-১৯১৮) (ইনি উস্তাযুল আসাতিযাহ' বা শিক্ষকগণের শিক্ষক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর সময়কালের শ্রেষ্ঠ উস্তাযগণের একটি বিরাট অংশ তাঁর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। ডাক্তারী তাঁর পেশা ছিল। ফলে বহু ডাক্তার তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজে তো খ্যাতনামা আলেম ছিলেন, তাঁর মেয়েরাও যোগ্য আলেমা ছিলেন।) তাঁর দুই ভাগ্নে হাকেয আবদুর রহমান বাকা ও হাকেয আবদুল মান্নান অফা প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী আবদুল আযীয হুজরীআবাদী ও গাযীপুরের নামকরা আলেম ছিলেন।

শাহজাহানপুর : মৌলবী আবু ইয়াহ্ইয়া মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী (মৃঃ ১৩৩৮/ ১৯২০) (তাকলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ে তাঁর লিখিত 'আল-ইরশাদ' নামক উর্দু বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম জীবনে কঠোর মুকাল্লিদ ছিলেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এতদসহ মোট ৫ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

লাক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যা : মৌলবী আবদুল হালীম শারার (১২৭৮-১৩৪৫ / ১৮৬০-১৯২৬) (খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক) ২। মৌলবী বদীউয্যামান বিন মসীহুয্যামান (মৃতঃ ১৩০৪ হিঃ) ইনি মুওয়াত্তা ও তিরমিযী শরীফের অনুবাদক এবং কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুসমূহের তালিকা প্রস্তুতকারক ছিলেন)। ৩। মৌলবী অহীদুয্যামান বিন মসীহুয্যামান (ইনি ছিহাহ সিত্তাহর সুনামধন্য উর্দু অনুবাদক)। এর পূর্বে তিনি হানাফী ফিক্হ 'শরহে বেকায়াহ্'র তরজমা করেন) ৪। মৌলবী হাকীম মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ) ৫। মৌলবী সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী (বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা)। এতদসহ মোট ৭ জনের নাম আছে।

মুরাদাবাদ ঃ মাওলানা জান আলী (উঁচুদরের মুহাদ্দিছ ও মুদাররিস ছিলেন) ২। কাযী ইহতিশামুদ্দীন (انتصار الحق -এর প্রতিবাদে اختصار الحق -এর লেখক)। এতদসহ মোট ৪ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

মীরাট ঃ মৌলবী আবদুল জাব্বার ওমরপুরী ২। মৌলবী যিয়াউর রহমান ওমরপুরী।

এতদ্ব্যতীত পীলীভেত-এ ১ জন, জলেশ্বরে ৩ জন, খুরজাহতে ২ জন, সাহারানপুরে ১ জন, ফতেহপুরে ১ জন, ফারখাবাদে ৩ জন, কানপুরে ১ জন গোরক্ষপুরে ১ জন, মছলীশহরে ১ জন, মোযাফ্ফর নগরে ১ জন, রামপুরে ৩ জন ও হায়দরাবাদের মৌলবী আবদুল হাই-য়ের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

তিব্বত ঃ মৌলবী আবু ইমরান আতাউল হক-য়ের লেখা হ'তে বুঝা যায় যে, তাঁর ছাত্রজীবনে তিব্বতের একজন ছাত্র মিয়া ছাহেবের নিকট পড়তে আসেন। কিন্তু তার নাম জানা নেই। এমনিভাবে মৌলবী শামসুল হক বলেন যে, মিয়াঁ ছাহেবের দুইজন তিব্বতী ছাত্রের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়েছে। তাদের কয়েকটি চিঠি ও আমাদের কাছে এসেছে।

কাবুল ঃ মৌলবী আবদুল হামীদ ২। মৌলবী ইখওয়ান ৩। মৌলবী শিহাবুদ্দীন ৪। মৌলবী আবদুর রহীম।

গযনী ঃ মোল্লা শিহাবুদ্দীন গযনবী

কান্দাহার ঃ মোল্লা আবদুর রহমান

কাশগড় ঃ মোল্লা নূরুদ্দীন কাহাস্তানী (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের শাগরিদ) ২। মোল্লা আবদুন নূর (... ঐ) ৩। মোল্লা মীর আলম।

হিরাট ঃ মোল্লা আযীযুদ্দীন ২। মোল্লা সাইয়িদ মুহাম্মাদ

এতদ্ব্যতীত আফগানিস্তানের বাজোড়-য়ে ১ জন, ইয়াগিস্তানে ১ জন, সামরূদে ২ জন কো কান্দ-য়ে ১ জন, হাবশী দ্বীপে ১ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে ।

হেজায : আবদুর রহমান মুহাম্মাদ বিন আওন নু'মানী

সনৌস : আবদুল্লাহ বিন ইদরীস আল-হুসাইনী মাগবেরী(মরক্কোর খ্যাতিমান আলেম ছিলেন । মক্কা মোকাররামাতে বহুদিন যাবত হাদীছের দরস দিয়েছেন) ।

নাজদ : ইসহাক বিন আবদুর রহমান (বড় আলেম ও নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন) । ২। আলী বিন মাযী ৩। সাইয়িদ আবদুল্লাহ বিন সা'আদ আবদুল আযীয ৪। কাযী মুহাম্মাদ বিন নাছির বিন মুবারক ৫। কাযী সা'আদ বিন হামাদ বিন আতীক ।[১৪]

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার প্রসিদ্ধ ৫০০ ছাত্রের নাম উল্লেখ করে জীবনীকার ফযল হুসাইন বলেন 'মূলতঃ এগুলি বিরাট সমুদ্রের এক চুল্লু পানির মত ।' তিনি বলেন "শুধু হিন্দুস্তান ও কাবুল নয় বরং আরব, ইয়ামন, নাজদ, হিজায, সনৌস (তিউনিসিয়া), হাবশান, আফ্রিকা, চীন, কোচিন, তিব্বত প্রভৃতি দেশও তাঁর ছাত্র হ'তে খালি নয় ।"[১৫]

প্রাসংগিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) সশস্ত্র জেহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনে যে জোয়ার সৃষ্টি করেন, পরবর্তীতে আল্লামা সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) পরিচালিত তাদরিসী জেহাদ সেই জোয়ারকে ধরে রাখতে সক্ষম হয় । মুসলমান সমাজ থেকে শিরক ও বিদ'আতের শিকড় উৎপাটনের কার্যকর ভূমিকা তিনি পালন করেন । বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত মিয়াঁ ছাহেবের অসংখ্য ছাত্র ও অনুসারীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে ।

---

১৪. আল-হায়াত, পৃঃ ৬৬২-৭০৪ ।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬২ ।

লেখনী

সারাক্ষন দারস-তাদরীস, ফাৎওয়া প্রদান ও ওয়ায-নছীহতে ব্যস্ত থাকার কারনে মিয়া ছাহেব গ্রন্থ রচনার দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করতে পারেননি। তবুও শতাব্দীকালের এই ইলমী মহীরূহ সারাজীবনে যত লিখিত ফৎওয়া দিয়েছেন, তা একত্রিত করা হ'লে বড় বড় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ২৭ বৎসর পূর্বে একবার তিনি বলেছিলেন 'যদি আমার সমস্ত ফৎওয়ার নকল রাখা হ'ত, তাহ'লে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'র চারগুণ হ'ত।'[১৬] জীবনীকার ফযল হুসাইন বিহারী বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত ছোট বড় ৫৬টি ফৎওয়া পুস্তিকার তালিকা দিয়েছেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পরে তদীয় খ্যাতিমান ছাত্র মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১) ও মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫)-এর সংশোধনী ও মাওলানা শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১) কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংযোজনীসহ ১৩৩৩/১৯১৩ সালে 'ফাতাওয়া নযীরিয়া' নামে বৃহদাকার দু'খন্ডে মিয়াঁ ছাহেবের ফৎওয়া সংকলন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[১৭]

মিয়াঁ ছাহেবের রচিত মিঁয়ারুল হক (معيار الحق) বইটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। বইটি মোট দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর

---

১৬. আল-হায়াত, পৃঃ ৫৫৭।

১৭. ফাতাওয়া নযীরিয়াহ ৩য় সংস্করণ (দিল্লী : নূরুল ঈমান প্রকাশনা ১৪০৯/১৯৮৮)-এর ভূমিকা, পৃঃ ৫, তিনখন্ডে সমাপ্ত উক্ত সংকলনের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭২৪ + ৬০০ + ৪৮০ = ১৮০৪। ১৩৯০/১৯৭১ সালে লাহোর হ'তে 'আহলেহাদীছ একাডেমী' কর্তৃক ২য় সংস্করন প্রকাশিত হয়। মিয়াঁ ছাহেবের নামে প্রকাশিত উক্ত সংকলনে তাঁর শিষ্যদের প্রদত্ত ফৎওয়া তাদের নামসহ সংকলিত হয়েছে। জীবনের শেষ অংশে এসে মিয়াঁ ছাহেবের সিদ্ধান্তে অনেক দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। যেটা শতায়ু মানুষের জন্য অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকসময় মসজিদে রাখা তাঁর সীলমোহর তাঁর বিনা অনুমতিতেই ব্যবহৃত হ'ত। সেকারণে জীবনীকার ছাত্র মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী বলেন - 'মিয়া ছাহেবের জীবনের শেষ সিকি অংশের যেসব ফৎওয়া ইতিপূর্বেকার খেলাফ প্রমাণিত হয়, সেগুলি তাঁর নিজস্ব ফৎওয়া গণ্য করা ঠিক নয়। বরং পূর্বের ফৎওয়াগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।' — আল-হায়াত, পৃঃ ৬১৩-৬১৪।

ফাযায়েল ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে[১৮] এবং এব্যাপারে হানাফী ফিক্‌হের কেতাবসমূহে যেসব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, যুক্তিসম্পূর্ণভাবে সে সবের প্রতিবাদ করা হয়েছে।[১৯]

২য় অধ্যায়ে তাকলীদ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।[২০] কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কেয়াস-এর দলীল দ্বারা এবং চার ইমামসহ উম্মতের অন্যান্য জ্ঞানী মনীষীবৃন্দের উক্তিসমূহের মাধ্যমে তিনি তাকলীদে শাখছী বাতিল করেছেন। তাকলীদপন্থীদের তরফ থেকে যেসব জওয়াব দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলিকে উদ্ধৃত করে, তার দলীলভিত্তিক জওয়াব দিয়েছেন। মুসলমানকে প্রচলিত চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসারী হওয়া ওয়াজিব - এই দাবীর অসারতায় তিনি চার মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের ৩৫টি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[২১]

এযুগে হাদীছের উপর আমল করা কঠিন সেজন্য যেকোন একটি মাযহাবী ফিক্‌হের অনুসরন ওয়াজিব - এ দাবীরও তিনি যথাযথ জওয়াব দিয়েছেন[২২] এবং প্রমাণ করেছেন যে, হাদীছে বর্ণিত নাজী ফের্কা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল কেবলমাত্র চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।[২৩]

তিনি একথাও প্রমাণ করেছেন যে, ইজতিহাদ চার ইমামের পরেও চালু আছে। যুগ জিজ্ঞাসার জওয়াবে শরীয়তগবেষনা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে তার সমাধান পেশ করা ইসলামের চিরন্তন মৌলিক দাবী। ইজতিহাদের এই খাছ রহমত আল্লাহপাক কোন একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত সীমায়িত করেননি। কেয়ামত পর্যন্ত ইজতিহাদের দুয়ার প্রত্যেক যোগ্য বিদ্বানের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।[২৪] অতঃপর মিয়াঁ ছাহেব তাঁর দাবীর সপক্ষে চার ইমামের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের পরিচয় বর্ণনা করেছেন।[২৫] তিনি ইজমা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, 'ইজমায়ে সুকূতী' দলীল নয়।[২৬] সবশেষে কতকগুলি বিতর্কিত মাসায়েল

---

১৮. মি'য়ারুল হক পৃঃ ৫-১৯। ১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২৪৭।
২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪-৮৫।
২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।
২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬-৩০।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১, ১২৬।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭।

উদ্ধৃত করে ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সেগুলির অসারতা প্রমাণ করেছেন ।

মিয়াঁ ছাহেবের লিখিত উক্ত বইয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, সকল প্রকারের কূটতর্ক পরিহার করে দলীলদ্বারা প্রতিপক্ষের উদ্ধৃত দলীলের খন্ডন করা হয়েছে । কুরআন ও হাদীছের দলীল ছাড়াও নিজের সপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হানাফী বিদ্বানদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে । বইটি মূলতঃ বিতর্কমূলক । আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) ছালাতে রাফ্উল ইয়াদায়েন-এর সপক্ষে تنوير العينين فى اثبات رفع اليدين নামে যে বই লেখেন, মিয়া ছাহেবের দীর্ঘ চার বছরের শাগরিদ মৌলবী 'মুহাম্মাদ শাহ পাকপট্টনী পাঞ্জাবী তার জওয়াবে تنوير الحق নামে একটি বই লিখে নওয়াব কুতুবুদ্দীন খানের নামে তা প্রচার করেন । তারই জওয়াবে মিয়া ছাহেব অত্র معيار الحق রচনা করেন ।[২৭] বক্তব্যের ঋজুতা, সাবলীলতা, রুচিশীলতা এবং অকাট্য দলীলসমূহের সুন্দর উপস্থাপনায় বইটি মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে সুধী মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে । বইটির শেষদিকে এর প্রশংসায় উপমহাদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ১৮ জন আলেমের মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে ।

معيار الحق এর প্রতিবাদে সর্বপ্রথম (১) মৌলবী এরশাদ হুসাইন রামপুরী انتصار الحق নামে একটি পুস্তিকা লেখেন । তার বিরুদ্ধে মিয়াঁ ছাহেবের শিষ্যগণ মোট চারটি প্রতিবাদ পুস্তক লিখেন ।[২৮] প্রথমটি লেখেন মৌলবী সাইয়িদ আমীর হাসান সাহসোয়ানী যা انتصار الحق প্রকাশের মাত্র একদিন পরেই براهين اثنا عشر নামে প্রকাশিত হয় । পুস্তিকাটিতে ১২টি মযবুত দলীলের অবতারণা করে বলা হয়েছে, যে কেউ উক্ত বারোটি দলীলের জওয়াব দিতে পারবেন ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি পুরা বইটির প্রতিবাদ করেছেন । বইটি পড়ে ভারতের খ্যাতনামা হানাফী আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ / ১৮৪৮-১৮৮৬) লেখকের নিকট প্রেরিত একটি চিঠিতে বলেন - "ইন্তিছার" বইয়ে উদ্ধৃত কেতাবসমূহ ও সে সবের প্রণেতাদের নামের ভুলের সংখ্যা অগণিত । সংক্ষেপে কয়েকটির প্রতি দৃকপাত করাই যথেষ্ট মনে করি ।"[২৯] মিয়াঁ ছাহেবের শিষ্যদের লিখিত বাকী তিনটি বই হ'ল — (২) تلخيص الانظار فى ما بنى عليه الانتصار লেখক মৌলবী সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী "ইন্তিছার" বই

---

২৭. আল-হায়াত, পৃঃ ৫৮৬-৫৮৭ ।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯১ ।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯২ ।

প্রকাশের মাত্র দশদিনের মধ্যেই তার প্রতিবাদে উক্ত বই প্রকাশ করে লেখকের নিকট কপি পাঠিয়ে দেন। অথচ "ইন্নিছার" বইটি معيار الحق প্রকাশের দীর্ঘ ৮ বৎসর পরে ১২৯০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছিল। (৩) اختيار الحق। লেখক : কাযী ইহতিশামুল হক মুরাদাবাদী (৪) بحر ذخار লেখক : মৌলবী শুহুদুল হক পাটনাবী।

সংক্ষেপে معيار الحق বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল মুসলিম উম্মাহ্‌কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগের ন্যায় কুরআন ও হাদীছভিত্তিক জীবনযাপনের দিকে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর শেষপাদে এসে তাকলীদে শাখছীর বিদ'আত আবিষ্কার হওয়ার পর হ'তে যা কুন্ন হয় ও যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন বিদ্বানের ভক্তগণ তাদের স্ব স্ব ইমামের নামে এক একটি মাযহাব সৃষ্টি করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে যায়। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বিচারের মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করে নিলে শরয়ী বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোন দলাদলি সৃষ্টি হ'তে পারেনা। বইটিতে মিয়াঁ ছাহেব মুসলিম উম্মাহ্‌কে তাকলীদে শাখছীর শৃংখল ছিন্ন করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে معيار الحق বা 'সত্যের মানদন্ড' হিসাবে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। বলা যেতে পারে যে, 'মি'য়ারুল হক' বইটি মিয়াঁ ছাহেবের লৈখিক জেহাদের জীবন্ত স্মৃতি। ২৪৭ পৃষ্ঠার এই বইটি তাকলীদ সম্পর্কে প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণার নিরসন করে এই উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উন্নত ব্যক্তিগত আমল, শিরকতা, ওয়ায-নছীহত এবং লেখনী যুদ্ধের ময়দানে অতুলনীয় মুজাহিদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী জীবনে কখনো সশস্ত্র জেহাদে লিপ্ত হননি বা তেমন কোন সুযোগ তাঁর জীবনে সৃষ্টি হয়নি। তবে সশস্ত্র আততায়ীর সম্মুখীন হয়ে শাহাদাতের দ্বারদেশ হ'তে ফিরে এসেছেন।[৩০] বিরোধীপক্ষের নোংরা ষড়যন্ত্রের শিকার হ'য়ে গীবত-তোহমত,[৩১]

---

৩০. দিল্লীর ফাটক হাবাশ খাঁ মসজিদ থেকে এশার ছালাত শেষে বাসায় ফেরার পথে সশস্ত্র আততায়ী তাকে হামলা করতে গেলে তরবারি হাত থেকে পড়ে যায় ও পরে প্রচন্ড পেটব্যথায় সে সেই-রাতেই বাড়ীতে মারা যায়। - আল-হায়াত, পৃঃ ২৩৩।

৩১. একবার এক দুশমন তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাভরা কবিতা ছাপিয়ে বিলি করে। সেখানে তাঁকে 'ইদুর খেকো বিড়াল' বলে টিটকারী করা হয়। তিনি হাসতে হাসতে সেটা পড়ে ক্ষুব্ধ শিষ্যদেরকে বললেন — 'সে আমাকে কিছু দিয়েছে, নেয়নি তো কিছু' (آرے میاں ... اس نے مجھے کچھ دیا ہے لیا تو نہیں) — আল-হায়াত, পৃঃ ৩০৫।

জেল-যুলম ভোগ করেছেন ।[৩২] এমনকি হজ্জের মওসুমে মক্কার পবিত্র ভূমিতেও তাঁকে গ্রেফতার হ'তে হয়েছে কুচক্রী আলেমদের ষড়যন্ত্রের ফলে ।[৩৩] সেই সময়কার চরম বিরোধী পরিবেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই অকুতোভয় সিপাহসালার যে আপোষহীন জেহাদী মনোভাব নিয়ে দাওয়াত ও তাদরীসের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন এবং বিরোধীদের সকল চক্রান্তজাল উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা যেকোন মুজাহিদের জন্য ঈর্ষার বিষয় বৈ কি!

শিক্ষকতার মাধ্যমেই তাঁর আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয় । তাঁর বিরাট ছাত্রবাহিনী মূলতঃ আন্দোলনের কর্মীবাহিনী হিসাবে কাজ করেন এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনা করেন ।

শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তিনি বলতেন — 'আমি ঐ দু'জন দাদা ও পৌত্রের সঙ্গে একমত, যাঁরা কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে মাস'আলা চয়ন করতেন ও নিজেদের রায়ের উপরে দৃঢ় থাকতেন । যায়েদ, আমর বা কোন লেখকের ও আলেমের পায়রবী করতেন না । তাঁদের লেখা পড়লে মনে হয় যেন আল্লাহ্র অনুগ্রহের দরিয়ায় ঢেউ খেলছে ।'[৩৪]

হাদীছ থেকে প্রমাণিত কোন মাসআলার ব্যাপারে কেউ হঠকারিতা দেখালে মিয়াঁ ছাহেব সাথে সাথে মুবাহালার আহ্বান জানাতেন । তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও সরলতা শিষ্যদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলত — যা আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে ।

---

৩২. বিরোধীদের প্ররোচনায় বৃটিশ সরকার তাঁকে এক বছর রাওয়ালপিন্ডি জেলে বন্দী করে রাখেন । — তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ১৪৮, ।

৩৩. ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৩ সালে হজ্জ করার জন্য মক্কায় গেলে তাঁকে চক্রান্তের মাধ্যমে গ্রেফতার করা হয় । — নযীর আহমাদ রহমানী, আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত (বেনারস : জামেয়া সালাফিয়া, ২য় সংস্করন ১৯৮৬), পৃঃ ৩৬৯ ।

৩৪. আল-হায়াত, পৃঃ ৩০৪ ।

অধ্যায় ৮ : আধুনিক যুগ ৩য় পর্যায় (খ)

খ- নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০)

প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ব্যপি শিক্ষকতা ও লক্ষাধিক ছাত্রের মাধ্যমে আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন আমরা তা আলোচনা করে এসেছি । এক্ষনে সমসাময়িক আরেকজন অসাধারণ ধর্মীয় প্রতিভা ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব ভূপালের সুনামধন্য নওয়াব আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী ও তাঁর অবদান সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করব, যিনি নিজস্ব লেখনীসম্ভার ছাড়াও কুরআন-হাদীছ ও বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ধর্মীয় গ্রন্থাদি নিজ খরচে ছাপিয়ে উপমহাদেশের বিদ্বান মহলে বিতরণ করেছিলেন যার ফলে ইলমে হাদীছ জনগণের নাগালের মধ্যে এসে যায় এবং অগণিত মানুষ সরাসরি হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার সুযোগ পেয়ে আহলেহাদীছ হয়ে যান । মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২)- এর ন্যায় সাইয়িদ ছিদ্দীক হাসান বিন সাইয়িদ আওলাদ হাসান কানৌজী হুসাইন বংশীয় ছিলেন এবং পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলে খালেছ কুরায়শী ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন তাঁর ৩৩ তম উর্ধতন পুরুষ ।[১] পাঁচ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে মায়ের তত্ত্বাবধানে কনৌজে পিতৃগৃহে লালিত পালিত হন ।[২] তাঁর ১৮ বছর বয়সে মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-৬৯/১৭৯০-১৮৫২) ও এনায়েত আলী (১২০৭-১২৭৪/১৭৯২-১৮৫৮) সপরিবারে কনৌজ আগমন করেন ও কয়েক জুম'আ সেখানে ওয়ায করেন । বিদায়ের সময় বেলায়েত আলী তাঁকে 'বুলূগুল মারাম' অধ্যয়ন করার উপদেশ দিয়ে যান ।[৩] এরপরেই ১৯ বছর বয়সে ছিদ্দীক হাসান দিল্লী চলে যান এবং মুফতী ছদরুদ্দীন খানের নিকটে হাদীছ তাফসীর ফিক্হ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন ।[৪] দু'বছর পরে কনৌজ ফিরে শায়খ যয়নুল আবেদীন, শায়খ হুসাইন আরব ইয়ামানী, মাওলানা আব্দুল হক বেনারসী প্রমুখ উস্তাদের নিকটে ইলমে হাদীছ অধিকতর বুৎপত্তি লাভ করেন । শাহ আব্দুল আযীযের দৌহিত্র মাওলানা ইয়াকুব মুহাজিরে মক্কী (১২০০-১২৮৩/১৭৮৫-১৮৬৭) - এর নিকটে চিঠি লিখে খানদানে অলিউল্লাহ থেকেও ইল্মী সনদ লাভ করেন ।[৫]

---

১. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, ইব্রাকাউল মিনান বি-ইলকাইল মিহ্নান (আত্মজীবনী) লাহোর : দারুদ দাওয়াতিল সালাফিইয়াহ, শীশমহল রোড, ১ম সংস্করন ১৯৮৬) পৃঃ ২৮-২৯ ।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০ ।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫ ।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৫৬ ।

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭ ।

নানা মুফতী মুহাম্মদ এওয়ায বাসাবেরেলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন । দাদা সাইয়্যিদ আওলাদ আলী খান শী'আ ছিলেন ।৬ হায়দারাবাদের নওয়াবের পক্ষ হ'তে তিনি সম্মানসূচক 'নওয়াব আনোয়ার জঙ্গ বাহাদুর' খেতাবসহ বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা এবং একহাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী লাভ করেন ।[৭] পিতা সাইয়্যিদ আওলাদ হাসান খান (১২১০-১২৫৩/১৭৯৫-১৮৩৭) দিল্লীতে শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৬-১৮২৪) ও শাহ রফীউদ্দীনের (১১৬২-১২৩৩/১৭৪৯-১৮১৭) নিকটে ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষার পর পিতৃমযহাব ত্যাগ করে সরাসরি হাদীছের অনুসারী হন । পরে তিনি আমীর সাইয়্যিদ আহমাদ, ব্রেলভীর (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) নিকটে বায়'আত করেন । তিনি খ্যাতিমান আলিম বা-আলম ছিলেন । তাঁর ওয়াযের খুবই প্রভাব ছিল । কলিকাতা হতে লাহোর পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর পরিচিতি ছিল । দশ হাযারের বেশী অমুসলিম তাঁর হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন ।[৮]

কিন্তু এই সুনামধন্য দাদা ও পিতার মৃত্যুর পরে শিশু ছিদ্দীক হাসান কপর্দকশূন্য অবস্থায় মায়ের কাছে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে মানুষ হন । বড় ভাই তাঁকে পিতৃ সম্পত্তির অংশ দেননি ।[৯] ফলে লেখাপড়াও মা-ভাইবোনদের রুযির তালাশ একইসাথে চালাতে গিয়ে ছিদ্দীক হাসানের জীবনে নেমে আসে ক্ষুৎপিপাসা ও দারিদ্রের এক নিদারুন কষাঘাত । ইতিমধ্যে তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । জনৈক আতর বিক্রেতার সাথে তিনি একসময় ভূপালে চলে আসেন এবং রানীর নিকট থেকে মাসিক ত্রিশ টকা বেতনের একটি চাকুরী লাভ করেন । কিন্তু জনৈক দরবারী আলেমের চক্রান্তে কিছুদিনের মধ্যেই সে চাকুরী চলে যায় ।[১০] ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হ'লে কনৌজে তাঁর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ।[১১]

---

৬. ইমাম খান নওশাহরবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (ফায়ছালাবাদ : জামেয়া সালাফিয়া, ২য় সংস্করন ১৩৯১/১৯৮১) পৃঃ ২৩৭ ।

৭. ইবকাউল মিনান, পৃঃ ২৯ ।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০ ।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭ ।

১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১২ - ১১৪ , তারাজিম পৃঃ ২৪০ ।

১১. তারাজিম, পৃঃ ২৪১ ।

ফলে চরম দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় তিনি দিশাহারার মত ঘুরতে থাকেন। দারুন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটতে থাকে। এই সময় আট মাস তিনি পিতার শিষ্য টোংকের নওয়াবের এস্টেটে ৫০ টাকা বেতনে চাকুরী নেন। তারপর রানীর আমন্ত্রনে ভূপালের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে ১২৭৬/১৮৬০ থেকে মাসিক ৭৫ টাকা বেতনে পুনরায় ভূপালে ফিরে আসেন।[১২] ২য় রানী শাহজাহান বেগম বিধবা হ'লে রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনার বিশ্বস্থ সহযোগী হিসাবে আল্লামা ছিদ্দীক হাসানকে ১২৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৭১ সালে বিবাহ করেন।[১৩] এটি ছিল উভয়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ। ছিদ্দীক হাসান ১৮৭২ সালের ১১ ই অক্টোবর তারিখে রাজ্যের সর্বোচ্চ সরকারী খেতাব 'নওয়াব ওয়ালাজাহ আমীরুল মুলক্' উপাধি প্রাপ্ত হন।[১৪] এই ভাবে এককালের ইয়াতীম ও সর্বস্বহারা মাওলানা ছিদ্দীক হাসান সর্বোচ্চ সরকারী সম্মান ও বস্তুগত উন্নতির শীর্ষে আরোহন করেন। অবশ্য মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৩০২ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৫ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে তিনি উক্ত খেতাব পরিত্যাগ করেন ও দায়-দায়িত্ব হ'তে অবসর গ্রহন করেন।[১৫]

নিজের মাযহাব সম্পর্কে নওয়াব ছাহেব মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে ১৩০৪ হিজরীতে শেষকরা স্বীয় আত্মজীবনীতে 'মেরা মাযহাব' শিরোনামে বলেন যে, আমার নিকট ঐ মাযহাব পছন্দনীয় যা দলীলের দিক দিয়ে সর্বাধিক ছহীহ, শক্তিশালী ও নিরাপদ। আমি বিদ্বানদের রায়ের মুকাবিলায় কেতাব ও সুন্নাতের দলীল সমূহকে পরিত্যাগ করা কখনোই পসন্দ করিনা।[১৬] আমি জানি যে প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্যে হক বিদ্যমান আছে কিন্তু সীমায়িত নয়' (حق ان مذاهب اربعه مین دائر ہے مگر منحصر نہیں –)।[১৭] তিনি বলেন ফকীহদের ফৎওয়াসমূহের মধ্যে বহু ইখতেলাফ রয়েছে। পক্ষান্তরে কেতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হুকুমসমূহের মধ্যে কোন ইখতিলাফ নেই, কোন সন্দেহ-সংশয় নেই।

---

১২. ইবকাউল মিনান পৃঃ ১১৩

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।

১৪. তারাজিম, পৃঃ ২৪৭।

১৫. মিনান, পৃঃ ২২৩, ২৪৭।

১৬. মিনান, পৃঃ ৮৪, ৮৮।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।

পূর্বেকার বহু বিদ্বান বাধ্য হয়েই বিভিন্ন ফেকহী মাযহাবের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ছিলেন একারনে আয়েম্মায়ে মুহাদ্দেছীনকে অনেকে 'শাফেঈ' বলেন । অথচ তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন । রসুলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারু মুকাল্লিদ ছিলেন না । তাঁদের মাযহাব ছিল আমল বিল -হাদীছ । মোদ্দা কথা এই যে, দ্বীনের মধ্যে যেসব ফিৎনা এসেছে তা সবই মূর্খ মুকাল্লিদগনের পক্ষ থেকেই এসেছে ।[১৮] তিনি বলেন -'গোর পূজারী ও পীরপূজারীগণ তাওহীদপন্থীদের জানী দুশমন হয় এবং মুকাল্লিদ ব্যক্তি সুন্নতের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা পোষন করে থাকে ।[১৯] তিনি বলেন, আমি বিভন্ন রায় ও মাযহাবসমূহকে কেতাব ও সুন্নাতের মানদন্ডে যাচাই করি । যেটা তার মুতাবিক পাই, সেটা গ্রহণ করি, যেটা দুরবর্তী তাবিল বা দুর্বল কারণ প্রদর্শনের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয় সেটা পসন্দ করিনা । যদিও তার সমর্থক বড় কোন আলেম বা শায়খ হৌন না কেন । কেননা হক-ই সবচাইতে বড় বিষয় এবং আমাদের তরীকা হ'ল কেতাব ও সুন্নাতের অনুসারী হওয়া ।[২০]

তিনি বলেন, "আমার আকীদা মোতাবেক আমি কোন ব্যক্তির মু'তাকিদ নই । ঐ সব আহমকরা এতটুকু ও খেয়াল করেনি যে আমি তো একজন মশহুর আহলেহাদীছ (میں تو مشہور اہلحدیث ہوں) এবং তাকভিয়াতুল ঈমান ও রাসায়েলে তাওহীদ -এর অনুসারী ।[২১] শী'আ হুকুমতের সময়ে দুনিয়ার লোভে বহু সম্মানুলোক শী'আ হয়ে যান । আল্লাহ তা'আলা আমার বাপকে খালেছ সুন্নী ও মুহাম্মাদী বানিয়েছেন । এই দেশে আহলেহাদীছ খুব কম হয়েছেন । কিছুসংখ্যক আলেম ও সুফতত্ত্ববিদ যারা সুন্নাতের পাবন্দ (عامل بالسنة) ছিলেন তাঁরা যুগের সাথে তাল রেখে গোপনভাবে ফিক্‌হের অনুসারী (متستر بالفقه) হয়েছেন ।[২২] তাঁদের "সঠিক ও সাচ্চা মুকাল্লিদ তো তারাই যারা ইমামদের উত্তম হক নির্দেশের পায়রবী করে । তারা নয় যারা এর বিরোধিতা করে ।[২৩]

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪-৮৫ ।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১ ।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১ ।

২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯-২৯০ ।

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২ ।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৩ ।

তিনি বলেন যে, আমি তাকলিদকে নয় বরং দলীলকে মাযহাব বলে থাকি। কিন্তু লোকেরা তাকলিদের দৃষ্টিকোন থেকে আমাকে দোষারোপ করে থাকে।[২৪] আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খানের স্বরচিত আত্মজীবনী হ'তে উদ্ধৃত উপরোক্ত বক্তব্য গুলি পর্যালোচনা করলে একথা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে যে, তিনি প্রচলিত চার মাযহাবের কোন একটির নির্দিষ্টভাবে মুকাল্লিদ ছিলেন না। বরং নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসারী ছিলেন। একস্থানে কয়েকটি ছহীহ হাদীছ বিরাজমান থাকলে তিনি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম (اصح الصحيح) হাদীছের অনুসরণ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে 'মশহুর আহলে হাদীছ' (مشهور اهلحديث) বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এজন্য তাঁকে সমকালীন ওলামাগন "ওয়াহ্হাবী" বলে অভিহিত করেছিলেন।[২৫]

নওয়াব ছাহেবের 'মাসলাক' সম্পর্কে কিছু কথা :

নওয়াব ছাহেব নিজ যবানীতেই নিজেকে 'মশহুর আহলেহাদীছ' বলেও হিংসুকেরা তাঁর প্রসিদ্ধিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে মোটেই চেষ্টার ত্রুটি করেনি। দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই যে, একাজে স্বয়ং তাঁর ছেলে নওয়াব আলী হাসান খানকে ব্যবহার করা হয়েছে। নিজ নওয়াবী স্বার্থে হৌক বা সভাসদ ও প্রজাদের মনরক্ষার জন্যই হৌক তিনি তাঁর পিতার জীবনীতে বহু বেদলীল ও অসংলগ্ন কথার অবতারণা করেছেন - যা পরীক্ষায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। যেমন তিনি একস্থানে বলছেন -

"তিনি খালেছ সুন্নী, মুহাম্মাদী, মুওয়াহ্হিদ, কেতাব ও সুন্নাতের অনুসারী, হানাফী, নকশবন্দী ছিলেন। সর্বদা হানাফী মাযহাবের দিকে নিজেকে সম্পর্কিত করতেন। কিন্তু আমল ও আকীদায় সর্বদা ইত্তেবায়ে সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দিতেন"।[২৬]

অন্যত্র তিনি বলেন - "মাননীয় ওয়ালাজাহ মরহুম পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সর্বদা হানাফী তরীকায় আদায় করতেন। অবশ্য ইমামের পিছনে সুরায়ে ফাতিহা পাঠ এবং আউয়াল ওয়াক্তের প্রতি তিনি সর্বদা নযর রাখতেন"।[২৭]

---

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ : ৭৮।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ : ২৫৯, তারাজিম পৃঃ২৪৫ গৃহীত : মা'ছিরে ওয়ালাজাহ, ৩য় খন্ড পৃঃ ৩০।

২৬. মাওলানা নাযীর আহমাদ আমলুবী রহমানী, 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (বেনারস: জামেয়া সালাফিইয়্যাহ ২য় সংস্করন, ১৯৮৬ খৃঃ) পৃঃ ১৬৮, গৃহীত : সীরাতে ওয়ালাজাহী ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১।

২৭. পূর্বোক্ত পৃ : ১৬৯, গৃহীত : পূর্বোক্ত ৪র্থ খন্ড পৃ : ৬৩

উপরোক্ত অভিযোগ দুটির মধ্যে প্রথমটির জওয়াব ইতিপূর্বে নওয়াব ছাহেবের আত্মজীবনীতে আমরা দেখে এসেছি । যেখানে তিনি নিজেকে একজন 'মশহুর আহলেহাদীছ' বলে অভিহিত করেছেন ।[২৮] দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াবের জন্য নওয়াব ছাহেব লিখিত 'ছালাত শিক্ষা (الصلوة التعليم) বইটিই যথেষ্ট । ২০ পৃষ্ঠার এই ছোট পুস্তিকাটি তিনি মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পূর্বে ১৩০৫ হিজরীর ৪ঠা জমাদিউছ ছানী তারিখে কয়েক ঘন্টায় লেখেন । নওয়াব ছাহেবের প্রণীত বইয়ের তালিকার মধ্যে পুত্র ও জীবনীকার নওয়াব আলী হাসান খান উক্ত বইটির নাম ও উল্লেখ করেছেন । উক্ত পুস্তিকায় 'ছালাতের পদ্ধতি' (نماز کی ترکیب) শীর্ষক আলোচনায় নওয়াব ছিদ্দীক হাসান বলেন -[২৯]

'নামায নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হয়না । নামাজের সকল হুকুম ফরজ । কিন্তু মধ্যখানের তাশাহহুদ, জালসায়ে ইস্তিরাহাত এবং নামাজের মধ্যেকার যিক্র ও দু'আ সমূহের কোনটাই ওয়াজিব নয় । অবশ্য তাকবীর তাহরীমা, মুওশদী হলেও সকল রাক'আতে সুরায়ে ফাতিহা পাঠ, শেষে তাশাহহুদ ও সালাম ফিরানো - এই চারটি যিক্র ফরজ । এতদ্ব্যতীত আর যা কিছু আছে, সবই সুন্নাত । যেমন তাকবীরে তাহরীমার সময়ে রুকূতে যাওয়াকালীন, রুকূ হতে উঠাকালীন ও তৃতীয় রাক'আতে খাড়া হওয়া কালীন সময়ে মোট চার জায়গায় হস্ত উত্তোলন (রাফ্উল ইয়াদায়েন) করা, নামাযে দাঁড়াবার সময়ে হাত বাঁধা, তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়া ইত্যাদি । ছানার জন্য সর্বাপেক্ষা ছহীহ ও মুত্তাফাক আলাইহ দু'আ হল - 'আল্লাহুমা বাইদ বায়নী ..... ' । এতদ্ব্যতীত আউযুবিল্লাহ, তারপর বিসমিল্লাহ তারপর সুরায়ে ফাতিহা এবং শেষে সশব্দে 'আমিন' বলা সুন্নাত । 'আমীন' ইমাম ও মুওশদী উভয়েরই বলা চাই । সশব্দে 'আমীন' বলার রেওয়ায়েত নিঃশব্দে 'আমীন' রেওয়াতের মুকাবেলায় অধিকতর ছহীহ ও শক্তিশালী । অনুরূপভাবে সুন্নাত হল সুরায়ে ফাতিহার সংগে অন্য একটি সুরা পাঠ করা, মধ্যবর্তী তাশাহহুদ ---- এবং ঐসকল দু'আ যা প্রত্যেকে হুকুম এর মধ্যে -

---

২৮. ইবরুতুল মিনান, পৃঃ ২৯০ , আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৮২

২৯. আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৭৯-১৮১ গৃহীত ঃ তালীমুছ ছালাত পৃঃ ৯-১১ ।

রয়েছে — যেমন ওযু, সিজদা, কওমা ও বৈঠকের দু'আসমূহ । অতঃপর শেষ তাশাহহুদের পরে দু'আয়ে মাছুরাহ বা তার বাইরের যেকোন দু'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করবে ।" উক্ত বর্ণনার পরে 'ফায়েদা' (فائدة) শিরোনামে নওয়াব ছাহেব ঐ সকল হাদীছের তরজমা উদ্ধৃত করেছেন যেসকল হাদীছে তা'দীলে আরকান অর্থাৎ ছালাতের প্রতিটি রুকন ধীরে ধীরে আদায় করা, তাওয়াররুক অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বাম পা ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করে নিতম্বের উপরে ভর দিয়ে বসা ইত্যাদির উল্লেখ আছে । অতঃপর তিনি বলেন — 'এখন উচিত যে কোন ছালাত আদায়কারী যেন উপরোক্ত পদ্ধতি অতিক্রম না করে । তা করলে তার ছালাতে ত্রুটি থেকে যাবে ।[৩০]

উপরের বক্তব্য থেকে নওয়াব ছাহেবের মুকাল্লিদ হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায়না, বরং তিনি আহলেহাদীছের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হন ।

আল্লামা সৈয়দ ছিদ্দীক হাসান খান প্রথমদিকে আশ'আরী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন । তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'ফাতহুল বায়ান'-কে এব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে । কিন্তু ১২৮৫/১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলে সেখানকার খ্যাতনামা আলেমদের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হয় । বিশেষ করে আল্লামা হামাদ বিন আতীক (মৃঃ ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ) তাঁকে নছীহত করে মূল্যবান একটি পত্র লেখেন । যেখানে তিনি তাঁকে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ / ১২৬২-১৩২৮) ও হাফেয ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ / ১২৮৯-১৩৫০ খৃঃ) -এর আকীদা সংক্রান্ত কেতাবসমূহ অধ্যয়নের অনুরোধ করেন । দেখা গেল চার বছর পরে ১২৮৯/১৮৭২ সালে আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান তাঁর পূর্বের আকীদা পরিবর্তন করে এতদ-সংক্রান্ত তাঁর জীবনের শেষ রচনা قطف الثمر فى عقيدة اهل الاثر নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন ।[৩১] আহলেহাদীছের আকীদার উপরে গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণ্য দলীল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে ।

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১ গৃহীত ঃ তা'লীমুছ ছালাত, পৃঃ ১১ ।

৩১. ডঃ আছেম বিন আবদুল্লাহ, 'কাতফুছ ছামার'-এর ভূমিকা (মদীনা ঃ জামেয়া ইসলামিয়া ১ম সংস্করণ, ১৪০৪/১৯৮৪) , পৃঃ ১২,২৬,৮ ।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদান

আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান যখন তাঁর ইল্‌মের জ্যোতি বিকীরণ শুরু করেন, তখন তাঁর সময়কার ভারতবর্ষে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হিন্দুস্তানে দুই মাযহাবের মুসলমান ছিল। — শী'আ ও হানাফী। শী'আদের রাজত্বকালে দুনিয়ার লোভে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শী'আ হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমার পিতাকে খালেছ সুন্নী ও মুহাম্মাদী বানিয়েছেন। এই দেশে আহলেহাদীছ খুব কম হয়েছেন। কিছু সংখ্যক বিদ্বান যারা সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন ** তাঁরা অবস্থার প্রেক্ষিতে ফিক্‌হের আড়ালে (متستر بالفقه) মুখ লুকিয়েছিলেন। শায়খ আবদুল হক দেহলভী মুহাদ্দিছ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের সমর্থনে লিখেছেন। (محرر مذهب حنفيه) ।***** শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) স্বীয় কেতাবসমূহে রায় ও তাকলীদ হ'তে নিষেধ করেন এবং ইত্তেবায়ে সুন্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। *** তাঁর পরে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সময়ে লোকদের মধ্যে তাকলীদের ঝগড়া শুরু হয়। ঝগড়া শেষ না হ'তেই শাহ শহীদের সৌভাগ্যমন্ডিত যামানা অতিক্রান্ত হ'য়ে যায়। এই সময়ের পরে এখন আর কোন যোগ্য আলেম নেই যারা ফিক্‌হের উপরে পূর্ণ আয়ত্ত্ব রাখেন।"[৩২]

আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাসানের সময়ে (১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) ভারতবর্ষে হাদীছের রেওয়াজ ছিল খুবই কম। রায়, কেয়াস ও মাযহাবী ফিক্‌হের রেওয়াজ ছিল বেশী। রাজদরবার থেকে পর্ণকুটীর পর্যন্ত সর্বত্র ছিল একই অবস্থা। এমনকি ভারতগুরু শাহ আবদুল আযীযের (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ / ১৭৪৬-১৮২৪ খৃঃ) দরসগাহে মাত্র দু'খানা বুখারী শরীফ ছিল। যার বিভিন্ন পারা খন্ড খন্ড করে ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হয় এবং পাঠশেষে ফিরিয়ে নেওয়া হ'ত।[৩৩] তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা যদি এই হয়, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য স্থানের অবস্থা সহজেই অনুমান করা চলে।

---

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

৩৩. তারাজিম, পৃঃ ২৪৩।

সর্বত্র মাযহাবী ফিক্‌হের রেওয়াজ থাকার কারণে মুসলমান স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসারী মুকাল্লিদ হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলে মাযহাববিরোধী কোন বক্তব্য তা যতই ছহীহ দলীলভিত্তিক হোক না কেন তা মেনে নিতে সমাজ প্রস্তুত ছিল না। তাই সেই সময়কার মুসলিম সমাজকে এক কথায় তাকলীদী সমাজ বলা চলে।

মাযহাবী ফিক্‌হভিত্তিক ইসলাম যা ছিল তা-ও ছিল বিকৃত। ফিক্‌হগ্রন্থে নেই এমন বহু কিছু বিষয় মযহাবের নামে চালু হয় এবং শিরক ও বিদ'আত ব্যাপকভাবে মুসলিম সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নওয়াব ছাহেবের ভাষায়, "হিন্দুস্তানী মুসলমানদের মধ্যে শিরক ও বিদ'আতের প্রচলন ছিল। অধিকাংশ লোক বিশেষ করে আমার শহরে (ভূপালে) রাফেযী-শী'আরা ছিল। আর যারা সুন্নী ছিল তারা ছিল গোরপূজারী ও পীরপূজারী।"[৩৪]

শী'আ দাদা ও মুহাম্মাদী পিতার ঘরে লালিত পালিত হ'য়ে আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান কর্মজীবনে চরম বিদ'আত অধ্যুষিত ভূপাল শহরে দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের জীবনে অত্যন্ত কঠিন বিরোধী ও শত্রুতামূলক পরিবেশ অতিক্রম করেন। প্রচলিত মাযহাবী ইসলামের তিনি বিরোধিতা করেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তাকলীদের বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণে ব্রতী হন ও লেখনী ধারণ করেন। সকল অবস্থাতেই তিনি নিজস্ব ইল্‌মের আলোকে স্বাধীনভাবে পথ চলেছেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের পথে সকল বাধাকে তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন। কোন বাধাই তাঁকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মানদন্ড হ'তে একচুল বিচ্যুত করতে পারেনি।

যেহেতু সমাজ ছিল তাঁর সম্পূর্ণ বিরোধী, তাই তিনি শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)-এর মত লেখনীর মাধ্যমে সমাজসংস্কারের পথ বেছে নেন। যদিও এপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অতঃপর এভাবেই ভারতবর্ষে 'ফিকহুল মাযহাবে'র বদলে 'ফিকহুল হাদীছে'র প্রচলন হয়, যদিও শাহ অলিউল্লাহ্‌ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের হাতে আগেই এর প্রবর্তন ঘটেছিল। আল্লামা ছিদ্দীক হাসান স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন,

---

৩৪. মিনান, পৃঃ ২০১

"আমার হাতে ফিক্‌হে সুন্নাতের কেতাবসমূহের রেওয়াজ ঘটে এবং আরবী, ফারসী ও উর্দু তিন ভাষায় আরব-আজমের সর্বত্র পৌঁছে যায়।"[৩৫]

স্বীয় লেখনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেন "আমার অধিকাংশ লেখনী তাহকীক বা সূক্ষ্ম গবেষণার ভিত্তিতে লিখিত।" এতদসত্ত্বেও তিনি সকল বিদ্বানমন্ডলীকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "দীনদার বিদ্বানগণের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, আমার কেতাবের যেসব মাসআলা কেতাব ও সুন্নাতের ছহীহ দলীলের বিরোধী প্রমাণিত হবে, তা যেন উঠিয়ে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারা হয় এবং যেসব মাসআলা কুরআন ও হাদীছের অনুকূলে হবে, তা যেন কবুল করা হয়। আমি ইনশাআল্লাহ আমার প্রতিবাদে খুশী হব। .... বরং ভুল ও ত্রুটির সমালোচনাই সকলের নিকট আমার একান্ত দাবী। আমি প্রত্যেকের ঐ সকল উত্তম কথা যা শরীয়ত ও জ্ঞানের অনুকূলে, তা কবুল করি, যদিও ঐ ব্যক্তি আমার সমান বা আমার ছোট হৌক না কেন। পক্ষান্তরে যে কথা দলীলের খেলাফ হবে তা কবুল করিনা, যদিও তার সমর্থক কোন বড় আলেম, ফাযেল ও যোগ্য ব্যক্তি হৌক না কেন।"[৩৬]

তিনি বলেন, "মূলতঃ কেতাবগুলি আমি আমার নিজের ফায়েদা হাছিলের জন্য লিখেছিলাম। কাউকে ফায়েদা পৌঁছাবার জন্য লিখিনি। তবুও কেতাবগুলি অন্যের উপকারে এসে গেছে। লেখনীর ব্যাপারে আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ নিজের উপকার সাধন করা যে, প্রত্যেক হুকুম ও মাসআলার ব্যাপারে হক-কে বাতিল হ'তে এবং বিশুদ্ধতম ও বিশুদ্ধ (صحيح و صح)-কে দুর্বলতম ও দুর্বল (ضعف و ضعيف) হ'তে বাছাই করা। একই সাথে দলীল থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলি রায়-এর ভিত্তিতে লিখিত বিষয়গুলি হ'তে পৃথক করা। এর দ্বারা আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ঐসব মুসলমানকে ফায়েদা পৌঁছানো, যারা কোন প্রকারের গোঁড়ামি (تعصب) ছাড়াই কেবল হক-এর সন্ধানী এবং ছিরাতে মুস্তাকীম এর উপরে চলতে আগ্রহী।[৩৭]

---

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে আল্লামা ছিদ্দীক হাসানের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল হাদীছ ও ফিকহুল হাদীছের দুর্লভ কেতাবসমূহের প্রকাশনা ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ। জীবনের প্রথম তিন চতুর্থাংশ চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হ'লেও ১২৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভূপালের বিধবা রাণী শাহজাহান বেগমের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহের পর হ'তে তিনি অঢেল সম্পদের মালিক হন। এই সম্পদকে তিনি দ্বীনের তাবলীগের কাজে ব্যয় করেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দীনী কেতাবসমূহ মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ছাপাখানা হ'তে ছাপিয়ে এনে হিন্দুস্তান ও অন্যত্র বিলি করেন। তিনি বলেন যে, "আমার অধিকাংশ সম্পদ কেতাব ও সুন্নাতের ইল্মসমূহ প্রচারের পিছনে ব্যয় হয়ে যায়। আমি প্রতিটি গ্রন্থ একহাজার কপি ছেপে এনে নিকট ও দূরের সকল দেশে বিলি করেছি। কারু কাছ থেকে কখনও কেতাবের মূল্য নেইনি। আমার সন্তানেরাও বহু গ্রন্থ রচনা করেছে।[৩৮] অতঃপর রাণী শাহজাহান বেগম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "রাণীর গর্ভে আমার কোন সন্তান জন্মেনি তবে গ্রন্থ প্রকাশনা ও প্রচারনার মাধ্যমে — যা সৌভাগ্যের দিক দিয়ে রক্তের সন্তানের চেয়েও অধিক, সেই সব ভাবগত সন্তানের (اولاد معنوی) সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। যা কেবলমাত্র উচ্চ মর্যাদা ও অবসর পাওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। যদি রাণীর সঙ্গে আমার বিবাহ না হ'ত, তাহ'লে বাস্তবিকপক্ষে ঐসব দীনী কেতাবসমূহের প্রকাশনা ও প্রচারের কোন সুযোগ ছিলনা।[৩৯]

গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনা ছাড়াও আরব দেশ থেকে হাদীছের বহু কেতাব খরিদ করে এনে তিনি হিন্দুস্তানে বিলি করেন। বহু দুর্লভ গ্রন্থ তিনি মিসর, বৈরুত ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন ছাপাখানা হ'তে ছাপিয়ে এনে বিপুলহারে বিভিন্ন দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও লাইব্রেরীসমূহে অনুদান দেন। ফলে আরব-আজমের এমন কোন কুতুবখানা ছিলনা যেখানে নওয়াব ছাহেবের রচিত বা প্রকাশিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যেতনা।[৪০]

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

৪০. তারাজিম, পৃঃ ২৪৩।

বিগত ওলামায়ে দীনের যেসমস্ত কেতাব বহু অর্থব্যয়ে ছাপিয়ে তিনি ফ্রি বিলি করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ'ল ১। ছহীহ বুখারীর ভাষ্য ফাতহুল বারী ২। তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩। ইমাম শাওকানীর নায়লুল আওতার প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত তাঁর নিজস্ব রচনার সংখ্যা বিপুল। মাওলানা আব ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহরাবী স্বীয় বইয়ে নওয়াব ছাহেবের রচিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২২ খানা কেতাবের তালিকা দিয়েছেন যা সত্যিই বিস্ময়কর।[৪১]

গ্রন্থপ্রণয়ন, প্রকাশনা ও মুক্ত বন্টনের ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি ইয়াতীম ও ছিন্নমূল ছেলেমেয়েদের জন্য মাদরাসা সুলাইমানিয়া ও মাদরাসা বিলকিসিয়াহ, মাদরাসা জাহাংগীরী ও মাদরাসা ছিদ্দীকী প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে মৌলবী, আলেম, ফাযেল, মুফতী, মুন্শী ও কাবেল — মোট ছয়টি স্তরের ডিগ্রী দেওয়া হ'ত। তাদেরকে যোগ্যতানুসারে মাসোহারাও দেওয়া হ'ত।

মাদরাসা ছাড়াও তিনি কয়েকটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন কুতুবখানা ফায়যে আম, কুতুবখানা মাদরাসা জাহাংগীরী, কুতুবখানা সরকারী, কুতুবখানা ওয়ালাজাহী। শেষোক্ত কুতুবখানাটি মৃত্যুর পূর্বে তিনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। সেখান থেকে তাঁর পুত্র নওয়াব আলী হাসান খান নিজের অংশের গ্রন্থসমূহ 'নাদ্ওয়াতুল ওলামা' লাক্ষ্ণৌ-এর জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।[৪২] কিছু কেতাব ভূপালের নূরমহল-এ ব্যক্তিগত কুতুবখানায় আছে।[৪৩]

এতদ্ব্যতীত হাদীছ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কুরআনের ন্যায় হাদীছ হেফ্য করার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারসমূহ ঘোষণা করেন, যেমন-১ছহীহ বুখারী শরীফ হেফ্য

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫১-২৬১।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৬-২৪৭।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১।

করার জন্য এক হাযার টাকা ২। বুলুগুল মারাম-এর জন্য একশত টাকা। শুধু তাই নয় যারা উক্ত মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তাদেরকে হেফ্‌য্‌ শেষ হওয়া অবধি মাসিক ত্রিশ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে। যারা এই ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে দু'জনের নাম পাওয়া যায়। একজন হাফেয মৌলবী হাকীম আবদুল ওয়াহ্‌হাব নাবীনা দেহলভী (অন্ধ হাফেয) এবং অন্যজন হলেন মৌলবী আবদুত্‌ তাওয়াব গাযনবী আলীগড়ী।[৪৪]

নওয়াব ছাহেবের এই ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থাপনায় বিরোধী আলেমদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারাচক্রান্ত শুরু করে এবং জনগণকে নওয়াবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে গোপন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান সবকিছু জেনেও কোন প্রতিকার করেননি। বরং নওয়াবী ছেড়ে দেওয়াই নিরাপদ মনে করেন।

দুশমনদের চক্রান্তের কোন জওয়াব তিনি দিতেন না। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, "দুনিয়ার ব্যাপারে আমার দুশমন ছিল। যখন কোন দিক দিয়েই তারা আমার উপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম না হয়, তখন চক্রান্তের মাধ্যমে কখনও আমাকে বিষপ্রয়োগের চেষ্টা করে। কখনও গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কখনও জাদুকরদের সাহায্য নিয়ে আমার উপরে জাদুকরার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের কোন কৌশল যখন সফল হ'ল না, তখন তারা আমার উপরে মাযহাবী তোহমত ও রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ এনে হাংগামা শুরু করে দেয়। ... এর পরে আমার পারিবারিক ব্যাপারেও তারা ভিত্তিহীন আজগুবি সব প্রচারনা শুরু করে এবং প্রেস ও পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে তা শহরে-গ্রামে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।"[৪৫]

---

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭।

৪৫. মিনান, পৃঃ ১১৫-১১৬।

...এই বৎসর ১৩০৫ হিজরীতে এই শহরে (ভূপালে) আমার অবস্থানের মেয়াদ ৩৫ বছর হতে চলল। কিন্তু ভাল-মন্দ সকলেই যেন আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। কাউকেই আমি বন্ধু হিসাবে পেলাম না। যদিও আমি কারু প্রতি খারাব ধারনা রাখিনা বা বিদ্বেষ পোষণ করিনা। আমি যেন এখানে কবির কথায় — 'মজলিশের মধ্যেও একা এবং ঘরের মধ্যেও মুসাফির' — অবস্থায় আছি।'[৪৬] ... 'হিংসুক ও বিরোধীরা বহুদিন থেকে উর্দু ও ইংরেজী পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে শত শত গীবত ও তোহমত রটনা করেছে। কিন্তু আমি কোন জওয়াব দেইনি। ... ঐসব শত্রুরা মূলতঃ আমার বন্ধু। তাদের গীবত তোহমত, গালি-গালাজ ও মিথ্যা প্রচারনা ইনশাআল্লাহ আমার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মাগফিরাতের কারণ হবে।[৪৭]

জীবনের তিন চতুর্থাংশ সময় চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান ছিলেন চরম ত্যাগ ও ধৈর্য্যের মূর্তপ্রতীক। পিতার মৃত্যুর পরে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হ'তে মাহরূম হয়ে ও একইসাথে বিধবা মা ও ছোট বোনদের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মাত্র ২৪ বছরের এই বেকার তরুণ মুত্তাকী আলেমের অবস্থা কি হ'তে পারে সহজেই অনুমান করা চলে। পরবর্তীতে বৈবাহিক জীবনে প্রথমা স্ত্রী ও তার পক্ষের সন্তানদের কাছ থেকে আমৃত্যু নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ আল্লামা ছিদ্দীক হাসান আহলেহাদীছ হওয়ার অপরাধে সামাজিক জীবনেও ছিলেন বিরোধীদের চরম হিংসা ও বিদ্বেষের শিকার। বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ এই মানুষটি তাঁর ৫৮ বছরের জীবনের মধ্যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভূপালে ৩৭ বছর চরম বিরোধী পরিবেশে কালাতিপাত করেন। তার মধ্যে ১৪ বছর নওয়াবী করার মত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যস্ততার মধ্যেও প্রায় সোয়া দু'শো ছোট বড় মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা হওয়া সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার বৈ-কি। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, মেধা, গভীর ধৈর্য্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা একত্রিত হ'লেই কেবল এটা সম্ভব।

---

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭২-১৭৩, ২৩৯।

লেখক ও রাজনীতিক হওয়ার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীছে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য সমসাময়িক আলেম সমাজে ঈর্ষার বিষয় ছিল। পান্ডিত্য অর্জনের চাইতে ইল্‌মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারেই তাঁর অধিক মনোযোগ ছিল। যার কারণে আলেমদের খানকাহ থেকে বের হয়ে কুরআনের তাফসীর ও হাদীছ জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এসে যায়। বলা চলে যে, এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তিনি সাথে সাথে উঁচুদরের কবিও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় লিখিত 'আল-কাছীদাতুল আম্মারিয়াহ' (القصيدة العنبرية) এ ব্যাপারে উল্লেখের দাবী রাখে।[৪৮]

তিনি ব্যাপক সামাজিক বিরোধিতার মধ্যেও ১৯টি বে-শরা রসম-রেওয়াজ উচ্ছেদ করেন এবং আরও ২৬টি অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আয়ুষ্কাল তাঁকে সময় দেয়নি। এতদ্ব্যতীত ১১টি কল্যাণপ্রথা তিনি চালু করেছিলেন।[৪৯] সাথে সাথে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা, ভাষ্য, পুস্তক-পুস্তিকার ব্যাপক প্রকাশনার মাধ্যমে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা ইসলামী বিশ্বে সংস্কার ও জাগরণের এক নবযুগের সৃষ্টি হয়। একারণেই আল্লামা শামসুল হক ডিয়ানবী, (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১) মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী (মৃঃ ১৩৩৮/১৯২০ খৃঃ) প্রমুখ অনেক বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম যথার্থভাবেই তাঁকে চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর অন্যতম মুজাদ্দিদ' বা যুগসংস্কারক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫০] তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, বিপুল লেখনী ও ব্যাপক প্রচারনার ফলে উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপকরূপ লাভ করে।

---

৪৮. তারাজিম, পৃঃ ২৪১

৪৯. মিনান, পৃঃ ৩৮৫-৩৮৭।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৪,৩৫৬।

আধুনিক যুগ : ৪র্থ পর্যায়
(সাংগঠনিক)

হিজরী দ্বাদশ হ'তে চতুর্দশ শতাব্দী মোতাবেক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে যথাক্রমে শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-৭৬/১৭০৩-৬২) ও তাঁর ইল্মী পরিবার, শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১), মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-৯০) কর্তৃক সূচিত ও সর্বত্র বিস্তৃত 'কেতাব ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার' আন্দোলন — যা ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে পরিচিত, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাকলীদী জড়তা, ইজতিহাদ বিমুখতা ও বেদলীল রসমপ্রিয়তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ইলমী মহীরুহের ছায়াতলে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে এমন বহু আলেম জন্মলাভ করেন, যারা বুদ্ধিপ্রসূত কূটতর্ক পরিহার করে সরাসরি কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ হন। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁর বিপুল ছাত্রবাহিনী পরবর্তীতে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকেসাংগঠনিক ভাবে সমন্বিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মিয়া ছাহেবের জীবনের শেষপ্রান্তে দিল্লীতেই এধরণের আহলেহাদীছ সংগঠণ কায়েম হয়।

১- জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ (প্রতিষ্ঠাকাল : দিল্লী ১৩১৩ হিঃ/১৮৯৫ খৃঃ)

মিয়াঁ ছাহেবের অন্যতম ছাত্র হাফেয মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (১২৮১-১৩৫১/১৮৬৬-১৯৩৩ খৃঃ) কর্তৃক মিয়া ছাহেবের মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্বে ১৩১৩ হিজরীতে দিল্লীতে উপস্থিত ১২ জন নেতৃস্থানীয় আহলেহাদীছ আলেম ও সরদার কর্তৃক তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে এই জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওঃ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইতিপূর্বে তাঁর উস্তাদ মাওলানা আবদুল্লাহ গযনবীর (মৃত্যু : ১২৯৮/১৮৮১) হাতে অমৃতসরে

বায়'আত হওয়ার কারণে বায়'আত গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভক্তদের চাপে অবশেষে বায়'আত নিতে সম্মত হন। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার আহলেহাদীছ ওলামা ও নেতৃবৃন্দ তাঁর ইমামত কবুল করে নেন।[১] ফলে নবপ্রতিষ্ঠিত এই নেতৃত্ব ব্যাপক রূপ লাভ করে।

একজন আলেম বা-আমল মুত্তাকী নেতার ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে জামা'আতী জীবনযাপনের বিষয়টি মুসলিম উম্মাহ ভুলতে বসেছিল। এই বিলুপ্তপ্রায় সুন্নাত পুনর্জীবিত করতে গিয়ে মাওলানাকে স্বগোত্রীয়দের নিকট থেকে বেশী বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়েছে।[২] ইমারতের অপরিহার্যতাবিষয়ক ছহীহ হাদীছগুলিকে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল দেখে মাওলানা ব্যথিত হন। তিনি সাধ্যমত সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। পরিশেষে ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে "জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' নামে কেতাব ও সুন্নাতের আলোকে দিল্লীতে একটি জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই জামা'আতের 'ইমাম' নিযুক্ত হন। আকীদা ও আমলের দিক দিয়ে এই জামা'আত আহলেহাদীছদের মধ্যে

---

১. ৮৩ জন আলেমের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে দিল্লীর ২ জন এবং রংপুরের ২১ জন, ময়মনসিংহের ৬ জন, দিনাজপুরের ১ জন, মুর্শিদাবাদের ৬ জন ও মালদহের ৮ জন (মাওঃ ইবরাহীম শেরশাহীয়ার মধ্যে অন্যতম) - মোট ৪২ জন বাংগালীসহ বাকী ভারতের বিভিন্ন এলাকার ওলামায়ে আহলেহাদীছ। — আবদুর রহমান ঝাংগুরী সংকলিত ফাতাওয়া উলামায়ে কেরাম (দিল্লী: আর্মী প্রেস, সালবিহীন) পৃঃ ৮১-৮৩, উক্ত সংকলনে ইমামত-এর পক্ষে হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরীর ফৎওয়া এবং তার সপক্ষে মাওলানা আবদুন নূর দারভাঙ্গাবী, মাওলানা আবদুল জলীল সামরূদীসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ফৎওয়া সংকলিত হয়েছে। শেষের দিকে মাওলানা এনায়েতুল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর মধ্যে ইমামত-এর পক্ষে ও বিপক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'মুনাযারা' সংকলিত হয়েছে।

২. মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব, মুকাম্মাল নামায (করাচী: মাকতাবা ইশা'আতুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ২৭।

নতুন কোন জামা'আত ছিল না ।

১৯২০/১৩৩৮ হিজরীর শা'বান মাসে তিনি দিল্লী থেকে মাসিক 'ছহীফায়ে আহলে-হাদীছ' বের করেন যা বর্তমানে করাচীর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে পাক্ষিক হিসাবে বের হচ্ছে ।

সর্বদা দাওয়াত ও তাদরীসে ব্যস্ত থাকার কারণে তাঁর পক্ষে লেখনীর দিকে বেশী মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি । তবুও তিনি ৫/৬ টি গ্রন্থ রচনা করেন । তন্মধ্যে ছালাতের নিয়ম কানুন বিষয়ক 'মুকাম্মাল নামায', মিশকাত শরীফের আরবী হাশিয়া — যা দিল্লীর ফারূকী প্রেস প্রকাশ করেছে, বর্তমান যুগের প্রচলিত নিয়মকানুন সম্বলিত কুরআন মজীদের বিপরীতে প্রাথমিক যুগের ন্যায় মু'আররা (معرى) কুরআন মজীদ সংকলন — যা প্রকাশিত হয়েছে ।

তিনি জীবনে সাতবার হজ করেন । বিভিন্ন সময়ে ১০ জন স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেন । ৯ জন ছেলে ও ৬ জন কন্যা রেখে তিনি ১৯৩৩ মোতাবেক ১৩৫১ হিজরীর ৮ই রজব সোমবার দিবাগত রাত ১১ টায় দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং উস্তাদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর পূর্বপার্শ্বে সমাহিত হন ।[৩]

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বড় ছেলে হাফেয মাওলানা আবদুস সাত্তার জামা'আতের ইমাম নিযুক্ত হন । দেশবিভাগের পরে জামা'আতের কেন্দ্রীয় 'দারুল ইমারত' ১ নং বান্স রোড করাচীতে স্থানান্তরিত হয় এবং মাদরাসা দারুস সালাম নামে তার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েম হয় । মাওলানা আবদুর রহমান সালাফী বর্তমানে উক্ত জামা'আতের কেন্দ্রীয় আমীর । রংপুর হারাগাছের মাওলানা আবদুল হামীদ এই জামা'আতের বাংলাদেশ অঞ্চলের 'আমীর' বলে পরিচিত ।

১৯৬৩ সালে গৃহীত গঠণতন্ত্র অনুযায়ী এই জামা'আতের একটি কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল রয়েছে, যেখানে যাকাত, ফিৎরা, কুরবানী, ওয়াক্ফ, হেবা, অছিয়াত, সাধারণ ছাদকা,

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১-৩২ ।

শরয়ী ও সাংগঠনিক জরিমানা, জামাআতী সম্পত্তি, জামা'আতী প্রকাশনার মুনাফা প্রভৃতি জমা হয়। এর অধীনে তাবলীগ ও তাজনীফ শাখা ছাড়াও 'দারুল কাযা' নামে একটি কেন্দ্রীয় বিচারবিভাগ রয়েছে, 'ইমামে জামা'আত' সেখানে জামা'আতী মোকাদ্দমাসমূহের শরয়ী ফায়ছালা দিয়ে থাকেন।[৪]

এই জামা'আতের দাবী অনুযায়ী হিন্দুস্তানে সাইয়িদ আহমাদ বেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর পরে এটাই প্রথম জামা'আত যা পূর্ণ ইসলামী নিয়মানুসারে পরিচালিত।[৫]

২১-১২-৮৮ ইং তারিখে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী পাকিস্তানে বর্তমানে এই জামা'আতের অধীনে ৩০টি দীনী মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। করাচীর গুলশান ইকবাল অবস্থিত 'জামেয়া সাত্তারিয়া' এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় মাদরাসা। এই জামা'আতের একশোর মত শাখা সংগঠন রয়েছে। আমেরিকার হিউষ্টন (টেক্সাস) শহরেও এই জামা'আতের একটি শাখা ও মসজিদ রয়েছে। পাক্ষিক ছহীফায়ে আহলেহাদীছ বর্তমানে এই জামা'আতের একমাত্র মুখপাত্র।[৬]

এই জামা'আত শরীয়তবিরোধী কোন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেনা। অবশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি যা সরাসরি মুসলিম উম্মাহ্র সহিত সাধারণভাবে এবং জামা'আতের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সে সকল বিষয়ে এই জামা'আত মতামত ব্যক্ত করে। এই জামা'আতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারার প্রতি আস্থা রাখেন না।[৭]

---

৪. ৪ঠা নভেম্বর ১৯৬৩-তে জামা'আতের ৮ম বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত দাস্তুর (প্রকাশক, আবদুল গাফ্ফার সালাফী-নাযেমে আ'লা, উক্ত গঠণতন্ত্র ৫০টি শিরোণাম ও ফুলস্কেপ সাইজের হস্তলিখিত ১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত), পৃঃ ১৩।

৫. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ২৮।

৬. ২১-১২-১৯৮৮ তারিখে করাচীর দারুল ইমারত থেকে স্বয়ং আমীর আব্দুর রহমান সালাফী এবং জামেয়া সাত্তারিয়ার পরিচালক(মুদীর) মাওলানা মুহাম্মাদ সালাফী প্রদত্ত লিখিত হিসাব অনুযায়ী অত্র তথ্য পরিবেশিত হ'ল।

৭. প্রাগুক্ত, রিপোর্ট অনুযায়ী।

বর্তমানে জামা'আত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সংগঠিত না থাকলেও ভারত ও বাংলাদেশে এই জামা'আতের অনুসারীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

ইমামত বা ইমারত-এর মাসআলা

মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামী হুকুমতের অধীনে অথবা অনৈসলামী হুকুমতের অধীনে শাসিত অবস্থায় তারা কুরআন-হাদীছে পারদর্শী একজন আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ থাকবে কি থাকবে না এ বিষয়ে ভারতের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমামপন্থী আহলেহাদীছগণ ইমামের বায়'আতসহ জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা ফরয বলেন। যদি তা না হয় তাহলে তাঁদের মতে জাহিলিয়া যুগে মৃত্যুবরণ করার অবস্থা তাদের উপর আরোপিত হবে। তাঁদের মতে ইসলামী হুকুমতের চলমান অবস্থায় হদ জারি করার দায়িত্ব হুকুমতের উপরে পুরোপুরি ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু তার অবর্তমানে আমীরে জামা'আতের উপরে শরয়ী অনুশাসনমূলক শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকবে। তাঁরা বলেন আমীরে জামা'আতের জন্য হদ জারিকরা, যুদ্ধ করা, প্রভৃতির জন্য হুররিয়াত শর্ত নয়। আমীর 'সিয়াসাতে শারয়ী'র অধিকর্তা। 'সিয়াসাতে মুলকী'র ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিধি তার জন্য প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কী জীবনে 'সিয়াসাতে শারয়ী'র মালিক ছিলেন কিন্তু 'সিয়াসাতে মুলকী'র মালিক হন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পরে। দাউদ ও সুলায়মান ব্যতিত কোন নবীই 'সিয়াসাতে মুলকী'র অধিকারী ছিলেন না কিন্তু সকল নবীই 'সিয়াসাতে শারয়ী'র মালিক ছিলেন। তাঁরা বলেন এমনকি তিনজন থাকলেও মুসলিম উম্মাহকে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক জীবন-যাপন করতে হবে। এজন্য ইমামকে কুরায়শী হওয়া শর্ত নয়, তবে উত্তম। ইমামবিহীন কোন দলকে তাঁরা জামা'আত হিসাবে গন্য করেন না। তাঁরা বলেন একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যাও ইমামবিহীন জীবন যাপন করা শরীয়তে বৈধ নয়।

তাঁদের দলীলসমূহ প্রধানতঃ নিম্নরূপ : [৮] যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে বায়'আত করল না সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল' (মুসলিম) (খ) বিভিন্ন বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কিত বুখারী, নাসাঈসহ ছিহাহ্ সিত্তার বিভিন্ন হাদীসসমূহ (গ) 'তিনজন ব্যক্তির

---

৮. (ক)

(الف)

و عن عبد الله بن عمر رض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول...
و من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم (كتاب الامارة ح ١٨٥١
و في مشكوة المصابيح كتاب الامارة والقضاء ح ٣٦٧٤ -

(ب) (খ) নাসাঈ শরীফে বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে যেমন :
١- باب البيعة على السمع و الطاعة ٢- البيعة على ان لا ننازع الامر اهله ٣- البيعة على القول بالحق ٤- البيعة على القول بالعدل ٥- البيعة على الاثرة ٦- البيعة على النصح لكل مسلم ٧- البيعة على ان لا نفر ٨- البيعة على الموت ٩- البيعة على الجهاد ١٠- البيعة على الهجرة ١١- البيعة فيما احب و اكره ١٢- البيعة على فراق المشرك ١٣- البيعة النساء ١٤- بيعة من به عاهة ١٥- بيعة الغلام ١٦- بيعة المماليك ١٧- البيعة فيما يستطيع الانسان - (نسائي ج ٢ كتاب البيعة،) وكذلك روى البخاري عن عبادة بن الصامت رض قال بايعنا رسول الله صلعم على السمع والطاعة في المنشط و المكره الخ و في رواية اخرى.. تبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا و لا تسرقوا و لا تزنوا و لا تقتلوا اولادكم و لا تاءتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم و ارجلكم و لاتعصوني في معروف الخ .. و عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه و سلم على اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و النصح لكل مسلم الحديث -

(গ)

(ج) و عن ابي هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم رواه ابوداود .. و اخرجه الامام احمد بلفظ (لا يحل لثلاثة نفر يكونون بارض فلاة الا امروا عليهم احدهم) صحيح الجامع رقم ٥٠٠

জন্যও হালাল নয় কোন নির্জনভূমিতে অবস্থান করা তাদের মধ্যে একজনকে "আমীর" না মানা পর্যন্ত' (আহমাদ) 'তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হলে তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করতে হবে' (আবুদাউদ) - এই মর্মের অন্যান্য হাদীছ (ঘ) জামা'আত গঠণ ও আমীর নিয়োগের ব্যাপারে আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ) এর বর্ণিত আছারসমূহ (ঙ) 'ইমাম হিসাবে কাউকে গ্রহণ করা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন রাতে না ঘুমায় বা সকাল না করে' (ইবনু আসাকির)।

(ঘ)

(د) عن ابی بکر رض قال.. لابد للناس من امارة، (طبرانی کبیر) - و عن عمر بن الخطاب رض انه قال.. لا اسلام الا بجماعة و لا جماعة الا بامارة و لا امارة الا بطاعة (جامع بیان العلم و فضله ٦٢/١، دارمی) - و قال علی بن ابی طالب رض انه قال.. لا یصلح للناس الا امیر (بیهقی فی شعب الایمان) -

(ঙ)

(ه) عن حذیفة مرفوعا قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من استطاع منکم ان لا ینام نوما و لا یصبح صبحا الا و علیه امام فلیفعل (ابن عساکر) - فتاوی علماء کرام بر تقرر امام ص ١٠، ٤٣

বিরোধী পক্ষের বক্তব্যের সারমর্ম

গোরাবা ও মুজাহিদীন-এর বাইরে ইমামতবিরোধী আলেমগণ উপরোক্ত হাদীছ ও আছারসমূহের পাল্টা কোন হাদীছ বা আছার উপস্থাপন করতে পারেননি বরং কিছু যুক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁরা হাদীছে বর্ণিত ইমাম বা আমীরকে জেহাদকারী, শরয়ী হুদুদ বা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী শাসক হওয়া ইমামতের জন্য পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করে থাকেন। বায়'আত গ্রহণের বিষয়টিকে তাঁরা আবশ্যিক ধর্মীয় বিষয় বলে গণ্য করেন না — যা পরিত্যাগ করলে গোনাহগার হ'তে হবে। অবশ্য সাংগঠনিক শৃংখলা বিধানের জন্য তাঁরা আর পাঁচটি সামাজিক সংগঠনের ন্যায় ছদর বা সভাপতি নির্বাচন এমনকি আমীর নির্বাচনও সমর্থন করে থাকেন।[৯]

বর্তমান সময়ের জনৈক কুয়েতী আহলেহাদীছ আলিম উপরোক্ত হাদীছগুলিকে দু'টি পৃথক ক্ষেত্রের জন্য ভাগ করেছেন। প্রথমোক্ত হাদীছে যেখানে ইমামের আনুগত্যের বায়'আত ব্যতীত জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণের কথা বলা হয়েছে, সে হাদীছগুলিকে 'জামা'আতে আম' বা সাধারণ মুসলমানের সম্মিলিত সমাজ ও রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সকল কাজে যোগ্য আমীরের অধীনে বিশেষ বিশেষ জামা'আত গঠণ করে ইসলামী বা অনৈসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত পরিচালনার অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে বাকী হাদীছগুলিতে। এই সকল জামা'আতকে তিনি 'জামা'আতে খাছ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন বর্তমানের সর্বব্যাপি জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রেই যথাযথ ভাবে ইসলামী আইন ও শাসনব্যবস্থা চালু নেই, সে অবস্থায় পৃথিবীর সকল স্থানে খাছ খাছ জামা'আত গঠণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার

---

৯. মাওলানা ছানাউল্লাহ সম্পাদিত ও অমৃতসর হ'তে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' ৩৪ বর্ষ ২৪, ৩৫ ও ৪১ সংখ্যা মোতাবেক ১৯৩৭ সালের ২৩শে এপ্রিল, ৯ই জুলাই ও ১৩৫৬ হিজরীর ১২ই জমাদিউছ ছানী যথাক্রমে ৩-৫, ৪-৫ ও ৬ পৃষ্ঠা অবলম্বনে। (খ) পাকিস্তানের সাপ্তাহিক 'আল-ইতিছাম' ১৯শ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ও ২০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মোতাবেক ১৯৬৮ সালের ১২ই জুলাই ও ১৬ই আগষ্ট তারিখে ফৎওয়া অধ্যায়ে প্রকাশিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীর হাফেয মোহাম্মদ গোন্দলবীর ফৎওয়া হ'তে গৃহীত এবং (গ) দিল্লী থেকে ইমামপন্থীদের পক্ষ হ'তে ফাতাওয়া ওলামায়ে কেরাম 'মুনাযারা' অধ্যায় পৃঃ ৩৮-৫৩ হতে গৃহীত।

চালিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী জীবনযাপন করা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের জন্য ফরয। জামা'আতে খাছগুলি পরস্পর ন্যায়ের কাজে সহযোগিতা করবে এবং সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে জামা'আতে আম গঠণের চেষ্টা করবে।[১০]

ইমামত বা ইমারতবিরোধী আলেমগণ ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য যেসকল শর্তারোপ করেছেন সেগুলি কল্পনাপ্রসূত, যার কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন — 'শত শর্তারোপ করা হৌক না কেন, যে শর্ত আল্লাহ্‌র কেতাবে উল্লেখ নেই, তা বাতিল' (বুখারী)।[১১] ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাগুতের নিকটে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যেতে নিষেধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম থাকা না থাকার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়। তাই যে পরিবেশেই থাকুক না কেন মুসলমানকে সর্বদা ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক তার দীনী ও দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং সংখ্যায় কম থাক বা বেশী থাক সর্বদা তাকে জামা'আতবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে হবে। সেই জামা'আতের যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনিই হবেন 'আমীর'। সকল মা'রূফ বা শরীয়ত অনুমোদিত ন্যায়কার্যে আমীরের নির্দেশ পালন করা মামূরের জন্য ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল, যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমার অবাধ্যতা করল (বুঃ মুঃ)।[১২]

---

১০. নিবন্ধকার : আবদুর রহমান আবদুল খালেক নিবন্ধ, উছূলুল 'আমালিল জিমাঈ (জামা'আত সংগঠণের মূলনীতিসমূহ) মাসিক আল-ফুরকান (ছাফাত-কুয়েত : ফেব্রুয়ারী মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা ১৯৯০ খৃঃ) দ্রষ্টব্য।

১১. عن عائشة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط رواه البخارى ـ

১২. و عن ابيهريرة رض قال قال رسول الله صلعم ... و من يطع الامير فقد اطاعنى و من يعص الامير فقد عصانى متفق عليه ـ

২-অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স
(প্রতিষ্ঠাকাল : ১৩২৪/১৯০৬ খৃঃ)

ইমামত-এর বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও জামা'আতবদ্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাবার ব্যাপারে কারুর আপত্তি ছিলনা। এতদুদ্দেশ্যে ১৩২৪ হিজরীর ৬ই যুলকা'দা মোতাবেক ১৯০৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৯), হাফেয আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮), শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১), আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩/১৮৬৫-১৯৩৫), মুহাদ্দিছ আয়নুল হক ফলওয়ারী (১২৮৭-১৩৩৩/১৮৬৯-১৯১৫), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) প্রমুখ মিয়া ছাহেবের সেরা ছাত্রবৃন্দ তদানীন্তন বাংলা ও বর্তমানে বিহারের 'আরা' জেলার খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম ও রাজনীতিক আল্লামা ইবরাহীম আরাতী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১) প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা আহমাদিয়াহ্'র (প্রতিষ্ঠাকাল : ১২৯৭/১৮৭৯ খৃঃ) বার্ষিক ইল্মী সেমিনারে (مذاكرة علميه) একত্রিত হন এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' নামে একটি সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৩] যার প্রথম ছদর বা সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী রাহেমাহুমুল্লাহ। আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী আমৃত্যু কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।[১৪] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত মাওলানা ছানাউল্লাহ একটানা সম্পাদক থাকলেও বিভিন্ন কারণে সভাপতির পরিবর্তন ঘটে।

কনফারেন্স-এর তৎপরতা

১৯০৬ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত ৪০ বৎসরে উক্ত সংগঠণ ৮০,০০০ হাযার টাকার কেতাব ফ্রি বিলি করে। যার মধ্যে কুরআন শরীফ, অনূদিত কুরআণ শরীফ তাফসীর জামেউল

---

১৩. মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক (বেনারস : জামেয়া সালাফিয়া ১ম সংস্করণ ১৯৭৯), পৃঃ ২৮১, কেন্দ্রীয় জমাঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, পৃঃ ১।

১৪. হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩১৬।

বায়ান, তুহফাতুল আহওয়াযী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কেতাবসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল । এছাড়া উক্ত সংগঠণের মাধ্যমে ১২৩ টি দীনী মাদরাসা, ৩০টি মাসিক, পাক্ষিক, ও সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত হয় । ২০/২২ জন নিয়মিত মুবাল্লিগ দ্বারা সারা ভারতে কুরআন ও হাদীছের প্রচার চালানো হয় । ১৯২৪ সালে সউদী সরকার সেদেশের মাযারগুলি ভেঙ্গে ফেললে ভারতের মাযারপুজারীরা যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলে, তখন উক্ত সংগঠণের পক্ষ হ'তে সম্পাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৭) তার জওয়াবে কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে কবরপুজার অসারতা প্রমাণ করে مسئلۂ حاضر و نظر নামে বই লিখে ক্লি বিলি করেন । এছাড়া كشف النقاب عن المشاهد والقبور নামক বই লিখে সউদী সরকারের উক্ত পদক্ষেপের প্রশংসা ও বিরোধীদের মূল দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দেন । ১৯৪৭-এর পরে পাক্ষিক 'তর্জুমান' এই সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় । এতদ্ব্যতীত ছোট-বড় অনেক পুস্তক-পুস্তিকা বের হয়, এছাড়া বিভিন্ন সমাজকল্যান কাজেও সংগঠন অংশ গ্রহণ করে ।[১৫]

৩- জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ

১৯৭০ সালের পর এই কনফারেন্স-এর নাম পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ (جمعية اهل الحديث المركزية بالهند) রাখা হয় ।[১৬] বর্তমানে দিল্লীতে উর্দু বাযার ৪১১৬ 'আহলেহাদীছ মনযিল'-এ জমঈয়তের নিজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত । উর্দু পাক্ষিক 'তরজুমান' এই সংগঠণের কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে । বর্তমানে মাওলানা মোখতার আহমাদ নদভী ও মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব খালজী যথাক্রমে এই সংগঠণের কেন্দ্রীয় 'আমীর' ও নাযেমে 'আলা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন । উল্লেখ্য যে, ২রা মে, ১৯৮২ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে প্রচলিত 'ছদর'-এর বদলে 'আমীর' হিসাবে অভিহিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।[১৭]

---

১৫. ইবনে আহমাদ সালাফী, আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয় (কলিকাতা : সালাফী প্রকাশনী, ১ নং মারকুইস লেন, ১ম সংস্করণ ১৯৮০), পৃঃ ১০৫-১০৮।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬ ।

১৭. কেন্দ্রীয় জমঈয়ত কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, পৃঃ ২ ।

ভারতে আহলেহাদীছ
একনযরে

১। জনসংখ্যা ১ (এক) কোটির উপরে (আনুমানিক)

২। বিশেষ আহলেহাদীছ অঞ্চল ঃ

পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, হরিয়ানা, কাশ্মীর, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, এতদ্ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশেই অল্প-বিস্তর আহলেহাদীছ আছেন ।

৩। বড় বড় শহরগুলির প্রায় সবগুলিতেই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ আছে । কিন্তু সঠিক গণনা এখনও হয়নি ।

৪। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অগণিত আহলেহাদীছ মাদরাসা রয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য । যেমন —

১ - জামেয়া সালাফিয়া রেওরী তালাব, বেনারস, ইউ,পি

২ - " রহমানিয়া মদনপুরা " "

৩ - " ফায়যে আম ইসলামিয়া মউনাথভঞ্জন "

৪ - " আছারিয়া দারুল হাদীছ " "

৫ - " আলিয়া আরাবিয়াহ " "

৬ - " মুহাম্মাদিয়াহ পোঃ বক্স ১৪৪, মানছুরাহ্, মালেগাঁও (বোম্বাই), মহারাষ্ট্র

৭ - " দারুসসালাম এরাবিক কলেজ, ওমরাবাদ তামিলনাড়ু

৮ - " মুহাম্মাদিয়া এরাবিক কলেজ, রাঈদারগ কর্ণাটক

৯ - " দারুল উলুম আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, লহরিয়া সারায়ে, দারভাঙ্গা, বিহার

১০ - মাদরাসা আহমাদিয়া, বীরাগনিয়াঁ, জেলা - সীতামুড়ী, বিহার

১১ - মাদরাসা ইসলামিয়া, রাঘুনগর, ভুয়ারা, যেলা - মধুবা, বিহার

১২ - জামেয়া ইসলাহিয়া সালাফিইয়াহ (মাদরাসা ইছলাহুল মুসলিমীন) পাথরের মসজিদ, পাটনা-৬, বিহার

১৩ - মাদরাসা দারুত তাকমীল, কুরবান রোড, ছান্দওয়াড়া, মুযাফফরপুর, বিহার

১৪ - জামেয়া মুহাম্মাদিয়া ডাভাকানপদ, যেলা -মধুপুর, পাটনা-৬, বিহার ।

১৫ - জামেয়া শামসুল হুদা দিলালপুর, জেলা- ছাহেবগঞ্জ, বিহার। ।

১৬ - মা'হাদুত্ তা'লীমিল ইসলামী, জোগাবাঈ, জামেয়ানগর, নয়াদিল্লী ।

১৭ - দারুল উলুম সালাফিইয়াহ, শুকরাওয়াহ, পুনাহনাহ, হরিয়ানা ।

১৮ - মাদরাসা রিয়াযুল উলুম ইসলামিয়াহ, ৪০৮৫ উর্দুবাযার, জামে মসজিদ, দিল্লী।

১৯ - জামেয়া সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী, ফাটক হাবাশ খান, ছদর বাজার, দিল্লী।

২০ - মাদরাসা দারুল হুদা ইউসুফপুর, যেলা - বস্তী ইউ,পি

২১ - দারুল উলুম শাশনিয়াঁ, পোঃ আল-হুদাপুর, "

২২ - জামেয়া সিরাজুল উলুম সালাফিইয়াহ, কুন্দেহার, যেলা - গণ্ডা ইউ,পি

২৩ - মা'হাদুল ইসলামী সালাফী, বাছা, যেলা - বেরেলী, "

৫। ভারতের আহলেহাদীছ পত্রিকাসমূহ — যা বর্তমানে চালু আছে :-

১ - সাপ্তাহিক তারজুমান, দিল্লী (কেন্দ্রীয় জমাঈয়তের মুখপত্র) (উর্দু)

২ - মাসিক আত্-তাও'ইয়াহ "

৩ - " নওয়ায়ে ইসলাম "

৪ - " আর-রাহীক্ব "

৫ - " হক প্রকাশ (হিন্দী ভাষায় কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অন্যতম মুখপত্র হিসাবে দিল্লী থেকে বের হতে যাচ্ছে) ।

৬ - " আল-ইসলাম, দিল্লী (উর্দু)

৭ - পাক্ষিক মাজাল্লা আহলেহাদীছ, শুকরাওয়াহ, হরিয়ানা (উর্দু)

৮ - " আত-তাওহীদ শ্রীনগর, কাশ্মীর ("

৯ - সাপ্তাহিক মুসলিম " " ("

১০ - মাসিক দাওয়াতে সালাফিইয়াহ, আলীগড়, ইউ.পি ("

১১ - " ছওতুল ইসলাম, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ("

১২ - " " হাদীছ " " ("

১৩ - " " উম্মাহ (আরবী) জামেয়া সালাফিইয়াহ, বেনারস, ইউ,পি

১৪ - " মুহাদ্দিছ (উর্দু) " " "

১৫ - পাক্ষিক আল-হুদা, দারভাঙ্গা, বিহার (উর্দু)

১৬ - ত্রৈমাসিক দাওয়াতে ছাদিক, পাটনা, বিহার (উর্দু) ।

১৭ -	পাক্ষিক	ছওতুল হক (উর্দু) জামেয়া মুহাম্মাদিয়া মালেগাঁও (বোম্বাই), মহারাষ্ট্র ।	
১৮ -	মাসিক	আহলেহাদীস (বাংলা) কলিকাতা-১৬	পশ্চিমবঙ্গ
১৯ -	"	আল-মানার (মালইয়ালম) কালিকট	কেরালা
২০ -	"	ইক্‌রা (") "	"
২১ -	সাপ্তাহিক	আশা-শাবাব (") "	"
২২ -	"	হালাতে জাদীদ (উর্দু) মউ	উত্তরপ্রদেশ
২৩ -	মাসিক	আছারে জাদীদ (") জামেয়া আছারিয়া, মউ	"
২৪ -	দ্বিমাসিক	ই'তিদাল (") ডুরপাগঞ্জ, বস্তী	"

৬। উল্লেখযোগ্য আহলেহাদীছ প্রেস ও লাইব্রেরী সমূহ :-

১ - সালাফিইয়াহ প্রেস, জামেয়া সালাফিইয়াহ, বেনারস, ইউ,পি

২ - হামীদিয়া বারকী প্রেস, আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, দারভাঙ্গা, বিহার

৩ - আছারিয়া ফটো অফসেট প্রেস, জামেয়া আছারিয়া, মউ, ইউ,পি

৪ - আফযাল নঈমী প্রেস " " " "

৫ - আদ-দারুস সালাফিইয়াহ অফসেট প্রেস, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র

৬ - মুহাম্মাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, মালিরকোটেলাহ, পূর্ব পাঞ্জাব

৭ - কওমী প্রেস, হালদারপাড়া, মেটিয়াবুরুজ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

লাইব্রেরী : ১-মাকতাবা ছওতুল ইসলাম ও ২- মাকতাবা তারজুমান (কেন্দ্রীয় জমাঈয়তের মালিকানাধীন) ৩-ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ (কুতুবখানা মাসউদিয়াহ) ৪-মাকতাবা আত-তাও'ইয়াহ ৫-দারুল কিতাব ৬-মাকতাবা নুরুল ঈমান ৭-মাকতাবা মাওলানা ছানাউল্লাহ একাডেমী ৮। এস,এন পাবলিশার্স ৯-আলহামদু পাবলিকেশনস ১০-ফেরদৌস পাবলিকেশন্স ১১-মাকতাবা আত-তাওহীদ ১২-আদ-দারুল ইল্‌মিয়াহ (১ নং হতে ১২ নং পর্যন্ত সব দিল্লীতে অবস্থিত) ১৩-মাকতাবা সালাফিয়াহ, বেনারস ১৪-মাকতাবা সালাফিইয়াহ, দারভাঙ্গা, বিহার ১৫-কুতুবখানা নাঈমিয়াহ, মউ, ইউ,পি ১৬-মাকতাবা আছার, মউ, ১৭-মাকতাবা মুসলিম, শ্রীনগর, কাশ্মীর ১৮-আদ-দারুস সালাফিইয়াহ, বোম্বাই ১৯-ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম বোম্বাই, ২০-ইদারা দাওয়াতুল কুরআন, বোম্বাই ।

তথ্য : আবদুল ওয়াহহাব খিলজী, কেন্দ্রীয় নাযেমে আ'লা জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ, ৪১১৬ উর্দুবাযার, দিল্লী । তাং ৫-৭-৮৯ ইং

৩-জমঈয়তুল ইত্তিহাদিল ইসলামী (কেরালা, ভারত)
(প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯২২ খৃষ্টাব্দ)

দক্ষিণভারতের মালাবার উপকূলীয় রাজ্য কেরালাতে আহলেহাদীছ আন্দোলন বর্তমানে খুবই জোরদার। ১৯২২ সাল থেকে সেখানে সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন চলছে। প্রথম শতাব্দী হিজরীতে ইসলামের আগমনকাল থেকেই এখানে মুসলিম-অমুসলিম স্ব স্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়েই বসবাস করে আসছিল। কিন্তু বৃটিশ আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও খৃষ্টানী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এদের প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ এবং রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এদের প্রচারকেন্দ্র হয়ে ওঠে। অফিস আদালত ও চাকুরীসমূহে এদেরই সক্রিয় পদচারনায় মুখর হয়ে ওঠে। এই সুযোগে শেরক ও বিদ'আতপন্থী মুসলমানেরাও তাদের প্রচারনা বৃদ্ধি করে। ফলে মুসলিম জনগণ কুরআন-হাদীছের প্রকৃত ইলম থেকে দূরে চলে যায়। হাদীছপন্থী মুসলমানগণ জীবনের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকদিন অতিবাহিত হয়।

আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে এই সময় সাইয়িদ ছানাউল্লাহ মাকদা ছাকাফাহ (১৮৪৬-১৯১২ খৃঃ) নামক জনৈক সংস্কারকের জন্ম হয়। তিনি খৃষ্টানী তৎপরতার বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারির ন্যায় ঝাপিয়ে পড়েন। বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি এদের গোপণ ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করতে থাকেন। এমনিভাবে মৌলবী আবদুল কাদের ওয়াক্কামী (১৮৭৩-১৯৩২) আল্লামা গনজ আহমাদ জালিয়াতী (মৃঃ ১৯১৯), শায়খ মুহাম্মাদ মাহীন হামদানী (মৃঃ ১৯২২), শায়খ গনজীবকর মাসলিয়ার শায়খ আবদুর রহমান হীদরুস, কবি সাঈদ আলী মাষ্টার, মৌলবী আবদুল করীম প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম তাঁর সাথী হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। আল্লামা গনজ আহমাদ জালিয়াতী ওয়ায়কাদ (وازكاد) নামক স্থানে মাদরাসা দারুল উলুম কায়েম করেন ও সেখান থেকে আন্দোলন শুরু করেন।

উপরোক্ত আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের আন্দোলনের ফলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'জমঈয়তুল ইত্তিহাদিল ইসলামী' বা ইসলামী ঐক্যসমিতি নামে কেরালাতে সর্বপ্রথম আহলেহাদীছদের

সংগঠন কায়েম হয়। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আদালত ও প্রশাসনের নিকটে না গিয়ে নিজেদের সমস্যাবলী শরীয়তের বিধান মোতাবেক নিজেরাই সমাধান করা।[১৮] এজন্য তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে সভা সম্মেলন-সেমিনারের মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টি করেন এবং সর্বত্র কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

৪ - জমাঈয়াতুল ওলামা (جمعية العلماء)
(প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৩২)

জমাঈয়তে ইত্তেহাদের ব্যাপক প্রচারনার ফলে আহলেহাদীছ ওলামায়েকেরামের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সূচিত হয়। শিরক ও বিদ'আত দূরীকরণ ও সালাফে ছালেহীনের আদর্শকে পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা এগিয়ে আসেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে সমন্বিত করার জন্য 'জমাঈয়তুল ওলামা' নামে একটি ওলামা সমিতি কায়েম করলেন। 'আল-মুরশিদ' নামে তাঁরা একটি মুখপাত্র প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা খৃষ্টানী, কাদিয়ানী ও অন্যান্য বিদ'আতী ফিৎনাসমূহের রদ করতে থাকেন। এছাড়া অন্যান্য প্রচার কৌশল অবলম্বন করেন। এই জমঈয়ত রাজনৈতিক ত্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেনি — যাতে নিজেদের মধ্যে অহেতুক মতবিরোধ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি না হয়। জমঈয়তে ওলামার প্রচেষ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন মহফিল-মজলিসে ওয়ায-নছীহতের মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। মৌলবী যায়েদ ও মৌলবী মোহাম্মাদ ইবরাহীম বর্তমানে এই সংগঠনের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক।[১৯]

---

১৮. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ, আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ বে-কেরালা (তিরূর-কেরালা : ইন্দো-আরব প্রেস, ১৯৮২) পৃঃ ১৩; ঐ নাদওয়াতুল মুজাহিদীন ওয়া আহদাফুহা, সালবিহীন) পৃঃ ৩-৪।

১৯. তথ্য : আবদুল হক সুল্লামী, সেক্রেটারী 'সালাফী সমাজকল্যান সংস্থা' কারিগানদে পোঃ তিলাইয়ুর, জেলা-পালঘাট, কেরালা, ভারত। তাং ১৪-৫-১৯৮৯ খৃঃ।

৫ - নাদওয়াতুল মুজাহেদীন (ندوة المجاهدين)
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ

মাওলানা মুহিউদ্দীন আল-কাতেব (মৃঃ ১৯৭১)-এর নেতৃত্বে কেরালায় যখন আহলেহাদীছ আন্দোলন শুরু, তখন তিনি এ আন্দোলনে সকল স্তরের আহলেহাদীছ জনগণকে যাঁরা দীনের পথে জানমাল দিয়ে জেহাদ করতে আগ্রহী তাদেরকে শামিল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ও প্রধানতঃ তাঁরই পরামর্শক্রমে ১৯৫০ সালে 'নাদওয়াতুল মুজাহেদীন' নামে এক ব্যাপকভিত্তিক আহলেহাদীছ সংগঠণ কায়েম হয় এবং ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত সকল সংগঠণ নবপ্রতিষ্ঠিত এই সংগঠণের সদস্য হন। মাওলানা মহিউদ্দীন ও মাওলানা আবদুস সালাম এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হন। বর্তমানে ডঃ ওছমান বিন মুহাম্মাদ মুরকান ও কে,বি, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ উক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।[২০]

নাদওয়াতুল মুজাহেদীন কায়েম হওয়ার পর তাঁরা যুবক, ছাত্র ও মহিলাদেরকে পৃথকভাবে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংগঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেন এতদুদ্দেশ্যে নাদওয়াতুল মুজাহেদীনের যুব, ছাত্র ও মহিলা শাখার অধীনে বিভিন্ন সময়ে 'ইত্তেহাদুশ শুবানিল মুজাহেদীন' ISM (১৯৬৭ সাল), 'হারাকাতুত তালাবাতিল মুজাহেদীন' MSM (১৯৭১ সাল), ও 'হারাকাতুন নেসাইল মুসলিমাত' MGM (১৯৮৭ সাল), কায়েম হয়। বর্তমানে প্রথমোক্তটির সভাপতি ও সম্পাদক হলেন হুসাইন বিন আবুবকর ও সালাহুদ্দীন মাদানী, দ্বিতীয়টির মোসুফা ফারুকী ও মোহাম্মাদ আলী এবং তৃতীয়টির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা হলেন আমীনা আম্মারিয়াহ ও খাদীজা নার্গিস।[২১] সকল শাখা সংগঠনের যোগাযোগের ঠিকানা হ'ল — মুজাহিদ সেন্টার, কালিকট-২, কেরালা, ভারত। নিম্নে নাদওয়াতুল মুজাহেদীনের বর্তমান তৎপরতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রদত্ত হ'ল।

---

২০. তথ্য : প্রাগুক্ত।

২১. তথ্য : প্রাগুক্ত।

১। মুজাহেদীনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জামে মসজিদের সংখ্যা ৪০০ শত ।

২। দীনী মাদরাসার সংখ্যা অনুরূপ ।

৩। কলেজের সংখ্যা ১৯টি (কলেজগুলির সমবায়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য কালিকট বিমানবন্দরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে ২৫ বিঘা জমি খরিদ করা হয়েছে) ।

৪। সংগঠণ ৪টি ক) ওলামা খ) যুব গ) ছাত্র ঘ) মহিলা ।

৫। পত্রিকা ৩টি ।

ক) আল-মাকার (মাসিক) নাদওয়াতুল মুজাহেদীনের মুখপত্র ।

খ) আশ-শাবাব (সাপ্তাহিক) যুবসংগঠণের মুখপত্র ।

গ) ইক্‌রা (মাসিক) ছাত্রসংগঠণের মুখপত্র ।

সবগুলি পত্রিকা কেরালার আঞ্চলিক 'মালয়ালম' ভাষায় প্রকাশিত হয় । 'মাতবাআতুল মুজাহেদীন' ও 'মাতবাআতুল শাবাব' নামে দু'টি পৃথক প্রেস রয়েছে ।

৬। 'সালাফী সমাজ কল্যান সংস্থা' (الجمعية السلفية الخيرية) নামে একটি স্ব-শাসিত সমাজকল্যান সংস্থা আছে । যার অধীনে একটি আরবী কলেজ, ১টি ইয়াতীমখানা, ১টি দীনী মাদরাসা ও মসজিদ পরিচালিত হয় । কেরালার পালঘাট জেলার অন্তর্গত করিংগানাদ (পোঃ তিলাইয়ুর) নামক স্থানে এটি অবস্থিত । আবদুল হক সুল্লামী এই সংস্থার সেক্রেটারী ।[২২]

অন্যান্য তথ্য :

(ক) কেরালায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ও সংগঠণের মূলে যাঁদের অবদান সর্বাধিক তাঁরা হলেন -

১। মৌলবী ছানাউল্লাহ মাকদা ছাকাফাহ (مقدى ثقافه) (১৮৪২-১৯১২ খৃঃ)

২। শায়খ মুহাম্মাদ মাহীন হামদানী (মৃঃ ১৯২২ খৃঃ)

৩। মৌলবী আবদুল করীম

৪। গঞ্জী বকর মাসলিয়ার , ৫। কবি সাঈদ আলী কান্তী মাষ্টার

---

২২. তথ্য : প্রাগুক্ত, তাং ২৩-১-১৯৮৯ খৃঃ

৬। গণ্ডী আহমাদ আল-জালিয়াতী (মৃঃ ১৯১৯ খৃঃ)

৭। মৌলবী আবদুল কাদের ওয়াক্কানী (১৮৭৩-১৯৩২)

৮। মৌলবী মুহাম্মাদ আল-কাতেব (মৃঃ ১৯৬৭)

৯। শায়খ মোহাম্মাদ (মৃঃ ১৯৭০)

১০। মৌলবী মহিউদ্দীন (মৃঃ ১৯৭১)

১১। মৌলবী আবদুর রহমান (মৃঃ ১৯৬৪)

১২। এন,এম মৌলবী (মৃঃ ১৯৩৪)

১৩। আমীন মাওলা মানগাদী (মৃঃ ১৯৫৩)

১৪। ওমর আহমাদ মালাবারী

১৫। বী যায়েদ আল-মৌলবী

১৬। মৌলবী আবদুস সালাম

১৭। মৌলবী এ,কে, আবদুল লতীফ

১৮। মৌলবী সাইয়িদ আবদুল ওয়াহ্হাব বুখারী (মৃঃ ১৯৪৫)

(খ) লেখকবৃন্দ ঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কেরালার মত একটি ছোট্ট রাজ্যে আমরা এযাবত (২৩-১-৮৯ ইং) ৯৭ জন লেখকের নাম ও তাদের প্রকাশিত বই সংখ্যা সংগ্রহ করতে পেরেছি। যাদের মধ্যে ১টি হ'তে সর্বোচ্চ ৩৩টি প্রকাশিত বইয়ের লেখকের নাম রয়েছে। আমরা তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম।

১।	মৌলবী ছানাউল্লাহ মাক্কী ছাকাফাহ	৩৩ খানা
২।	কোয়া কুট্টী তাংগাল আল-বাদুরী	৩৩ "
৩।	মৌলবী এম,সি,সি আহমাদ	৮ "
৪।	" আবদুল কাদের ওয়াক্কানী	৫ "
৫।	তৎপুত্র আবদুল কাদের ছানী	৭ "
৬।	মৌলবী মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন	১৫ "
৭।	" মুহাম্মাদ আমানী	১২ "
৮।	" আবদুল কাদের	৮ "
৯।	" ওমর	৭ "

১০।	আবদুল হক সুল্লামী	৬ খানা
১১।	গজ্জী মুহাম্মাদ	১২ "
১২।	কে,এম, মৌলবী	১১ "
১৩।	মাহিন কোতী আলবেযী	৯ "
১৪।	সি ভি এম হীদরূস	৬ "
১৫।	কে,কে, মুহাম্মাদ আবদুল করীম	১০ "

মোট ৯৭ জন লেখকের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩৮২-এর কিছু বেশী (২৩-১-১৯৮৯ খৃঃ পর্যন্ত)।[২৩]

(গ) গত ১৯৮৭ সালের ১ - ৪ঠা জানুয়ারী কেরালার কুটিপুরাম শহরে জমঈয়তুল ওলামা, নাদওয়াতুল মুজাহেদীন, ইত্তেহাদুশ শুব্বান ও হারাকাতুত্তালাবার সম্মিলিত উদ্যোগে চারদিন-ব্যাপি ৩য় আন্তর্জাতিক 'সালাফী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দেশবিদেশের ৪০,০০০ ডেলিগেট ও ৫ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয় বলে অনুমান করা হয়।[২৪] (ঘ) মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর সঙ্গে এখানকার যত সামান্য সাংগঠণিক সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। কেননা কেরালা জমঈয়তে ওলামার সেক্রেটারী মহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-কাতিব ১৯৮৭ সালে মারকাযী জমঈয়তের নায়েবে আমীর ছিলেন।[২৫]

বর্তমান ভারতে কেরালা আহলেহাদীছ আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, যা বিগতযুগে বাহমনী ও মুযাফ্ফরশাহী যুগে দক্ষিণ ভারতে যোরদার আহলেহাদীছ আন্দোলনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

২৩ তথ্য : প্রাগুক্ত।

২৪. তথ্য : সম্মেলনের প্রচারপত্র হ'তে প্রাপ্ত।

২৫. তথ্য : প্রাগুক্ত।

৬। মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান
(প্রতিষ্ঠাকাল : ২৪শে জুলাই ১৯৪৮)

ভারত বিভাগের পর লাহোরে সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের গোড়াপত্তন হয়। লাহোর সরকারী কলেজের আরবী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুমের উদ্যোগে আয়োজিত প্রায় দুইশত আলেম ও নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনের মধ্যেমে প্রতিষ্ঠিত উক্ত জমঈয়তের প্রথম ছদর বা সভাপতি নির্বাচিত হন খ্যাতনামা আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ গাযনাবী (১৩১২-৮৩ / ১৯৯৫-৬৩) ও সম্পাদক হন অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম।[২৬] তাঁর পরে 'আমীর' হন বিখ্যাত আলেম মাওলানা ইসমাঈল গুজরানওয়ালা। ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে আমীর হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ গোন্দলবী। ১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে বর্তমান আমীর হলেন মিয়া ফযলে হক। কেন্দ্রীয় অফিস ১০৬, রাভী রোড, লাহোর।

ব্যাপকভিত্তিক মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ কায়েম হবার পূর্বে ১৯১৩ সালে এডভোকেট মৌলবী আযীমুল্লাহ ও মৌলবী সুলতান আহমদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম 'আনজুমানে আহলেহাদীছ' লাহোর কায়েম হয়। প্রথমজন 'ছদর' ও দ্বিতীয়জন 'নাযেম'। যিনি অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুমের নানা ছিলেন। পরে ১৯৩৪ সালে ইনি সভাপতি ও আবদুল কাইয়ুম ছাহেব সম্পাদক হন[২৭] যিনি উক্ত পদেই সম্ভবতঃ আমৃত্যু বহাল ছিলেন। সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ লাহোর' এই জমঈয়তের মুখপাত্র।

৭। জমঈয়তে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮১

রাজনৈতিক বিষয়ে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের নীরবভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে আল্লামা ইহসান ইলাহী যাহীর (১৯৪০-১৯৮৭ খৃঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ ১৯৮১ সালে

---

২৬. সাপ্তাহিক আল-ইতিছাম ৪০ বর্ষ ৫২ সংখ্যা, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮, পৃঃ ১০২

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭।

গুজরানওয়ালাতে এক বিরাট সম্মেলনের মাধ্যমে পৃথক জমঈয়তে আহলেহাদীছ গঠণ করেন ।[২৮] প্রথম 'আমীর' হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবদুল্লাহ ও নায়েম হন শায়খ মুহাম্মাদ হুসাইন। কিন্তু সকলের বারবার পীড়াপীড়িতে ১৯৮২ সালে আল্লামা ইহসান ইলাহী সম্পাদক পদ গ্রহণে বাধ্য হন । তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চার হয় । বহু প্রতিশ্রুতিশীল আলেম ও তরুণ তাঁর প্রতি আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । তিনি নিজে পাকিস্তানের সমকালীন সময়ের সেরা বাগ্মী ছিলেন । পনরো/ষোলখানা মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ও খ্যাতনামা আলেম ও রাজনীতিক ছিলেন । তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও ক্ষুরধার লেখনীর কারণে বিশেষ করে শী'আ, কাদিয়ানী ও ব্রেলভীগণ সন্ত্রস্ত ছিল । বিরোধী রাজনৈতিক মহল আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই নওজোয়ান সিপাহসালারকে ভীতির চোখে দেখতেন । ফলে হিংসুকদের চক্রান্তে ১৯৮৭ সালের ২৩শে মার্চ সোমবার লাহোরের কেল্লা লছমনসিং ময়দানে আয়োজিত এক ইসলামী জালসায় বক্তৃতারত অবস্থায় দূরনিয়ন্ত্রিত বোমার সাহায্যে তাঁকে শহীদ করা হয় । সাথে সাথে শহীদ হন আরও আটজন সেরা আহলেহাদীছ আলেম ও নেতৃবৃন্দ । যখম হন শতাধিক ব্যক্তি ।[২৯]

তাঁর ইন্তেকালের পরে প্রফেসর সাজেদ মীর সম্পাদক হন । ৫০, লোয়ারমাল রোডে প্রশস্ত জমির উপরে এই জমঈয়তের সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনাসজ্জিত বিরাট অফিস অবস্থিত । মাসিক তরজমানুল হাদীছ, সাপ্তাহিক আল-ইসলাম, মোমতায ডাইজেষ্ট সাময়িকী এই জমঈয়তের নিয়মিত পত্রিকা হিসাবে চালু আছে । বর্তমানে দুই জমঈয়ত পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ।

---

২৮. মাসিক তরজমানুল হাদীছ ২১ বর্ষ ৩-৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮৮, পৃঃ ৩১৮ ।

২৯. প্রাগুক্ত, পত্রিকা পৃঃ ১৬-২৪ ।

৮। জামা'আতে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৩১ খৃঃ

খ্যাতনামা আলেম মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ী (১৩০৩-১৩৮৪/১৮৮৪-১৯৬৪) 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব' নামে ১৯৩১ সালে প্রথম এই সংগঠণ কায়েম করেন। বর্তমানে লাহোরের চকদালগেরাঁর মসজিদে কুদ্‌সে এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় দফতর অবস্থিত। সাপ্তাহিক 'তানযীমে আহলেহাদীছ' এই জামা'আতের মুখপাত্র। মাওলানা আবদুল কাদের রৌপড়ী বর্তমান আমীর।

৯। জামা'আতে মুজাহেদীন, পাকিস্তান

আমীরুল মুজাহিদীন সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-১২৪৬ / ১৭৮৬-১৮৩১) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ / ১৭৭৯-১৮৩১)-এর জিহাদী আদর্শের অনুসারী ওহওয়ার দাবীদার এই জামা'আতের পাকিস্তান শাখার বর্তমান আমীর গাযী আবদুল করীম এবং নায়েবে আমীর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ যাফরুল্লাহ। করাচী ব্লক-৬ গুলশান ইকবালে এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় অফিস, কেন্দ্রীয় মাদরাসা জামেয়া আবুবকর আল-ইসলামিয়াহ এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী অবস্থিত — যা আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত। দাওয়াত ও তাবলীগের আধুনিক ব্যবস্থাপনাসহ কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি খুবই সুন্দর ও উন্নতমানের। গ্রন্থপ্রকাশ, মুবাল্লিগ-প্রশিক্ষণ ও তাবলীগের মাধ্যমেই এঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করে থাকেন। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাঁরা সমর্থন করেন না। এই জামা'আতের নিজস্ব মুখপাত্র নেই।[৩০] ভারতের পাটনা ছাদিকপুরের মূল কেন্দ্রেও বাংলাদেশে এই জামা'আতের তেমন কোন তৎপরতা না থাকলেও করাচীতে এই জামা'আতের দৃষ্টানুমূলক তৎপরতা রয়েছে।

---

৩০. তথ্য : ইয়াহ্‌ইয়া আযীয, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, জামা'আতে মুজাহিদীন পাকিস্তান। তারিখ : ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৯।

একনযরে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ

১। জনসংখ্যা : আনুমানিক এক কোটি

২। জনসংখ্যার ঘনত্বের হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ :

পাঞ্জাব প্রদেশ : ১। ফায়ছালাবাদ ২। গুজরানওয়ালা (শহর ও জেলা) ৩। লাহোর (শহর ও জেলা) ৪। মুলতান ৫। শিয়ালকোট ৬। কাছুর (জেলা) ৭। শেখুপুরা ৮। খানেওয়াল ৯। মুযাফ্ফরগড় ১০। উকাড়া ১১। মাহিওয়ান। এতদ্ব্যতীত সকল জেলাতেই আহলেহাদীছ মওজুদ আছে।

সীমান্ত প্রদেশ : ১। এবোটাবাট জেলার গালিয়াত (گلیات) এলাকার ৯০ শতাংশ বাসিন্দা আহলেহাদীছ ২। পেশাওয়ার শহরের সফেদ ঢেরী (سفید ڈھیری)-তে আহলেহাদীছ যথেষ্ট রয়েছে ৩। হরিপুর জেলার তেলিয়াঁওয়ালা মহল্লা ৪। কোহাট জেলার জংগলখেল ও লিয়াকতপুর এলাকা,

সিন্ধু প্রদেশ : ১। রহীম ইয়ারখান জেলা ২। হায়দরাবাদ (এই জেলার নিউ সাঈদাবাদে খ্যাতনামা আলেম মাওলানা বদীউদ্দীন শাহরাশেদীর বাসস্থান) ৩। নওয়াবশাহ জেলা ৪। মোরো জেলা ৫। বাদীন জেলা

বেলুচিস্তান : ১। বালতিস্তান (গিলগিট) এলাকার গাওয়াড়ী ও সাকারদু অঞ্চল।

৩। মসজিদ ও মাদরাসা :

পাকিস্তানে বর্তমানে আহলেহাদীছ নামে মসজিদ সংখ্যা প্রায় ৫০০০ হাজার ও দ্বীনী মাদরাসা সংখ্যা অন্যূন ২৬৭ টি। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত মহানগরী ও প্রধান শহরগুলিতে মসজিদ ও মাদরাসা সংখ্যা প্রদত্ত হ'ল। —

শহর	মসজিদ	মাদরাসা
১। ফায়ছালাবাদ	১৩৫	২০
২। লাহোর	১৩০	৪
৩। করাচী	১২০	১২

শহর	মসজিদ	মাদরাসা
৪। মুলতান	৮০	৪
৫। সারগোধা	৬০	৩
৬। রাওয়ালপিন্ডি	৫০	২
৭। পেশোয়ার	১৫	৫
৮। কোয়েটা	৬	২
৯। হায়দরাবাদ	৫	১
১০। ইসলামাবাদ	৫	১
	৬০৬	৫৪

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য (ক) জামে মসজিদসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। লাহোর ঃ (ক) চীনাওয়ালী মসজিদ, বাজার সিরিয়ানওয়ালা, রংমহল। এটিই লাহোরের প্রাচীন ও প্রথম আহলেহাদীছ মসজিদ বলে কথিত। এ মসজিদের খ্যাতনামা খতীবগণের মধ্যে মাওলানা আবদুল্লাহ চকড়ালবী (ইনি মুনকিরে হাদীছ প্রমাণিত হলে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়)। আবদুল জাব্বার গযনবী, আবদুল ওয়াহেদ গযনবী, দাউদ গযনবী, ইহসান এলাহী যাহীর শহীদ প্রমুখ পাকিস্তানের সেরা আহলেহাদীছ ওলামা ও বাগ্মীবৃন্দ। (খ) মসজিদ কুদ্স, ব্রাডর্থ রোড, চক দালগেঁরা (মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ী এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন)। (গ) মারকাযী জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, আমীনপুর বাজার, (ঘ) জামে মসজিদ রহমানিয়া, মোহাম্মাদী পার্ক, রাজগড় (ঙ) মসজিদ মুবারক (ইসলামিয়া কলেজের নিকটে) রেলওয়ে রোড, লাহোর।

২। করাচী ঃ মারকাযী জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, কোর্ট রোড

৩। ফায়ছালাবাদ ঃ জামে মসজিদ রহমানিয়া, সুন্দরগলি।

৪। গুজরানওয়ালা ঃ জামে মসজিদ মুকাররম, মডেল টাউন।

৫। কোয়েটা ঃ জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, মোসলেমআবাদ চমন রোড।

৬। পেশোয়ার ঃ জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, পেশোয়ার সদর (শহর নয়)।

৭। রাওয়ালপিন্ডি ঃ জামে মসজিদ আহলেহাদীছ, নিউ মারহান স্কীম।

৮। ইসলামাবাদ ঃ জামে মসজিদ আহলেহাদীছ আবপারা মার্কেটের নিকটে।

(খ) প্রসিদ্ধ মাদরাসাসমূহ :

১। দারুল হাদীছ রহমানিয়া, সোলজারবাজার, করাচী ( )
২। জামেয়া সাত্তারিয়া ইসলামিয়া, গুলশান ইকবাল ব্লক-৬, করাচী (১৯৭৮)
৩। জামেয়া আবুবকর ইসলামিয়া - গুলশান ইকবাল-ব্লক-৬, করাচী (১৯৭৮)
৪। জামেয়া সালাফিয়া, হাজীআবাদ, ফায়ছালাবাদ (১৯৫৬)
৫। জামেয়া তালীমুল ইসলাম, মামুকানজন, ফায়ছালাবাদ ( )

৪। পত্রিকাসমূহ :

(ক) দৈনিক : বেফাক (১৮৬) বেকার মুছতফা ৬ এ, ওয়ারেছ রোড, লাহোর।

(খ) মাসিক : ১। মুহাদ্দিছ ৯৯, জে, মডেল টাউন লাহোর-১৪
সম্পাদক : হাফেয আবদুর রহমান মাদানী

২। তারজুমানুল হাদীছ ৫০, লোয়ার মাল, লাহোর
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : ইহসান ইলাহী যহীর

৩। হিযবুল্লাহ পেশোয়ার

৪। মোমতাজ ডাইজেষ্ট ১৯, উর্দুবাজার, লাহোর
সম্পাদক : আবদুল আলা মাদানী

৫। আল মা'আরিফ ক্লাব রোড, লাহোর
সম্পাদক : ইসহাক ভাট্টি।

(গ) পাক্ষিক : ছহীফা আহলেহাদীছ করাচী

(ঘ) সাপ্তাহিক : (ক) আল-ইতিছাম শীশমহল রোড, লাহোর
(খ) আখবারে আহলেহাদীছ লাহোর
(গ) আল-ইসলাম লাহোর
(ঘ) তানযীমে আহলেহাদীছ লাহোর
(ঙ) আল-মিম্বর ফয়ছালাবাদ

৫। ছাপাখানা : (ক) মাতবা'আ আরাবিয়াহ পুরানো আনারকলি, লাহোর
(খ) আশরাফ প্রিন্টিং প্রেস নতুন আনারকলি, লাহোর

৬। প্রকাশনা সংস্থা ও লাইব্রেরী :

(ক) মাকতাবা সালাফিয়া শীশমহল রোড, লাহোর

(খ) মাকতাবা নু'মানিয়া উর্দু বাযার "

(গ) সুবহানী একাডেমী " "

(ঘ) ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, শীশমহল রোড, লাহোর

এতদ্ব্যতীত ফয়ছালাবাদ জামেয়া তালীমুল ইসলাম মানুকানজন-এর নিজস্ব সাময়িকী 'মাজাল্লা তালীমুল ইসলাম' নামে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

৭। রাজনীতি :

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ লাহোর-এর রাজনৈতিক সম্পাদক মাওলানা আবদুর রহমান আযাদ বলেন যে, আমরা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে সমর্থন করিনা। জমঈয়তে আহলে-হাদীছ সাংগঠনিকভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনা। তবে আল্লামা ইহসান ইলাহী যাহীর শহীদ (রহঃ)-এর অনুসারী জমঈয়তে আহলেহাদীছ সাংগঠনিকভাবেই নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকে।[৩১]

১০। আঞ্জুমানে আহলেহাদিস বাঙ্গালা ও আসাম
(প্রতিষ্ঠাকাল: বাংলা ১৩২১, হিজরী ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ ১৯১৪)

মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২)-এর বাংগালী ও আসামী ছাত্ররা মিলে কলিকাতার মিসরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ১৯১৪ সালে উক্ত সংগঠণ কায়েম করেন। সভাপতি নির্বাচিত হন বর্ধমান জেলার কুলসোনার সুনামধন্য আলেম মাওলানা নে'মাতুল্লাহ (বাংলা ১২৬৬-১৩৫০) এবং সেক্রেটারী হন হুগলী জেলার বড়মুর মাওলানা আবদুল লতীফ ছাহেব (১৮৭৮-১৯৪৯ ইং)।[৩২] সংগঠণের মুখপাত্র হিসাবে মোহাম্মাদ আবদুল

---

৩১. তথ্য : ছাবের নিযামী, সহ-দফতর সম্পাদক, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান ১০৬, রাভী রোড, লাহোর, তাং ৩১-১২-৮৮ ইং, মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি, সম্পাদক : আল-মা'আরিফ, ইদারা ছাকাফাতে ইসলামিয়া, ক্লাবরোড, লাহোর, তাং ২৭-১২-৮৮ প্রফেসর সাজেদ মীর, সম্পাদক, জমঈয়তে আহলেহাদীছ ৫০-লোয়ার মাল, লাহোর ১/১/৮৯ ইং।

৩২. আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয়, পৃঃ ১০৮।

হাকীম (হানাফী)[৩৩] ও মোহাম্মাদ বাবর আলী (আহলেহাদীছ)-এর যৌথ সম্পাদনায় ১৯১৫ মোতাবেক বাংলা ১৩২২ সালের আশ্বিন হ'তে পৌষ পর্যন্ত।

অতঃপর মোহাম্মাদ বাবর আলীর একক সম্পাদনায় ১৩২২ সালের মাঘ হ'তে মাসিক 'আহলেহাদীছ' প্রকাশিত হ'তে থাকে। ১২ বৎসর মালিকরূপে চলবার পর ১৯২৭ সালে "সাপ্তাহিক রূপান্তরিত হয়। ১৯৩০ সালে দিনাজপুরের মাওলানা মুণীরুদ্দীন আনোয়ারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এর সম্পাদনায় ১০ বছর চলার পর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বন্ধ হ'য়ে যায়। কিছুদিন পরে মালদহের শাহযামান ছাহেবের সম্পাদনায় মাসিক আকারে এর কয়েকটি সংখ্যা বের হয়। কিন্তু পরে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় বিভিন্ন কারণে আন্জুমানের তৎপরতা স্তিমিত হ'য়ে পড়ে।[৩৪] তবুও আন্জুমান এই সময় মূল্যবান কিছু বই প্রকাশ করে। সর্বোপরি 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার মাধ্যমে আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সম্পাদক মাওলানা বাবর আলী খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। তিনি মাওলানা একাযুদ্দীন, মাওলানা রহীমবখ্শ, মাওঃ আঃ লতীফ, মাওলানা আবদুন্নুর প্রমুখ ওলামায়ে কেরামও আন্জুমান নেতৃবৃন্দ এই সময় বাংলার বিভিন্ন এলাকায় সফর করে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচার করেন এবং বহু লোক শিরক-বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে এঁদের হাতে আহলেহাদীছ হয়ে যান।[৩৫]

আন্জুমান প্রতিষ্ঠার ৩য় বর্ষে ১৩২৩ সালের ফাল্গুন মাসে মোতাবেক ১৯১৬ সালের ৯,১০,১১ই মার্চ অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর কলিকাতা অধিবেশনে মাওলানা হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওঃ আবদুল আযীয রহীমাবাদী, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে 'আন্জুমানে আহলেহাদীছ'-কে অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদিস কনফারেন্সের শাখা হিসাবে গন্য করা হয়।[৩৬]

---

৩৩. মাসিক আহলেহাদীছ (কলিকাতা: ১নং মারকুইস লেন, ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩২২, পৃঃ ৩১৯।

৩৪. আহলেহাদীসের পরিচয়, পৃঃ ১০৯।

৩৫. মাসিক আহলে হাদিস ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২) পৃঃ ৩৩৩-৩৩৯, ঐ ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, অগ্রাহায়ণ ১৩২৩, পৃঃ ১৩২-১৩৭ ও ৪র্থ সংখ্যা পৌষ ১৩২৩, পৃঃ ১৭৩-১৭৯।

৩৬. প্রাগুক্ত, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৩, পৃঃ ২৭২।

১১ - নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ
প্রতিষ্ঠাকাল : ২০শে এপ্রিল ১৯৪৬ সাল, ৭ই বৈশাখ ১৩৫৩

পূর্ববাংলার রংপুর জেলা শহরের অনতিদূরে তিস্তা নদীর তীরবর্তী হারাগাছ বন্দরে মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর নেতৃত্বে তিনদিনব্যাপি বাংলা ও আসাম আহলেহাদীছ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার বাহির হ'তে এই মহতী কনফারেন্সে যে সব ওলামায়ে কেরাম যোগদান করেন, তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের মাওলানা ইসমাঈল গুজরানওয়ালা, বিহারের মাওলানা আবদুল্লাহ আরাতী, মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই কনফারেন্সে মাওলানা কাফী ছাহেবকে সভাপতি করে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ' গঠিত হয়। কলিকাতা মিছরীগঞ্জ মসজিদে এর সদর দফতর স্থাপিত হয়।[৩৭]

১২ - পশ্চিম বঙ্গ আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ
(প্রতিষ্ঠাকাল : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ ইং)

১৯৪৬ সালে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ' গঠিত হ'লেও পরের বছর ভারত বিভক্ত হওয়ায় জমঈয়তের সদর দফতর কলিকাতা হ'তে পূর্ব পাকিস্তানের পাবনায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে পরিবর্তিত প্রয়োজনের তাকিদে ১৯৫১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার মিছরীগঞ্জ মসজিদে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে 'পশ্চিম বঙ্গ আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ' গঠিত হয়। সভাপতি হন কলুটোলার মাওলানা হাফেয ইসমাঈল দেহলভী ও সম্পাদক হন মেটিয়াবুরুজের আলহাজ হারূনুর রশীদ মন্ডল। ঐ সালেই মেটিয়াবুরুজের এস,এম, ফযলুল হব-এর সম্পাদনায় আঞ্জুমানের মুখপাত্ররূপে বের হয় মাসিক 'তাবলীগ'। কিন্তু এম মামলায় পড়ে পত্রিকাটি ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

---

৩৭. আহলে হাদীসের পরিচয়, পৃঃ ১০৯।

অতঃপর ১৯৬৪ সালে মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর সম্পাদনায় আন্জুমানের মুখপাত্ররূপে বের হয় মাসিক 'তাওহীদ'। দু'বছরের মধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭১ সালে হাকিমপুরের আবদুল কাইয়ুম খানের সভাপতিত্বে 'পশ্চিম বঙ্গ আন্জুমানে আহলেহাদীছ' পুনর্গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে উক্ত আন্জুমানের মুখপাত্র হিসাবে 'আল-ইসলাম' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয়। এরপর হাফেয শেখ আয়নুল বারী আলিয়াবীর সম্পাদনায় 'মাসিক আহলেহাদীস' ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস থেকে এযাবত নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৭৫ সালে 'আন্জুমানের' স্থলে 'পশ্চিম বঙ্গ জমঈয়তে আহলেহাদীছ' নাম রাখা হয়।[৩৮] বর্তমানে এই জমঈয়ত কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলেহাদীস হিন্দ-এর প্রাদেশিক শাখা হিসাবে গন্য।

তাবলীগ, তাছনীফ ও সমাজকল্যানের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক জমঈয়ত বর্তমানে বেশ তৎপর। জমঈয়তের একটা সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছি। —

১। জনসংখ্যা :

পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা ৩৬ লাখের মত। তন্মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে বেশী বারো লাখ। শতকরা হিসাবে সবচেয়ে বেশী মালদহে - ৭০% এবং ঘনবসতি হিসাবে সবচেয়ে বেশী কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে এক বর্গমাইল এলাকায় ২৬,০০০ হাযার।

জেলাওয়ারী শতকরা হিসাবে

	জেলা	আহলেহাদীছ জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা হার
১।	মুর্শিদাবাদ	১২,০০,০০০ লাখ	৬০%
২।	মালদহ	৭,০০,০০০ "	৭০%

৩৮. আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়, পৃঃ ১১০-১১৪।

	জেলা	আহলেহাদীছ জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা হার
৩।	বীরভূম	৩,৫০,০০০ লাখ	৪০%
৪।	নদীয়া	৩,০০,০০০ "	৩৮%
৫।	পশ্চিম দিনাজপুর	৩,২৫,০০০ "	৩৭%
৬।	বর্ধমান	২,৭৫,০০০ "	৩৫%
৭।	২৪ পরগনা	২,৫০,০০০ "	৩০%
৮।	মেটিয়াবুরুজসহ কলিকাতা	২৭,০০০ হাযার	১২%
৯।	হুগলী	১,৫০,০০০ লাখ	১৮%
১০।	হাওড়া	১,০০০ হাযার	৫%
১১।	কুচবিহার	১০,০০০ "	৫%
১২।	জলপাইগুড়ি	২০০ শত	১%
১৩।	দার্জিলিং	৫০০ "	২%
১৪।	মেদিনীপুর	১০০ "	০/০৩%
১৫।	বাঁকুড়া	২৫ জন	০/০১%
১৬।	পুরুলিয়া	৫০ জন	০/০৫%

		৩৫,৮৮,৮৭৫ জন	

২। মোট আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সংখ্যা আড়াই হাযারের মত। তন্মধ্যে কলিকাতা মহানগরীতে মিছরীগঞ্জ, কলুটোলা ও তাঁতীবাগানে মোট তিনটি এবং মেটিয়াবুরুজ উপশহরে বারোটি। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে ২টি, বীরভূমের ইলমবাজারে ১টি এবং নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী, দেবগ্রাম ও পলাশী শহরে একটি করে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রয়েছে।

৩। পশ্চিম বঙ্গে আহলেহাদীছ পরিচালিত মেশকাত পর্যন্ত বেসরকারী মাদরাসা সংখ্যা ৬০টি। তন্মধ্যে ছহীহায়েন পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন উল্লেখযোগ্য মাদরাসাসমূহ নিম্নরূপ :

ক-মুর্শিদাবাদ জেলা : (১) লালগোলা (২) সালেহডাঙ্গা (৩) ডাঙ্গাপাড়া (৪) বলরামপুর (৫) আমতলা (৬) লোহরপুর (৭) তক্কিপুর।

খ-মালদহ জেলা : (১) বাটনা (২) ভাদো (৩) কাতলামারী (৪) খানপুর (৫) হযরতপুর-জালালপুর

গ-বীরভূম জেলা : (১) মাঠপলাশা (২) মহিষাডহরী (৩) লোহাপুর, (৪) ভাগলদীঘি

৪। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহ :

(১) মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ। ১ নং মারকুইস লেন, কলিকাতা-১৬। এখানেই প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সদর দফতর অবস্থিত। (২) হাওলদারপাড়া জামে মসজিদ, মেটিয়াবুরুজ, কলিকাতা-১৮। মসজিদটি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। (৩) বেলডাঙা 'দারুততাবলীগ', মুর্শিদাবাদ (৪) জামেয়া রহমানিয়া, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ (৫) ইলমবাজার আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদরাসা, বীরভূম (৬) সাদলীচক।

৫। জমঈয়ত প্রকাশনা (১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ পর্যন্ত) :

(১) জমঈয়ত-মুখপাত্র 'মাসিক আহলেহাদীস'। ১৯৭২-এর আগষ্ট হ'তে অদ্যাবধি চালু আছে। সম্পাদক, হাফেয শেখ আয়নুল বারী আলিয়ারী।

(২) তাফসীরে আয়নী (আমপারা প্রথমার্ধ)।

(৩) আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয়।

(৪) কোরবাণী ও আয়ুণী বিবরণী

(৫) বিশ্বনবীর বিশ্ববাণী

(৬) কোরআন পড়িয়ে সওয়াব বখশানো সুন্নাত না বিদ'আত

(৭) কাদিয়ানী কাহিনী।

৬। খিদমতে খাল্ক : প্রকাশনা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিশেষ করে বন্যার সময় জমঈয়তের পক্ষ হ'তে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়ে বিতরণ করা হয়।

৭। সভা-সম্মেলন : পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র সভা-সমিতি ও তাবলিগী জালসা ছাড়াও বছরে একবার কলিকাতা বা বাইরে বড় আকারে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। সেখানে

সর্বসাধারণের নিকট আহলেহাদীছ আন্দোলনের নীতি ও কর্মধারা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে ।

৮। রাজনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ন্যায় প্রাদেশিক জমঈয়তও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে ।[৩৯]

১৩ - বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস.

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালের ৭ই মার্চ তারিখে পূর্বপাকিস্তানের পাবনা জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বাঁশবাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন দফতের 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছে'র সদর দফতর কলিকাতা হতে স্থানান্তরিত হয় । অতঃপর ১৯৫৩ সালের ১০ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জেনারেল কমিটির এক সভায় উপরোক্ত নাম পরিবর্তন করে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীস' গঠিত হয় । ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় দফতর পাবনা হ'তে ঢাকায় ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তরিত হয় । ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন তারিখে জমঈয়ত-সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর ইন্তেকালের পর ১৫ই জুন তারিখে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রখ্যাত বাগ্মী ও . . . ইসলামী চিন্তা-বিদ ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল বারী পরবর্তী সভাপতি নিযুক্ত হন ।[৪০] যিনি এখনও উক্ত পদে সমাসীন আছেন । ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর বর্তমানে উহা 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস' নামে পরিচিত । ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১-এ এর সদর দফতর অবস্থিত ।

---

৩৯. তথ্য : হাফেয মাওলানা আয়নুল বারী আলিয়াবী সম্পাদক, পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীস । তাং ১-২-১৯৮৯ খৃঃ

৪০. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস স্মরণিকা ১৯৮৫, পৃঃ ২২-২৩ ।

জমঈয়ত-সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম ও নিবেদিতপ্রাণ নিরলস কর্মীপুরুষ । একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর উদ্যমই ছিল জমঈয়তের চালিকাশক্তি । তাবলীগ ও তাছনীফের ক্ষেত্রে তাঁর আমলে জমঈয়ত বিপুল অগ্রগতি সাধন করে । বিচ্ছিন্ন আহলেহাদীছ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ সমাজশক্তিতে পরিণত করাই ছিল মাওলানার পরম কামনা । এতে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন । ১৯৫৬ সালের ৬ই জানুয়ারী তাঁর নেতৃত্বে পাবনা ঈদগাহ ময়দানে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দলগুলির 'এছলামী ব্লক' সম্মেলন[৪১] অনুষ্ঠান ছিল জমঈয়তের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা । মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীছ' ছিল জমঈয়তের এক অনন্যসাধারণ মুখপাত্র, যা ১৯৪৯ হ'তে ১৯৭০ পর্যন্ত চালু থাকে । সদর দফতর ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর থেকে মাওলানার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'আরাফাত' প্রকাশিত হয়, যা আজও চালু আছে ।

জমঈয়ত ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মাওলানা কাফী ছাহেবের অন্যূন ২২ খানা বই[৪২] প্রকাশ করেছে । পরবর্তীতে তাঁর ফাতাওয়া সংকলণ এবং অন্য লেখকদেরও কিছু বই ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন । তন্মধ্যে বুলুগুল মারামের বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য । জমঈয়তের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সম্মেলন ও কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শির্ক ও বিদ'আত ও অনৈসলামী আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠণের চেষ্টা করা হয় । জমঈয়তের উদ্যোগে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সাভারের বাইপাইলে ১৫ একর জমি খরিদ করা আছে ।[৪৩] যেখানে এখন একটি এতীমখানা চলছে । এছাড়াও খিদমতে খাল্কের ব্যাপারে বিভিন্ন দৈব-দুর্বিপাকে জমঈয়ত উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা, নলকূপ স্থাপন, গৃহনির্মাণ, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজসেবা করে থাকে ।

---

৪১. ঢাকা : দৈনিক আজাদ ৮ই জানুয়ারী ১৯৫৬, ১ম পৃঃ ৩য় কলম

৪২. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (ঢাকা : আল-হাদীছ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৩) পৃঃ ১৬-১৮ ।

৪৩. জমঈয়ত স্মরণিকা ১৯৮৫, পৃঃ ২৭ ।

১৪ - জামা'আতে মুজাহেদীন বাংলাদেশ

জমঈয়তে আহলেহাদীছ ছাড়াও বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের প্রাচীন ও নতুন দু'একটি সংগঠন রয়েছে । যেমন 'জামা'আতে মুজাহেদীন' । এই জামা'আত সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর যুগ হ'তেই চলে আসছে । পাটনা ছাদিকপুরী জিহাদী পরিবারের সঙ্গে এই জামা'আতের সরাসরি যোগাযোগ ছিল । এই জামা'আতের প্রচেষ্টায় বহু বাংলাদেশী মুজাহিদ এবং রসদপত্র, টাকা-পয়সা সীমান্তের আসমাসু, চামারকান্দ প্রভৃতি মুজাহিদ কেন্দ্রে এক সময় পাঠানো হ'ত । দিনাজপুর চিরিরবন্দরের মাওলানা যিল্লুর রহমান সালাফী বাংলাদেশ অঞ্চলের 'আমীর' ছিলেন । পাটনার আমীর মাওলানা আবদুল খবীর ছাদেকপুরী (মৃঃ ৩রা নভেম্বর ১৯৭৩)-এর নির্দেশক্রমে মাওলানা যিল্লুর রহমান সালাফী ও তাঁর সেক্রেটারী মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (জন্মঃ বাংলা ১৩৩৬ সালের ১লা চৈত্র) সম্ভবতঃ ১৯৫৪ সালে আমীর ছিবগাতুল্লাহ ও বরকতুল্লাহ্‌র মধ্যকার বিবাদ মিটানোর জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আসমাসু মুজাহিদ কেন্দ্রে গমন করেন ।[৪৪] বর্তমানে পাটনার আমীর মাওলানা আবদুস সামী-এর সঙ্গে এই জামা'আতের কোন সাংগঠনিক যোগাযোগ না থাকলেও পরস্পরের মধ্যে ঐতিহ্যগত যোগসূত্র বজায় রয়েছে ।

চিরিরবন্দরের নান্দেড়াই দারুলহুদা আলিয়া মাদরাসা হল এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় মাদরাসা । মাসিক 'আল-মুজাহিদ' এই জামা'আতের মুখপাত্র । মাওলানা যিল্লুর রহমান সালাফীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাওলানা নাজমুল হক সালাফী বর্তমানে এই জামা'আতের আমীর । ইনি নান্দেড়াই মাদরাসার অধ্যক্ষ ও 'আল-মুজাহিদ' পত্রিকার সম্পাদক ।

দিনাজপুরের নান্দেড়াই কেন্দ্রীয় এলাকা ছাড়াও দক্ষিণপলাশবাড়ী, রংপুরের গোলমুন্ডা, (খ) নীলফামারীর ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও ডোমার এলাকা, (গ) বগুড়ার সোন্দাবাড়ী এবং (ঘ) সারিয়াকান্দি হ'তে ভরতখালি (ফুলছড়িঘাট) পর্যন্ত এলাকা, গাইবান্ধার (ঙ) খোলাহাটি, (চ) শিমুলবাড়ী ও (ছ) সাঘাটা এলাকা, পাবনার হেমায়েতপুর, বাজিতপুর ও চর এলাকার

---

৪৪. তথ্য : মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী তাং ১৩ই জানুয়ারী ১৯৯১ ।

(জ) কাবুলিয়াপাড়া, কুষ্টিয়ার (ঝ) কুমারখালি এলাকা, টাংগাইলের (ঞ) দেলদুয়ার এলাকা, ঢাকার (ট)বংশাল., (ঠ) দোলেশ্বর ও অন্যান্য এলাকা, সিরাজগঞ্জের (ড) হালুয়াকান্দিসহ সমস্ত কামারখন্দ এলাকা (ঢ) রাজশাহীর সপুরা, দুয়ারী, জামিরা, পাচগাছিয়া এলাকা, এনায়েত আলীর মূল প্রচারকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুরের সন্নিহিত অঞ্চল (ণ) সাতক্ষীরা, যশোর ও খুলনা যেলার বিভিন্ন এলাকা, মুজাহেদীন প্রভাবিত এলাকা হিসাবে পরিচিত। যদিও এসবের অধিকাংশের সঙ্গেই নান্দেড়াই মুজাহিদ কেন্দ্রের বর্তমানে কোন সাংগঠনিক যোগাযোগ নেই।[৪৫]

---

৪৫. তথ্য সমূহ : (ক) মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১) পোঃ জামিরা, আগলা, রাজশাহী ২৮/১১/৮৯ ইং ও ১৩/১/৯১ ইং (খ) মোযাম্মেল হোসায়েন (৬৬), মৌজা ষোলমারি পোঃ কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী ৮/২/৯০ ইং (গ) আনছারুর রহমান সরকার (৮০) সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী, বগুড়া ২৬/১১/৮৯ ইং, সৈয়দ আলী প্রামাণিক ওরফে দরবেশ ছাহেব (১২০) সাং কালুডাংগাপাড়া, পোঃ বাইগুনি, বগুড়া ২৬/১১/৮৯, মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান (৮২) সাং ও পোঃ বাইগুনি, উপজেলা গাবতলী, বগুড়া ২৬/১১/৮৮ ইং (ঘ) মাওঃ আবদুর রহমান (৬০) মুহতামিম শিমুলবাড়ী ইছলাহুল মুসলেমীন মাদরাসা পোঃ বারকোনা, সাঘাটা, গাইবান্ধা, আবদুস সোবহান আখন্দ (৫৮), সেকান্দার আলী আখন্দ (৬২), রফিকুর রহমান খান (৬০), ইমদাদুল হক বি,এসসি (৫০) সর্ব সাকিন ঐ তাং ১৩/১০/৮৯ ইং (ঙ) শেখ ঈসা হাক্কানী (৩৯) পিতা মৃত শেখ একায়ুদ্দীন আহমাদ হাক্কানী (১৩৩) সাং খোলাহাটি পোঃ ও জেলা গাইবান্ধা, শেখ মূসা হক্কানী (৫৬), মোঃ আবদুন্নুর হককানী (৪০) সর্বসাকিন ঐ ২৪/১১/৮৯ ইং (চ) ঘ-দ্রষ্টব্য (ছ) আবদুস সালাম আখন্দ (৫৫) সাং চিনিরপটল পোঃ সাঘাটা, গাইবান্ধা, কাজী আযীযার রহমান (৬০), কাজী আফসারুদ্দীন (৭৪) ও অন্যান্য। সাং ঝাড়াবর্ষা পোঃ ডাকবাংলা বাজার, সাঘাটা, আবদুল হামীদ সরকার (৮০) ও অন্যান্য সাং ধনারুহা পোঃ খামার ধনারুহা, ইমায়ুদ্দীন আখন্দ ফারায়ী (৮০) সাং- ভরতখালী (সগুনা) পোঃ ভরতখালী উপজেলা-সাঘাটা, গাইবান্ধা ১৩/১০/৮৯ ইং (জ) মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী (৫৫), অধ্যক্ষ মহিমাগঞ্জ টাইটেল মাদরাসা গাইবান্ধা ১৪/১০/৮৯ইং, আবদুল ওয়াজেদ সালাফী (৪৯) আটুয়া পশ্চিম-পাড়া, পাবনা ২৭-১০-৮৮ ইং, মৌলবী ফযলুর রহমান আল-আইউবী (৫৬) সাং খয়েরসুতি পোঃ দোগাছি, পাবনা ১/১২/৮৯ (ঝ) মৌলবী ফযলুর রহমান (পাবনা) ১/১২/৮৯ ও মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী) ১৩/১/৯১ ইং (ঞ) মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী) ১৩/১/৯১, (ট) আবদুল মান্নান আনছারী (৫৬) ইবনে মাওলানা আবদুল হাকীম আনছারী, ৮৯ আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১ ১৭/১০/৮৮ ইং (ঠ) মুহাম্মদ দীন ইসলাম (৫৬) ও অন্যান্যরা, দোলেশ্বর পূর্বপাড়া পোঃ দোলেশ্বর, উপযেলা-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা ১৮/১১/৮৮ ইং (ড) মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী) ১৩/১/৯১ ইং (ঢ) আবদুল লতীফ মিঞা (৬৭) পিতা হাজী ইউসুফ আলী, সপুরা মিয়াঁপাড়া,

১৫ - জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, বাংলাদেশ

হিজরী ১৩১৩ মোতাবেক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব দেহলভী (১২৮১-১৩৫১ হিঃ/১৮৬৬-১৯৩৩ খৃঃ)-এর ইমামতে সর্বপ্রথম এই সংগঠন কায়েম হয়। প্রতিষ্ঠার পরপরই উহার সমর্থনে স্বাক্ষরকারী উপমহাদেশের ৮৩ জন ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ৪২ জনই ছিলেন বাংগালী। তন্মধ্যে নদীয়া, মালদাহ ও মুর্শিদাবাদের কয়েকজন বাদে বাকী ২৮ জনই ছিলেন রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহের আলেম। তাঁদের অনেকেই মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব দেহলভীর ছাত্র বা তস্য ছাত্র ছিলেন। এঁদের মাধ্যমেই বাংলাদেশ অঞ্চলে সর্বপ্রথম জামা'আতের শাখা কায়েম হয়। ১৩৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৮ সালে তৎকালীন ইমামে জামা'আত মাওলানা আবদুল গাফ্ফার সালাফী মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া জানবায ও মাওলানা মকবুল আহমাদ মুজাহিদকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জামা'আত সমূহ সফরে প্রেরণ করেন। ২২শে এপ্রিল হ'তে ১০ই জুন পর্যন্ত ৫৪ দিনের সফর শেষে তাঁরা ইমামে জামা'আতের নিকটে লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন তাতে দেখা যায় যে, তখনকার সময়ে ময়মনসিংহে (বর্তমান টাংগাইলে) ৭ টি, রংপুরে (বর্তমান রংপুর ও লালমনিরহাটে) ১২টি, দিনাজপুরে ২টি ও বগুড়ায় ১টিসহ মোট ২২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধীনে ৩৭টি মোকামী জামা'আত পরিচালিত হত। প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের একজন করে আমীর কেন্দ্রীয় ইমামের পক্ষ হ'তে সনদে ইমারত পেতেন। শাখা জামা'আতের দায়িত্বশীলকে 'নাযেম' বলা হ'ত। জামা'আতের পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলকে 'ওয়ালী' বলা হ'ত। রংপুরের হারাগাছ-এর দর্জিপাড়ার অধিবাসী মাওলানা আবদুল হামীদ এই দায়িত্বে ছিলেন। তিনি এখনও ঐ পদে আছেন। এইসব জামা'আতের অধীনে তখন বায়'আতকারীদের মোট সংখ্যা ছিল ৬৩৫৫ জন নারীপুরুষ।[৪৬] এছাড়াও জামা'আতবিহীনভাবে

পূর্বপাতার তথ্যসমূহ: রাজশাহী ৬/৩/৮৯ ইং, আহমাদ আলী খান (৯৪) দুয়ারীর পীর ছাহেব, পিতা মাওলানা আকরাম আলী খান সাং দুয়ারী, পোঃ ললিতগঞ্জ, উপযেলা- পবা, রাজশাহী ১১/১২/৮৭ ইং, মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (৫৮) জামিরার পীর ছাহেব, পিতা মৌঃ যাকারিয়া বিন বিন মুহাম্মাদ বিন কারামাতুল্লাহ, সাং ও পোঃ জামিরা, উপযেলা-পুঠিয়া, রাজশাহী ১৪/১২/৮৭ ইং মাওঃ আবদুল মতীন কাসেমী, আগলা, জামিরা, রাজশাহী ১৩/১/৯১ ইং (গ) মাসিক আহলে-হাদীছ ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩২২ সাল পৃঃ ৩৩৩-৩৯, আবদুল কাইয়ুম খান (৭৬), সভাপতি পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছ। মূল নিবাস-হাকিমপুর, বর্তমান ঠিকানা: ৫২, নারিকেলডাঙ্গা নর্থরোড, কলিকাতা-১১ ৩১/১/৮৯ ইং

৪৬. তাবলীগী ও তানযীমী রিপোর্ট প্রকাশক: মারকাযী দারুল ইমারত, করাচী-বান্স রোড ১৩৮৮/১৯৬৮ খৃঃ)।

সমর্থক অনেকেই ছিলেন — যাদের সংখ্যা রিপোর্টে উল্লেখিত হয়নি । বর্তমানে লালমণির হাটের মহিষখোচা অঞ্চল, গাইবান্ধার শিমুলবাড়ী ও ফুলবাড়ী অঞ্চলে এই জামা'আতের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । ইমারত বিরোধী হওয়ার কারণে এই জামা'আতের আহলেহাদীছগণ 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ'কে সমর্থন করেন না ।

১৬ – আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম
(প্রতিষ্ঠাকাল, ১৯৮৩ ইং)

সাংগঠনিক মতানৈক্যের কারণে জমঈয়তে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির ঢাকাস্থ কিছু সদস্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য খ্যাতনামা আলেম ঢাকার বংশাল জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মুনাছির আহমাদ রহমানী (১৯২৩-১৯৮৯ খৃঃ)-কে 'আমীর' নির্বাচন করে স্বতন্ত্র এই সংগঠনটি কায়েম করেন । পরবর্তীতে বেশ কিছু বিখ্যাত আলেম এই সংগঠনে যোগ দেন । ১৯৮৯ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে মাওলানা মুনাছির আহমাদ রহমানীর ইন্তেকালের পরে বর্তমানে মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী (জন্মঃ বাংলা ১৩২০ সাল) এই সংগঠনের 'আমীর' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন । ঢাকা শহরের বংশাল মালিবাগ মহল্লার ১৯৮, হাবীব মার্কেট দোতলায় কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত । প্রধানতঃ ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লাগুলিতেই এর প্রভাব বিস্তৃত । 'তাবলীগে ইসলাম প্রেস' নামে সংগঠনের নিজস্ব প্রেস ও 'দাওয়াতে ইসলাম' নামে নিজস্ব একটি অনিয়মিত মুখপাত্র রয়েছে । সংগঠনের পক্ষ হ'তে ইতিমধ্যেই সিরিজ আকারে প্রায় দেড় ডজন পুস্তিকা প্রকাশ ও ফ্রি বিতরণ করা হয়েছে । সম্প্রতি মাওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযলের 'নামায শিক্ষা' বইটি এঁরা পুনঃপ্রকাশ করেছেন ।

১৭– বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ (جمعية شبان اهل الحديث بنغلاديش) ৪৭
(প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮)

পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আহলেহাদীছ ছাত্র ও যুবকেরা মিলে উক্ত সংগঠন গড়ে তোলে – যা বর্তমানে খুবই তৎপরতার সাথে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

১৮– বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা (جمعية خواتين اهل الحديث بنغلاديش) ৪৮
(প্রতিষ্ঠাকাল : ৭ই জুন ১৯৮১)

আহলেহাদীছ মহিলাদের এই সংগঠন মহিলাদের মধ্যে আন্দোলনের দা'ওয়াত পৌঁছে দিচ্ছে । 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'-র কেন্দ্রীয় অফিস মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা) রাণীবাজার, পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী-তে অবস্থিত ।

---

৪৭. জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা '৯১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পৃঃ ১ ।

৪৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২ ।

অধ্যায় ১

বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দীনের মাধ্যমে।[১] বাংলাদেশের 'রাহ্মী' (رهمى) বংশীয় রাজা ইসলামের নবী (ছাঃ)-কে এক কলস আদা (زنجبيل) উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন বলে অসমর্থিত তথ্য থেকে জানা যায়।[২] চট্টগ্রাম বন্দরের সাথেই তাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাদের প্রচারের ফলে স্থানীয় বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেন। আধুনিক গবেষণামতে অনুমান করা হয় যে, এইসব আরব ও স্থানীয় মুসলিমরা খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী হ'তে চট্টগ্রাম উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে নির্বাচিত আমীরের অধীনে শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হতেন এবং এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাতেন।[৩]

৬০১/১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলার অংশবিশেষ লাখ্নৌতি রাজ্য জয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইসলামের ব্যাপক প্রচার না থাকলেও বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। রাজশাহীর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে খলীফা হারূনুর রশীদের আমলের (১৭০-১৯৩ হিঃ/৭৮৬-৮০৯ খৃঃ) ১৭২ হিজরীতে মুদ্রিত প্রাচীন আরবী মুদ্রার প্রাপ্তি এই মতকে সমর্থন করে। রাজা পরশুরামের সময়ে সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহীসওয়ার বল্খী ৪৩৯/১০৪৭ খৃষ্টাব্দে বগুড়ার মহাস্থানে আগমন করেন। তবে এই তারিখ বখতিয়ার

---

১. কাযী আতহার মুবারকপুরী (জন্ম: ৭ই মে ১৯১৬), আল-ইক্দুছ ছামীন (কায়রো: দারুল আনছার, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯/১৯৭৯) ১ম খন্ড পৃঃ ১৭।

২. হাকেম, আল-মুস্তাদরাক ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৩৫।

৩. এনামুল হক, পূর্বপাকিস্তানে ইসলাম (ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স, ১৯৪৮) পৃঃ ১৭, আলোচনা দ্রষ্টব্য: A.K.M. Yaqub Ali, ASPECTS OF SOCIETY AND CULTURE OF THE BARIND, 1200-1576 A.D. (Unpublished Ph.D. thesis) pp. 186-187.

খলজী কর্তৃক বিজয়ের পরে হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কোচরাজার আমলে ৪৪৫/১০৫৩ খৃষ্টাব্দে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমী ময়মনসিংহ নেত্রকোনা জেলার মদনপুরে আগমন করেন ও রাজাসহ স্থানীয় সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১১৯ খৃষ্টাব্দের দিকে রাজা বল্লাল সেনের আমলে ঢাকার বিক্রমপুর এলাকায় 'বাবা আদম' নামে একজন ধর্মপ্রচারক আসেন এবং অনুচরবৃন্দ সহ বল্লালসেনের হাতে নিহত হন। মূর্তিনাশক শাহ নেয়ামাতুল্লাহ 'বুত্‌শিকন' এই সময়ে ঢাকার দিলকুশাকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার করেন। লক্ষ্মন সেনের রাজত্বের (১১৮০-১২০৫ খৃঃ) শেষদিকে তুর্কী বিজয়ের প্রাক্কালে জালালুদ্দীন তাবরেযী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন।[৪] খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাকীউদ্দীন আল-আরাবীর নেতৃত্বে রাজশাহীর Mahisun বা সম্ভবতঃ মাহিসন্তোষে (ধামুইরহাট, নওগাঁ) ইসলামী শিক্ষার যে কেন্দ্র গড়ে ওঠে, তার খ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বিহারের খ্যাতনামা ছুফী মুহাদ্দিছ মখদুম আহমাদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরীর পিতা ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরী (মৃঃ ১২৯১ খৃঃ) প্রথম ইসলাম প্রচারিত হলেও তাঁদেরকে ইলমে হাদীছের শিক্ষাদাতা হিসাবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা চলেনা।

তুর্কীবিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়া থেকে ভাগ্যান্বেষী বহু মুসলমান ও মরমী সাধকের এদেশে আগমন ঘটে। এই সব সাধকগণ সকলেই যে কুরআন-হাদীছে পারদর্শী ছিলেন, একথা বলার উপায় নেই। বরং এটাই ঠিক যে, রাজানুকূল্য লাভের জন্য কিংবা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারের জন্য ও সাথে সাথে এইসব দরবেশদের কেরামতি ও উন্নত চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে এদেশীয় বৌদ্ধ ও হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের এই ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে মিশ্রিত হয় তুর্কী, আফগান, পাঠান, মোঙ্গল ও স্থানীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি, যা মুসলিম সমাজকে কুরআন-হাদীছের মূল শাস্ত্রীয় ইসলাম থেকে লৌকিক (Popular) ইসলামে অভ্যস্ত করে তোলে। তাই বলা চলে যে, মধ্য এশিয়া থেকে

---

৪. A.K.M. Yaqub Ali, "MAHISANTOSH : A SITE OF HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL INTEREST IN BANGLADESH", ISLAMIC CULTURE (Hydrabad 1984) p. 140; Maktubat-i-Sadi. p. 339.

উত্তর ভারত হয়ে তুর্কী-ঈরানী সাধক-দরবেশদের মাধ্যমে ও রাজশক্তির ছত্রছায়ায় পরবর্তীতে বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রচারিত হয়, তা মূল আরবীয় ইসলাম হ'তে বহুলাংশে পৃথক ছিল ।[৫] প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, সরাসরি আরব বণিক ও মুহাদ্দিছগণের প্রচারিত ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত দক্ষিণভারত ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান পরবর্তীতে 'শাফেঈ' বা আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন । পক্ষান্তরে তুর্কী বিজেতা হানাফী শাসক ও সুফী দরবেশদের প্রভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী ও পীরপন্থী হয়ে যায় ।[৬] এই সময় শিরক ও বিদ'আতের আধিক্য দেখা দেয় । ইসলামের নামে অসংখ্য বিজাতীয় বিশ্বাস ও প্রথায় মুসলমান অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । ঘোড়াপীর, তেনাপীর, মানিকপীর, সত্যপীর, ঢেলাপীর, পাঁচপীর প্রভৃতি অসংখ্য অনৈতিহাসিক পীর বাংলার মুসলমানের পূজা পায় । ফলে বাংলাদেশে শরীয়তী ইসলাম ধীরে ধীরে শিরক-বিদ'আত ভরা লৌকিক' ইসলামের দ্বারা অপসারিত হয় । উনবিংশশতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত এখানে লৌকিক ইসলামেরই প্রাধান্য দেখা যায় । তবে তারা যে একসময় বিশ্বের অন্যান্য নববিজিত ইসলামী এলাকার ন্যায় আরব প্রভাবে সরাসরি কুরআন-হাদীছের অনুসারী ছিল একথা অনুমান করা চলে । কারণ বিভিন্ন মযহাব ও তরীকাসমূহ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) সাক্ষ্যমতে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তীকালে স্থিতিলাভ করে, যা ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে আরব খেলাফত শেষ হওয়ার পরে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে । অতএব ইসলামের প্রথম যুগে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে আরবদের মাধ্যমে যে ইসলাম এসেছিল তা সহীহ ও নির্ভেজাল ইসলাম ছিল একথা বলা চলে । এঁদের মাধ্যমে এদেশীয় যারা ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন তারা যে বাংলার অভ্যন্তরভাগে তাদের নতুন ধর্মবিশ্বাস মোটেই প্রচার করেননি, একথা জোর করে বলা যায় না । জনৈক গবেষকের মতে — "বাংলায় চলতিকথায় কোনকিছুর তত্ত্ব বা সন্ধান না পাওয়া গেলে বলা হয় — 'বিষয়টার হদিস মিলছেনা' ।

---

৫. সুলায়মান নাদবী, আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুকাত (এলাহাবাদ : হিন্দুস্তান প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৯৩০) পৃঃ ১৮৭-১৯০ ।

৬. ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭) পৃঃ ১৩,৪২) ।

এ থেকে সম্ভবতঃ অনুমান করা চলে, এদেশের সমাজ জীবনে এক সময় ছিল হাদীসের প্রভাব ।" [৭]

ত্রয়োদশ শতক হতে উনবিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ অবক্ষয়যুগে কুরআন-হাদীছের প্রচার ও প্রসার একেবারে থেমে থাকেনি । যেসকল মুহাদ্দিছ ও নরপতি এইযুগে ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁদের মধ্যে সোনারগাঁ, হাদীছশিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারীর (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবী রাখে । ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম শরীফ তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন । সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর (৬৬৭-৭০০ / ১২৬৯-১৩০০) যাবত ছহীহায়েনের দরস দানের ফলে এদেশের ও বিদেশের অগনিত জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ হন ।[৮] এদিক দিয়ে বিচার করলে বর্তমান বাংলাদেশকে দক্ষিণ-এশিয়ার সর্বাধিক ভাগ্যবান দেশ বলা চলে ।

দিল্লীর সুনামখ্যাত ছুফী মুহাদ্দিছ শায়খ নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার (৬৩৪-৭২৫/ ১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) নির্দেশক্রমে তাঁর শিষ্য শায়খ সিরাজুদ্দীন ওরফে 'আঁখি সিরাজ' গৌড়ে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন । তাঁর যোগ্য শিষ্য আলাউদ্দীন আলাউল হক (মৃঃ ১৩৯৮ খৃঃ) গৌড়, পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁয়ে ইসলাম প্রচার করেন । অতঃপর তাঁর সুনামধন্য পুত্র নুর কুৎবে আলম (মৃঃ ১৪১৬ খৃঃ) মুসলিমবিদ্বেষী রাজা গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের ইবরাহীম শারকী (ابراهيم شرقى)-কে আমন্ত্রণ জানিয়ে মুসলমানদের জানমাল রক্ষায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তা সত্যিই প্রশংসার্হ । তিনি এই সময় মুসলিম বঙ্গের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন ।[৯] শারকী আমলে জৌনপুরে ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা করা হ'ত ।[১০]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০, টীকা নং-৩ ।

৮. মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, শাওক নীমবী ঃ হায়াত ও খিদমাত (পাটনা, ১৯৮৭) পৃঃ ১৫ ।

৯. এনামুল হক, পূর্বপাকিস্তানে ইসলাম পৃঃ ৭২-৭৩, ৮৭-৮৯ ।

১০. Dr. Mohammad Ishaq, INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Dhaka University, 1976) pp. 113-114.

শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া যে আহলেহাদীছ ছিলেন, তা আমরা অবক্ষয় যুগে দিল্লী কেন্দ্রের আলোচনায় দেখে এসেছি। তাঁর প্রেরিত শিষ্য ও তস্যশিষ্যগণ যে একই আদর্শের অনুসারী হবেন, তা ধারণা করা চলে। অতঃপর ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে শাহ মু'আযযম দানিশমন্দ বাগদাদী ওরফে শাহদৌলা রাজশাহীর বাঘা নামক স্থানে আগমন করেন।[১১] তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের সময়ে বাঘা ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিনত হয়। ঢাকার ছুফী মুহাম্মাদ দায়েম (মৃঃ ১৭৯৯ খৃঃ) আযীমপুর মহল্লায় খানকাহ কায়েম করেন। তিনি শরীয়তের কঠোর পাবন্দ ছিলেন। কালা ল্লাহ ও কালাররসুল-এর গুঞ্জনে খানকাহ সর্বদা গুলযার থাকত।[১২]

বাংলার সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ (৯০০-৯২৪/১৪৯৪-১৫১৯ খৃঃ) ইলমে হাদীছের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মুহাদ্দিছ বাংলাদেশে আগমন করেন। মালদহের গোরাশহীদে এবং পান্ডুয়াতে নুর কুৎবে আলমের স্মৃতিতে বিরাট মাদরাসা কায়েম করেন। যেখানে প্রচলিত রেওয়াজের বাইরে তিনি ইলমে হাদীছ ও তাফসীরকে অবশ্যপাঠ্য করে দেন। রাজধানী এ ক্ডালাতে হাদীছ লিখনের ব্যবস্থা করেন ও ছহীহ বুখারীর লিপিকরন সমাপ্ত করেন। এই সব কারনে তাঁকে সমসাময়িক গুজরাটের মুযাফফরশাহী সুলতানদের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।[১৩] একইভাবে বারভূঁইয়াদের সময়ে (৯০০-৯৪৫/১৪৯৪-১৫৩৮) ঢাকার সোনারগাঁ কেবল পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিলনা বরং এতদঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে ইলমে হাদীছ ও মুহাদ্দিছ-গণের কদর ছিল।[১৪]

---

১১. ডক্টর শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম, রূদে কাওছার (লাহোরঃ ফীরোয সন্স লিমিটেড, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৮) পৃঃ ৫১২-৫১৩।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১২।

১৩. Muhammad Ishaq, INDIA'S CONTRIBUTION TO HADITH LITERATURE p.115-116.

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫।

মুহাদ্দিছ আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ), নুর কুৎবে আলম (মৃঃ ১৪১৬ খৃঃ), আলাউদ্দীন হুসাইনশাহ (৯০০-৯২৪/১৪৯৪-১৫১৮) ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আগত মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইলমে হাদীছের চর্চা ও সাথে সাথে হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার প্রানপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তা পুনরায় স্তিমিত হয়ে যায়। নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতে মুসলিম সমাজ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে শহীদায়েনের নেতৃত্বে ব্যাপক সংস্কারের তুর্যধ্বনি বেজে ওঠে। আমীর সৈয়দ আহমাদ শহীদ (১২০১-৪৬ / ১৭৮৬-১৮৩১) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদের (১১৯৩-১২৪৬ / ১৭৭৯-১৮৩১) নেতৃত্বে সুচিত জেহাদ আন্দোলনের সাথে সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনেও প্রানসঞ্চার হয়। আল্লামা ইসমাঈল ও তাঁর অধিকাংশ অনুসারী এবং পরবর্তীতে পাটনার ছাদিকপুরী আহলেহাদীছ পরিবারের নেতৃত্বে শতবর্ষব্যাপি পরিচালিত জেহাদ আন্দোলনের সাথীগণ কেবলমাত্র শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধেই লড়াই করেননি বরং প্রচলিত লৌকিক (Popular) ইসলামকে পরিশুদ্ধ করে কুরআন ও হাদীছের মূল ইসলামের প্রচলন ঘটানোর জন্য আপোষহীন জিহাদ করেছিলেন, যা তাঁদেরকে বিরোধীদের কাছে ওয়াহ্হাবী, লা-মাযহাবী, গায়ের মুকাল্লিদ, রাফাদানী ইত্যাদি হিসাবে চিত্রিত করে। এই আন্দোলন থেকেই প্রেরণা নিয়ে পশ্চিম বঙ্গের নারিকেলবাড়িয়ার মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী তীতুমীরের (১১৯৭-১২৪৬ / ১৭৮২-১৮৩১) মুহাম্মাদী আন্দোলন, বাংলাদেশের ফরিদপুরের হাজী শরীয়াতুল্লাহ্র (১১৯৬-১২৫৬ হিঃ / ১৭৮১-১৮৪০ খৃঃ) ফারায়েযী আন্দোলনসহ পরবর্তীতে অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রথমোক্তজন সাইয়েদ আহমদ শহীদের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন।[১৫]

জিহাদ আন্দোলনের জোয়ারের সাথে সাথে দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবারের রেখে যাওয়া ইল্মী মসনদে আসীন শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন বিহারী দেহলভী (১২২০-১৩২০ / ১৮০৫-১৯০২)-এর দীর্ঘ প্রায় পৌনে এক শতাব্দীব্যাপি ইল্মে কুরআন ও ইলমে হাদীছের নিরপেক্ষ দারস ও তাদরীসের প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য এলাকার ন্যায় বাংলাদেশী বহু ছাত্রের

---

১৫. গোলাম রসুল মেহের, সারগুযাস্তে মুজাহেদীন পৃঃ ২০২।

মধ্যে প্রচলিত মাযহাবী তাকলীদের মোহ দ্রবীভূত হয় এবং তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হন। বরং বলা চলে মিয়াঁ ছাহেবের এক একজন বাংগালী ছাত্র ঐ সময় এক একজন বিজ্ঞ মুবাল্লিগ হিসাবে স্বদেশে আগমন করেন ফলে সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি হয়।

আধুনিক যুগে বাংলাদেশে যে আহলেহাদীছ আন্দোলন চলছে, তা মূলতঃ জেহাদ আন্দোলন ও মিয়াঁ ছাহেবের ছাত্রদের আন্দোলনের ফসল। বর্তমানে সাংগঠনিক যুগে সেই ফসলগুলির সমন্বিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাত্র। তবে দেশের বিভিন্ন এলাকার বয়স্ক লোকদের সঙ্গে আলাপ করে দেখা গেছে যে, তাঁদের অনেকেই মূলতঃ বাঙ্গালী নন। বরং তাদের পূর্ব পুরুষদের কোন একজন আরবদেশ থেকে আহলেহাদীছ হিসাবেই এদেশে আগমন করেন এবং সেই থেকে তাঁরা পুরুষানুক্রমে আহলেহাদীছ হিসাবেই এদেশে বসবাস করছেন।[১৬] প্রাচীন বাংলার পূর্ব অংশ তথা বর্তমান বাংলাদেশে আনুমানিক দেড় কোটি আহলেহাদীছ বসবাস করছেন। অমনিভাবে ভারতের পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে আহলেহাদীছ জনসংখ্যা প্রায় অর্ধকোটি। যদিও আহলেহাদীছের প্রকৃত আকীদা ও আমল অধিকাংশের মধ্যেই নেই। তবে সংশোধনের প্রয়াস অব্যাহত আছে।

---

১৬. খুলনা-সাতক্ষীরা (সোং বুলারাটি পোঃ আলীপুর, সাতক্ষীরা) এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় আলিম মাওলানা আহমাদ আলীর (১৩০১-৯৬ হিঃ/১৮৮৩-১৯৭৬) ৭ম ঊর্ধতন পুরুষ মাওলানা সৈয়দ শাহ নযীর আলী দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে আরবদেশ হ'তে এদেশে আসেন বলে জানা যায় (তাঁরা বংশপরম্পরায় আহলেহাদীছ বলে শ্রুতি আছে)।— শেখ আখতার হোসেন, 'সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী' (দৌলতপুর-খুলনা : হোসেন প্রকাশনী, ১৯৮৬) পৃঃ ৫-৬, অমনিভাবে কলিকাতার মাসিক 'আহলেহাদীস' পত্রিকার সম্পাদক হাফেয মাওলানা শেখ আয়নুলবারীর ৮ম ঊর্ধতন পুরুষ ইয়ামন হ'তে এদেশে আসেন এবং তাঁরাও বংশপরম্পরায় আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচিত।—ঐ লিখিত তথ্য ৩০শে জানুয়ারী ১৯৮৯।

বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

ছফর ১২৩৭ মোতাবেক নভেম্বর ১৮২১ সালে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) হজ্জের সফরে কলিকাতা আসেন ও এখানে তিন-মাস অবস্থান করেন।[১৭] এই সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে এমনকি সুদূর নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও সিলেট হ'তেও বহু লোক এসে তার হাতে বায়'আত করে।[১৮] আল্লামা ইসমাঈলের ওয়ায এসময় তাদের হৃদয় স্পর্শ করে।[১৯] এরপর সমগ্র বাংলাদেশে জেহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছের প্রচার নিয়মিতভাবে শুরু হয় সম্ভবত। ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধের পর বেলায়েত আলী (১২০৫-১২৬৯/১৭৯০-১৮৫২) কর্তৃক মেজভাই এনায়েত আলীকে (১২০৭-১২৭৪/১৭৯৩-১৮৫৮) ১৮৩৩ সালের দিকে[২০] বাংলাদেশ অঞ্চলের খলীফা হিসাবে প্রেরণের পর হতে। বেলায়েত আলীর ভাতিজা মাওলানা আবদুর রহীমের বর্ণনানুযায়ী তিনি প্রথমবারে বাংলাদেশে এসে সাতবৎসর অবস্থান করেন।[২১] কিন্তু এই সময়কাল সঠিক মনে হয় না। কারন ১৮৩১ এর পরে তাকে বাংলাদেশে পাঠানোর পর থেকে ১৮৪৩ সালে সীমান্তে রওয়ানা[২২] হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল তিনি সম্ভবতঃ বাংলাদেশেই অবস্থান করেন। এরপর ১৮৪৭ সালে নযরবন্দী হিসাবে দু'ভাই পাটনা ফিরে এলে[২৩] কয়েকমাসের মধ্যে তিনি গোপনে পুনরায় বাংলাদেশে চলে যান।[২৪] দু'বছর মুচলেকার মেয়াদ শেষে ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে মাওলানা বেলায়েত আলী

---

১৭. গোলাম রসূল মেহের, সাইয়িদ আহমদ শহীদ পৃঃ ২০৮।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬

২০. আবদুর রহীম যুবায়রী, তাযকেরায়ে ছাদেকাহ পৃঃ ৯৭-৯৮।

২১. মাসঊদ আলম নাদবী, পহেলী তাহরীক পৃঃ ৪৯।

২২. মেহের : সারগুযাস্ত, পৃঃ ২২৩।

২৩. পহেলী তাহরীক, পৃঃ ৫৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪. সারগুযাস্ত, পৃঃ ২৫৩।

স্থায়ীভাবে সীমান্তে হিজরত করার সময় বাংলায় অবস্থানরত মাওলানা এনায়েত আলীকেও সীমান্তে চলে আসার নির্দেশ পাঠান।[২৫] অতঃপর ১৮৫০ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় দু'ভাইয়ের মুলাকাত হয় ও ১৮৫১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী দু'ভাই একত্রে সিত্তানা মুজাহিদ কেন্দ্রে পৌঁছে যান।[২৬] ১৮৫০-এর গোড়ার দিকে রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট যখন মাওলানা এনায়েত আলীকে জেলা হ'তে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন,[২৭] তখন তিনি পাটনা চলে যান, এরপরে ১৮৫৮ সালে সীমান্তে যুদ্ধরত অবস্থায় চিনাই পাহাড়ের চড়াইয়েশেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত[২৮] এনায়েত আলী আর বাংলাদেশে ফেরেননি। এ হিসাবে দেখা যায় ১৮৩৩-১৮৪৩ এবং ১৮৪৭-১৮৪৯ দু'বারে মোট বারো বছরের মত সময় তিনি বাংলাদেশ অঞ্চলে অতিবাহিত করেন। অবশ্য হজে যাওয়া (সম্ভবতঃ ১৮৩৬ সালের দিকে) ও আসার পথে (কয়েক বৎসর পর) মাওলানা বেলায়েত আলী বাংলাদেশে কিছুদিন অবস্থান করে যান।[২৯] হান্টারের বর্ণনামতে তার রিপোর্ট তৈরীকাল হ'তে ত্রিশ বছর পূর্বে বেলায়েত আলীর প্রতিনিধি আবদুর রহমান লাক্ষ্ণৌবী মালদহ এলাকায় আসেন ও সেখানে বিয়েশাদী করে স্কুল শিক্ষক হিসাবে গোপনে জেহাদ প্রচার শুরু করেন। রফিক মন্ডলকে তিনিই খেলাফত দিয়ে যান।[৩০] হান্টারের রিপোর্ট ১৮৭০-এর পরে প্রকাশিত হয়েছে। সে হিসাবে রফী মন্ডলের খেলাফত প্রদানের ঘটনা ১৮৪০-এর কিছু আগেপিছে হ'তে পারে। বেলায়েত আলীর প্রতিনিধি হিসাবে হান্টার যার নাম করেছেন, তা ঠিকনয়। তাযকেরায়ে ছাদেকাহ্-এর বর্ণনা হ'তে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কেবল এনায়েত আলীর নামই

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২,২৫৪।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৮।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬।

২৯. তাযকেরায়ে ছাদেকাহ, পৃঃ ৯৮।

৩০. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, (অনুবাদ) পৃঃ ৬৬।

পাওয়া যায়।[৩১] তিনি মালদহে এসে বিয়েসাদী বা স্কুল শিক্ষকের চাকুরী কোনটাই করেননি। রফী মন্ডলের একমাত্র জীবিত পৌত্র মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমনুপুরী বলেন যে, হজের সফরে কলিকাতা অবস্থানের পর যাত্রাপথে মুর্শিদাবাদ জেলাধীন লালগোলার অদূরে নদীতীরবর্তী নুরপুর গ্রামে সাইয়িদ আহমদ ব্রেলভী জাহায রেখে ডেরা ফেলেন ও পার্শ্ববর্তী লোকদের হেদায়েত করেন। এই সময় তিনি নদীর অপরপারের নারায়নপুরের রফী মন্ডলকে ১৮২২ সালের প্রথম দিকে খিলাফত দিয়ে যান।[৩২] নারায়নপুর বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা চাপাই নবাবগঞ্জ-এর অন্তর্ভুক্ত। বাপের মুখে শোনা মাওলানা শ্রীমনুপুরীর এই বর্ণনা কতদূর বাস্তব নির্ভর জানিনা, তবে মাওলানা এনায়েত আলীর আগমনের পূর্বে এদেশে নিয়মিত ভাবে জেহাদ প্রচার শুরু হয় বলে প্রমান পাওয়া যায় না এবং সেটা ১৮৩৩ এর পরে বলে একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তার পূর্বে এদেশে আহলে-হাদীছ ছিল না। তিনি যখন রাজশাহী এলাকায় তাবলীগে আসেন, তখন তিনি অথবা মাওলানা বেলায়েত আলী সম্ভবতঃ রফী মন্ডলকে খেলাফত দিয়ে থাকবেন — সাইয়িদ আহমাদ নয়। কারণ সাইয়িদ আহমদের কলিকাতা অবস্থানের সময় রফী মন্ডলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছে বলে জানা যায় না। তেমনি যাত্রাপথে কোন গ্রামে ডেরা ফেলেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রফী মন্ডল যে রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ এলাকায় জেহাদ প্রচারে ও সাথে সাথে সমাজসংস্কারে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

সে সময়ে এইসব অঞ্চলের মুসলমানেরা কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। তারা হিন্দুদের মত মাথায় টিকি রাখত। মেয়েরা নদীর তীরে কাপড় খুলে রেখে গোসলে নামত। দরগাহ ও পীরপুজায় সকলে অভ্যস্ত ছিল। রফী মন্ডল দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন। হুকা বন্ধ

---

৩১. তাযকেরায়ে ছাদেকাহ, পৃঃ ৯৮, সারগুযাস্ত, পৃঃ ২১৬।

৩২. মাওলানা আহমদ হোসায়েন শ্রীমনুপুরী (৭৯) বিন হাজী সাখাওয়াতুল্লাহ বিন রফী মন্ডল-এর বক্তব্য। তাং ২৮-১-৮৯ ইং, জন্মস্থান, নারায়নপুর, হালসাকিন - শ্রীমনুপুর, পোঃ হাটগাছি, থানা-ইটাহার, জেলা-পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

করলেন, দরগাহ ও পীরপূজার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুললেন। মাথার টিকি কাটা আরম্ভ করলেন। নদীর কিনার থেকে নগ্ন মেয়েদের কাপড় বাড়ী এসে পরে তাদের স্বামীদের ডাকিয়ে নছীহত করে কাপড় ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এইভাবে সর্বত্র আলোড়ন শুরু হ'ল। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ক্ষেপে গেল। বিদ'আতপন্থী আলেমরা ওয়ায-মাহফিলের নামে নারায়নপুরিয়াদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করল। বিভিন্ন উস্কানীমূলক কবিতা রচিত হল।[৩৩] কর্তৃপক্ষকে প্ররোচিত করল। ফলে রফী মন্ডল গ্রেফতার হয়ে জংগীপুর জেলে নিক্ষিপ্ত হলেন।[৩৪] অতঃপর তাঁর পাঁচজন খলীফা উভয়বাংলার বিভিন্ন এলাকায় জেহাদ প্রচার করেন। ১-পুত্র মৌলবী আমীরুদ্দীন, মালদহ জেলা, ২-মৌলবী আসীরুদ্দীন, নারায়নপুর কেন্দ্রের মাদরাসা ও মসজিদ পরিচালনাসহ তৎসন্নিহিত এলাকা। ৩-মৌলবী আবদুল করীম বাসুদেবপুরী, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলা। ৪-মৌলবী আবদুল কুদ্দুস মোল্লাটুলী, দিনাজপুরের ছালেককুড় এলাকা ৫-মৌলবী ইবরাহীম মন্ডলজী, দিলালপুর-বিহার ও তৎসন্নিহিত এলাকা।[৩৫] তবে মূল নেতৃত্বে ছিলেন মৌলবী আমীরুদ্দীন। ১৮৬৮ সালে তাঁর কার্যসীমা মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার কিছু অংশ বলে হান্টার তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন।[৩৬] শুধু তাই নয় গঙ্গা নদী দিয়ে নৌকাপথে পার্শ্ববর্তী যতগুলো গ্রাম ও দ্বীপ অতিক্রম করতে হয় সবগুলোতে বসবাসকারী মুসলমান কৃষকরা তাঁর নিয়ন্ত্রণে এসে যায় এবং এসব এলাকা থেকে তাঁর রিক্রুট করা মুজাহিদ সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৩৭] তিনি এসব এলাকা থেকে যাকাত, ফিৎরা, মুষ্টিচাউল ও স্বেচ্ছাধীন নিয়মিত চাঁদা আদায়ের সুষ্ঠ অর্থসংগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। হান্টার বলেন, সারা বাংলা জুড়ে এইভাবে কর

---

৩৩. যেমন,

নারায়নপুরিয়ারা মৌলবী হয়েছে
বাপদাদাকে বানিয়ে গাধা
দরগাহ নিন্দিছে
এরা হ'তে দোশাদ ভাল
তারা কেহ মরদ হ'য়ে
মাগীর কাপড় খাচেনা

রফী মোল্লার ফৎওয়া
নাছীর মোল্লার হুমকড়ি (হুমকী)
হ'তে দেবেনা দরগাপূজা
খেতে দেবেনা ক্ষীর-খিচুড়ি

বর্তমান সর্দারজী মাওলানা আহমাদ হোসায়েন শ্রীমনুপুরীর বর্ণনা মতে উদ্ধৃত; তারিখঃ২৮-১-৮৯ ইং।

৩৪. মাওলানার এই বক্তব্য হান্টারের সঙ্গে মিলে যায়। তবে হান্টার জেলখানার নাম বলেননি — ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ পৃঃ ৬৭।

৩৫. মাওলানা শ্রীমনুপুরীর বক্তব্য থেকে। তাং ২৮-১-৮৯ ইং।

৩৬. ইন্ডিয়ান মুসলমানস্, পৃঃ ৬৭।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

আদায় ও লোক সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত বহু নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন ।[৩৮] তখন এইসব চাঁদা ও লোকজন, বিভিন্ন জেলাকেন্দ্র এমনকি পাটনাকেন্দ্র হ'তে আগত নেতৃবৃন্দ নারায়নপুর কেন্দ্রে অবস্থান করতেন বলেও হান্টার তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন । পরে কেন্দ্রটি নদী-ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হয়ে পার্শ্ববর্তী ওয়াহ্হাবী গ্রামগুলোর লোকেরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নতুন বসতি গড়ে তোলে এবং নতুন নতুন ওয়াহ্হাবী কেন্দ্রে পরিণত হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন ।[৩৯] হান্টারের এই রিপোর্টের সাথে মাওলানা শ্রীমনুপুরীর রিপোর্টের মিল আছে ।

,আমীর আবদুল্লাহ বিন বেলায়েত আলীর সময়ে (১৮৬০-১৯০২) ১৮৬৩ সালে আম্বেলা যুদ্ধের পরিনামে ১৮৬৪ সালে ঐতিহাসিক আম্বেলা বিচার শুরু হয় এবং সারা দেশব্যাপি ওয়াহ্হাবী ধরপাকড় ও কালাপানিতে নির্বাসন আরম্ভ হয় । ১৮৬৫ সালের পাটনার মামলায় মুজাহিদ নেতা মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র প্রাণদন্ড ও পরে দীপান্তর হয় । তিনিই প্রথম মুজাহিদ কয়েদী হিসাবে ১৮৬৫ সালের জুন মাসে আন্দোলনে পদার্পন করেন ।[৪০] উক্ত মামলায় এ তথ্য প্রকাশিত হয় যে, ইংরেজবিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে মালদহ জেলা কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ অবদান ছিল ।[৪১] ১৮৬৮ সালে জনসাধারণের মধ্যে নিরুৎসাহের ভাব দেখতে পেয়ে আমীরুদ্দীন পাটনা কেন্দ্র থেকে নেতাদের কাউকে এনেছিলেন - সেটাও হান্টার উল্লেখ করেছেন ।[৪২] অতএব ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়াই স্বাভাবিক । এব্যাপারে আমীরুদ্দীনের ভাতিজা মাওলানা আহমাদ হোসায়েন (৭৯) বলেন — পার্শ্ববর্তী তেররশিয়া-দুর্লভপুর গ্রামে তিনি তাবলীগী সফরে গিয়েছিলেন । মেযবান বাড়ীওয়ালা প্রথানুযায়ী প্রথম সন্তানসম্ভবা পুত্রবধুর জন্য তার বাপের পক্ষ হ'তে প্রেরিত বিশেষভাবে তৈরী বিরাট আকারের বাতাসা ওনাকে খেতে দেয় । তিনি এটাকে কুসংস্কার বলে ফিরিয়ে দেন ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন । এতে বাড়ীওয়ালা ক্রুদ্ধ হন ও পরে গ্রামের দুই মুসলিম ফকীর ও স্থানীয় জনৈক মুসলিম দারোগার ষড়যন্ত্রে তিনি গ্রেফতার হন ও কোর্টে নীত হ'লে সত্য কথা বলেন । বিচারে ফাঁসি হলে তিনি

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯ ।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০ ।

৪০. কাইয়ুম খিযির, ছাদিকপুর, পাটনা-কুরবানগাহ, পৃঃ ৩৭ ।

৪১. ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, পৃঃ ৬৭ ।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭ ।

'আলহামদুলিল্লাহ' বলেন। ফলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও কালাপানিতে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানে তিনি গোপনে নিয়মিত তাবলীগ করতেন এবং জনৈক ইংরেজ অফিসারের ছেলেকে পড়াতেন। একদিন তিনি বললেন, তোমার আব্বা যে উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আটকে রেখেছেন, সে কাজ এখনও চলছে না বন্ধ হয়েছে? ছেলের মুখে একথা শুনে উক্ত অফিসারের সুফারিশক্রমে ১৪ বছর পরে তিনি মুক্তি পান। তাঁর আনীত ঝিনুক, শামুক কড়ি ও বাক্স এখনও মওজুদ আছে।[৪৩]

উপরের ঘটনায় দু'টি বিষয় প্রতিভাত হয়। ১-বিদ'আতী মুসলমানেরাই আহলে-হাদীছ ওয়াহ্হাবীদের গৃহশত্রু ছিল। ২-জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তারা কুসংস্কার ও বিদ'আতের প্রতিবাদ করতে পিছপা হতেন না। অন্যায়ের সাথে আপোষহীনতা এবং সত্যপ্রিয়তার কারণে তারা লোকেদের ঘৃণা ও ভালোবাসা উভয়ই কুড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৪] এমনকি হান্টার পর্যন্ত তাঁর রিপোর্টে বহুস্থানে ওয়াহ্হাবীদের উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করেছেন।[৪৫]

মাওলানা এনায়েত আলী ও পরবর্তীতে রফী মন্ডল ও তার খলীফাদের প্রধান কর্মস্থল হিসাবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ হ'তে অধিকহারে লোক জেহাদে অংশ গ্রহণ করেন। হান্টার তার রিপোর্টে বলেন, ১৮৫৮ সালের সীমান্ত সংঘর্ষে নিহতদের অনেকের চেহারায় দক্ষিণবঙ্গের জলাভূমি অধ্যুষিত এলাকার কাল বা শ্যামল বর্ণের সৌসাদৃশ্য রয়েছে।[৪৬] দিনাজপুর হ'তে রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরসহ বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গ এলাকা এবং বৃহত্তর খুলনা, যশোর ও ২৪ পরগনার দক্ষিণবঙ্গ এলাকায় আজও অন্যান্য এলাকার তুলনায় আহলেহাদীছ জনসংখ্যা সর্বাধিক। ১৮৪৩ সালের দিকে বাংলায় জেহাদীদের সংখ্যা কেমন হারে বেড়েছিল হান্টারের প্রদত্ত রিপোর্ট এব্যাপারে খুবই চমকপ্রদ। ১৮৪৩ সালের ১৩ই মে তারিখে 'বাংলার পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টের বলা হয় যে, মাত্র একজন প্রচারক

---

৪৩. শ্রীমনুপুরীর বক্তব্য থেকে। ২৮-১-৮৯ ইং।

৪৪. ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, পৃঃ ৭৭।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

প্রায় আশি হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে ।'[৪৭] এসময় ফারায়েযীরাও জেহাদীদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় । এ প্রসঙ্গে হান্টার বলেন – পরবর্তী খলীফারা বিশেষতঃ ইয়াহ্ইয়া আলী পূর্ববঙ্গে ফারায়েযীদের উত্তর ভারতীয় ওয়াহ্হাবীদের সাথে একীভূত করেন । গত তের বছর ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ও বন্দীদের মধ্যে উভয় সংস্থার লোকদেরকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা গেছে ।[৪৮] ওয়াহ্হাবী কর্মীদের সম্পর্কে হান্টার বলেন – 'এর কর্মীরা তাদের নেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চাইতে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় মনে করে ।'[৪৯]

১৮৪৩ সালের প্রতিভাসম্পন্ন বাংগালী প্রচারক ব্যক্তিটি কে হতে পারেন, হান্টারের বক্তব্যে তা উল্লেখ না থাকলেও ইনি যে রফী মন্ডল হবেন হান্টারের পূর্বাপর বক্তব্যে তাই-ই মনে করা হয় । রফী মন্ডল গ্রেফতার হয়ে অল্প কয়দিন কারাবাসের পর ফিরে এসে চাঁদা সংগ্রহের দায়িত্ব তার ছেলে আমীরুদ্দীনকে অর্পন করেন ।[৫০] কিন্তু এই ধরনের হাল্কা শাস্তিতে হান্টার মোটেও খুশী না হয়ে ইংরেজ সরকারের দুর্বল শাসন-নীতির সমালোচনা করেছেন রিপোর্টের প্রায় সর্বত্র । ওয়াহ্হাবীদের বিরাট সংখ্যা দেখে আমরা আশান্বিত হ'লেও সেখানে হতাশারও বেশ কিছু দিক আছে । ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই প্রথম জিহাদের বিরোধী হিসাবে হান্টার হিন্দুদেরকে এবং বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী ও শী'আদেরকে চিহ্নিত করেছেন ।[৫১]

অন্যদিকে মাওলানা এনায়েত আলী তৎকালীন যশোর জেলার হাকিমপুরকে কেন্দ্র[৫২] করে বর্তমান সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া অঞ্চলে ব্যাপক তাবলীগ চালাতে থাকেন । তিনি কোন এলাকায় গেলে প্রথমে নছীহতের মাধ্যমে তাদেরকে শিরক-বিদ'আতমুক্ত হবার আহ্বান জানাতেন । অতঃপর মসজিদ না থাকলে মসজিদ

---

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫ ।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫ ।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫ ।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭ ।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬ ।

৫২. সারগুযাস্ত, পৃঃ ২১৮ ।

প্রতিষ্ঠা করতেন ও ইমাম নিয়োগ করতেন। ইমাম নিয়োগের পর তাঁর নেতৃত্বে জামা'আত কায়েম করতেন ও স্থানীয় যাবতীয় বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব উক্ত ইমামের উপরে ন্যস্ত করতেন। তিনি বলতেন কোন মুসলমানের জন্য কুরআন-হাদীছ বাদ দিয়ে অন্যের কাছে ফায়সালা নিয়ে যাওয়া ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। এরদ্বারা তিনি ইংরেজদের কোর্টে মুসলমানদের কোন বিচার নিয়ে যেতে নিষেধ করতেন।[৫৩] এইভাবে বিশেষ করে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে এই জামা'আত অধিকহারে কায়েম হয়। সীমান্তের জিহাদ আন্দোলনেও এসব অঞ্চল থেকে বেশী সংখ্যায় লোক ও রসদ প্রেরিত হয়।

রফী মন্ডল ও তার খলীফাবৃন্দ এবং মাওলানা এনায়েত আলী ও তাঁর শিষ্যদের দাওয়াত ও জিহাদ প্রচারের সাথে যুক্ত হয় মিয়া নযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০ / ১৮০৫-১৯০২) বিপুলসংখ্যক ছাত্রের ব্যাপক তাবলীগ ও সংস্কার আন্দোলন এইসব ছাত্রগণ কেউ শিক্ষক হিসাবে, কেউ বক্তা হিসাবে, কেউ মুফতী ও মুনাযির হিসাবে নিজ নিজ এলাকায় শিরক ও বিদ'আত দূরীকরণে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। রেওয়াজপন্থী আলিম ও তাদের অনুসারীদের পক্ষ হ'তে তারা সর্বদা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু পথের সন্ধানী বহু মুমিনের হৃদয়ে তাঁরা আলো জ্বালাতে সক্ষম হন। ফলে জিহাদ আন্দোলনের বাইরে থেকেও বহু লোক আহলেহাদীছ হন। অবশ্য আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা বেলায়েত আলীর ভাষায় এঁরা তখন 'মুহাম্মাদী' নামেই কথিত হ'বেন। এইসময় মযহাবপন্থী আলিমদের সঙ্গে আহলেহাদীছ আলেমদের বাহাছ ও মুনাযারার মাধ্যমে অধিকহারে লোক আহলেহাদীছ হত। মুর্শিদাবাদের মাড্ডার বাহাছ,[৫৪] সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের বাহাছ[৫৫] এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সাংগঠনিক যুগে সংগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচারকার্য্য চালানো হচ্ছে। যদিও আজও পূর্বের ন্যায় ব্যক্তি উদ্যোগই অধিক ফলপ্রসূ দেখা যাচ্ছে।

---

৫৩. সারগুযাস্ত, পৃঃ ২১৯।

৫৪. মুর্শিদাবাদ জেলার দেবকুন্ড ও বেনাদহ গ্রামের মধ্যবর্তী মাড্ডার আমবাগানে ১৩০৫ হিজরী মোতাবেক বাংলা ১২৬৯ সালের ২৪শে বৈশাখ এই বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আহলে-হাদীছ পক্ষে মাওঃ সাঈদ বেনারসী, মাওঃ আবদুল আযীয রহীমাবাদী, হাফেয আবদুল্লাহ গাযীপুরী, ইবরাহীম আরাভী, ইবরাহীম দেবকুন্ডী প্রমুখ হাযির হন।

৫৫. কালিগঞ্জের বাহাছ মূলতঃ সাতক্ষীরার মাওলানা আহমাদ আলীকে দেওয়া এক চ্যালেঞ্জের জওয়াবে১৯২৫ সালের ১২-১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এতে হানাফী পক্ষে মাওঃ রাহুল আমীন ও আহলেহাদীছ পক্ষে মাওলানা আহমাদ আলী, কলিকাতার মাওঃ বাবর আলী, মাওঃ একাযুদ্দীন প্রমুখ হাযির হন। স্থানীয় হিন্দু জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীশবাবু এতে শালিশ থাকেন। এখানে তাঁর লিখিত শালিশ-নামায় আহলেহাদীছকে 'মোহাম্মাদী' বলে উল্লেখ করেছেন ও হানাফীকে দায়ী করেছেন। মাসিক আহলেহাদিস, কলিকাতা, ১১ শ বর্ষ অগ্রাহায়ণ সংখ্যা ১৩৩২ সাল।

এক্ষণে আমরা জিহাদ আন্দোলনে বাংলাদেশ হ'তে বিভিন্ন সময়ে যারা শরীক হয়েছিলেন, সেইসব গাযী ও শহীদদের মধ্যে এযাবত যাদের নাম আমরা পেয়েছি, তাদের একটা তালিকা দিতে চেষ্টা করব। প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইসমাঈল শহীদের সঙ্গে সীমান্তে শিখদের সাথে ১৮২৬ সালে অনুষ্ঠিত ২য় (বাযার) যুদ্ধে মুজাহিদপক্ষে প্রথম যিনি শহীদ হন তিনি ছিলেন বরকতুল্লাহ বাংগালী।[৫৬] অমনিভাবে ১৮৪৩ সালে মাওলানা এনায়েত আলী বড়ভাই মাওলানা বেলায়েত আলীর হুকুমে সীমান্ত যাত্রার উদ্দেশ্যে বাংলা অঞ্চল থেকে ২০০০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে পাটনা উপস্থিত হন ও পরে সীমান্তের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করেন।[৫৭] ১৮৬৩ সালে সংঘটিত ঐতিহাসিক আম্বেলা যুদ্ধে প্রায় ৬৫,০০০ হাজার শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে[৫৮] মাত্র বারো/তেরশো মুজাহিদ বাহিনীর ১০ প্লাটুনের মধ্যে ৯ প্লাটুনই ছিল হিন্দুস্তানী — যার অধিকাংশ ছিল বাংগালী। স্বয়ং আমীর আবদুল্লাহ (১৮৬০-১৯০২) বাংগালী প্লাটুন আবদুল গফুর-এর সাথে ছিলেন।[৫৯] আমীর আবদুল করীমের সময়ও (১৯০২-১৯১৫) বাংগালী ও বিহারী মুজাহিদের সংখ্যা বেশী ছিল।[৬০] বগুড়ার কাটাবাড়িয়ার বেলাল গাযী আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্র (১৯১৫-১৯২১) দেহরক্ষী ছিলেন।[৬১] বাঘমারার তাহেরুদ্দীন আমীর (সম্ভবতঃ১৯৫৪ হ'তে) বরকতুল্লাহকে শৈশবে দেখাশুনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।[৬২] তাই বলা চলে যে, জেহাদ আন্দোলনে বাংগালী মুসলমানের কুরবানী ও অবদান ছিল অন্য সকলের চেয়ে অধিক।

উপরোক্ত মুজাহিদ বৃন্দ ছাড়াও মিয়াঁ ছাহেবের অগনিত ছাত্র বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিলেন, যাদের মধ্যে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের (৩২+১৬ মোট ৪৮ জন ছাত্রের নাম

---

৫৬. মেহের, সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ পৃঃ ৩৪৯।

৫৭. মেহের, সারগুযাস্তে মুজাহেদীন পৃঃ ২২২-২২৩।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৪।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৩।

৬১. তথ্য ঃ মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), সম্পাদক - 'জামা'আতে মুজাহেদীন বাংলাদেশ' সাং আগলা পোঃ জামিরা, রাজশাহী। তাং ১৩-১-৯১ ইং।

৬২. প্রাগুক্ত, তথ্য।

মিয়াঁ ছাহেবের জীবনীকার ছাত্র মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী উল্লেখ করেছেন ।[৬৩] বাকী কিছু নাম মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০) তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন ।[৬৪] তথ্যসূত্র বা ঠিকানা না থাকায় যা যাচাই করা মুশকিল । দীর্ঘদিন পরে এই তালিকা নির্ণয় করা বর্তমানে একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার বৈ কি? তবুও একথা বলা যায় যে, জেহাদ আন্দোলনে যেমন বাংলা ও বিহার হ'তে অধিকসংখ্যক লোক যোগদান করেছিলেন, মিয়াঁ ছাহেবের দারসেও তেমনি তাদের অংশগ্রহণ দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোন এলাকার চাইতে মোটেই কম ছিলনা ফযল হুসাইন বিহারীর দেওয়া ৫০০ ছাত্রের তালিকার গড় অনুপাত হ'তে তা অনুমান করা চলে । যাঁরা তাদের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন । শিক্ষকতার মাধ্যমে, নিরলস দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে, লেখনী ও মুনাযারার মাধ্যমে যাঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এদেশে স্থিতিলাভে অধিক অবদান রেখেছেন ।

---

৬৩. আল-হায়াত বা'দাল মামাত (উর্দূ) (করাচী, মাকতাবা শু'আইব, ১৯৫৯) পৃঃ ৬৬২-৭০৫

৬৪. আহলেহাদীস পরিচিতি (ঢাকাঃ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস, ৯৮, নওয়াবপুর রোড ঢাকা-১, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩) পৃঃ ৮৯-৯১ ।

জেহাদ আন্দোলনে বাংগালী
কয়েদী, শহীদ ও গাযীদের কয়েকজন

১-রফী মন্ডল বিন বরকতুল্লাহ (সম্ভবতঃ মাওলানা এনায়েত আলী তাঁকে খলীফা নিয়োগ করেন। জংগীপুর জেলে বন্দী থাকেন। পরে মুক্তি পান ও নারায়নপুরেই ইন্তেকাল করেন।) ২-মৌলবী আমীরুদ্দীন (-ঐ পুত্র ও খলীফা। ফাঁসির আদেশ পেয়ে খুশী হ'লে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হয়। ২০ বৎসর পরে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরেন। তাঁর আনীত আন্দামানের ঝিনুক, শামুক, কড়ি ও কাঠের বাক্স এখনও মওজুদ আছে)। ৩-শুকরুদ্দীন গাযী বিন রফী মন্ডল (-ঐ পুত্র, সকলের জন্মস্থান : নারায়নপুর, জেলা-চাপাইনবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ। সকলের কবর নারায়নপুরে। বর্তমানে নদীভাঙনে নিশ্চিহ্ন)[৬৫]। ৪-বরকতুল্লাহ বাংগালী (১৮২৬ সালে শাহ ইসমাঈলের সাথে সীমান্তের 'বাযার' যুদ্ধে প্রথম শহীদ) ৫-ফয়যুদ্দীন বাংগালী (-ঐ যুদ্ধে আহত গাযী)[৬৬] ৬-গাযী গওহর আলী খাঁ (হাকিমপুর কেন্দ্র, ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত) ৭-আঃ করীম খাঁ (ঐ) ৮-আহমাদ খাঁ (ঐ)[৬৭] ৯-গাযী মাওলানা আবদুল মান্নান (দিলালপুর কেন্দ্র, বিহার) ১০-ইবরাহীম মন্ডলজী (সেরদার দিলালপুর কেন্দ্র, বিহার, জন্মস্থান : ঝাউডাঙ্গা লালগোলা, মুর্শিদাবাদ। এনার কালাপানি হয়। ফিরে এসে পুনরায় 'মন্ডল' হন)[৬৮]

---

৬৫. মাওলানা আহমাদ হুসাইন শ্রীমনুপুরী (৭৯) জন্মস্থান : নারায়নপুর, ঠিকানা - শ্রীমনুপুর পোঃ হাটগাছি, থানা-ইটাহার, জেলা-পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। তারিখ - ২৮-১-৮৯ ইং।

৬৬. গোলাম রসুল মেহের, সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ পৃঃ ৩৪৯।

৬৭. আবদুল কাইয়ুম খান (৭৬) সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছ। জন্মস্থান : হাকিমপুর, ঠিকানা - ৫২, নারিকেলডাংগা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১ তাং ৩১-১-৮৯ ইং।

৬৮. মৌঃ শওকত আলী, সাং দিলালপুর পোঃ বিনোদপুর জেলা-সাহেবগঞ্জ, বিহার, তথ্য সংগ্রহে : মাওলানা ইসহাক মাদানী - সঊদী মাবঊছ, সাং ইছাখালি, পোঃ কুলগাছি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, তাং ১৩-১১-৮৯ ইং।

১১-হায়দার আলী (ইটাহার, পশ্চিম দিনাজপুর), ১২-উযীর মোহাম্মাদ (কান্টারাম, মালদহ)[৬৯] ১৩-আবদুর রউফ (ধনিকুন্জ-মালদহ)[৭০] ১৪-সোমরুদ্দীন (কারবোনা, মালদহ) ১৫-বেলায়েত আলী (ঐ) ১৬-আইউব আলী[৭১] (ঐ - নায়েবে আমীর, চামারকান্দ মুজাহিদ কেন্দ্র)[৭২] ১৭-গাযী মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব সালাফী (ঐ, কুরআনের উপরে পা রেখে বক্তৃতাকারী পাঞ্জাবের অমৃতসর মন্দিরের পুরোহিত ঈশ্বর সিংয়ের মাথা কেটে আনেন। বাংলাদেশের হরিপুর-রংপুরে মৃত্যু।[৭৩] ১৮-তফীরুল্লাহ গাযী (বাটনা, মালদহ)[৭৪] ১৯-গাযী ওছমান (শিমুলতলা, মালদহ)[৭৫] ২০-ফরযম আলী (ঐ)[৭৬] ২১- দাউদ গাযী (বিষনপুর, মালদহ) ২২-সিরাজুদ্দীন (ঐ)[৭৭] ২৩- আকরাম আলী খান (দুয়ারী কেন্দ্র, রাজশাহী,

---

৬৯. পূর্বের পৃষ্ঠার ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৭০. মৌঃ হাবীবুর রহমান (৫৮), মুদার্রিস ভাদো মাদরাসা পোঃ ভাদো, মালদহ তাং ২৬-১-৮৯ ইং।

৭১. মাওলানা মোসলেম রহমানী (৭১) সাং-কারবোনা, মুহতামিম জামেয়া মাযহারুল উলুম, বাটনা পোঃ বাটনা, মালদহ এবং শাহ মোহাম্মাদ (৬০) নাযেম, মাদরাসা। তাং ২৬-১-৮৯ ইং।

৭২. মাওলানা আবদুল হাই আনোয়ারী (৬৯) সাং-সেরকোল, পোঃ নাছীরগঞ্জ, বাঘমারা, রাজশাহী। তাং ১৪-১২-৮৭ ইং।

৭৩. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১) সাং আগলা, পোঃ জামিরা, রাজশাহী, তাং ১৩-১-৯১।

৭৪. মাওলানা আবদুল হক, মুদার্রিস, বাটনা সিনিয়ার মাদরাসা, পোঃ বাটনা, মালদহ। তাং ১-২-৮৯ ইং।

৭৫. ঐ ভাতীজা আলহাজ আযীযুর রহমান (৬৯) সাং-শিমুলতলা, পোঃ ভাদো, মালদহ তাং ২৬-১-৮৯ ইং।

৭৬. ঐ সহোদর ভাই জমিদার সরদার (৭২) ঠিকানা - পূর্বোক্ত তাং ২৬-১-৮৯ ইং

৭৭. মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন সালাফী (৫৯) সাং-বিষনপুর, সহ-সুপার, ভাদো মাদরাসা, পোঃ ভাদো, মালদহ।

জন্মস্থান ঃ পারুয়ারা-কুমিল্লা) [৭৮] ২৪-মাওলানা নাযীরুদ্দীন (কুলসোনা-বর্ধমান, জন্মস্থান ঃ চাপড়া, বাঘমারা-রাজশাহী) [৭৯] ২৫-কারামাতুল্লাহ (সম্ভবতঃ মালদহ) ২৬-তাহেরুদ্দীন (সেনুপাড়া, বাঘমারা, রাজশাহী) ইনি আমীর বরকতুল্লাহকে বাল্যকালে দেখাশুনা করতেন) [৮০] ২৭-মতীউল্লাহ (ময়মনসিংহ) ২৮-আবুল কাসেম (সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ, আসমাসু কেন্দ্রে মৃত) ২৯-দীন মুহাম্মাদ (ঢাকা, আসমাসু কেন্দ্রে মৃত) ৩০-মেহের আলী (ঢাকা) ৩১-জসীমুদ্দীন (রাজশাহী, আসমাসু হ'তে ফেরেননি) ৩২-আবদুর রশীদ (দারোগা, রাজশাহী, আসমাসু হ'তে ফেরেননি) ৩৩-ফয়েযুদ্দীন (রাজশাহী, আসমাসে মৃত) ৩৪-আইউব আলী 'ছগীর' আদমদিঘী, বগুড়া, আসমাসে মৃত) ৩৫-হাফেয আবদুর রহীম (ময়মনসিংহ, চামারকান্দ হ'তে ফেরেননি) ৩৬-সিরাজুদ্দীন (ঢাকা, চামারকান্দ হ'তে ফেরেননি) ৩৭-মাওলানা আবদুল হাই আনোয়ারী (শেরকোল, বাঘমারা, রাজশাহী) ৩৮-আলীমুদ্দীন (বাঘমারা, রাজশাহী) ৩৯-ছিদ্দীক হাসান (বাঘমারা, রাজশাহী ৪০-মেহের আলী (ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী) ৪১-আসীরুদ্দীন (আরোইল, দুর্গাপুর, রাজশাহী) ৪২-অলি মুহাম্মাদ (সম্ভবতঃ বগুড়া) ৪৩-সলীমুদ্দীন (রাজশাহী) ৪৪-সলীমুদ্দীন (ঢাকা) ৪৫-গাযী ইসহাক (সোন্দাবাড়ী, বগুড়া, অমৃতসরে মারা যান) [৮১] ৪৬- গাযী ইসহাক (সপুরা কেন্দ্র, রাজশাহী) ৪৭-মক্কীযুদ্দীন (ঐ) ৪৮-গাযী মণীরুদ্দীন (ঐ) [৮২] ৪৯-মোলবী আবদুল করীম দুমকাবী

---

৭৮. ঐ পুত্র ও বর্তমান পীর আহমাদ আলী খান (৯৪), সাং-দুয়ারী, পোঃ ললিতগঞ্জ, পবা, রাজশাহী তাং ১১-১২-৮৭ ইং ।

৭৯. মৌঃ মোযাম্মেল হক (৬০), তাবলীগ সম্পাদক, বর্ধমান জেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছ, পঃ বঙ্গ । সাং-কুলসোনা পোঃ তালগ্রাম, বর্ধমান । তাং ১৭-১-৮৯ ইং ।

৮০. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), আগলা, জামিরা, রাজশাহী, তাং ১৩-১-৯১ ইং

৮১. মাওলানা আবদুল হাই আনোয়ারী (৬৯) সাং-শেরকোল, পোঃ নাছীরগঞ্জ, বাঘমারা, রাজশাহী । তাং ১৪-১২-৮৭ ইং ।

৮২. মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ (৬৭), মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ (৪৮) মরহুম সর্দারজী আনীসুর রহমানের স্ত্রী মোসাম্মাৎ জাহানারা বেগম (৬০) সর্বসাকিন - সপুরা মিয়াঁপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী । তাং ৬-৩-৮৯ ইং ।

(সোন্দাবাড়ী কেন্দ্র, বগুড়া) ৫০-ওবায়দুল্লাহ (মোস্তাইল, বগুড়া) ৫১-শরীয়তুল্লাহ (মুরিয়া, গাবতলী, বগুড়া) ৫২-শামসুর রহমান সরকার (সোন্দাবাড়ী) ৫৩-এনায়েতুল্লাহ (ঐ) ৫৪-হাজী ইসমাঈল হোসাইন (ঐ) ৫৫-আযীযুর রহমান (ঐ) ৫৬-আলে মামুদ (ঐ) ৫৭-সিরাজ সরকার (ঐ) ৪৮ হ'তে ৫৬ পর্যন্ত সকলে সোন্দাবাড়ী মুজাহিদ কবরস্থানে সমাহিত আছেন। ৫৮-ফকীর মামুদ - শহীদ (সোন্দাবাড়ী) ৫৯-বেলাল গাযী (কোটাবাড়িয়া) ইনি আমীর নেয়ামাতুল্লাহ্ (১৯১৫-১৯২১) শহীদ-এর দেহরক্ষী ছিলেন।[৮৩] ৬০-আইউব গাযী (পাল্লার পাড়, দুপচাচিয়া, বগুড়া) ৬১-কসীমুদ্দীন (দুর্গাহাটা, গাবতলী, বগুড়া)[৮৪] ৬২-মরহুম ইবরাহীম আখুন্দের বাপ (কুপতলা, বর্তমানে ঘাঘোয়া মন্ডলপাড়া, গাইবান্ধা। ইনি তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার লড়াইয়ে (১৯শে নভেম্বর ১৮৩১) যোগদান করেন। যুদ্ধে পরা জুতা তথ্যদাতা দেখেছেন)[৮৫] ৬৩-গাযী মাওলানা মানছুরুর রহমান ঢাকাতী (বংশাল, ঢাকা)[৮৬]

৬৪-আবদুল হামীদ (দোলেশ্বর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা) ৬৫-আবদুল লতীফ (ঐ) ৫৬-ছাদেক গাযী (ঐ)[৮৭] ৬৭-গাযী মাখদুম হোসায়েন ওরফে মার্জুম হোসেন (ভালুকা চাঁদপুর পোঃ ঐ, সাতক্ষীরা। তিনবার ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে শিয়ালকোট জেল থেকে মুক্তি দেন। শেষ সম্বল বড় তামার বদনাটি নিয়ে দিশাহীন যাত্রাপথে একসময় তিনি সাতক্ষীরায় এসে উপনীত হন। বদনাটি এখনও আছে। তাঁর তাবলীগ ও কেরামতে মুগ্ধ হ'য়ে

---

৮৩. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), আগলা, জামিরা, রাজশাহী তাং ১৩-১-৯১ ইং, মুনশী খলীলুর রহমান (৮২) বাইগুনী, গাবতলী, বগুড়া। তাং ২৬-১১-৮৮ ইং শেষোক্ত জনের মতে ইনি আমীর রহমাতুল্লাহ ও বরকতুল্লাহ্র দেহরক্ষী ছিলেন।

৮৪. ৪৮ নং হ'তে ৬০ নং পর্যন্ত তথ্য - আনছারুর রহমান সরকার (৮০) সর্দার জামা'আতে মুজাহেদীন, বগুড়া। সাং-সোন্দাবাড়ী, পোঃ গাবতলী, বগুড়া। আমীর বরকতুল্লাহ প্রদত্ত 'খেলাফতনামা' এনার নিকটে আছে। তাং ২৬-১১-৮৯ ইং।

৮৫. মাওলানা আবদুর রহমান (৮২) সাং ও পোঃ কুপতলা, গাইবান্ধা। তাং ২৪-১১-৮৯ ইং

৮৬. ঐ পৌত্র — আবদুল মান্নান আনছারী (৫৬) ৮৯, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১।

৮৭. মুহাম্মাদ দীন ইসলাম (৫৬), বযলুল করীম (৭৫), হেদায়েতুল্লা চৌধুরী (৫৫), সর্ব-সাকিন ঃ দোলেশ্বর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। তাং ১৮-১১-৮৮ ইং

এতদঞ্চলে বহু লোক আহলেহাদীছ হয়ে যায়) ৬৮-ইদু সরদার (শ্রীউলা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা)[৮৮] ৬৯-নামদার বিশ্বাস (বাটরা, সাতক্ষীরা)[৮৯] ৭০-গাযী মাওলানা আশেকুল্লাহ (ধানীখোলা কেন্দ্র, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। বালাকোট যুদ্ধে (৬ই মে ১৮৩১) যোগদান করেন ও যখমী হন। প্রায় ত্রিশ বছর পরে বাড়ী ফিরলেও মৃত্যুর আগপর্যন্ত নযরবন্দী থাকতে হয়েছে ও সপ্তাহে একদিন থানায় হাযিরা দিতে হয়েছে। ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদের দাদার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন)[৯০] ৭১-তুফানু আখন্দ (ছাবিলাপুর, মেলান্দহ, জামালপুর) ৭২-গাযী আলহাজ্জ আবদুল খালেক (ইকবালপুর, জামালপুর)[৯১] ৭৩-মোজাহেদ মৌলবী (কচুয়া, জলঢাকা, নীলফামারী) ৭৪-নূর মৌলবী (ঐ পুত্র, মাসুদ খালী, নওহাটা, রাজশাহী) ৭৫-সুলায়মান গাযী (মাগুরা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী)[৯২] ৭৬-আইয়ুব গাযী (ঐ) ৭৭-তাহেরুদ্দীন (কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী)[৯৩] ৭৮- মঈনুদ্দীন (পচাপুকুর ঐ) ৭৯-কেরামত আলী (ঐ) ৮০-মাওলানা হাসান আলী (ঐ) ৮১-শুকরুল্লাহ গাযী(সোনাতলা,

) ৮২-আবদুল হালীম (বাগদাফরম, গাইবান্ধা) ৮৩-যহীরুদ্দীন (বোনারপাড়া,

---

৮৮. ঐ প্রপৌত্র - মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন (৬০) সাং-ভালুকা চাঁদপুর পোঃ ঐ, সাতক্ষীরা তাং ২২-১২-৮৯ ইং

৮৯. ঐ পৌত্র - মুহাম্মাদ আলী বিশ্বাস (৭৭), বাটরা দক্ষিনপাড়া পোঃ ধানদিয়া, সাতক্ষীরা, তাং ২৩-১২-৮৯ ইং।

৯০. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার ১ম মুদ্রণ জুলাই ১৯৬৮) পৃঃ ৩।

৯১. মাওলানা আবদুল মজীদ ছাবিলাপুরী (৭৬) সাং ছাবিলাপুর, পোঃ বেলতৈল বাজার জেলা-জামালপুর। তাং ৩১-১২-৯০ ইং।

৯২. ঐ পুত্র - মৌঃ রহমতুল্লাহ শেখ (৭৮), সাং-সরনজাই কাযীপাড়া, পোঃ সরনজাই,আনোর, রাজশাহী তাং ১৩-৫-৯০ ইং, মুহাম্মাদ মোযাম্মেল হোসেন (৬৬) সাং-মৌজা ষোলমারি পোঃ কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী। তাং ৮-২-৯০ ইং।

৯৩. প্রাগুক্ত, শেষোক্তজন।

গাইবান্ধা) [৯৪] ৮৪-মীরজান কাযী — শহীদ (কুমারখালী, কুষ্টিয়া। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর জেলে তাকে পিক দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। [৯৫] ৮৫-মাওলানা আবদুল আলী (বোয়াল-কান্দি চর, পাবনা) ৮৬-মাওলানা আবদুল কাদের (স্থলচর, পাবনা) [৯৬] ৮৭-মাওলানা আবদুস সাত্তার (হালুয়াকান্দি, সিরাজগঞ্জ) ৮৮-গাযী আবদুল লতীফ (গোলপুকুর পাড়, ময়মনসিংহ) ৮৯-গাযী নুর মুহাম্মাদ (দক্ষিণ পলাশবাড়ী, দিনাজপুর, আসমাস্রে মৃত) ৯০-গাযী আবদুল হাকীম (ঐ) [৯৭] ৯১-গাযী আবদুল জাব্বার (পাঁচগাছিয়া, কাকনহাট, রাজশাহী ইনি ৬০,০০০ হাজার টাকা নিয়ে আসমাস্রে যান - যার বেশীর ভাগই নিজের টাকা। আসমাস্রেই মারা যান। তথ্যদাতা তাঁর কবর যেয়ারত করে এসেছেন। ৯২-কারামাতুল্লাহ (পচাপুকুর, জলঢাকা, নীলফামারী) ৯৩-গাযী মাওলানা হাসান আলী (শাহজাহানপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। জাফর থানেশ্বরী রচিত 'তাওয়ারীখে আজীবাহ'-এর অনুবাদ 'কালাপানি বন্দীদের ইতিহাস' লেখক। ১৯৭৯ সালে মারা যান। কামারখন্দ এলাকার চরদশশিকা, চর বর্ধুল ও হালুয়াকান্দিকে কেন্দ্র করে এখানে ১৯ (উনিশ) জন গাযী বাস করতেন। হালুয়াকান্দির শাহবাজপুর পাড়ার ঝাবু গাযী তাদের নেতা ছিলেন। এই খবর গাযী মাওলানা হাসান আলী অত্র তথ্যদাতাকে দিয়েছিলেন)। ৯৪-গাযী আবদুস সোবহান (খাজিরাগাতি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী) ৯৫-আবদুর রশীদ - শহীদ (যশোর। ইনি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিদ্রুপকারী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীতে হত্যা করেন ও পরে অকপটে সত্য বলায় ফাঁসিতে শাহাদাত বরণ করেন) [৯৮] ৯৬-আলীমুদ্দীন - শহীদ (ঢাকা। ইনি 'রংগীলা রসুল'(লেখকের নামবিহীন) ব্যঙ্গ পুস্তকের প্রকাশক ও কোর্টে খালাসপ্রাপ্ত জনৈক রাজপালকে হত্যা করেন। [৯৯] পরে কলিকাতায় ফাঁসিতে শাহাদাত বরণ করেন। তথ্যদাতা 'ধরমপাল' বলেছেন। [১০০]

---

৯৪. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), সম্পাদক জামা'আতে মুজাহেদীন, বাংলাদেশ। আগলা, জামিরা, রাজশাহী। তাং ২৮-১১-৮৯ ইং।

৯৫. মাওলানা ফযলুর রহমান আল-আইয়ুবী (৫৬) সাং খয়েরমুতি পোঃ দোগাছি, পাবনা, মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম (৪৮) শালগাড়িয়া, পাবনা। তাং ১-১২-৮৯ ইং

৯৬. প্রাগুক্ত, প্রথমজন।

৯৭. ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য তাং ১৩-১-৯১ ইং

৯৮. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী (৬১), রাজশাহী। তাং ১৩-১-৯১ ইং(নিহতব্যক্তির নাম সঠিক কি না যাচাইসাপেক্ষ - লেখক)।

৯৯. আল-ইতিছাম, (উর্দু সাপ্তাহিক) লাহোর ঃ ৪০ বর্ষ ৩০ ও ৩১ সংখ্যা, ২২ ও ২৯শে জুলাই ১৯৮৮

১০০. মাওলানা আবদুল মতীন কাসেমী। তাং ১৩-১-৯১ ইং

৯৭-গাযী মাওলানা আশেকুল্লাহ (সাং-চানপুর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা) ৯৮-আবদুর রহমান (সাং কুরুইন, ঐ) ৯৯-মুহাম্মাদ ইয়াসীন (সাং জিরুইন, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা)[১০১] ১০০-মাওলানা কফীলুদ্দীন - শহীদ (এনার মেয়ের বংশধর এখনও আসমাসু এলাকায় বসবাস করছেন। সাং চর চাঁদপুর, পাবনা) ১০১-ইফাতুল্লাহ (চরভবানীপুর, পাবনা) ১০২-সিরাতুল্লাহ - শহীদ (ঐ ভাই) ১০৩- বাহাদুর গাযী (ঐ) ১০৪-কুরবান মন্ডল - শহীদ (ঐ ভাই) ১০৫-ঈমান আলী মালীথা (চর শানির দিয়ার, পাবনা) ১০৬-মাওলানা ইবরাহীম - শহীদ (ব্রজনাথপুর, পাবনা) ১০৭-গাযী মাওলানা সুলায়মান (ঐ ভাই, দুজনেই যোগ্য আলেম ছিলেন) ১০৮-ইসমাঈল কাবুলী (চর ভবানীপুর, পাবনা) ১০৯-আবদুর রশীদ ওরফে মধু মৌলবী (চর শানির দিয়ার। এখানে চর এলাকার আহলেহাদীছদেরকে অন্যেরা 'কাবুলী' ও 'ফারাযী' বলে। এখনও 'কাবুলীপাড়া' নাম চালু আছে)[১০২]। ১১০- গাযী মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন (দিনাজপুর। সাতক্ষীরার মরহুম ডাঃ কামরুল আনাম ছিদ্দীকীর পিতা)[১০৩] ১১১-মাওলানা আতাউল্লাহ (ময়মনসিংহ। বালাকোট যুদ্ধে (৬ই মে ১৮৩১) অংশ গ্রহণ করেন। চিনিরপটল, সাঘাটা, গাইবান্ধায় মৃত্যু।) দেহে ২১টি যখমের চিহ্ন ছিল। সর্বদা পুলিশী হুমকির মুখে থাকতে হত।[১০৪] ১১২-লাল মুহাম্মাদ - সম্ভবত : শহীদ (শিমুলবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা)[১০৫] ১১৩- মাওলানা ওয়াসেউর রহমান - শহীদ (বারকোনা, ঐ)[১০৬] ১১৪-মৌঃ শাফা'আতুল্লাহ আখন্দ - শহীদ (কালাইপাড়া, ঐ)[১০৭] ১১৫-সমীরুদ্দীন - শহীদ (ঝাড়াবর্ষা ঐ) ১১৬-যমীরুদ্দীন - শহীদ (ঐ ভাই) ১১৭-জামা'আতুল্লাহ - শহীদ (ঐ ভাই), উক্ত তিন শহীদের জীবদ্দশায় ৮০ বিঘা জমির ৪২ বিঘা ক্রমে ক্রমে

---

১০১. মাওলানা আবদুস সামাদ (৫৫) ও হাফেয মাওলানা আবদুল মতীন সালাফী (৪৯), সাং কোরপাই পোঃ নিমসার জেলা-কুমিল্লা। অধ্যক্ষ ও প্রভাষক কোরপাই আলিয়া মাদরাসা। তাং ৬-১২-৮৯ইং

১০২. মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী (৫৫) সাং আটুয়া পশ্চিমপাড়া, পাবনা। অধ্যক্ষ, মহিমাগঞ্জ টাইটেল মাদরাসা, গাইবান্ধা। তাং ১৩-১০-৮৯ ইং

১০৩. প্রাগুক্ত, টীকা।

১০৪. আবদুস সালাম আখন্দ (৫৫) সাং চিনিরপটল পোঃ ডাকবাংলা, সাঘাটা, গাইবান্ধা ও অন্যান্য মোট চারজন। তাং ১৩-১০-৮৯ ইং।

১০৫. ইনি ইমদাদুল হক বি,এস-সি (৪৮)-এর প্রপিতামহরে ভাই। প্রদর্শক, বোনারপাড়া মহাবিদ্যালয়, সাঘাটা, গাইবান্ধা ও অন্যান্য মোট পাঁচজন। তাং ১৩-১০-৮৯ ইং।

১০৬. মুহাম্মাদ রেয়াউল করীম (৩৫) মোংলাপাড়া পোঃ বারকোনা, গাইবান্ধা, প্রভাষক সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া। তাং ২২-১০-৮৯ ইং।

১০৭. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠার ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য

বিত্রিশ করে জিহাদ ফান্ডে দেওয়া হয়। পরে তাঁদের স্মরণে ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল বারী কাযী পুঁথি আকারে যে শোকগাথা রচনা করেন, তা মওজুদ আছে) ১১৮-গোলাম কাদের-এর বাপ (ঐ)[১০৮] ১১৯-আবদুল হালীম ওরফে শারফুল্লাহ (ধনারুহা পোঃ খামার ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা) ১২০-মৌঃ আবদুল হাকীম (ঐ ভাই) ১২১-ফহীমুদ্দীন মন্ডল (ঐ) ১২২-ছিদ্দীক হোসেনের বাপ (দোতিয়া ঐ) ১২৩-রঈসুদ্দীন মন্ডল (আমুরী, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। এই এলাকার আহলেহাদীছদেরকে 'গাড়া ফারাযী' 'মুহাম্মাদী', 'কাবুলী' ইত্যাদি বলা হ'ত)[১০৯]। ১২৪-সিরাজুদ্দীন - শহীদ (কর্ণপুর, বগুড়া) ১২৫-এনায়েত - শহীদ (বাইগুনী, বগুড়া) ১২৬-যমীরুদ্দীন - শহীদ (ঐ) ১২৭-তমীরুদ্দীন - শহীদ (ঐ) ১২৮-মোকাররম হোসেন - শহীদ (কর্ণপুর, বগুড়া) ১২৯-ছমিরুদ্দীন (বাইগুনী ঐ) ১৩০-যমীরুদ্দীন (পদ্মপাড়া ঐ) ১৩১-জেহাদ্দীন গাযী (তরফতাই-ঐ) ১৩২-নাছিরুদ্দীন - শহীদ (ঐ)।[১১০] ১৩৩-গাযী আবদুল জলীল (রামনগর, মুর্শিদাবাদ), ১৩৪-আবদুল বাকী সরকার (সচারপাড়া, বগুড়া)[১১১] ১৩৪- গাযী মাওঃ আবদুছ ছামাদ (চর ভবানীপুর, পাবনা) ১৩৫-আহমাদ আলী মন্ডল - শহীদ (ঐ) ১৩৬-মালু গাযী (আটুয়া, পাবনা) ১৩৭-নঈমুদ্দীন (কৃষ্ণপুর, ঐ) ১৩৮-মাওঃ আনীসুর রহমান (কাবুলীপাড়া, ঐ)।[১১২] ১৩৯- গাযী শেখ এনামুদ্দীন হক্কানী (শ্রীমন্ত এলাকা হতে হিজরত করে এদেশে আসেন। ১৩৩ বছর বয়সে ১৮৮৩ সালে মৃত্যু। সোনাহাটি, গাইবান্ধা। ✱

اولئك آبائى فجئنى بمثلهم ।।১।। جمعتنا يا جرير المجامع

---

১০৮. কাযী মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন (৭৪) পিতা মৃত আবদুল বারী কাযী, কাযী আযীযার রহমান (৬০), কাযী আমজাদ হোসায়েন(৩৪), সর্বসাকিন - ঝাড়াবর্ষা পোঃ ডাকবাংলা, সাঘাটা গাইবান্ধা। তাং ১৩-১০-৮৯ ইং।

১০৯. আবদুল হামীদ সরকার (৮০), নাযীর হোসায়েন (৫৭), লুৎফর রহমান আখন্দ ফারায়েযী (৫৮), সর্বাসাকিন ঃ ধনারুহা পোঃ খামার ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা। তাং ১৩-১০-৮৯ ইং।

১১০. মুনশী খলীলুর রহমান (৮২) সাং ও পোঃ বাইগুনি, গাবতলী, বগুড়া। তাঁর সুলিখিত ডায়েরী হ'তে। তাং ২৬-১১-৮৮ ইং।

১১১. মাওলানা আবদুস সোবহান (৪৮) সাং সিচারপাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া, বগুড়া। তাং ২-৮-৯১ ইং

১১২. মৌলবী ফযলুর রহমান আল-আইয়ুবী (৫৬), খয়েরসুতী, পোঃ দোগাছি, পাবনা। তাং ১-১২-৮৯ ইং।

✱ এই সূত্র শেখ মূসা হক্কানী (৫৬), ব্রীজ রোড, সাঘাটা, তাং ২৪-১১-৮৯ ইং; দেখ: সাপ্তাহিক নিদ্রা ১২শ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ২-১২-৮৬ ইং।

বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় উলামা

১। মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ (বাংলা ১২৬৬-১৩৫০ / ইং ১৮৫৯-১৯৪৩) :

মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ বিন যয়নুদ্দীন আনুমানিক বাংলা ১২৬৬ সালে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাঘমারা উপযেলাধীন চাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহারা হ'য়ে তিনি ইতিপূর্বে কুলসোনাতে বসতি স্থাপনকারী চাচা মাওলানা গাযী নাযীরুদ্দীন-এর নিকটে চলে আসেন ও ১২৭০ বাংলা সনে চাচার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় পড়াশুনা শুরু করেন। এরপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে দিল্লীর মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভীর মাদরাসায় ভর্তি হন। অতঃপর ভূপালে গিয়ে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের বিরাট পাঠাগারে দীর্ঘ দু'বছর নীরব গবেষণায় রত থাকেন। বাংলা ১৩১৪ সনে দেশে ফিরে কুলসোনা মাদরাসা ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীছরূপে শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর চাচার জামাতা হিসাবে বরিত হন। শিক্ষকতা গ্রহণের সাথে সাথে চারিদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দূর-দূরান্ত হতে বহু জ্ঞানপিপাসু ছাত্র তাঁর দরসগাহে হাযির হ'তে থাকে। এর মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উভয় বাংলায় তাঁর অসংখ্য ছাত্র বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন।[১১৩] ১৩৫০ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে মাদরাসার নাম রাখা হয় 'ফয়েযে নেয়ামত'। পরে মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে 'কল্যানঘর' নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। এখানেই মাওলানা ছাহেব-এর মূল্যবান লাইব্রেরী ছিল ও এখানেই তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতেন। বর্তমান পাকা ঘরবিশিষ্ট মাদরাসাটি তাঁর জামাতা মাওলানা সাদ ঈমানী কর্তৃক সম্ভবতঃ বাংলা ১৩৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার আধুনিক রূপ। ১৩২১ সালে 'বাংলা-আসাম আন্জুমানে আহলেহাদীস' গঠিত হ'লে তিনিই এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। রাফ্উল ইয়াদায়েন সম্পর্কিত 'ধোকাভঞ্জন' বইটিই তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।[১১৪]

---

১১৩. মোঃ মুনযির আলী : 'নদীয়া জেলায় আহলেহাদীস আন্দোলন' মাসিক আহলেহাদীস (কলিকাতা : ১ নং মারকুইস লেন, ১১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৯), পৃঃ ৭৬, মাওলানা আবদুর রউফ শামীম 'বীরভূম জেলায় আহলেহাদীস আন্দোলন' ঐ ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃঃ ৩৬৩।

১১৪. মাওলানা প্রণীত 'ধোকাভঞ্জন' বইয়ের ভূমিকা। প্রকাশক : বর্ধমান জেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস, ২য় সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪; মৌলবী মোযাম্মেল হক (৬০) সাং কুলসোনা পোঃ ভালগ্রাম, জেলা-বর্ধমান, পঃবঙ্গ, ভারত। তাং ১৭-১-৮৯ ইং।

২। মাওলানা আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২ খৃঃ)

পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার চন্দিপুর গ্রামে মাওলানা আব্বাস আলী বিন তামীযুদ্দীন বাংলা ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা আলিম ও বাগ্মী চাচা মাওলানা মনীরুদ্দীনের নিকটে আরবী, ফার্সী শিক্ষা করেন। অতঃপর বিভিন্ন মাদরাসায় পাঠ শেষে টাংগাইলের করটিয়া জমিদারবাড়ীর মাদরাসায় মাওলানা আবদুর রহমান কান্দাহারীর নিকটে দীর্ঘ ১৫ বৎসর যাবত শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষাশেষে ঐ মাদরাসাতেই ১৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তারপর স্বগ্রামে ফিরে দেশবাসীকে হেদায়াত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

মাওলানা আব্বাস আলীর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল লেখনীর ক্ষেত্রে। তাঁর রচিত 'মাসাইলে যরুরিয়া' বা দৈনন্দিন যরুরী মাসআলাসমূহ বইটি আহলেহাদীছদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। এতদুসীত তিনি শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে 'বারকুল মুওয়াহ্হেদীন' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। পাটনার দানশীল হাজী আবদুল্লাহ্ যখন কলিকাতার নুর আলী লেনে 'আলতাফী প্রেস' কায়েম করেন, তখন তিনি নিজের উক্ত দুটি বই ছাড়াও চাচাজী লিখিত অত্যন্ত জনপ্রিয় 'মনীরুল খোদা' কাব্যপুস্তকটি উক্ত প্রেস হ'তে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী জোশ আনয়নের জন্য তিনি সিরিয়া, ইরাক ও মিসর বিজয়ের উপরে তিনখানি পুস্তক ও জুম'আর খুৎবা পুস্তক প্রনয়ন করেন। এসময় সারা বাংলায় মুসলমানদের জন্য 'মোসলেম হিতৈষী' ও 'মিহির সুধাকর' নামে মাত্র দু'টি পত্রিকা (মাসিক) ছিল। সম্ভবতঃ হাজী আবদুল্লাহ্র সহযোগিতায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি 'মোহাম্মাদী' নামে দু'পাতার একটি পত্রিকা প্রথমে মাসিক ও সাপ্তাহিক আকারে বের করেন। অতঃপর মাওলানা আকরম খাঁকে উক্ত পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। এরপর মাওলানা আব্বাস আলী পবিত্র কুরআনের টীকাসহ পূর্ণাংগ তরজমা সমাপ্ত করেন। বাংলাভাষায় মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কুরআনের প্রথম পূর্ণাংগ অনুবাদক। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি নিজ গ্রামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে

তিনি বহু জনহিতকর কাজ সম্পাদন করেন।[১১৫] এজন্য তাকে জনৈক হিন্দু জমিদারপুত্রের বন্দুকের গুলির সম্মুখীন হতে হয়। এইভাবে শিক্ষকতা, লেখনী, পত্রিকা প্রকাশনা, কুরআনের তরজমা প্রকাশ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, তাবলীগী জালসা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তিনি বাংলা অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

৩। মাওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৮ খৃঃ)

আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা এনায়েত আলী ছাদেকপুরী (১২০৭-১২৪৬ হিঃ / ১৭৯২-১৮৩১ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হাকিমপুর কেন্দ্রে অন্যতম প্রধান সহযোগী হাজী মুকীযুদ্দীন খাঁর দৌহিত্র এবং মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০ হিঃ / ১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) কৃতি ছাত্র গাযী মাওলানা আবদুল বারী খাঁর পুত্র মাওলানা আকরম খাঁ বাংলা ১২৭৫ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ১৮৬৯ সালের ৭ই জুন সুগ্রাম হাকিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[১১৬] এগারো বৎসর বয়সে একই দিনে মাতাপিতাকে হারিয়ে তিনি নানার কাছে মানুষ হন। জিহাদী রক্তের উত্তরাধিকারী মাওলানা আকরম খাঁ কলিকাতা মাদরাসা আলিয়ায় লিখাপড়া শেষে মুসলমানদের জাতীয় অগ্রগতি ও পুনর্জাগরণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এইসময় তিনি কলিকাতা তাঁতীবাগের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও 'মোহাম্মাদী' পত্রিকার মালিক হাজী আবদুল্লাহ্র (জন্ম - পাটনা ঃ ১৮৪০ খৃঃ, মৃত্যু-১৯২০) নযরে পড়েন

---

১১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃঃ ৬৩০-৩১, হাজী আবদুল্লাহ লাইব্রেরী স্মরণিকা (১৮৮২-১৯৮২), ২৬-এ নূর আলী লেন, তাঁতীবাগ, কলিকাতা-৭০০০১৪ অবলম্বনে।

১১৬. অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ 'বাঙালী মুসলমানদের রাজনৈতিক জনক' বিশেষ সংখ্যা, দৈনিক আজাদ (ঢাকা ঃ ১লা ভাদ্র ১৩৭৬, ১৮ই আগষ্ট ১৯৬৯)।

ও আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচারের জন্য তাঁর হাতেই তিনি পত্রিকার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন ।[১১৭] মাওলানা আকরম খাঁর জন্য এটা ছিল একটি অমূল্য সুযোগ । তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পান ও অচিরে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন । যদি তাঁর সম্পাদনার প্রথম তিন বছর 'মোহাম্মাদী' সত্যিকার অর্থেই মোহাম্মাদী

---

১১৭. ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ 'আকরম খাঁ, মোহাম্মদ', ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬) ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৫ ; উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, কুষ্টিয়াবাসী আবদুল্লাহ নামক জনৈক বিদ্যোৎসাহী কলিকাতায় 'মোহাম্মদী' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । কিছুকাল পর তাহা বন্ধ হইয়া যায় । আকরম খাঁর চেষ্টায় পত্রিকাটি ১৯১০ সালে (বাংলা ১৩১৭) পুনঃপ্রকাশিত হয় ।' একই বিশ্বকোষে আব্বাস আলী মাওলানা প্রবন্ধে স.ই.বি. বলেন, 'মুসলিম সমাজের এই বিরাট অভাব দুরীকরনার্থে তিনি (আব্বাস আলী) 'মোহাম্মদী' নামক দুইপাতা বিশিষ্ট একটি মাসিক পত্রিকা উক্ত প্রেস (আলতাফী প্রেস) হইতে প্রকাশ করিতে থাকেন । কিছুদিন পর উহাকে সাপ্তাহিক পরিণত করেন এবং .... মাওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁকে উহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন ।' — ঐ পৃঃ ৬৩০ , ওদিকে হাজী আব্দুল্লাহ লাইব্রেরীর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় বলা হচ্ছে হাজী ছাহেব (জন্মঃ পাটনা শহরে ১৮৪০) উক্ত প্রেস ও সাপ্তাহিক মোহাম্মদী মাওলানা আকরম খাঁর'হাওয়ালা' করে দেন । হাজী ছাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুর রহমান (৬০) বলেন, তাঁর আব্বা প্রেস ও পত্রিকা আকরম খাঁকে 'হাদিয়া' হিসাবে প্রদান করেন (তাং ১৫-১-৮৯ ইং) । বিশ্বকোষ প্রবন্ধকার বলছেন ঘটনাটি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের, তর্জমানুল হাদীছ (ঢাকা, ১৫ শ বর্ষ ১ম সংখ্যা) -এর নিবন্ধকার মোহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ বলছেন ১৯০১ সালের (ঐ পৃঃ ৪৩), মাসিক আহলেহাদিস (কলিকাতা ঃ ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩২৩/১৯১৬ খৃঃ)-এর বক্তব্য (ঐ পৃঃ ৪৭) বুঝা যায় যে, আকরম খাঁর সম্পাদনা শুরু হয়েছিল বাংলা ১৩১০ বা ১৯০৩ সালে । এখানে হাজী আবদুল্লাহ স্মরণিকা (১৮৮২-১৯৮২) ২৬-এ, নুর আলী লেন, কলিকাতা ৭০০০১৪) ও আহলেহাদিস পত্রিকার বক্তব্যই সঠিক বলে অনুমিত হয় ।

জামা'আতের ও তাদের আদর্শের যথার্থ নকীব ছিল। কিন্তু পরে 'মোহাম্মদী' তার নামটুকু ছাড়া আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি।[১১৮] এইভাবে সাংবাদিকতার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনের শুভ সূচনা থেকেই মাওলানা আকরম খাঁর শতবর্ষব্যাপি দীর্ঘ জীবনের পথপরিক্রমা শুরু হয় এবং একে একে মাসিক ও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' (সম্ভবতঃ ১৯০৩ সাল হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত) ২-মাসিক আল-এসলাম (প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে ১৯১৪-১৯ খৃঃ) ৩-উর্দু দৈনিক যামানা (১৯২০-২৪) ৪-বাংলা দৈনিক সেবক (১৯২১-২২) ৫-দৈনিক আজাদ (১৯৩৬ হ'তে অদ্যাবধি) ৬-ইংরেজী দিকমরেড (১৯৪৬) প্রকাশ ও সম্পাদনার মাধ্যমে পরবর্তীতে অসংখ্য মুসলিম সাংবাদিক প্রতিভার আশ্রয়স্থল ও মুরব্বী হিসাবে যথার্থভাবেই বাংলায় 'মুসলিম সাংবাদিকতার জনক'রূপে আখ্যায়িত হবার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর 'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ' মুসলিম পুনর্জাগরণে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে দিশারীর ভূমিকা পালন করে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন হ'তে ১৯৬২ সালের ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৬ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে তিনি সর্বদা কর্মধারের ভূমিকা পালন করেছেন, কিন্তু কোনদিন কোন সরকারী পদ গ্রহণ করেননি।

সাংবাদিকতা, রাজনীতি ও জেল-যুলমের মধ্যেও মাওলানা অনেকগুলি গবেষণাধর্মী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাফসীরুল কুরআন, মোস্তফা চরিত, মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, উম্মুল কোরআন, কাব্যে আমপারার তাফসীর, সমস্যা ও সমাধান, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি বইগুলি তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও গভীর পাণ্ডিত্যের বাস্তব দলীল।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদান বিচার করলে প্রথম জীবনে তিনি এ আন্দোলনের জন্য যে 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে মসীযুদ্ধ ও বিভিন্ন বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তর্কযুদ্ধ চালিয়েছেন। বাংলা ১৩১৮ সালে তিনি এমনি এক বাহাছে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার ঝাউডাঙ্গায় আসেন ও প্রতিপক্ষের হানাফী আলেম মাওলানা রূহুল আমীনকে পরাজিত করেন।[১১৯]

---

১১৮. মাসিক আহলে হাদিস (কলিকাতাঃ ১ নং মারকুইস লেন, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা মাঘ ১৩২৩/১৯১৬ খৃঃ) পৃঃ ২৩০।

১১৯. মোহাম্মাদ মতিউর রহমান তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া (এম আব্দুল্লাহ সাং ও গোঃ ঘোনা, সাতক্ষীরা, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭) ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৮।

পরবর্তীতে আন্দোলনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আহলেহাদীছ রক্তের উত্তরাধিকার তাঁকে যোগ্য মুহাক্কিক বানিয়েছিল, যা তাঁর লেখনীর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। অন্ধ রেওয়াজপূজা, পীরপূজা, গোরপূজা, মাযহাবী ফের্কাবন্দী, যাবতীয় খৃষ্টানী ও হিন্দুয়ানী রসম-রেওয়াজ – যা মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছিল, সেসবের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও আপোষহীন বাক্যুদ্ধ ছিল ক্ষমাহীন ও দুর্বার। বাংলাদেশের খ্যাতিমান হানাফী পন্ডিত দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ বলেন — 'কেবল অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেই নয় — তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা ধর্মের অনুশাসনের ক্ষেত্রে চার ইমামের মাযহাবকে শেষ ব্যাখ্যা মনে করে তাকলীদের দ্বার চিরতরে অবরুদ্ধ ভেবে এক্ষেত্রে টুঁ শব্দটি করার স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছিলনা। তাই প্রথমে গোড়ার দিকে সংস্কার করার বাসনায় তিনি (আকরম খাঁ) হাদীছ শাস্ত্র ঘেটে মাল-মসলা সংগ্রহ করে প্রমান করতে চেষ্টা করেন যে, কোরআন ও হাদীছের সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা সকল মুসলমানের রয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী। এদেরই চেষ্টায় এ অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশেষভাবে ফলে ওঠে।'[১২০]

১৯৬৮ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে মাওলানা ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে সরকারী জাতীয় কবরস্থান বাদ দিয়ে তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী বংশাল মালিবাগ আহলেহাদীছ গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

৪। মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী (১৩১৮-১৩৮০/১৯০০-১৯৬০ খৃঃ)

বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলাধীন পার্বতীপুর সদর উপজেলার নিকটবর্তী 'বস্তীর আড়া' বা (পরবর্তী নাম) 'নূরুল হুদা' গ্রামে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা আবদুল হাদী মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০ / ১৮০৫-১৯০২)-এর ছাত্র ছিলেন। মায়ের দিক দিয়ে প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর

১২০: দৈনিক আজাদ বিশেষ সংখ্যা ১৮ই আগষ্ট ১৯৬৯ নিবন্ধঃ 'বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক জনক'।

দিকে সম্পর্কিত হওয়ার ধারনা থেকে মাওলানা কাফী নিজের নামের শেষে 'আল-কুরায়শী' লিখতেন ।

মাত্র ৬ বছর বয়সে পিতৃহারা আবদুল্লাহেল কাফী গ্রামে ও রংপুরের হাইস্কুলে লেখাপড়া শেষে কলিকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে বি.এ পাঠরত অবস্থায় বৃটিশবিরোধী 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দেন ও ছাত্রজীবনের সমাপ্তি টানেন ।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (১৮৮০-১৯৫৮) আল-হেলাল (১৯১২-১৪ খৃঃ) ও পরে আল-বালাগ (১৯১৫-১৬ খৃঃ) পত্রিকায় যোগ দেন । অতঃপর ১৯২১ সালে মাওলানা আকরম খাঁ-র উর্দু দৈনিক যামানার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন । ১৯২৪ সালে নিজ সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী' বের করেন যা প্রায় তিন বছর চলে । ১৯৪৯ সালে পাবনা হ'তে উচ্চাংগের মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীছ' প্রকাশ করেন যা তাঁর মৃত্যুর পরেও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জারি ছিল । ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর ঢাকা হ'তে নিজ সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'আরাফাত' প্রকাশ করেন, যা বর্তমানে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের একমাত্র মুখপত্র হিসাবে চালু আছে । রাজনৈতিক জীবনে মাওলানা কাফী ১৯১৯ সালে 'খেলাফত আন্দোলনে' যোগ দেন । ১৯২২ সালে 'জমঈয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালার সহ-সম্পাদক হন । ১৯২৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯২ -১৯৬৩) 'ইন্ডেপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি'র সেক্রেটারী হন । ১৯৩০ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট পার্টি' এবং ১৯৩৫ সালে এ,কে, ফযলুল হকের 'কৃষক-প্রজা পার্টি'তে সক্রিয় কর্মী হিসাবে যোগদান করেন । সুভাসচন্দ্র বসু'র সাথেও তিনি কাজ করেছেন বলে জানা যায় । ১৯২৮-২৯ সালে এক বছর ও ১৯৩১-৩২ সালে ছয়মাস তিনি কলিকাতায় কারাবন্দী জীবন অতিবাহিত করেন । দু'বারই তিনি দিনাজপুরে গ্রেফতার হন ।

১৯৪২ সালে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি হ'তে অবসর গ্রহণ করেন । এজন্য তাঁর দুরারোগ্য পিত্তশূল ব্যধি দায়ী ছিল কি না বলা মুশকিল । তবে রাজনীতি চিন্তা হ'তে তিনি কখনোই দূরে ছিলেন না । এমনকি ১৯৬০ সালে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হাত থেকে কলম খসে না পড়া পর্যন্ত তিনি পাক-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত শাসনতন্ত্র কমিশনের ৪০টি প্রশ্নের ৩৮টির জওয়াব লিখে শেষ করেন ।

জীবনে দুই-তৃতীয়াংশ সময় সক্রিয় রাজনীতির ডামাডোলে ব্যস্ত থাকলেও রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। বরং এটা বলাই হয়ত সংগত হবে যে, প্রচলিত রাজনীতিকে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাবী অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন এবং সকল ইসলামী দলকে একটি শক্তিশালী 'ইসলামী ফ্রন্টে' ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ইসলামবিরোধীদের সঙ্গে 'জেহাদে' অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বাংলা ও আসামের আহলেহাদীছ অধ্যুষিত বিরাট জনপদকে একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি চেষ্টিত হন। এতদুদ্দেশ্যে রংপুরের হারাগাছে ১৯৪৬ সালে তাঁর উদ্যোগে বিরাট আহলেহাদীছ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তাঁকে সভাপতি করে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ' গঠিত হয়। দেশবিভাগের পর বর্তমানে তা 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত। তিনি আমৃত্যু এই এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডক্টর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল বারী সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মাওলানা কাফী সর্বদা আহলেহাদীছ জামা'আতকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। সর্বত্র জামা'আতী দ্বন্দ্বের নিরসনে আন্তরিকভাবে চেষ্টা নিতেন। কোথাও কয়েকটি মসজিদকে একটি মসজিদে[১২১] পরিণত করতেন, কোথাও ঈদগাহের গন্ডগোল মিটাতেন।[১২২] কোথাও দীনী মাদরাসা কায়েম করতেন,[১২৩] কোথাও গ্রাম্য কোন্দল মিটাতেন।[১২৪] এইভাবে তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে

---

১২১. জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপযেলাধীন তারতাপাড়া প্রাচীন জামে মসজিদ সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করেন, যার ফলে প্রায় ১৫ বৎসর পরে তিনটি মসজিদ একটি জামে মসজিদে পরিণত হয়।- তাং ১১ই জানুয়ারী ১৯৩২।

১২২. মুর্শিদাবাদ জেলার জংগীপুরে ঈদের মাঠ নিয়ে অনুরূপ একটি ঝগড়া হয়। তিনি সেখানে গিয়ে গরুর গাড়ি উল্টিয়ে দারুন আঘাত পান।

১২৩. যেমন জামালপুর জেলার বালিজুড়ী এস,এম সিনিয়ার মাদরাসা এবং সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কামারখন্দ টাইটেল মাদরাসা। (দুইটি সম্ভবতঃ ১৯২৮ সালে) এবং ঢাকায় ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুল হাদীছ'।

১২৪. মাদারগঞ্জ মোহাম্মাদী জামা'আতের সর্দারী নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে বাংলা ১৩৩২ মোতাবেক ১৯২৫ সালে (স্বাক্ষরে তারিখ নেই) তিনি সেখানে গিয়ে গন্ডগোল মীমাংসা করেন ও 'মাদারগঞ্জ মোহাম্মদী জামাতের পরিচালন ব্যবস্থা' নামে ১৫ দফা সম্বলিত সুহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত শালিশনামা প্রণয়ন করেন (পরিশিষ্টে ফটোকপি প্রদত্ত হ'ল)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন গতিলাভ করে। বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলকে ১৯৫৬ সালে পাবনায় আহ্বান করে ও জমঈয়তের উদ্যোগে সফলভাবে 'ইছলামী ফ্রন্ট সম্মেলন'[১২৫] অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনগুলির পাশাপাশি একটি সর্বস্বীকৃত চলমান আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিরাটসংখ্যক আহলেহাদীছ জনগোষ্ঠীকে জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর মাধ্যমে একটি জাতীয়ভিত্তিক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অন্যতম প্রধান অবদান হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

অপূর্ব বাগ্মীতা ও পান্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৪৯ হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যুগটি ছিল মাওলানার সাহিত্য সাধনার স্বর্ণযুগ। এছাড়াও ১৯১৫ সাল হ'তে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বের হয়। এজন্য মৃত্যুর পূর্বে ১৯৫৯ সালে তিনি বাংলা একাডেমী কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হন। এযাবত তাঁর প্রকাশিত বই ও পুস্তিকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ খানা এবং অপ্রকাশিত পান্ডুলিপির সংখ্যা ৩১। তন্মধ্যে আরবীভাষায় ১২ খানা, উর্দু ভাষায় ১২ খানা, বাংলায় ৬ খানা ও ইংরেজী ১ খানা।

দীন ও জাতির খিদমতে নিবেদিতপ্রাণ চিরকুমার মাওলানা কাফী ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন তারিখে ঢাকায় জমঈয়ত অফিসে স্বীয় কর্মস্থলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১২৬]

উপরোক্ত আলেমগণ ব্যতিত লেখনী, বাগ্মিতা, শিক্ষকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিগত ও বর্তমানের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম-এর নাম অনুল্লেখিত রইল, যাঁদের অবদানে বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন বর্তমান অবস্থায় বিকাশ লাভ করেছে।

---

১২৫. ৬ই জানুয়ারী। — দৈনিক আজাদ ৮ই জানুয়ারী'৫৬ ১ম পৃঃ ৩য় কলাম।

১২৬. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৯৯— ৬০০, মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (ঢাকাঃ ১৯৮৩) এবং মাওলানা কাফী স্মরণে 'আরাফাত' বিশেষ সংখ্যা ২রা জুলাই ১৯৬২ অবলম্বনে এবং নিজস্ব সংগ্রহ থেকে লিখিত।

বাংলাদেশে আহলেহাদীছ
একনযরে

১। জনসংখ্যা : আনুমানিক দেড়কোটি । সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত জেলা : বৃহত্তর রাজশাহী ।

২। মসজিদসমূহ :-

ঢাকা মহানগরী : ১টি - (যাত্রাবাড়ী, মুহাম্মাদপুর ও মীরপুরসহ) বংশাল জামে মসজিদ হ'ল কেন্দ্রীয় মসজিদ ।

চট্টগ্রাম মহানগরী : ১টি - (ঝাউতলা, পাহাড়তলী)

খুলনা মহানগরী : ৯ টি - (৬৯, আপার খানজাহান আলী রোড- এ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ অবস্থিত ।

রাজশাহী মহানগরী : ১১টি - (রাণীবাজার ও হাতেমখাঁ সবচেয়ে বড় মসজিদ) এতদ্ব্যতীত দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, যশোর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি জেলা শহরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রয়েছে ।

৩। মাদরাসা :-

১ - আহলেহাদীছ পরিচালিত সরকারী নেছাব অনুসরনকারী আলিয়া কামিল মাদরাসার সংখ্যা - ৪টি । ১-মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা, ২-আরামনগর জামালপুর, ৩-কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ৪-হেফযুল উলুম, চাপাই নবাবগঞ্জ ।

খ - নিজস্ব সিলেবাস অনুসরনকারী ইসলামিয়া মাদরাসার সর্বাধিক সংখ্যা (৪০-এর অধিক) হ'ল বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় । সবচেয়ে বড় মাদরাসা হ'ল ঢাকায় ৭৮ নং উত্তর যাত্রাবাড়ীতে । এতদ্ব্যতীত রাজশাহী খুলনা, রংপুর জেলা শহরগুলিতে বড় বড় মাদরাসা রয়েছে ।

৪। পত্রিকা :-

সাপ্তাহিক : আরাফাত (৯৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা - ১)
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের মুখপাত্র ।

মাসিক : সালাফী (২০, বংশাল রোড, ঢাকা,) সম্প্রতি প্রকাশিত।

অনিয়মিত : দাওয়াতে ইসলাম (১৯৮ হাবীব মার্কেট দোতলা) ।
আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলামের মুখপত্র ।

অনিয়মিত : তাওহীদের ডাক (মাদরাসা মার্কেট, ৩য় তলা, রাণীবাজার, রাজশাহী)
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের মুখপত্র ।

৫। প্রেস :-

১- আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের নিজস্ব প্রেস ।

২- তাবলীগে ইসলাম প্রেস, ১৭৯ বংশাল রোড, ঢাকা
আহলেহাদীস তাবলীগে ইসলামের নিজস্ব প্রেস ।

৬। অধুনালুপ্ত জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহ :-

১-হাকিমপুর (উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) মাওলানা এনায়েত আলী ($\frac{১২০৭-১২৭৪}{১৭৯২-১৮৫৮}$) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ২-নারায়নপুর (চোপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, বাংলাদেশ) সম্ভবতঃ ১৮৪০ সালের পরে রফী মন্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । একসময় জেহাদের জন্য বাংলা অঞ্চলের প্রধান লোক ও রসদ সরবরাহ কেন্দ্র ছিল । ৩-দিলালপুর (ছাহেবগঞ্জ, বিহার, ভারত) রফী মন্ডলের খলীফা ইবরাহীম মন্ডলজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ৪-কুলসোনা (বর্ধমান, পঃ বঙ্গ) রাজশাহীর গাযী মাওলানা নাযীরুদ্দীন ও ভাতিজা মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ৫- সপুরা (রাজশাহী) এনায়েত আলীর মুরীদ আলহাজ ঝাবু সরদার ও ঝাগু সরদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ৬-দুয়ারী (রাজশাহী) -

কুমিল্লার গাযী মাওলানা আকরাম আলী খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ৭-জামীরা (রাজশাহী) : মাওলানা আব্দুল্লাহ ঝাউ এলাহাবাদীর খলীফা মাওলানা কারামাতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ৮-সোন্দাবাড়ী (বগুড়া) : দিলালপুর কেন্দ্রের গাযী আবদুল করীম দুমকাবী কর্তৃক প্রথমে পার্শ্ববর্তী মেঘাগাছা সরকারবাড়ী জামে মসজিদে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় । বর্তমান মাদরাসার পার্শ্বেই মুজাহিদ গোরস্থান আছে । ৯-শিমুলবাড়ী (গাইবান্ধা, রংপুর), জনৈক হযরত ওরফে 'হজ' সাহেব ও তাঁর পুত্র হাজী আবদুস সোবহান এই কেন্দ্র গড়ে তোলেন ।

এসব কেন্দ্র ব্যতিত দেশের যে সব এলাকা জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাহায্যকারী হিসাবে পরিচিত ছিল এমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও এলাকাসমূহের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান । ১-মাওলানা মানসুরুর রহমান, হাজী বদরুদ্দীন, বংশাল, ঢাকা । ২-দোলেশ্বর, ঢাকা । ৩-ওয়াহেদ আলী মুনশী, বেরাইদ, ঢাকা । ৪-রাণীপুরা, বেলদী, ঢাকা । ৫-কারাজীকান্দা, নারায়ণগঞ্জ । ৬-পাচরুখী এলাকা, নরসিংদী । ৭-মাওলানা মহিউদ্দীন, দেলদুয়ার, টাংগাইল । ৮-গোলপুকুর পাড়, ময়মনসিংহ । ৯-গাযী আশেকুল্লাহ, ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ । ১০-মাওলানা এলাহী বখশ ও মিয়াঁ ছাহেবের পাঁচজন ছাত্র - সম্ভবতঃ প্রায় সমগ্র জামালপুর জেলা । ১১-মাওলানা তাহের সিলেটী, মওঃ মীযানুর রহমান প্রমুখ - লাখাই, সিলেট । ১২-মাওলানা জসীমুদ্দীন-ভাদুরীর চর, গোপালপুর, টাংগাইল । ১৩-মাওলানা আবদুল হাদী - নূরুল হুদা, পার্বতীপুর, দিনাজপুর । ১৪-মাওলানা আবদুল গফুর (হলাইজনা, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর) । ১৫-মাওলানা আবদুল্লাহ ছালেককুড়ী, দিনাজপুর । ১৬-মাওলানা যিল্লুর রহমান সালাফী, নান্দেড়াই, চিরির বন্দর, দিনাজপুর । ১৭-মাওলানা খিযিরুদ্দীন, খোলাহাটি-গাইবান্ধা । ১৮-গাযী এফাযুদ্দীন হক্কানী, গাইবান্ধা । ১৯-মাওলানা নূর বখশ ও তাঁর দুই ছাত্র 'মিক্রা ছাহেব' মুনশী নাছীরুদ্দীন ও গাযী মাওলানা আশেকুল্লাহ - কুমিল্লা । ২০-মাওলানা ইবরাহীম (বদরগঞ্জ), হাজী যেয়ারাতুল্লাহ (হারাগাছ), রংপুর । ২১-মাওঃ কামাল শেখ ইয়ামানী

ও তৎপুত্র মওঃ জামাল শেখ, পাবনা । ২২-গাযী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ সালাফী,আটুয়া পশ্চিমপাড়া, পাবনা । ২৩-শহীদ মীরজান কাযী, কুমারখালি, কুষ্টিয়া । ২৪-মাওলানা ইসহাক বিন খাজা আহমাদ-দৌলতখালি, কুষ্টিয়া । ২৫-মাওলানা ছাবেরুদ্দীন, পাংশা, রাজবাড়ী । ২৬-মাওঃ মাগফুর হোসাইন খোরাসানী ও সাথী ২ জন, পাদুরী-ঘাটুরী গ্রাম, ময়মনসিংহ । এঁরা গারো পাহাড় এলাকায় বহু লোককে আহলেহাদীছ করেন । ২৭-মাওঃ সরফরাজ প্রধান ও মাওঃ রুস্তুম আলী ভোজনপুরী- পঞ্চগড়, দিনাজপুর । ২৮-গাযী আবদুস সাত্তার, হালুয়াকান্দী, সিরাজগঞ্জ । ২৯-মাওলানা তাসলীমুদ্দীন সালাফী ও তাঁর শ্বশুর মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, পচাপুকুর, জলঢাকা, নীলফামারী । ৩০-মাওলানা আহমাদ আলী, বুলারাটি, সাতক্ষীরা । ৩১-গোদাগাড়ী এলাকাঃ রাজশাহী ।

এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের যেসকল আলিম ও ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ১-মাওলানা আবদুল্লাহ ঝাউ এলাহাবাদী (বিলবাড়ি, মুর্শিদাবাদ) ২-মাওঃ আবদুল ওয়াহ্হাব শোখালীপুরী (মুর্শিদাবাদ) ৩-মাওলানা মাওলাবখ্শ নদভী বিন ইবরাহিম দেবকুন্ডী (ঐ) ৪-মাওলানা মাযহারুল হান্নান বিন খাজা আহমাদ (রেহমতপুর, নদীয়া) ৫-মাওলানা বাবর আলী (খোদারবাজার, উত্তর ২৪ পরগনা) ৬-মাওলানা একাজুদ্দীন (কলিকাতা) ৭-মাওঃ আবদুল লতীফ (বড়ুয়া, হুগলী) ৮-মাওলানা রহীম বখ্শ (কলিকাতা) ৯-হাজী আবদুল্লাহ (তাঁতীবাগ, কলিকাতা) ১০-মাওলানা আয়ুমুদ্দীন মেটিয়াবুরুজী (কলিকাতা, দিনাজপুর-লালবাগে কবর) ১১-হাজী শেখ আবদুল আজীজ (ভাবতা মুর্শিদাবাদ) ১২-মওঃ মুণীরুদ্দীন (চন্দিপুর) ১৩-মাওঃ মোস্তাছির আহমাদ রহমানী (কাছাড়, আসাম) প্রমুখ ।

অধ্যায় - ১০

উপসংহার

একটি আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে তার কর্মপন্থার উপরে। এই কর্মপন্থার বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক ঐকান্তিকতা বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য যোগ্য নেতৃত্ব ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অপরিহার্য্য হিসাবে বিবেচিত হয়। আন্দোলনের আদর্শ এদের দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে থাকে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মানুষ তা গ্রহণ করে। এমনকি এ আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য তারা জীবন ও সম্পদ কুরবান করতে দ্বিধাবোধ করেনা। এই প্রেক্ষিতে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে একটি সংস্কারবাদী ও আদর্শ আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলনটি ভারত উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে মুসলিম সমাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। এ আন্দোলনের কার্য্যক্রমের ধারা এত ব্যাপক যে, এর উপরে তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা শ্রমসাধ্য। তবুও এ বিষয়ের উপরে প্রথম গবেষণা প্রচেষ্টা হিসাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করে এ আন্দোলনের একটি সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

এই আন্দোলনের ফলে জড়তাগ্রস্থ ভারতীয় মুসলিম সমাজে তাকলীদে শাখছীর বদলে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জায্‌বা সৃষ্টি হয়। যুগজিজ্ঞাসার জওয়াব দানের জন্য ইজতিহাদের পরিচর্য্যা শুরু হয়। পূর্বনির্ধারিত উছূল বা আইনসূত্রের আলোকে কুরআন-সুন্নাহকে বিচার না করে বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের আলোকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান তালাশে উলামায়ে কেরাম ব্রতী হন। মুসলমানগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সরাসরি আলো গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

এই আন্দোলনের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, প্রকৃতি ও গতিধারা সম্পর্কে দু'খন্ডে ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট ১০ টি অধ্যায়ে বিভাজন করে সন্দর্ভটি রচনা করা হ'ল।

প রি শি ষ্ট

১ নং ছবি : জামেয়া রহীমিয়া, দিল্লী , ভারত

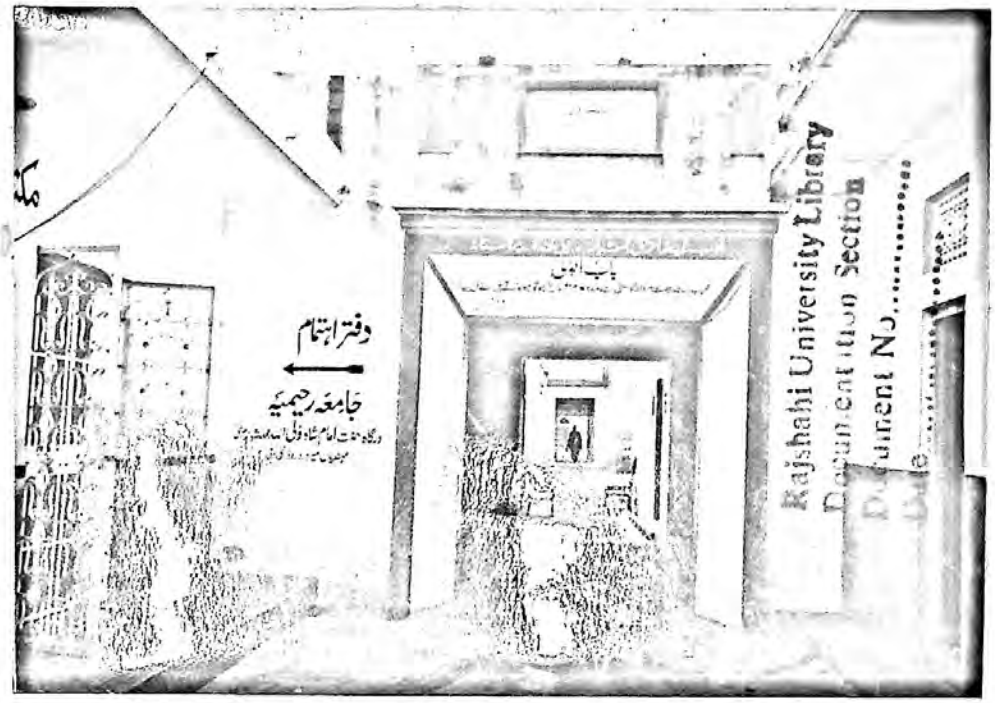

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No.....
Date.....

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর পিতা মাওলানা আবদুর রহীম প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর জামেয়া রহীমিয়ার বর্তমান দফতর ও সদর দরওয়াজা। এর পার্শ্বেই অলিউল্লাহ পরিবারের কবরস্থান অবস্থিত।

ছবি : ৬ ই জানুয়ারী ১৯৮৯

২ নং ছবি : মসজিদে ফাটক হাবাস খাঁ, দিল্লী, ভারত

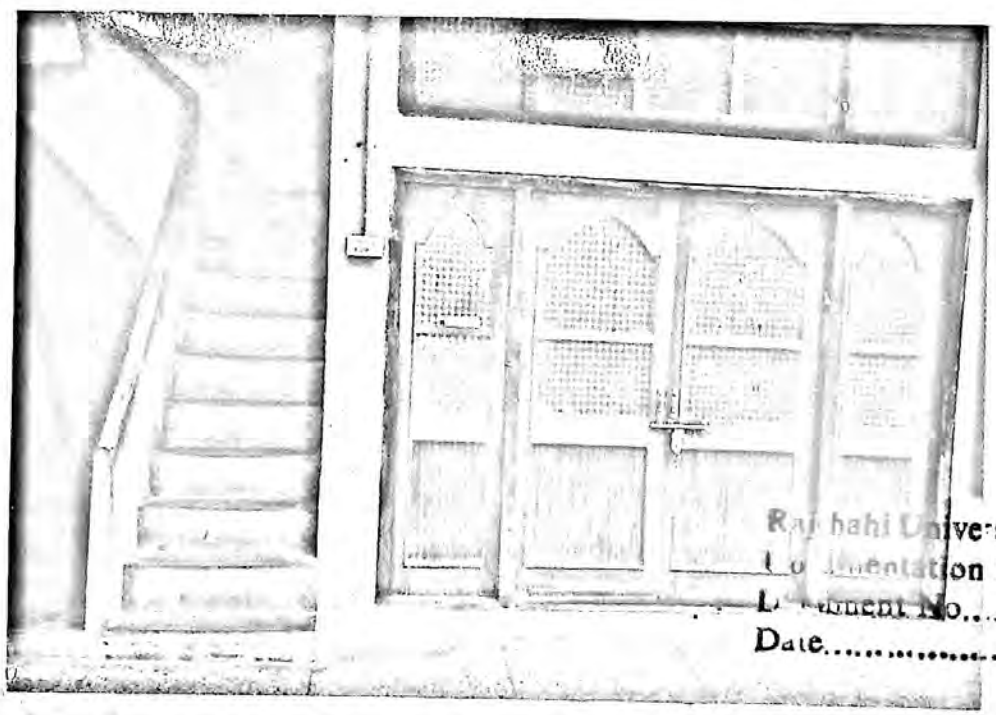

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No.....
Date.....

দিল্লী ছদর বাজারের ফাটক হাবাস খাঁ জামে মসজিদের বর্তমান দৃশ্য। মিয়াঁ নযীর হুসাইন দেহলভী এখানে দরস দিয়েছেন ও তাঁর নামে জামেয়া নযীর হুসাইন আজও এখানে চালু আছে।

ছবি : ৬ ই জানুয়ারী ১৯৮৯

৩ নং ছবি : হাকিমপুর জামে মসজিদ, পশ্চিমবংগ, ভারত

y Library
ction
Document No.
Date

বর্তমান ভারতের পশ্চিমবংগের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলাধীন হাকিমপুর জেহাদ কেন্দ্রের ঐতিহাসিক জামে মসজিদ। মাওলানা এনায়েত আলী এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরই প্রভাবে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবংগ ও বাংলাদেশেরবিভিন্ন অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।

ছবি : ৩ রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

৪ নং ছবি : সোন্দাবাড়ী কেন্দ্র, বগুড়া, বাংলাদেশ

University Library
Document Section
Document No.
Date

সোন্দাবাড়ী হ'তে অর্ধ-কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মেঘাগাছা সরকার বাড়ী জামে মসজিদ। এখানেই প্রথমে আন্দোলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সোন্দাবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। এখানে মুজাহিদ কবরস্থান রয়েছে।

ছবি : ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

৭ নং ছবি : (সূর্য্য) নারায়নপুর জামে মসজিদ, চাপাই নবাবগঞ্জ, বাংলাদেশ ।

Rajshahi University Library
Section
Document No.

সম্ভবতঃ ১৮৪০ সালের দিকে জেহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষী মণ্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লোক ও রসদ সরবরাহ কেন্দ্র । নদী ভাঙনের ধ্বংসাবশেষের উপরে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান মসজিদ । আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৪০৬- ৪০৯ ।

---

৮ নং ছবি : গাযী মাখদুম হুসাইন ওরফে মার্জুম হোসেন -এর ব্যবহৃত বদনা ।
সাকিন - ভালুকা চাঁদপুর, সাতক্ষীরা ।

Rajshahi University Library
Section
Document No.
Date

খাঁটি তামার এই বদনাটির ওজন এক কেজি ২০০ গ্রাম। উচ্চতা ৬½" ও ব্যাস ২৪" । সংগ্রহঃ মার্জুম হোসেনের প্রপৌত্রী সাতক্ষীরার আইচপাড়া গ্রামের মরহুম ছানাউল্লাহ সরদারের স্ত্রীর নিকট হতে। তাং ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ । আলোচনা দ্রষ্টব্য : পৃঃ ৪১৮- ৪১৯ ।

৯ নং ছবি : সমীরুদ্দীন, ফমীরুদ্দীন ও জামা'আতুল্লাহ নামক তিন সহোদর শহীদ ভাইয়ের স্মরণে তাঁদের ভাতিজা আব্দুল বারী কাযী যে শোকগাথা রচনা করেন, তার ছবি। সর্ব সাকিন - ঝাড়াবর্ষা, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

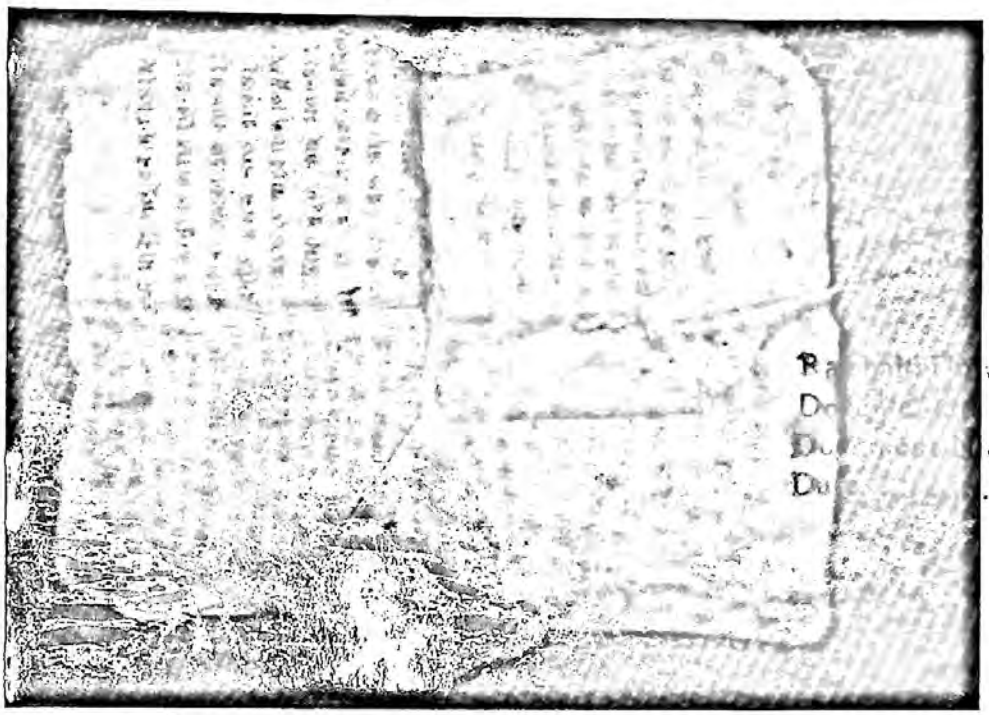

সংগ্রহ : ১৩ই অক্টোবর ১৯৮৯। আলোচনা দ্রষ্টব্য : পৃ : ৪২১-৪২২।

---

১০ নং ছবি: জেহাদের তরবারী ও ব্যাজ। মালিক : শেখ এফাযুদ্দীন হক্কানী (১৩৩), খোলাহাটি, গাইবান্ধা। আলোচনা : পৃ: ৪২২, ৪৩৪।

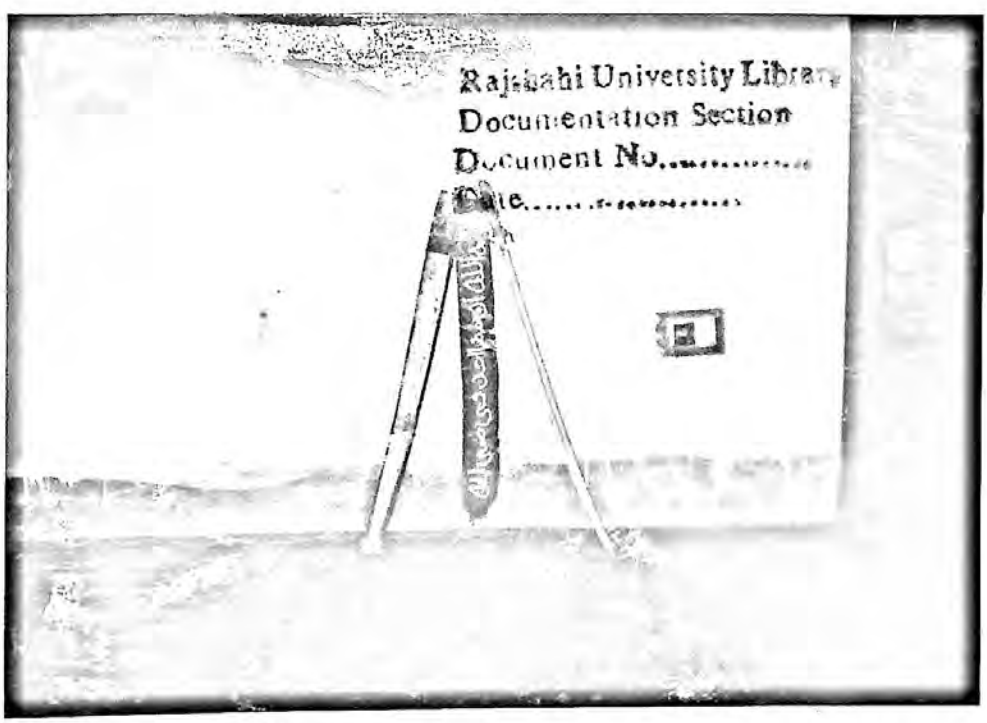

তরবারীর দৈর্ঘ্য : ৩৮ ½ ইঞ্চি। গত ১৯শে জুলাই '৯১ - তে মালিকের উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতে উক্ত তরবারী ও ব্যাজ গবেষককে উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়। - বগুড়া: দৈনিক চাঁদনীবাজার, ২৫শে জুলাই'৯১।

১১ নং ফোটোফাট) ছবি ঃ তারতাপাড়া মসজিদ সংক্রান্ত গণ্ডগোল মীমাংসা

সাব-রেজিস্ট্রার (রামকৃষ্ণপুর)
সাব-রেজিস্ট্রি অফিস

রায় দাতাগণ :
১। মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম (বিশ্ব)
২। মৃত আমাতুল্লা (নবীগঞ্জ)
৩। বাবিনজুড়ী
সাব-রেজিস্ট্রার, রামকৃষ্ণপুর

তারতা নামক গ্রামের মসজিদের সভাপতি ও অন্যান্যের মীমাংসার জন্য আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ- গত বাদীগণ লোক লইয়া অদ্য ১১ই ফাল্গুন ১৩৩২ সালে অত্র গ্রামের সৌলকী আব্দুল করীম- মোহাম্মদের বাড়ীতে সমবেত হই। মুন্সী- নেয়াজ আলী, হাজী ইয়ুসুফ, মোহাম্মদ আলম, মীর মোহাম্মদ, আবদুল খালেক, ওয়াজেদ আলী ও নোয়াব খাঁন উপস্থিত ছিলেন। গত বাদীগণ সকল কথা শুনিয়া আমরা নিম্নলিখিত মিমাংসা সম্বন্ধে উপস্থিত বাদীগণকে :-

১। তারতার গ্রামের হাজী ইয়ুসুফ মোহাম্মদের বাড়ীতে ৩০/৬০ বৎসর হইল একটী মসজিদ আছে। ১৩২৬ সালে উক্ত হাজী মোহাম্মদের মাতা- গত গ্রামের মুন্সী- নেয়াজ আলীর নোয়াখালী লইয়া মোকদ্দমা করে, ইহাতে হাজী ইয়ুসুফ গত মুন্সীর নামে নোটিশ দেন যে, হাজী গত মুন্সীর বিরুদ্ধে নালিশ করিবেন, এবং তাহার সকল মুন্সী- নেয়াজ আলী কে- মুসল্লিতে আসিবেন, তখন তাহারা মসজিদের ঘর হাজীর বাড়ী হইতে উঠাইয়া লইয়া যান। হাজী গত মুন্সী- কে- বিচারে ইচ্ছাকৃত লাগিতে দিলেন, এই জিদ গত হাজী মহাশয় সর্ব্বদেশে ও কার্য্যিমতে যোগাই পর্যন্ত ছিল মসজিদের মসজিদের ভিতরে নামাজ নিষেধ করে।

২। এই মসজিদের ঘর গ্রামের ১৫ ঘর লোকের মধ্যে ১১ ঘর লোক মুন্সী- নেয়াজ আলীর পক্ষে হাজী মহাশয়ের মসজিদ করিতে অনেকের মতের কারণে এজন্য কার্য্যিত গত মোকদ্দমা মুসল্লি কায়েমের জন্য লাগিতে যান এবং গত কার্য্যিত গত এজন্য লোকের মহাশয়ও মসজিদ মুক্তির চেষ্টা।

৩। অতঃপর আমরা বাদীর বর্ণিত [illegible]

[illegible] মুন্সী-কর্মচারীর [illegible] মোকাম [illegible], সেই সময় [illegible] বাদী, অতঃপর তুমারদের [illegible] নাই, তুমারদের [illegible] হইতে [illegible] হয়নাই।

৪। তুমারদের মোকামের [illegible] বাদীর [illegible] সাহেব [illegible] ১১ [illegible] হইতে [illegible] মুন্সী-খাজাঞ্চী [illegible] নিকট [illegible] পর্যন্ত [illegible] করিতে [illegible]।

৫। কিন্তু [illegible] মোকাম [illegible], [illegible] 3 [illegible] মুন্সী [illegible] সাহেব [illegible] বাদীর [illegible] মোকাম [illegible], অতঃপর [illegible] 3 [illegible] পর্যন্ত মুন্সীর [illegible] নাই [illegible] করিয়াছে।

৬। ইতিমধ্যে [illegible] বাদী [illegible] সাহেব [illegible] মুন্সী [illegible] করিয়াছে, [illegible] মুন্সী [illegible] 3 [illegible]।

৭। [illegible] সাহেব [illegible], [illegible] করিয়াছে, [illegible] করিয়াছে। [illegible] বাদীর [illegible] করিয়াছে। [illegible] করিয়াছে, [illegible] 3 [illegible] বাদী [illegible]

জামালপুর জেলাধীন তারতাপাড়া মসজিদ সংক্রান্ত গণ্ডগোল মীমাংসার জন্য মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর সুহস্তলিখিত ও স্বাক্ষরিত ৭ টি ধারা সম্বলিত সোলেহনামার ফটোকপি ।

তথ্যদাতা : খন্দকার আবদুল হালীম (৫০), সাং বলদতরা, পোঃ বালিজুড়ি, উপজেলা - মাদারগঞ্জ, জামালপুর ।

সংগ্রহের তারিখ : ১ লা জানুয়ারী ১৯৯১

৫২ নং (ফটোস্টাট) ছবি ঃ মোহাম্মদী জামাত পরিচালনার সংবিধান

[illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

৮। [illegible]

৯। [illegible]

(ক) [illegible]

(খ) [illegible]

১০। [illegible]

১১। [illegible]

১২। [illegible]

১৩। [illegible]

১৪। [illegible]

মাদারগঞ্জ মোহাম্মদী জামাত পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত ১৫ টি ধারা সম্বলিত মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর স্বহস্তলিখিত ও স্বাক্ষরিত সংবিধানের ফটোকপি।

তথ্যদাতা ঃ হন্দকার আবদুল হালীম , সাং বলদভরা, পোঃ বালিজুড়ি, উপজেলা – মাদারগঞ্জ, জামালপুর।
সংগ্রহের তারিখ ঃ ৯ লা জানুয়ারী ১৯৯১

দ্বিতীয় বর্ষ

১১শ সংখ্যা

الحمد لله رب العالمين

القرآن الحكيم ٢٣:٣٩

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক: মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়
পাবনা, পাক বাঙ্গলা

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী সম্পাদিত অধুনালুপ্ত মাসিক 'তর্জুমানুল হাদিছ'-এর প্রথম অবস্থার কভার পৃষ্ঠার ফটোকপি ।

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

ক — আরবী, ফারসী, উর্দু

অমৃতসরী, ছানাউল্লাহ, মাওলানা — আহলেহাদীছ কা মাযহাব
লাহোর : দারুস সালাফিইয়াহ, ১৪০৫/১৯৮৫ ।

আমেদী, সায়ফুদ্দীন আবুল হাসান আলী — আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম
প্রেসের নাম নেই । ১৩৮৭/১৯৬৮ ।

আযমী, মুছতফা মুহাম্মাদ — দিরাসাত ফিল হাদীছিন নববী ওয়া তারীখু তাদ্বীনিহি, রিয়ায বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখবিহীন ।

আল-'আব্বাদ, আবদুল মুহসিন — আর-রাদ্দু 'আলা মান কায্যাবা বিল আহাদীছিছ ছাহীহাহ ফিল মাহদীল মুনতাযার ।
মদীনা : রশীদ প্রেস ১৪০২/১৯৮২ ।

আল-'আরাবী, খালেদ — দা'ওয়াতি তাওহীদ ও 'আকাইদি আহলেহাদীছ
উড়িষ্যা : ১৩৭৭/১৯৫৮ ।

আল-আশ'আরী, আলী আবুল হুসাইন — মাক্বালাতুল ইসলামিঈন ওয়া ইখতিলাফুল মুছাল্লিঈন, প্রেসের নাম ও তারিখবিহীন ।

আল-আশকার, সুলায়মান মুহাম্মাদ — যুব্দাতুত্ তাফসীর শোওকানীর 'ফাৎহুল কাদীর'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) কুয়েত : ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়, ১৪০৬/১৯৮৬ ।

আল-খতীব, 'উজাজ, ডক্টর — আল-মুখতাছারুল ওয়াজীয ফী উলূমিল হাদীছ
বৈরূত : মুআ'সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫/১৯৮৫ ।

আলবানী, নাছিরুদ্দীন মুহাম্মাদ — আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন বি-নাফ্সিহী ফিল আক্বাইদি ওয়াল আহকাম, কুয়েত : দারুস সালাফিয়াহ্, ১৪০৬/১৯৮৬ ।

আলূসী, মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন — তাফসীর রূহুল বায়ান, মিসর : ইদারাহ তাবা'আতুল মুনীরিয়াহ, তাঃবিঃ ।

আতীকুর রহমান, ডকটর — আল্লামা শাওক নীমবী : হায়াত ও খিদমাত, পাটনা : ১৯৮৭ ।

আবু ইয়ালা, মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন — তাবাকাতুল হানাবিলাহ, বৈরুত : তারিখবিহীন ।

আবুদাউদ, সুলায়মান বিনুল আশ'আছ — সুনানু আবিদাউদ, বৈরুত : মাকতাবা আছারিয়াহ, তারিখবিহীন ।

আবু যোহরা, মুহাম্মাদ — আল-মাযাহিবুল ইসলামিয়াহ, মিসর : শিক্ষা-মন্ত্রণালয়, তাঃবিঃ ।

আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ খান, হাকীম — ইসলামী সিয়াসাত ইয়া সিয়াসী ইসলাম, শ্রীনগর : ১৯৭৮ ।

আবদুর রহমান আবদুল খালেক — আল-উছূলুল ইলমিয়াহ লিদ দাওয়াতিস সালাফিইয়াহ, কুয়েত : ১৪০৩/১৯৮২ ।

আবদুল ওয়াহ্হাব, মাওলানা — মুকাম্মাল নামায, করাচী : ১৪০৪/১৯৮৪ ।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ইমাম — কিতুবুস সুন্নাহ্, মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০৬/১৯৮৬ ।

আবদুস সাত্তার, মাওলানা — তাফসীরে সাত্তারী (উর্দু), করাচী : মাকতাবা আইউবিয়াহ, ১৯৬৫ ।

---------- — কুরআন মজীদ বা-দো তরজমা (উর্দু) করাচী : দারুস সালাম, ১৯৮২ ।

আসকালানী, ইবনু হাজার আহমাদ — ফাৎহুল বারী কায়রো : খায়রিয়াহ প্রেস, ১৩১৯/১৯০১ খৃঃ ।

ইউসুফ, ছালাহুদ্দীন হাফেয — তাহরীকে জিহাদ আহলেহাদীছ আওর আহনাফ (উর্দু) গুজরানওয়ালা-পাকিস্তান : ১৪০৬/১৯৮৬ ।

ইকরাম, মুহাম্মাদ শায়খ — রূদে কাওছার, লাহোর : ফীরোয সন্স, ১৯৬৮ ।

ইবনু আবদিল বার্র, ইউসুফ আবুওমর — জামিউ বায়নিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন ।

ইবনু আবদুল ওয়াহ্হাব, মুহাম্মাদ — কিতাবুত তাওহীদ, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৪০৬/১৯৮৬ ।

ইবনু আবী শায়বা, মুহাম্মাদ, ইমাম — আল কিতাবুল মুছান্নাফ, বোম্বাই, ১৩৯৯/১৯৭৯ ।

ইবনুল কাইয়িম, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ — মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ আলাল জাহমিয়াহ রিয়ায আল-হাদীছাহ, তারিখবিহীন ।

---------- — ০ ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন 'আন রাব্বিল আলামীন বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৭৩ ।

ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল — তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৮/১৯৮৮ ।

ইবনু খাইয়াত, খলীফা আবু আমর — ০ কিতাবুত তাবাকাত, রিয়ায : দার তাইয়িবা, ১৪০২/১৯৮২ ।

---------- — ০ তারীখু খলীফা বিন খাইয়াত, রিয়ায : দার তাইয়িবা, ১৪০৫/১৯৮৫ ।

ইবনু খালদুন, আবদুর রহমান — তারীখু ইবনি খালদুন, বৈরুত : মুওয়াস্সাসাতুল আলমী, তারিখবিহীন ।

ইবনু খল্লিকান, আহমাদ কাযী — অফ্ইয়াতুল আ'ইয়ান ফী আম্বাই আবনাইয যামান মিসর : মায়মানিয়াহ প্রেস, ১৩১০/১৮৯২ খৃঃ

ইবনুছ ছালাহ্, উছমান আবু আমর — কিতাবু উলূমিল হাদীছ, ওরফে মুকাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, মিসর : সা'আদাহ প্রেস, ১৩২৬ হিঃ

ইবনু তায়মিয়াহ, আহমাদ, ইমাম — ০ মিনহাজুস সুন্নাহ, প্রেসের নাম ও তারিখবিহীন ।

---------- — ০ মাজমূউল ফাতাওয়া, মক্কা : মাকতাবা নাহ্যাতুল হাদীছাহ, ১৪০৪/১৯৮৪ ।

---------- — ০ আল-উবূদিয়াহ, রিয়ায : দারুল ইফতা, ১৪০৪/১৯৮৪ ।

---------- — ০ ফাৎওয়া হামাবিয়াহকুব্রা, লাহোর : মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৪০৪/১৯৮৪ ।

ইবনু নাদীম — কিতাবুল ফিহরিস্ত, বৈরুত : মাকতাবা খাইয়াত, তাঃবি

ইবনু মান্দাহ, মুহাম্মাদ, ইমাম — কিতাবুল ঈমান, মদীনা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০১-১৯৮১ ।

ইবনু রাজাব, আবদুর রহমান যয়নুদ্দীন — কিতাবুয যায়ল 'আলা তাবাকাতিল হানাবিলাহ বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৭২/১৯৪৩ ।

ইবনু হযম, আবু মুহাম্মাদ ইমাম — কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহ্ওয়া ওয়ান নিহাল (শহরস্তানীর 'মিলাল'সহ) বৈরুত : মাকতাবা খাইয়াত ১৩২১/১৯০৩ ।

---------- — ০ আল-মুহাল্লা, দামেস্ক : ১৩৪৭/১৯২৮ খৃঃ

ইবনু হিশাম, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মালিক — সীরাতু ইব্নি হিশাম, কুয়েত : ১৪০৫/১৯৮৫ ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা — মিন আতৃইয়াবিল মুনাহ ফী ইলমিল মুছতালাহ ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খৃঃ

ওয়াযীরাবাদী, ফযলে এলাহী — জিহাদে কাশ্মীর, করাচী : ১৪০৮/১৯৮৮ ।

ওয়াযীরুল ইয়ামানী, মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ্ — আর-রওযুল বাসিম ফিয-যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৯ হিঃ।

কাইয়ুম খিযির — ছাদিকপুর, পাটনা, কুরবানগাহে আযাদীয়ে ওয়াতন, পাটনা : ১৯৭৯ ।

কীলানী, আব্দুর রহমান — সারগুযাশ্তে নুরিস্তান লাহোর, ১৯৮৬ ।

কুরায়শী, ইশতিয়াক হুসাইন — বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কী মিল্লাতে ইসলামিয়াহ (উর্দু অনুবাদ : বেলাল আহমদ যুবায়রী করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭ ।

ছাদরুশ শারী'আহ, উবায়দুল্লাহ বিন মাসঊদ — তাওযীহ শারহু তানকীহুল উছূল কলিকাতা : ১২৭৮/১৮৬১ ।

ছাবূনী, আবদুর রহমান — আকীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ ছাফাত-কুয়েত : ১৪০৪/১৯৮৪ ।

ছিদ্দীক হাসান খান, নওয়াব — কাৎফুছছামার ফী বায়ানি আকীদাতি আহলিল আছার, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৪ হিঃ

ছিদ্দীক হাসান খান, নওয়াব — ০ ফাৎহুল বায়ান ফী মাকাছিদিল কুরআন
ভুপাল-ভারত : ১২৯১ হিঃ ।

---------- — ফাৎহুল বাব লি-আকাইদি উলিল-আলবাব-(উর্দূ)
বেনারস : সাইদুল মাতাবে, ১৩০৫/১৮৮৭

---------- — ইবকাউল মিনান বি-ইলকাইল মিহান (উর্দূ)
লাহোর : দারুদ দাওয়াতিস সালাফিইয়াহ্ ১৯৮৬ ।

ছুবহী ছালেহ, ডকটর — উলুমল হাদীছ ওয়া মুহতালাহুহু
দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৩/১৯৬৩ ।

জয়পুরী, ইউসুফ মাওলানা — হাকীকাতুল ফিক্হ, বোম্বাই : (সম্পাদনা : দাউদ রায়) তারিখবিহীন ।

জিওন মোল্লা, আহমদ হাফেয — নূরুল আনওয়ার (কামারুল আকমারসহ)
করাচী : কালাম কোম্পানী, তারিখবিহীন ।

জীলানী, আবদুল কাদের, শায়খ — কিতাবুল গুনিয়াহ মিসর : ১৩৪৬ হিঃ

জুরজী যায়দান — তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ
মিসর : দারুল হিলাল, ১৯৫৭ ।

ঝাংগুরী, আবদুর রহমান — ফাতাওয়া ওলামায়ে কেরাম বার তাকার্রুরি ইমাম

তাব্রেযী, মুহাম্মাদ আল-খতীব — মিশকাতুল মাছাবীহ, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫ , দিল্লী : মুজতাবায়ী ১৩৪৪ হিঃ

তিরমিযী, মুহাম্মাদ আবু ঈসা, ইমাম — জামি'তিরমিযী, দিল্লী : ১৩০৮ হিঃ , বৈরুত : (তাহকীক, ফুয়াদ আব্দুল বাকী) ১৪০৮

থানেশ্বরী, মুহাম্মাদ জাফর — তাওয়ারীখে আজীব, দিল্লী : ১৩৪৪ হিঃ

দাউদী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ — তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, কায়রো : মাকতাবা ওয়াহ্বাহ ১৩৯২/১৯৭২ ।

দীনাওয়ারী, ইবনু কুতায়বাহ, ইমাম — তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ ফির রাদ্দি 'আলা আ'দা'ই আহ্‌লিল হাদীছ, মিসর : কুর্দিস্তান প্রেস, ১৩২৬/১৯০৮ ।

দেহলভী, ওয়ালিউল্লাহ শাহ — হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, মিসর : ১৩২২ হিঃ, কায়রো : দারুত তুরাছ, ১৩৫৫ হিঃ ।

---------- — ০ ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত্ তাকলীদ (আরবী-উর্দূ), লাহোর ছিদ্দীকী প্রেস, তারিখবিহীন ।

---------- — ০ আল-ইনছাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ বৈরুত : দারুন নাফাইস, ১৩৯৭/১৯৭৭ ।

---------- — ০ আল-আকীদাতুল হাসানাহ, আকবরাবাদ-দিল্লী : ১৩০৪/১৮৮৬ ।

---------- — ০ ফুয়ূযুল হারামাইন (আরবী-উর্দূ), দিল্লী : মাতবা' আহমদী, ১৩০৮/১৮৯০ ।

---------- — ০ সাৎআত (উর্দূ অনুবাদ : মুহাম্মাদ মতীন হাশেমী) লাহোর : ইদারা ছাকাফাতি ইসলামিয়াহ, ১৯৮৬ ।

---------- — ০ তাফ্‌হীমাতুল ইলাহিয়াহ, বিজনৌর-ভারত : ১৩৫৫ হিঃ

---------- — ০ আল-ফওযুল কবীর (আরবী), কানপুর, ছাপা, ১৩৬৯ হিজরীতে ঢাকায় লিখিত ।

---------- — ০ অছিয়াতনামা (ফারসী), কানপুর, ১২৭৩ হি : ।

---------- — ০ ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা (ফারসী) রায়বেরেলী : ছিদ্দীকী প্রেস, তাঃবিঃ ঐ, (উর্দূ অনুবাদ) করাচী : তাঃবিঃ ।

দেহলভী, নযীর হুসাইন, মিয়াঁ — মি'য়ারুল হক দিল্লী : ১৩৩৭/১৯১৯ ।

---------- — ০ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, দিল্লী : ১৪০৯/১৯৮৮ ।

দেহলভী, মিরযা হায়রাত — হায়াতে তাইয়িবা, লাহোর : মাকতাবাতুস সালাম, ১৯৫৮ খৃঃ ।

দেহলভী, শায়খ আহমদ — তারীখু আহলিল হাদীছ (আরবী), লাহোর : ১৩৫২ হি

নওশাহরাবী, আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান — তাল্লাজিমে উলামায়ে হাদীছ হিন্দ লায়ালপুর-পাকিস্তান : ১৩৯১/১৯৮১ ।

নাদভী, আবুল হাসান আলী, সৈয়দ — সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ, লাক্ষ্ণৌ : ১৯৩৯ খৃঃ

নাদভী, মাসঊদ আলম — হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক দিল্লী : মাকতাবা ইসলামী ১৯৮১ ।

---------- — ও ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী আওর উনকে আফকার পর এক নযর, লাহোর : ১৪০৬/১৯৮৫ ।

নাদভী, রঈস আহমাদ — জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাছনীফী খিদমাত বেনারস : ১৪০০/১৯৮০ ।

নাদভী, সুলায়মান সাইয়িদ — আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুকাত এলাহাবাদ : হিন্দুস্তান প্রেস, ১৯৩০ ।

নবভী, মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া — রিয়াযুছ ছালেহীন সুরাবায়া-ইন্দোনেশিয়া : তারিখবিহীন ।

নাসাঈ, আহমাদ বিন শু'আইব, ইমাম — সুনানুন নাসাঈ (তা'লীকাত সালাফিয়াহ সহ) লাহোর : ১৩৭৬/১৯৫৬ ।

ফিরিওয়াঈ, আবদুর রহমান — জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুতাহ্হারাহ বেনারস : মাতবা'আ সালাফিয়া, ১৪০৬/১৯৮৬

ফিরিস্তা, মুহাম্মাদ কাসিম হিন্দশাহ — তারীখে ফিরিস্তা (ফারসী), কানপুর : নওলকিশোর ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ

ফুল্লানী, ছালেহ ইমাম — ঈকাযু হিমামি উলিল আবছার··· বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৯৮/১৯৭৮ ।

বরকতুল্লাহ, শাহযাদা — মুখতাছার সাওয়ানিহ জামা'আতে আলিয়াহ মুজাহিদীন, পেশোয়ার : ১৯৪৮ ।

বাগদাদী, আবদুল কাহির — o আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তারিখবিহীন ।

---------- — o কিতাবু উছূলিদ দীন, ইস্তাম্বুল : দাওলাহ প্রেস ১৩৪৬/১৯২৮ ।

বাগদাদী, আবুবকর আল-খতীব — o শারফু আছহাবিল হাদীছ, লাহোর : রিপন প্রেস, তারিখবিহীন ।

---------- — o তারীখু বাগদাদ, কায়রো : ১৩৪৯/১৯৩১ ।

বাগাভী, মুহিউস সুন্নাহ, ইমাম — শারহুস-সুন্নাহ, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩/১৯৮৩ ।

বাহরুল উলূম, আবদুল আলী — ফাওয়াতিহুর রাহমূত শরহু মুসাল্লামুছ ছুবূত, লাক্ষ্ণৌ : ১২৯৫/১৮৭৮ ।

বালাযুরী, আবুল হাসান আহমাদ — ফুতূহুল বুলদান, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪০৩/১৯৮৩ ।

বায়হাকী, আবুবকর আহমাদ, ইমাম — আল-ইতিকাদ আলা মাযহাবিস সালাফ আহলিস্ সুন্নাহ, ফায়ছালাবাদ-পাকিস্তান : হাদীছ একাডেমী, তারিখবিহীন ।

---------- — সুনানুল কুবরা, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, তাঃবিঃ ।

---------- — দালাইলুন নবুওত, বৈরুত : ১৪০৫/১৯৮৫ ।

বেলায়েত আলী — 'আমল বিল হাদীছ (ফারসী-উর্দূ), দিল্লী : মাতবা'আ ফারূকী, তারিখবিহীন ।

বিহারী, ফযল হুসাইন — আল-হায়াত বা'দাল মামাত (উর্দূ), করাচী : ১৩৭৯/১৯৫৯ ।

বুখারী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল — ছহীহুল বুখারী, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাঃবিঃ; ঐ মীরাট ছাপা : ১৩২৮ হিঃ ।

মাওয়ার্দী, আবুল হাসান আলী — তাফসীরুল মাওয়ার্দী, কুয়েত : ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়, ১৪০২/১৯৮২ ।

মাকদেসী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ — আহসানুত তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম, লন্ডন : ই,জে,ব্রীল, ১৯০৬ খৃঃ

মাগরাভী, মুহাম্মাদ — আল-মুকাস্সিরূন বায়নাত তাবীল ওয়াল ইছবাত ফী আয়াতিছ ছিফাত, রিয়ায : দার তাইয়িবা, ১৪০৫/১৯৮৫ ।

মানছুর পুরী, সুলায়মান মুহাম্মাদ — রহমাতুল-লিল-আলামীন, দিল্লী : ১৯৮০ ।

মারকাযী দারুল ইমারত — মাশরেকী পাকিস্তান কী তাবলীগী ও তানযীমী রিপোর্ট, মারকাযী গোরাবায়ে আহলেহাদীছ করাচী, ১৯৬৮ ।

মেহের, গোলাম রাসুল — ০ সারগুযাস্তে মুজাহিদীন, লাহোর : শাইখ গোলাম আলী এন্ড সন্স, তারিখবিহীন ।

---------- — ০ জামা'আতে মুজাহিদীন, ঐ তাঃবিঃ

---------- — ০ সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ঐ তাঃবিঃ

মুবারকপুরী, কাযী আতহার — আল-ইকদুছ ছামীন ফী ফুতুহিল হিন্দ ওয়া মান ওয়ারাদা ফীহা মিনাছ ছাহাবাতি ওয়াত তাবেঈন, কায়রো : দারুল আনছার ১৩৯৯/১৯৭৯ ।

---------- — ০ রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ ঐ ১৩৯৮/১৯৭৮

মুসলিম বিনুল হাজ্জাজ, ইমাম — ছহীহ মুসলিম, বৈরুত : দারুল ফিক্র ১৪০৩ হিঃ

মুহাম্মাদ বিন আহমাদ — ০ আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ বে-কেরালা তিরূর-কেরালা : ১৯৮২ ।

---------- — ০ নাদওয়াতুল মুজাহিদীন ওয়া আহদাফুহা ঐ তাঃবিঃ

মুহিউদ্দীন, মাওলানা — সাব'আ মুআ'ল্লাকাত (আরবী-উর্দু) ঢাকা : ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫ ।

যামাখশারী, জারুল্লাহ, মাহমূদ বিন ওমর — আল-কাশশাফ আন-হাকাইকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাভিলি ফী উজুহিত তাভীল, মিসর, ১৩৪৪ হিঃ

যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ — মুখতাছারুল উলু লি-'আলিইল গাফ্ফার বৈরুত ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০১/১৯৮১।

---------- — ০ তাযকেরাতুল হুফ্ফায হায়দরাবাদঃ দাক্ষিণাত্য, ১৩৩৩/১৯১৫ খৃঃ

---------- — ০ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা বৈরুত ঃ ১৪০২/১৯৮২।

যুবায়রী, আবদুর রহীম মৌলবী — ০ মাজমু'আ রাসাইলে তিস'আ দিল্লী ঃ মাতবা'আ ফারূকী, তাঃবিঃ।

---------- — ০ তাযকেরায়ে ছাদিকাহ (উর্দূ) মাতবা'আ উছমানী, স্থানের নাম উল্লেখ নেই। ১৩১৯ হিঃ

রহমানী, আবেদ হাসান — জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত বেনারস ঃ ১৪০০/১৯৮০ খৃঃ

রহমানী, নাযীর আহমাদ — আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, বেনারস ঃ ১৯৮৬।

রায্যাকী, শাহেদ হুসাইন — ইলমে হাদীছ মে বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কা হিস্সা (মূল ইংরেজী হ'তে অনুবাদ) লাহোর ঃ ইদারা ছাকাফাতি ইসলামিয়াহ, ১৯৭৭।

রাযী, মুহাম্মাদ বিন ওমর আল-ফখর — মাফাতীহুল গায়ব ওরফে তাফসীরুল কাবীর মিসর ঃ বাহিইয়াহ প্রেস ১৩৫৩/১৯৩৪।

রিযা, রশীদ সৈয়দ — মুখতাছার তাফসীরুল মানার, বৈরুত ঃ ১৪০৪/১৯৮৪।

লালকাঈ, হিবাতুল্লাহ — শারহু উছূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, রিয়ায ঃ দার তাইয়্যিবাহ সম্ভবতঃ ১৪০২/১৯৮২।

লাহোরী, আশরাফ — আল-বুশ্রা (আরবী), লাহোর ঃ ১৩৭১/১৯৫০ খৃঃ

লাক্ষ্ণৌবী, আব্দুল হাই — শারহে বেকায়াহ (ভূমিকা) দিল্লী : ১৩২৭ হিঃ

---------- — নাফে'কাবীর (জামে ছাগীর-এর ভূমিকা) লাক্ষ্ণৌ : ১২৯১ হিঃ

শহরস্তানী, মুহাম্মদ বিন আবদুল করীম — আল-মিলাল ওয়ান নিহাল বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তাঃবিঃ

শহীদ, সাইয়্যিদ আহমাদ — ছিরাতে মুস্তাকীম (উর্দু অনুবাদ : অনুবাদকের নাম নেই) করাচী : কালাম কোম্পানী, তারিখবিহীন।

শহীদ, ইসমাঈল শাহ — তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রাফ'ইল ইয়াদাইন (আরবী-উর্দু) মীরাট ছাপা, ১২৭৯ হিঃ

শাওকানী, মুহাম্মদ বিন আলী
- ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাককি মিন ইলমিল উছূল, মিসর : বাবী হালবী, প্রেস, ১৩৫৬/১৯৩৭।
- ---------- নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকাল আখবার মিসর : বাবী হালবী, তারিখবিহীন।
- ---------- আল-কওলুল মুফীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতিহাদি ওয়াত্ তাক্লীদ, মিসর : ১৩৪০ হিঃ
- ---------- তাফসীর ফাৎহুল কাদীর, মিসর : ১৩৫০ হিঃ

শাওকী যায়েফ, ডক্টর — আল-মাদারিসুন নাহভিয়াহ, কায়রো : ১৯৭২।

শাকির, আহমাদ মুহাম্মাদ — আল-বাইছুল হাছীছ শারহু ইখতিছারি উলূমিল হাদীছ বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪০৩/১৯৮৩।

শাত্বেবী, আবু ইসহাক — আল-মুওয়াফিকাত ফী উছূলিশ শারীআহ, মিসর : মাকতাবা তিজারিয়াহ কুবরা, ১৩৯৫/১৯৭৫।

শাফেঈ, মুহাম্মাদ বিন ইদরীস, ইমাম — আর-রিসালাহ, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখবিহীন।

শা'রানী, আবদুল ওয়াহ্হাব — কিতাবুল মীযান, দিল্লী : আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ।

শাহপুরী, আবাদ — সাইয়্যিদ বাদশাহ কা কাফেলা, লাহোর : ১৯৮১।

শিয়ালকোটি, ইবরাহীম মীর — তারীখে আহলেহাদীছ, ওখলা-দিল্লী ঃ ১৯৮৩ ।

সাবকী, তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব — তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ আল-কুব্রা বৈরুত ঃ অফসেট ছাপা, তারিখবিহীন ।

সাবাঈ, মুছতফা ডক্টর — আসসুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরীইল ইসলামী বৈরুত ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৩৯৬/১৯৭৬ ।

সালাফী, আবদুল গাফ্ফার — দাস্তুর জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান, ১৯৬৩ ।

সালাফী, মুহাম্মাদ উযাইর — হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক, বেনারস ঃ ১৯৭৯ ।

সাবিক, সৈয়দ — আল-আকাইদুল ইসলামিয়াহ বৈরুত ঃ দারুল ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২ ।

সিন্ধী, মুহাম্মাদ মুঈন — দিরাসাতুল লাবীব ফিল উসওয়াতিল হাসানাহ বিল হাবীব, লাহোর ঃ বায়তুস সালতানাহ, ১২৮৪/১৮৬৮ খৃঃ

সৈয়ূতী, জালালুদ্দীন আবদুর রহমান — ০ তাবাকাতুল হুফ্ফায, কায়রো ঃ মাকতাবা ওয়াহ্বাহ ১৩৯৩/১৯৭৩ ।

---------- — ০ তাদরীবুর রাবী শারহু তাকরীবিন নববী মদীনা ঃ আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ, ১৩৭৯/১৯৫৯ ।

হাকেম, আবু আব্দুল্লাহ, হাফেয — আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহায়েন (তালখীছসহ) বৈরুত ঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, তারিখবিহীন ।

হামাভী, শিহাবুদ্দীন ইয়াকূত — মু'জামুল বুলদান, বৈরুত ঃ দার ছাদির, তাঃবিঃ

হারাস, মুহাম্মাদ খলীল — শারহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়াহ মূল ঃ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ) রিয়ায ঃ দারুল ইফতা ১৪০৩/১৯৮৩ ।

হালীম, মুহাম্মাদ — মুজাদ্দিদে আযম, লাহোর ঃ ১৯৬৮ ।

হাস্সান বিন ছাবিত — দীওয়ানু হাস্সান, দার, বৈরুত ঃ ১৩৯৮/১৯৭৮ ।

হিন্দ, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ — লামহাতুন আন জমঈয়তি আহলিল হাদীছ (আরবী লিফলেট) দিল্লী ঃ ১৯৮৯ ।

খ - বাংলা

আইনুল বারী, শেখ — কাদিয়ানী কাহিনী, কলিকাতা : ১৯৮৬ ।

আখতার হোসেন, শেখ — সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী দৌলতপুর, খুলনা : ১৯৮৬ ।

আবদুর রহমান, মোহাম্মাদ — আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী ঢাকা - ১৯৮৩ ।

আবদুল মওদুদ — ওহাবী আন্দোলন, ঢাকা : ১৯৮৫ ।

আল-কুরায়শী, আবদুল্লাহেল কাফী মোহাম্মদ — ০ ফিরকাবান্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি ঢাকা-১৯৬৩ ।

---------- — ০ আহলেহাদীস পরিচিতি, ঢাকা-১৯৮৩ ।

আল-গালিব, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ — সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি (মূল) আব্দুর রহমান আবদুল খালেক) ঢাকা : ১৪০৫/১৯৮৫ ।

আহমদ, আবুল মনসুর — আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা-১৯৬৮ ।

ইবনে আহমাদ সালাফী — আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয়, কলিকাতা : ১ম সংস্করণ, ১৯৮০ ।

এনামুল হক, ডক্টর — পূর্বপাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স, ১৯৪৮ ।

এবনে গোলাম সামাদ, ডক্টর — বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা, ই, ফা, বা, ১৯৮৭ ।

ওসমান গণী, মোহাম্মাদ — আনোয়ারুল মুকাল্লেদীন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫ ।

কুরায়শী, গোলাম সামদানী — আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ ।

নেয়ামাতুল্লাহ, মাওলানা — ধোকাভঞ্জন, প্রকাশক : বর্ধমান জেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস, ১৪০৪/১৯৮৪ ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ — পরিচিতি-ক (লিফলেট) রাজশাহী কেন্দ্রীয় কার্যালয় হ'তে

মতিউর রহমান, মোহাম্মাদ — তরীকায়ে মোহাম্মাদিয়া, সাতক্ষীরা : ১৯৮৭ ।

মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ — ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও বৃটিশ শাসন) ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৪ ।

হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ — দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ (বাংলা অনুবাদ : এম, আনিসুজ্জামান) ঢাকা : ১৯৮২ ।

গ - ইংরেজী

Ahmed, Queamuddin — THE WAHABI MOVEMENT IN INDIA Calcutta : 1966.

Ali, A.K.M. Yaqub — ASPECTS OF SOCIETY AND CULTURE OF THE BARIND 1200-1576 A.D. (Unpublished Ph.D. thesis).

Ibrahimi, Sikandar Ali — MOULANA KARAMAT ALI AND HIS PROJECTS OF REFORMS. (Unpublished Ph.D. thesis)

Ishaq, Muhammad Dr. — INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE Dacca University 1976.

Khan, Muinud-din Ahmed — HISTORY OF THE FARAIDI MOVEMENT. Dhaka : Islamic Foundation 1984.

Khudabaksh, Salahuddin and Margoliouth, D.S. — THE RENAISSANCE OF ISLAM (Trans. from German). Delhi : 1979.

Mallik, Azizur Rahman — BRITISH POLICY AND THE MUSLIMS IN BENGAL (1757-1856) Dacca : Bangla Academy 1977.

Macgregor, John. P. — MUSLIM INSTITUTIONS, London : George Allien and Unwin Ltd. 1961.

Murray, Titas — INDIAN ISLAM, New Delhi 1979.

Pakistan Historical Society — HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT, Karachi 1960

Schacht, Joseph — ORIGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE London, Oxford University Press 1959.

Smith, Wilfred Cantwell — O MODERN ISLAM IN INDIA, London : Victor Gollancz Ltd. 1946.

——— — O ISLAM IN MODERN HISTORY Princeton University Press, 1957.

Triton, A.S. — ISLAM BELIEF AND PRACTICES Hutchinson's University Library, 1951.

Watt, Montgomery, W. — ISLAMIC PHILOSOPHY AND THEOLOGY. Edinburgh University Press, 1962.

Zwemer S.M. — ACROSS THE WORLD OF ISLAM Newyork, Flemming H. Revel Co. N.D.

ঘ - প্রবন্ধ, পত্রিকা ও সাময়িকী

আখবারে আহলেহাদীছ (উর্দু সাপ্তাহিক) — অমৃতসর : পূর্বপাঞ্জাব, ভারত, সম্পাদক : মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ।

আজাদ (বাংলা দৈনিক) — 'বাংগালী মুসলমানদের রাজনৈতিক জনক' — অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মাদ আজরফ, বিশেষ সংখ্যা ১৮ই আগষ্ট, ১৯৬৯, ঢাকা ।

আরাফাত (বাংলা সাপ্তাহিক) — মাওঃ কাফী স্মরণে বিশেষ সংখ্যা, ২রা জুলাই, ১৯৬২ ।

আল-ই'তিছাম (উর্দু সাপ্তাহিক) — লাহোর, শীশমহল রোড, সম্পাদক - আলীম নাছেরী ।

আল-ফুরকান (আরবী মাসিক) — ' উছুলুল আমালিল জিমাঈ'- আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক ছাফাত-কুয়েত : ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ১৯৯০ ।

আহলেহাদিস (বাংলা মাসিক) — কলিকাতা : ১ নং মারকুইস লেন, বাংলা ১৩২২ ও ১৩২৩ সাল, সম্পাদক - মোহাম্মদ বাবর আলী ।

আহলেহাদীস (বাংলা মাসিক)	'নদীয়া জেলায় আহলেহাদীস আন্দোলন' — মোঃ মুনযির আলী । পৌষ ১৩৮৯ 'বীরভূম জেলায় আহলেহাদীস আন্দোলন' — মাওলানা আবদুর রউফ শামীম । আশ্বিন-১৩৮৭, ১ নং মারকুইস লেন, কলিকাতা-১৬, সম্পাদক : হাফেয শেখ আইনুল বারী ।
ইনকিলাব (বাংলা দৈনিক)	'সোনার বাংলার অংগনে'— ফারুক মাহমুদ । ঢাকা : ২৪শে জুন, ১৯৮৮ ।
তর্জুমানুল হাদীছ (অধুনালুপ্ত বাংলা মাসিক)	"সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর রাজনীতি" — ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, ১০ম বর্ষ, সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ । ঢাকা : ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড ।
তর্জুমানুল হাদীছ (উর্দূ মাসিক)	লাহোর : ৫০, লোয়ার মাল রোড, সম্পাদক : অধ্যাপক সাজেদ মীর ।
তা'মীরে মিল্লাত (উর্দূ পাক্ষিক)	নাদওয়াতুল উলামার মুখপাত্র, লাক্ষ্ণৌ, ভারত, ১৯৮৪ ।
মা'আরিফ (উর্দূ মাসিক)	"হিন্দুস্তান মেঁ ইলমে হাদীছ" — সাইয়্যিদ সুলায়মান নাদবী, আযমগড়, ইউ,পি, ভারত ।
স্মরণিকা	পঞ্চম কেন্দ্রীয় কনফারেন্স '৮৫, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস ।
স্মরণিকা	জাতীয় সম্মেলন '৯১, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ।
ISLAMIC CULTURE (Research Journal)	"Mahisantosh : A Site of historical and archaeological interest in Bangladesh" by A.K.M. Yaqub Ali, Hydrabad, 1984.
THE MOSLEM WORLD (Research Journal)	"Islam in India to-day" by H. Craemer, Newyork, 1931.

ঙ - অভিধান ও বিশ্বকোষ

আফরিকী, ইবনু মনযুর	লিসানুল আরব (বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তারিখবিহীন)
আব্দুল বাকী, মুহাম্মাদ ফুয়াদ	আল-মু'জামুল মুফাহ্‌রিস লি-আলফাযিল কুরআনিল করীম, বৈরুত : দারুল জীল, ১৪০৭/১৯৮৭ ।
আহমাদ বিন ফারিস	মু'জামু মিক্‌ইয়াসিল লুগাহ (আরবী), বৈরুত : দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯/১৯৭৯ ।

D-1610

ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য — মু'জামুল ওয়াসীত্ব (আরবী), বৈরুত : দারুল ফিক্‌র (তারিখবিহীন ।

আল-বুস্তানী, বুতরুস — কুৎরুল মুহীত্ব (আরবী), বৈরুত : মাকতাবা লুবনান, ১৯৬৯ ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন — ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ ।

লাক্ষ্ণৌবী, মুহায্যাব — মুহায্যাবুল লুগাত (উর্দু), লাক্ষ্ণৌ, তারিখবিহীন ।

লুইস মালুফ, ফাদার — আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দু), করাচী : ১৯৬৭ ।

-------- — o আল-মুনজিদ (আরবী), বৈরুত : দারুল মাশরিক, ১৯৮৬ ।

..... — দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ (উর্দু বিশ্বকোষ) লাহোর, ১৩৮৮/১৯৬৮ ।

Americana Corporation — ENCYCLOPAEDIA AMERICANA, Newyork 1949 & 1981.

Gibb, H.A.R. & others — ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM Leiden : Brill, 1960 & 1971.

James Hastings — ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS, Great Britain N.D.

.....
.....
....
..

Library
Documentation Section
Document No. ~~R 2510~~
Date 9.11.92 D-1610